পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ২০

প্রতাপাদিত্য।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল.

সম্পাদিত।

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৩ সাল।

মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র

PRINTED AT THE

76 Balaram Dey Street.

ভূমিকা।

প্রতাপাদিত্য প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসর হইতে আমরা এই গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু নানারূপ বাধা বিঘ্ন ঘটায়, প্রতাপাদিত্যকে যথাসময়ে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি নাই। এত দিনে আমাদের আশা সফল হইল। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপার আমাদের দ্বারা সম্যগ্‌রূপে সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তবে আমাদের এই পরিশ্রমের যৎকিঞ্চিৎ মূল্য সাধারণে প্রদান করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যসম্পাদন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। নানা ভাষার গ্রন্থ আলোচনা ও ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে তবে ইহার প্রকৃত সম্পাদন কার্য্য সংসাধিত হয়। কিন্তু আমাদের সেরূপ ক্ষমতা বা অবসর নাই। সেই জন্য বলিতেছি, আমাদেরই সাধ্যানুরূপ সম্পাদনসহ আমরা প্রতাপাদিত্যকে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। ইহাতে যে অনেক ত্রুটি আছে, তাহা আমরা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি। তবে উদার পাঠকবর্গের সে দিকে দৃষ্টি না থাকিলেই সুখী হইব।

এই গ্রন্থে যে যে পুস্তক সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের কোন কোন খানি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা করিতেছি। প্রথম, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্র। ইহা বাঙ্গলা ভাষার প্রকাশিত আদি গদ্যগ্রন্থ। সে সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থের

আর সংস্করণ হয় নাই। আমরাই উহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিলাম। ইহার প্রথম সংস্করণের তিন খানি মুদ্রিত পুস্তক আমরা পাইয়াছিলাম। সব কয়খানির সদর পৃষ্ঠা নাই, নাধান, এই জন্য আমরা তাহার সদর পৃষ্ঠা দিতে পারি নাই। এই গ্রন্থই বিস্তৃত টিপ্পনীসহ সম্পাদিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের প্রতাপাদিত্যচরিত্রের প্রথম সংস্করণ পাই নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় সংস্করণই মুদ্রিত করিয়াছি। উক্ত সংস্করণের দুই খানি পুস্তক দেখিয়াছি। তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ রামরাম বসুর গ্রন্থেরই নব্যভাষায় রূপান্তর। উহাও গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে। ঘটককারিকা, শশিভূষণ নন্দী প্রকাশিত কায়স্থকারিকা ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত প্রতাপাদিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে প্রদত্ত কারিকা আলোচনা করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় কারিকা একই, যাহা কিছু পার্থক্য আছে, তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গীয় রাম-গোপাল রায় মহাশয়ের সারতত্ত্বতরঙ্গিণী, এক খানি বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডু-লিপি। তাহাতে প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধে যে অংশ আছে, আমরা কেবল, তাহাই প্রদান করিয়াছি। আমাদের অনুমান তিনি উহার কোন কোন কথা ফারসী রাজনামা গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকিবেন। রায় মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সারতত্ত্বতরঙ্গিণী প্রাপ্ত হইয়াছি। নবকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে অম্বরের শিলাদেবীর বিবরণও পাঠাইয়াছেন। পাইমেণ্টার দুই খানি পুস্তক/ আছে। আমরা যেখানি হইতে ফার্ণাণ্ডেজের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, সেখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার মন্তব্যসহ বঙ্গদেশে আগত জেসুইট পাদরীগণের অন্যান্য পত্রসম্বলিত আর এক খানি পুস্তক পরে প্রকাশিত হয়। সে পুস্তকখানি আমরা দেখিতে পাই নাই। ডুজারিকের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলায় আনুপূর্বিক বিবরণই উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা

ডুজারিক ও পাইমেণ্টার উক্ত অংশের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিয়াছে। কলিকাতা ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে উক্ত পুস্তক একখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ থাকিতে, ইহার প্রকাশের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমরা দুইটি কথা বলিতে চাহি। প্রথমতঃ সেই সমস্ত গ্রন্থ যে সকল মূল গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত, সেই মূল গুলি ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠায়, ও সহজে সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়, আমরা তাহাদিগকে সাধারণের সমক্ষে আনয়নের জন্যই এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ কোন গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। আমরা এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া, সে সময়ের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ঐ সমস্ত গ্রন্থের টিপ্পনীতে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদের লিখিত উপক্রমণিকাভাগে তাহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি। উপক্রমণিকা ভাগটিতে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক তত্ত্বই সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণের নিকট প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি প্রকাশ করাই এই গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি যে, সে সময়ের বাঙ্গালী একালের বাঙ্গালী হইতে পৃথক্ ছিল, এবং সে সময়ের বাঙ্গলাও স্বতন্ত্র ছিল। বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে অজেয় ছিল, এবং সেকাল-বাঙ্গলা যে সোনার বাঙ্গলা ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। আমরা ইতিহাস পড়ি না, তাই আমরা মনে করি যে, আমরা চিরকালই যেন সকল জাতির পরিত্যক্ত।

এই গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর সেই গৌরবের একটি ছায়া প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার নিকট হইতে আমরা বহুল পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নানাভাষাবিৎ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থসম্পাদনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইব না। বিশেষতঃ তাঁহার সাহায্য না পাইলে, আমরা ডুজারিক ও পাইমেণ্টার প্রকাশে বা অনুবাদে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। রাজা যতীন্দ্রনাথ রায়ও আমাদিগকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণে ইহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রতাপাদিত্যকে পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ভুক্ত করা হইল। ইতি

বহরমপুর
১৮ই ভাদ্র
১৩১৩।
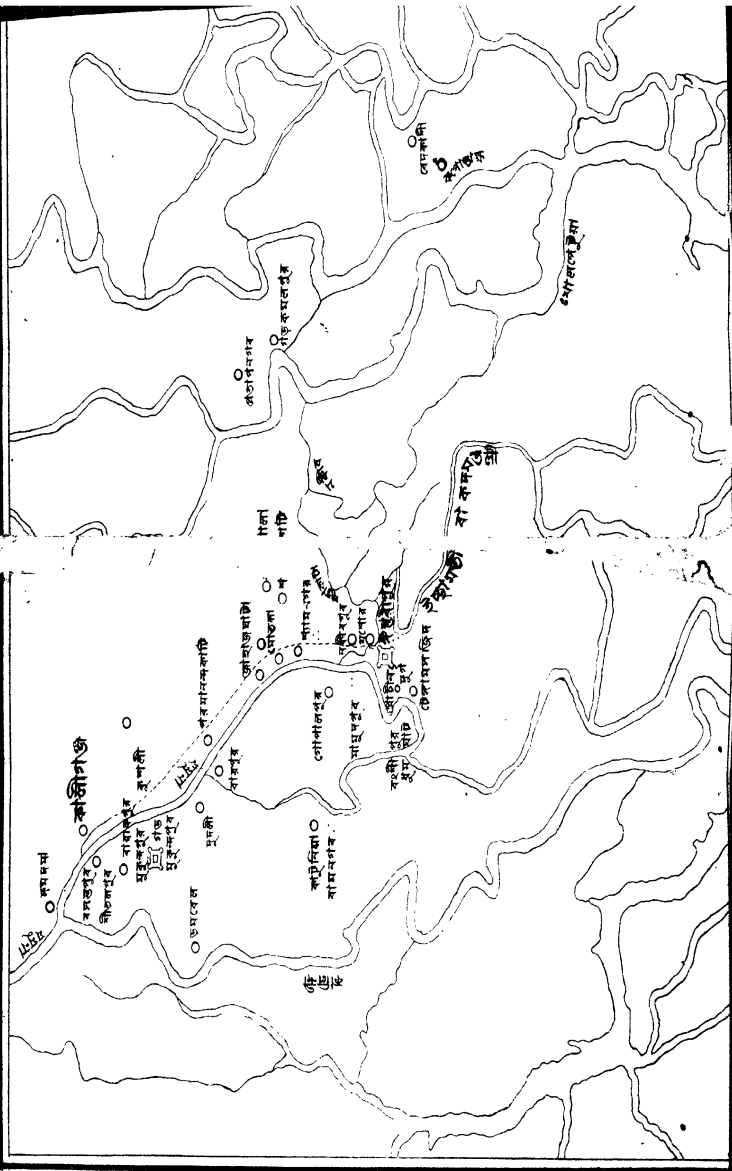
সম্পাদক

প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ।

উপক্রমণিকা।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা।

শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি এক্ষণে জীর্ণ, শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট সন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া ধ্বংসের শেষ আঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার শান্ত ও পাবন পল্লীনিচয় মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তথা হইতে প্রতিনিয়ত মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের হাহাকারধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইতেছে! তাহাদের "মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে" ও "আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায়" আর 'দেবায়তন' উঠিতেছেনা, এবং অতিথিশালা স্থাপিত বা পুষ্করিণী নিখাত হইতেছে না। যে সমস্ত এককালে হইয়াছিল, তাহা ভগ্নস্তূপ বা শুষ্ক কূপে পরিণত হইয়াছে। সেই পল্লীনিচয় এক্ষণে দিবাভাগেও সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত, এক্ষণে তাহারা হিংস্রজন্তুর প্রিয়নিকেতনরূপে বিরাজ করিতেছে। যেখান হইতে কোন দিন কীর্ত্তন বা চণ্ডীর সুমধুর গীতধ্বনি বায়ুস্তরকে কাঁপাইয়া তুলিত, এক্ষণে সেখান হইতে শৃগাল বা পেচকের কর্কশ রব হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। বঙ্গলক্ষ্মীর সেই শ্যামলশ্রী দিন দিন কালিমামলিন হইয়া উঠিতেছে। যে বঙ্গভূমি এক দিন স্বাস্থ্যে, বাণিজ্যে ও ঐশ্বর্য্যে 'সোনার বাঙ্গলা' নামে দেশবিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা শ্মশানভূমিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার স্বাস্থ্য এক্ষণে মহামারীর করতলগত, বাণিজ্য দূরদেশে পলায়িত, এবং ঐশ্বর্য্য ভিক্ষাভাণ্ডের আশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বঙ্গসন্তান একদিন অসি, যষ্টি ও বন্দুকক্রীড়ায় বৈদেশিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, মগ, ফিরিঙ্গী,

পাঠান ও মোগলের সহিত অবিশ্রান্ত জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কঙ্কালসার প্রেতমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। একদিন যাহাদের সবল হস্তের তরবারি-চালনায় ও অত্যদ্ভুত অগ্নিক্রীড়ায় মোগল সুবাদারগণ সন্ত্রস্ত, পাঠান সর্দ্দারগণ পশ্চাৎপদ, আরাকানীগণ পলায়িত এবং পর্টুগীজগণ অবনতমস্তক হইয়াছিল, আজ তাহারা জগতের সমক্ষে কাপুরুষ-জাতি বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে! একদিন যে বাঙ্গলার গৃহে গৃহে বঙ্গজননীর অঙ্ক আলোকিত করিয়া হৃষ্টপুষ্ট বঙ্গসন্তান হাস্য করিয়া উঠিত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে প্লীহাযকৃৎ-স্ফীতোদর, বিমর্ষবদন বঙ্গশিশু প্রত্যেক পল্লীর প্রতিগৃহে অবস্থিতি করিতেছে। একদিন যাহার প্রতি গণ্ডগ্রামের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, স্মৃতি, সাহিত্য ও অলঙ্কারের পঠনপাঠনে বাগ্‌দেবী আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, এক্ষণে তাহার প্রতিপল্লীতে দলাদলির বাগ্‌বিতণ্ডা ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। একদিন যাহার একান্নবর্ত্তী পরিবারে মহাশান্তি অনবরত কল্যাণ বর্ষণ করিত, এক্ষণে তথায় দুইটি ভ্রাতায় স্বল্পসময়ও একসঙ্গে থাকিতে পারিতেছে না! একদা যথায় অতিথিসমাগমে গৃহ পবিত্র হইল বলিয়া মনে হইত, এক্ষণে তথায় অভ্যাগতের পক্ষে দ্বার দিবারাত্রই অর্গলবদ্ধ। একদিন যে বঙ্গগৃহিণীর পবিত্র হস্তনিক্ষিপ্ত তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া গ্রাম্য পশুপক্ষী পর্য্যন্ত পরিতৃপ্তি করিত, এক্ষণে দ্বারে ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বিরক্তিসহকারে মুখ ফিরাইয়া লন। এখন আর পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যার্থে জলাশয় নিখাত বা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, কিন্তু নানা উপায়ে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। একদিন যথায় গ্রাম্য শিল্পিগণ আনন্দে কালযাপন করিত, এক্ষণে তথায় তাহারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। ফলতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গলার সহিত পূর্ব্ব অবস্থার তুলনাই হয় না। আমরা অতি প্রাচীন বাঙ্গলার কথা বলিতেছি না, কিন্তু তিন শত

বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে তাহাকে সমগ্র জগতে দেশপদবাচ্য করিয়া রাখিয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কিরূপ অবস্থা ছিল, আমরা প্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বঙ্গদেশের পক্ষে এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছিল। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েই ষোড়শ শতাব্দীতে এক মহান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপ হইতে যে নব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেম-বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সমগ্র বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা প্লাবিত হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কিছু প্রাধান্য লক্ষিত হইত, এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তৎকালে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইয়াছিল। জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী' এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদলহরী ক্ষীণধারায় বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত হইতেছিল। আবার অনেক হিন্দুসন্তান ইসলামধর্ম্মের নিকটও মস্তক অবনত করিয়াছিল। এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লবকালে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে প্রেমাবতার চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে তাঁহার নব ধর্ম্মের প্রচার আরব্ধ হয়। তাঁহার উদার ধর্ম্ম বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এমন কি মুসলমানগণকেও আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কীর্ত্তনের মধুর নিনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল, হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর ছিল না।* সেই কীর্ত্তনানন্দ ক্রমে সমগ্র বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলা ধর্ম্মান্দোলন।

* "নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে মহাকীর্ত্তন করিতে লাগিল॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

ছড়াইয়া পড়িল। উড়িষ্যার প্রবল পরাক্রান্ত গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, তদবধি উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের চিরনির্ব্বাসন ঘটিল। বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার রাজনিকেতন হইতে ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের মধুর নিক্বণে মুখর হইয়া উঠিল। গৌড়সম্রাট হোসেনসাহের সচিব হইতে দীনদরিদ্রকে পর্য্যন্ত তাহা আকর্ষণ করিল। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হরিনামের বন্যা বহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে এই নব বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। বিষ্ণুপুরপ্রভৃতির রাজগণ তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন। যদিও ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের মধ্যে ইহা প্রথ[illegible]তে প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই, তথাপি বাঙ্গালীর জনসাধারণের ধর্ম্ম হওয়ায় ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্মই হইয়া উঠে। এইরূপে চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত নব ধর্ম্ম বাঙ্গলায় ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মজগতে এক মহান্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল।

এই ধর্ম্মান্দোলনের সময় আবার সমাজগঠনেরও যার পর নাই চেষ্টা হইতে লাগিল। ধর্ম্মবিপ্লবে যে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংস্কার আরব্ধ হইল। বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া সমাজের শিথিল ভিত্তিকে দৃঢ়ীভূত করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব পঙ্কিল হিন্দুসমাজে পবিত্রতার ধারা প্রবাহিত করিল। নিষ্ঠা ও আচারে হিন্দুসমাজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই জাতিমাত্র স্থির করিয়া তিনি তাহারই ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এখনও বঙ্গসমাজ অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। তবে স্থলবিশেষে তাহার

সামাজিক আন্দোলন।

মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাহি শুনি॥”
চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৭ পরিচ্ছেদ।

আছে, ভারতের সর্ব্বত্র তাহাদের প্রচার স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু নবদ্বীপের কাণভট্টের মস্তিষ্ক হইতে যে প্রতিভালোক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণলহরীর ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ভারতে আজিও আলোক বিতরণ করিতেছে। মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া যিনি নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিভার কথা কে না অবগত আছে? তাঁহার প্রবর্ত্তিত ন্যায়শাস্ত্র আজিও কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমস্ত ভারতেই আদৃত হইতেছে। আজিও আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাপথের অনেক স্থলে তাহার পঠনপাঠন চলিতেছে। আজিও সেই সেই স্থল হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপ ও বাঙ্গলার নানাস্থানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সমাগত হইতেছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই সেই ন্যায়শাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল। তখন বাঙ্গলার প্রধান চতুষ্পাঠীসমূহে তাহার অধ্যয়ন চলিতে থাকে। সেইরূপ রঘুনন্দনের স্মৃতি ও ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রও বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে অধীত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারও গ্রাম্য বিদ্যার্থীর আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চ্চার এক মহাধূম পড়িয়া যায়। ক্রমে বিশুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রও অধ্যয়নের যোগ্য হইয়া ধীরে ধীরে তান্ত্রিকমতের প্রচার বাড়িতে লাগিল। সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গেই তাহার আদর বাড়িয়া উঠে। এই সংস্কৃতচর্চ্চার সহিত বৈষয়িকগণও রাজপ্রসাদলাভার্থে ফারসী প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। বৈদ্যগণও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যথারীতি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

এই শতাব্দীতে বঙ্গসাহিত্যেরও এক যুগপ্রলয় উপস্থিত হয়। যে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্য বঙ্গভাষা একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই ষোড়শ শতাব্দীতে সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়। পূর্ব্বপ্রচ-

বঙ্গ সাহিত্য।

…তে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী মধুর ভাবে গীত হইয়া সাধারণের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া তুলে। তৎসম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ নানাপ্রকার পদসংগ্রহণে প্রবৃত্ত হন এবং মহাপ্রভুর জীবনলীলা সঙ্কলন করিয়া অনেক গ্রন্থ বিরচিত করিতে আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। যদিও এই যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব সাহিত্য বঙ্গভূমিকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি শাক্তধর্ম্মের একেবারে বিলয় প্রাপ্তি হয় নাই। রঘুনন্দনের স্মৃতি-ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ শক্তিপূজা দিন দিন বঙ্গে প্রাধান্যলাভ করিতে আরম্ভ করে; তান্ত্রিকধর্ম্মও অনেক পরিমাণে পরিশুদ্ধ আকার ধারণ করে। তাহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য বৈষ্ণব-সাহিত্যপ্লাবিত বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাঙ্গলায় প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই কবিকঙ্কণচণ্ডী বঙ্গসাহিত্যের যে একখানি উজ্জ্বলতম অলঙ্কার, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে গীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময়ে বঙ্গাকাশ হরিধ্বনি ও চণ্ডীর গীতে তরঙ্গায়িত হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলনে ষোড়শ শতাব্দী যেমন গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই স্বাস্থ্য ও বাণিজ্যবিষয়েও উহা

স্বাস্থ্য।

বঙ্গভূমিকে প্রকৃত 'সোনার বাঙ্গলা' করিয়া রাখিয়াছিল। বাঙ্গলার পল্লীনিচয় চিরদিন হইতে বংশকুঞ্জে ও আমকাঁঠালের ঘনচ্ছায়ায় সমাচ্ছাদিত থাকিলেও পূর্ব্বকালে তথায় স্বাস্থ্য

অবিচলিতভাবে বিদ্যমান ছিল। তখন বঙ্গভূমিতে ম্যালেরিয়া বা বিসূচিকার আবির্ভাব হয় নাই, তাই সে সময়ের পল্লীগুলি নিজেই স্বাস্থ্য-নিকেতনরূপে নিজের অধিবাসীদিগকে সুস্থ ও সবল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার বিশাল প্রান্তরসমূহ ধান্য, গম, ইক্ষু, আদা, লঙ্কা, কার্পাস ও তুতবৃক্ষের চাষে প্রতিনিয়ত শ্যামায়মান হইয়া রহিত, এবং পল্লীমধ্যস্থ বৃক্ষ-চ্ছায়া রৌদ্রের প্রাখর্য্য প্রশমিত করিয়া ইহার স্বাস্থ্য সম্পাদন করিত। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণও বাঙ্গলার এই স্বাস্থ্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন।* বিশেষতঃ তৎকালে সকলে কার্য্য ও আমোদের উদ্দেশ্যে শারীরিক বৃত্তির পরিচালনা করিত বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইত। তখন পল্লীগ্রামের বয়ঃপ্রাপ্ত বালকগণ লাঠী, তরবারিক্রীড়া, কুস্তী আদি শিক্ষা করিতেন। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া আখড়া বিদ্যমান ছিল। অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত আখড়ার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ইহার ফলে যে কেবল স্বাস্থ্য সম্পাদিত হইত তাহা নহে, অধিকন্তু বাহুবলের বৃদ্ধি হওয়ায় সে কালের বঙ্গবাসিগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নির্ভীক হইতেন। সেই জন্য মগ, ফিরিঙ্গী, মোগল ও পাঠানের বিরুদ্ধে তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বাণিজ্য।

সমগ্র বঙ্গভূমিতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায়, তাহার বাণিজ্যও দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছিল। বাঙ্গলা যে রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের জন্য চিরবিখ্যাত, ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক স্থানে তাহার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে ইউরোপীয়গণ সমাগত হইতে আরম্ভ

* "It is plentiful in Rice, Wheat, Sugar, Ginger, Longpepper, Cotton and Silke, and enjoyeth a very wholesome ayre."
(Purchas His Pilgrimes, The Fourth Part, 9th book, page 508.)

করেন। প্রথমে পর্টুগীজগণ আসিয়া বাঙ্গলায় একরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। চটগ্রাম ও সপ্তগ্রাম তাঁহাদের দুইটী প্রধান বন্দর ছিল। এই দুইটী নগরকে তাঁহারা পোর্টো গ্রাণ্ডি ও পোর্টো পেকিনো আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হওয়ায়, পরে হুগলী তাহার স্থান অধিকার করে ও পোর্টো পেকিনো হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লুডভিকো ডি বার্থেমা নামে একজন ইতালীয় পর্য্যটক বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গভূমিতে এত অধিক পরিমাণে শস্য, মাংস, চিনি, আদা ও তুলা জন্মিত যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ উৎপাদন পরিলক্ষিত হইত না। তদ্ভিন্ন এখানে অনেক ধনশালী বণিকের সমাগম হইত। প্রতি বৎসর পঞ্চাশৎ খানি জাহাজ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বোঝাই হইয়া তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, পারস্য প্রভৃতি স্থানে গমন করিত, এই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক জহরত ব্যবসায়ীও আগমন করিত। * ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্ফ ফিচ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তিনি ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ফিচ, বাঙ্গলার অনেক স্থানের বিবরণে রেশম ও কার্পাস বস্ত্রে

* "This country abounds more in grain, flesh of every kind, in great quantity of sugar, also of ginger and of great abundance of cotton, than any country in the world. And here there are the richest merchants I ever met with. Fifty ships are laden every year in this place with cotton and silk stuffs, which stuffs are these, that is to say, *bairam, namone, lizati, ciantar, danzar*, and *sinab*. These same stuffs go through all Turky, through Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethopia and through all India. There are also here very great merchants in jewels, which came from other countries." (The Travels of Ludivico di Varthema

প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। টাণ্ডা, কুচবিহার, হিজলী, বাকলা, শ্রীপুর, সোনারগাঁ প্রভৃতি স্থানের কার্পাস বস্ত্র ও রেশমের বিষয় তাঁহার বিবরণে দৃষ্ট হয়। * তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সোনারগাঁয়ের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সোনারগাঁয়ের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র যে ঢাকার মসলিন, বোধ হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজলীর এক প্রকার তৃণ হইতে রেশমী বস্ত্রের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। এতদ্ভিন্ন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য, চাউলের উৎপত্তি ও বাণিজ্যের কথা তাঁহার বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি সপ্তগ্রাম প্রভৃতির বাজারের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অনেক দ্রব্যের আমদানী, রপ্তানীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। † তৎকালে সপ্তগ্রামের অনেক অবনতি সাধিত

* Tonda,—"Great trade and traffique is here of cotton, and cloth of cotton."

Country of Couche,—"Here they have much silke and muske, and cloth made of cotton."

Higili,—"In this place is very much Rice, and cloth made of cotton, and great store of cloth which is made of grasse, which they call yerum, it is like a silke."

Bacola,—"His country is very great and plentiful, and hath store of Rice, much cotton cloth, and cloth of silke."

Serrepore—"Great store of cotton cloth is made here."

Sinnergan,—"There is best and finest cloth made of cotton that is in all India. * * * Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, wherewith they serve all India, Ceilon, u, Malacca, Sumatra, and many other places."

(J. Hurton Ryley's Ralph Fitch.)

† "Satgam is a faire citie for a citie of the Moores, and very tiful of all things. Here in Bengala they have every day in

হইয়াছিল এবং হুগলী তাহার স্থানে বন্দরে পরিণত হয়, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে ক্রয়বিক্রয়ের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইত। ধান্য, চাউল ব্যতীত গম, ইক্ষু, আদা, লঙ্কা প্রভৃতির বাণিজ্যের জন্য বঙ্গভূমি ইউরোপীয়-দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। * তদ্ভিন্ন কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে মৃগনাভিরও ক্রয়বিক্রয় হইত। অনেক স্থান হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া লবণের রপ্তানী হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে সন্দীপই প্রধান ছিল; তথা হইতে প্রতি বৎসর তিনশত জাহাজ লবণে পরিপূর্ণ হইত। † এইরূপে বঙ্গভূমি ষোড়শ শতাব্দীতে বাণিজ্যেও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ চিত্র।

ষোড়শ শতাব্দী এই প্রকারে বঙ্গভূমিকে প্রকৃত 'সোনার বাঙ্গলা' করিয়া তুলিয়াছিল। তখন তাহার শ্যামায়মান পল্লীসমূহ হইতে শান্তি ও আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িত। ধর্ম্ম ও কামের অঙ্গ অর্থের যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে বঙ্গবাসিগণ স্বচ্ছন্দে ও সানন্দচিত্তে সময় অতিবাহিত করিত, জ্ঞানচর্চ্চায় ও ধর্ম্মচর্চ্চায় তাহারা আনন্দ উপভোগ করিত। একদিকে যেমন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেন, অন্যদিকে তেমনি প্রতি গ্রাম হইতে কীর্ত্তন, চণ্ডী বা রামায়ণগানের মধুর নিক্কণ নীরব রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে স্পর্শ করিত।

one place or other a great market which they call Chandeun, and they have many great boats which they call pencose, wherewithal they go from place to place and buy Rice and many other things; their boats have 24 or 26 ores to rowme them, they be great of burthen, but have no coverture."

(J. H. Ryley's Ralph Fitch.)

* "It is plentiful in Rice, Wheat, Sugar, Ginger, Longpepper, Cotton and Silke." (Purcha)

† "Three hundredth ships are yearly laden from hence with salt." (Purcha p. 513.)

উৎসবের সময় নগরে বা গ্রামে কীর্ত্তন বাহির হইলে সকলে আপন আপন গৃহদ্বার নানাপ্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্যে সজ্জিত করিত।* নারীগণের হুলাহুলিতে ও শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম বা নগর মুখর হইয়া উঠিত। তদ্ব্যতীত নানা-প্রকার উৎসবে বঙ্গভূমি উৎসবময়ী হইয়া থাকিত। বৈষ্ণবগণের নানা-বিধ উৎসব ছিল। অন্যান্য উৎসবও সমভাবে অনুষ্ঠিত হইত। সকল উৎসবের শ্রেষ্ঠ সেই দুর্গোৎসব তখনও মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত।† আবালবৃদ্ধবনিতা নূতন বস্ত্রে ভূষিত হইয়া মহানন্দে উৎসবে যোগদান করিত। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী-সাধারণের মধ্যে কেমন একটি পবিত্র আনন্দের অনুভূতি হইত। দেশের চারিদিকে স্বাস্থ্য ও উদরান্নের জন্য সকলের এক এক প্রকার উপায় থাকায়, তৎকালে বঙ্গবাসী এই পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আবার সে সময়ে নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারে দেশে প্রেমবন্যা বহিয়া যাওয়ায়, দ্বেষ, হিংসা, শোক, তাপ যেন বঙ্গভূমি হইতে কোন্ দূরদেশে পলায়ন করিয়াছিল। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের অনেক স্থলে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানে মনুষ্য-

* "কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥"
(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩ অ)

† "আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করে জনে জনে।
ছাগ মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস না লয় কেহ করিয়া আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥"
কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সেবার ন্যায় জীবসেবাও প্রচলিত ছিল। তথায় পশুপক্ষীগণের সেবার জন্য স্বতন্ত্র আগার প্রতিষ্ঠিত হইত।* অধিবাসিগণ আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহারে জীবন যাপন করিত।† তাহারা ক্ষুদ্র বস্ত্রে আপনাদের অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া,‡ শারীরিকপরিশ্রমলব্ধ সামান্য অর্থে পল্লীজাত ফলমূলশস্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, কীর্ত্তন, রামায়ণ ও চণ্ডীর গানে রজনীর কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া, সানন্দ চিত্তে জীবন যাপন করিত। স্বাস্থ্য তাহাদিগকে বল প্রদান করিয়াছিল, শান্তি তাহাদিগকে পবিত্রতা দিয়াছিল, পল্লীসমাজ তাহাদিগকে সবলতা প্রদান করিয়াছিল। যদিও ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গভূমি রাজনৈতিক আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গভূমির পল্লীনিচয়ের শান্তি একেবারে অপনীত হয় নাই। আমরা অতঃপর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কেবল বঙ্গভূমি বলিয়া নহে,

* Country of Couche,—"Here they bee all Gentiles, and will kill nothing. They have hospitals for sheepe, goats, dogs, cats, birds, &c. for all other living creatures. When they bee old and lame, they keepe them until they die."

(J. H. Ryley's Ralph Fitch.)

† Sinnergan—"Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh, nor kill no beast. They live of Rice, milke, and fruits, they goe with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked."

‡ Bacola—"The people naked, except a little cloth about their waste,"

Tonda—"The people goe naked with little cloth bound about their waste."

(Ralph Fitch.)

ভারতবর্ষে ঘোরতর রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে দিল্লী হইতে পাঠান রাজত্বের চিরাবসান ঘটে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী মোগলবীর বাবরের মস্তকে আশীর্ব্বাদ নিক্ষেপ করিলে দিল্লী হইতে পাঠান-গৌরব চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বঙ্গভূমি হইতে পাঠান রাজত্বের একেবারে অন্তর্দ্ধান ঘটে নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৫[illegible] খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ বাদসাহ হোসেনসাহ ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলে, তৎপুত্র নসারৎসাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তৎপরে নসারতের পুত্র ফেরোজসেন তিন মাস রাজত্বে। পরে হোসেনসাহের অন্যতম পুত্র মামুদসাহ ফেরোজকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। মামুদসাহের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ সেরসাহ কর্ত্তৃক গৌড় আক্রান্ত হইলে মামুদসাহ দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন মামুদসাহের সহিত গৌড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে মামুদের মৃত্যু হয়, এবং সেরও গৌড় পরিত্যাগ করিয়া ঝারখণ্ড বা বর্ত্তমান ছোটনাগপুর প্রদেশের মধ্য দিয়া স্বীয় আবাসস্থান সাসেরামে গমন করেন। হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত নগর অধিকার ও তাহাকে মোগলরাজ্যভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন। রাজধানী গৌড়কে জেন্নেতাবাদ নাম প্রদান করা হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌড়রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের সহিত মিলিত হয়। সেরসাহ হুমায়ুনের অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলে, হুমায়ুন তৎশ্রবণে গৌড় হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহার পর হুমায়ুনের নিকট হইতে সের দিল্লীর সিংহাসন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, গৌড় ও বাঙ্গলায় তিনি একজন অধীন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেরসাহের সময় বঙ্গরাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হয়, এবং

রাজনৈতিক বিপ্লব।

অশেষ প্রকার দুর্গতি ঘটিয়াছিল। সুলেমানের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জিদ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু কয়েক মাস মধ্যে আফগান সর্দারেরা তাঁহাকে নিহত করিয়া ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদকে সিংহাসন প্রদান করেন।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দায়ুদ খাঁ আপনাকে গৌড়ের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি আপনার সহস্র সহস্র অশ্বারোহী [illegible] খাঁ। [illegible] পদাতি, বহুসহস্র কামান, হস্তী ও পরিপূর্ণ রাজকোষ দেখিয়া, দিল্লীশ্বর আকবরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন, এবং মোগলরাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। দায়ুদের উপদ্রবের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে মোগলসেনাপতি মুনিম খাঁ দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। অল্পকালেই মোগল সেনাপতি মুনিমের [illegible] সেনাপতি লোদী খাঁর সন্ধি হইল, কিন্তু ইহাতে সম্রাট বা দায়ুদ [illegible] সন্তুষ্ট হন নাই। দায়ুদের সেনাপতি কালাপাহাড় প্রভৃতি [illegible] লোদীকে পরিত্যাগ করে। দায়ুদ তাহার পর লোদী খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দায়ুদ পুনরায় বাদসাহের বশ্যতা অস্বীকার করিলে, মুনিম খাঁ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে পাটনা অবরোধ করেন। এই সময়ে [illegible] আকবর বাদসাহ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মোগল সেনাপতি খাঁ আলম ও বিহার প্রদেশের জমীদার রাজা গজপতির রণকৌশলে আফগানগণ পরাজিত হয়। দায়ুদ কোন ক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা তোডরমল্ল সম্রাটের আদেশে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রেরিত হন। মুনিম খাঁ বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারীর ভার প্রাপ্ত হন। তিনি খাঁ খানান উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজা তোডরমল্ল তাঁহার [illegible]

সেই সময় তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, মোগল সৈন্যগণ বঙ্গের দ্বার তেলিয়াগুড়ি অধিকার করিয়াছে। তখন তিনি আপনার সমস্ত বহুমূল্য ধন-সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুনিম খাঁ টাঁড়ায় উপস্থিত হইয়া রাজা তোড়রমল্লকে দায়ুদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে ঘোড়াঘাট প্রদেশস্থ আফগান জায়গীরদারদিগকে দমন করিবার জন্যও মুজেনন খাঁ কাকশাল প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি আফগান-দিগকে দমন করিয়া তাহাদের জায়গীর আপনার স্বজাতি কাকশালদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা তোড়রমল্ল মাদারুণ বা বীরভূম পর্য্যন্ত অগ্র-সর হইলে, তাঁহার সাহায্যের জন্য মহম্মদ কুলী খাঁর অধীনে আর এক দল মোগল সৈন্য প্রে৷..ত হয়। তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, আফগান সর্দ্দার জোনিয়েদকে পরাস্ত করে ও দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই সময়ে মহম্মদ কুলী খাঁর মৃত্যু হইলে, মোগল কর্ম্মচারিগণের সহিত রাজা তোড়রমল্লের মতদ্বৈধ ঘটায়, তিনি বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসেন। মুনিম খাঁ তাঁহার সাহায্যের জন্য আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। অবশেষে নিজে সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া উড়িষ্যা-অভিমুখে অগ্রসর হন। দায়ুদ কটকের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কটকের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন; তাহার পর তিনি বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। মুনিম খাঁ তাহার পর টাঁড়া অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ে ঘোড়াঘাটের আফগানগণ মুজেনন খাঁকে বিতাড়িত করিয়া প্রায় গৌড় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। তাহার পর মোগল সৈন্যগণ তাহাদের বিরুদ্ধে গমন করিলে, তাহারা পলায়ন করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মুনিম খাঁ বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের পূর্ব্ব বিবরণ অবগত

হইয়া তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন দেখিবার জন্য তথায় গমন করেন, এবং সেই হিন্দু, মুসল্‌মান রাজগণের অধ্যুষিত বহু-সংখ্যক সৌধ-পরিপূর্ণ মহানগরী দর্শন করিয়া যারপর-নাই পরিতৃপ্ত হন, এবং তাহাকেই বাঙ্গলার রাজধানীর উপযুক্ত মনে করিয়া, টাঁড়া হইতে রাজধানী তথায় অন্তরিত করেন। কিন্তু সে সময় হইতে গৌড়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার ভূমি সকল সর্ব্বদাই জলসিক্ত থাকিত, এবং জলও এক প্রকার অপেয় হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় গৌড়ে পুনর্ব্বার রাজধানী স্থাপিত হওয়ায়, তথায় মোগল সৈন্য ও অধিবাসীদিগের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। শেষে এরূপ অবস্থা ঘটিল যে, লোকে আর শবের সৎকার করিয়া উঠিতে পারে নাই। তখন কি হিন্দু, কি মুসল্‌মান, সমস্ত মৃতদেহ টানিয়া জলে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। * সুবেদার মুনিম খাঁও সেই মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে গৌড়-ধ্বংসকর সেই মহামারী আবির্ভূত হইয়াছিল।

গৌড়ের মহামারী।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর দায়ূদ পুনর্ব্বার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলা অধিকারের জন্য আগমন করেন, এবং মোগল সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া, রাজধানী টাঁড়া ও পরিশেষে বেহার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। বাদসাহ ঐ সংবাদে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলী খাঁকে খাঁজেহান উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গলার সুবেদার

দায়ুদের পরিণাম।

* "Thousands died every day and the living, tired with burying the dead threw them into the river, without distinction of Hindoo or Mohammedan." (Stewart.)

"By degrees the pestilence reached to such a pitch that men were unable to bury the dead, cast the corpses into the river."
(Elliot. Azim-ul-din Ahmad, Tabkt-i-Akbari.)

নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তাঁহার সৈন্যমণ্ডলী লাহোরে অবস্থিতি করায়, হোসেন কুলীর বাঙ্গলা যাইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইতিমধ্যে দায়ুদ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগল সৈন্যের বাধা প্রদানের জন্য অবস্থিতি করিতে থাকেন। নূতন মোগল সুবেদার বাঙ্গলা অভিমুখে অগ্রসর হইলে, তেলিয়াগুড়িতে প্রথমে আফগানদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে জয়লাভ করিয়া আগমহল বা রাজমহলে ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে * দায়ুদের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে কালাপাহাড় পরাজিত ও নিহত হয়; দায়ুদ সাহসসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্বের পদ কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যাওয়ায়, তিনি হাসেন বেগ নামক মোগল সেনানী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, সুবেদারের নিকট আনীত হইলে, তাঁহার আদেশে তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং তাহা আকবর বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। † দায়ুদের অবসান হইতে বাঙ্গলায় পাঠান রাজত্বের শেষ হয়।

* এই যুদ্ধ ৯৮৪ হিজরী বা ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে ঘটে, কেহ কেহ ৯৮৩ হিজরী বলিয়া থাকেন।

† দায়ুদের পরিণামসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লিখিত আছে। বদৌনি বলেন যে, তিনি সুবাদারের নিকট নীত হইলে পিপাসায় কাতর হইয়া জল পান করিতে চাহেন। মোগলসৈন্যেরা তাঁহার জুতা জলপূর্ণ করিয়া দেয়, কিন্তু খাঁ জাহান তাঁহার জলপাত্র হইতে তাঁহাকে জলপান করিতে দেন। দায়ুদ অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন বলিয়া খাঁ জাহান তাঁহার মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু আমীরগণের উত্তেজনায় তিনি পরিশেষে স্বীকৃত হন। তাঁহাকে একাধিক আঘাতে নিহত করিতে হইয়াছিল। আকবরনামায় লিখিত আছে, দায়ুদ বন্দী হইয়া খাঁ জাহানের নিকট নীত হইলে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব সন্ধির কথা বলেন, দায়ুদ উত্তর দেন যে, তাহা মুনিম খাঁর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে হয়। তিনি খাঁ জাহানকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া গুপ্ত পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলে, খাঁ জাহান তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দেন।

বঙ্গভূমি হইতে পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটিলে, মোগল সুবেদারগণ ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। হোসেন কুলী খাঁ খাঁ জেহানের পর মজঃফর খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। ইহার সময়ে মোগল কর্ম্মচারীরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। তাহার পর রাজা তোড়রমল্ল বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া হিন্দুদিগের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের দমনে সচেষ্ট হন। তোড়রমল্ল বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া চিরবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে 'আসল জমা' তুমার প্রস্তুত হয়। তিনি বাঙ্গলা দেশের সমস্ত ভূমির বিবরণ ও পরিমাণ যথাসাধ্য জ্ঞাত হইয়া, তাহাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হয়। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইয়া পরগণার সৃষ্টি ও কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হয়। সমস্ত বাঙ্গলা দেশ ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলার ভূমি খাল্‌সা ও জায়গীর দুই নামে অভিহিত হয়। যে জমির আয় রাজকোষে আসিত, তাহাকে খাল্‌সা ও যাহার আয় কর্ম্মচারিগণের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হইত, তাহাকে জায়গীর কহিত। তোড়রমল্ল খাল্‌সা ভূমির ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা ও জায়গীর ভূমির ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা, মোট ১,২৬,৯৩,১৫২ টাকায় বঙ্গ রাজ্যের জমা নির্দ্দেশ করেন। এই সময় হইতে জমীদারগণ সরকারের প্রকৃত অধীন হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে যাঁহারা ভুঁইয়া নামে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের ক্ষমতার হ্রাস হয়। ভূমির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ক্রমে তাঁহাদের অন্যান্য ক্ষমতারও হ্রাস করা হয়। যে দিন হইতে বাঙ্গলা দেশে ভুঁইয়া প্রথা রহিত হইয়া জমীদারী প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে বাঙ্গলার প্রকৃত অবনতির দিন আসিয়াছিল। ভুঁইয়াগণের

মোগল সুবেদারগণ
বাঙ্গলার বন্দোবস্ত।

প্রবল ক্ষমতা দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী আকবর বাদসাহের আদেশে তাঁহার সুচতুর কর্ম্মচারী রাজা তোড়রমল্ল বাঙ্গলার এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা তোড়রমল্ল ভুঁইয়া প্রথার সর্ব্বনাশ করেন। অন্যান্য সুবেদারগণ কেবল দুই চারি জন ভুঁইয়ার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন মাত্র। রাজা তোড়রমল্লের পর খাঁ আজিম, পরে সাহাবাজ খাঁ কুম্বু, অবশেষে রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। মানসিংহের পূর্ব্বে যাঁহারা সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু মানসিংহ সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; তথাপি বাঙ্গলার শেষ বিদ্রোহ ইসলাম খাঁর সময়ে নির্ব্বাপিত হয়।

বিদ্রোহী পাঠানগণ।

বঙ্গরাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত মোগলের রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। আফগানরাজের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও আফগান সর্দ্দারগণের দেহে মস্তক থাকিতে, তাহারা সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। উড়িষ্যায় সাধারণতঃ তাহারা অবস্থিতি করিয়া ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। আবার ঘোড়াঘাট প্রদেশেও তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বনের প্রয়াস পাইতে ত্রুটি করে নাই। এই সময়ে কতকগুলি বিদ্রোহী মোগল কর্ম্মচারীও আফগানদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাশুম খাঁ কাবুলী প্রভৃতি প্রধান। আজিম খাঁর শাসন সময়ে উড়িষ্যার পাঠানগণ সুপ্রসিদ্ধ কতলু খাঁর অধীনে মোগল সুবেদারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, তিনি তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু কতলু খাঁর কর্ম্মচারিগণের ঔদ্ধত্যে অবশেষে তাঁহাকেই অরণ্যমধ্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সাহাবাজ খাঁ ঘোড়াঘাটের মোগল বিদ্রোহিগণের ও উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের আফগানদিগের দমনে

সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর মানসিংহ আফগানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ আফগানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাহার পর কতলুখাঁর মৃত্যুর পর কিছুকাল উড়িষ্যায় আফগানগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহকে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন আফগান ও অন্যান্য ভুঁইয়াদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। পুনর্ব্বার আফগান সর্দ্দার ওসমান বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাঙ্গলা রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সেরপুর আতাইয়ের যুদ্ধে মানসিংহের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া যায়। তদবধি বহুদিন পর্য্যন্ত আফগানগণ আর মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সাহসী হয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী।

যৎকালে মোগল ও পাঠানের অস্ত্রঝঞ্চনায় সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে বাঙ্গালীগণ নিতান্ত নির্জীবের ন্যায় নীরবে পল্লীচ্ছায়ায় সময় অতিবাহিত করে নাই। এই বাঙ্গালীগণও সেই সময়ে বন্দুক, তরবারি ধারণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর সেই রণক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিল। বাঙ্গলা দেশ অনেক দিন হইতে যে বারভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই বারভুঁইয়াগণ স্ব স্ব সত্ত্ব রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া, মোগলপাঠানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। মোগল পাঠান ভিন্ন তাঁহাদের আরও দুই ভীষণ শত্রু সে সময়ে বঙ্গদেশে অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিল। তাহারা মগ ও ফিরিঙ্গী। এই চারি শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাঙ্গালী ষোড়শ শতাব্দীতে একবার বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বারভুঁইয়ার মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান হইলেও, অবশিষ্ট যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদিগের অধীনে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান অবস্থিত ছিল। এই হিন্দু ভুঁইয়াগণের অধীন বাঙ্গালী সৈন্য ও সেনা-

পণ্ডিগণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে যে রণক্রীড়ার পরিচয় দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আরব্য উপন্যাসের ন্যায় আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। মোগলগণ তাহাদের স্বাধীনতা লোপে অগ্রসর, পাঠানগণ তাহাদের ভূমি হরণে ব্যস্ত, মগ, ফিরিঙ্গিগণ তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে ব্যাপৃত; এরূপ অবস্থায় তাহারা একমাত্র আপনাদিগের বাহুবল আশ্রয় করিয়া সকলেরই বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। তাহাদের এই বীরত্বকাহিনী মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন, ইউরোপীয় পরিব্রাজক জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট উক্ত ভুঁইয়াগণ ক্ষমতাশালী রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেই প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, রামচন্দ্র রায়ের কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গালীর নিকট যে গৌরবের সামগ্রী, তাহা কি বলিতে হইবে? তাঁহারা মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গীর সহিত জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে আপনাদের যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালী নামের দুর্ণাম দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভুঁইয়াগণের ন্যায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি অন্যান্য জমীদারগণও আপনাদের বাহুবলের অল্প পরিচয় প্রদান করেন নাই। ফলতঃ ষোড়শ শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সময়ে সাধারণতঃ দক্ষিণ বঙ্গ বা সুন্দরবন এই রণক্রীড়ার রঙ্গমঞ্চ হইয়াছিল। বিশেষতঃ এইখানে প্রতাপাদিত্যের অক্ষয় কীর্ত্তি বিঘোষিত হয়। আমরা সেই সুন্দরবনের একটি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিয়া বারভুঁইয়াগণের, এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ আলোচনা করার চেষ্টা করিতেছি। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তির বিষয়ও আলোচিত হইবে।

প্রকৃতির রম্যনিকেতন, বহুনদনদী-পরিপূর্ণ শ্যামায়মানদিগন্ত সুন্দর-

বন* বহুযুগ হইতে অতলস্পর্শ বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গলহরীর দ্বারা প্রক্ষালিত হইতেছে। কতদিন হইতে যে ইহা বঙ্গমাতার বাহন রাজব্যাঘ্র ও ভীমকায় গণ্ডার কুম্ভীরের আশ্রয়স্থান হইয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যায় না। কেহ কেহ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, এককালে এই বিশাল ভূখণ্ড বহুগ্রামনগরাধ্যুষিত অধিবাসীসমূহের আশ্রয়স্থান হইয়া বাণিজ্য-গৌরবে মহিমাশালী ছিল; অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা চিরদিন হইতে এইরূপ নিবিড় অরণ্যরূপেই বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন্ মত অভ্রান্ত, তাহা আমরা স্থির করিতে সমর্থ নহি। সমগ্র সুন্দরবন যে, কোন কালে গ্রাম নগরে পরিবৃত ছিল, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না; আবার ইহার সকল স্থানই যে চিরদিন বনভূমি, তাহাও বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রাচীন বিবরণাদি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহার যে অংশে পতিতপাবনী ভাগীরথী সাগরসঙ্গমে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বহুদিন হইতে লোকালয়ে পূর্ণ হইয়া তীর্থস্থান রূপে অবস্থিত রহিয়াছে; কপিল-মুনির আশ্রমরূপে তাহা চির বিখ্যাত। সুন্দরবনের যে অংশ দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়াছেন, তাহার বহু অংশে ভাগীরথীর উভয় তীরে অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও নগরের উল্লেখ বহুদিন হইতে জানিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ইহার মধ্যস্থ দুই একটি বিক্ষিপ্ত গ্রাম ও নগরের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগের সময় আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহার মধ্যভাগ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুন্দর সুন্দর নগর, গ্রাম, রাজপথ, অট্টালিকা, মস্‌জীদে পরিবৃত হইয়া এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছিল। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা একটি বিস্তৃত জনপদ হইয়া উঠে।

সুন্দরবন।

* সুন্দরবনে জাত সুন্দরী বৃক্ষ হইতে ইহার নামকরণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ চন্দ্রবন নামে ইহার প্রাচীন অধিবাসী হইতে ইহার নামকরণ করেন।

কিন্তু তখনও ইহার নিবিড় অরণ্য সুন্দরবনের পৃষ্ঠ হইতে একবারে তিরোহিত হয় নাই। স্থানে স্থানে তাহার প্রাচীন কলেবর প্রগাঢ় রূপেই বিরাজ করিতেছিল। সপ্তদশ-শতাব্দী হইতে আবার সেই সমস্ত জনপদ বনভূমিতে পরিণত হইয়া ক্রমে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীরের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠে। আমরা নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

বহু প্রাচীনকালে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ যে বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে নিহিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে নিম্ন বঙ্গের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া তাহা সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সুতরাং প্রথমেই যে ইহা নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে বহুতর নদ,

প্রাচীনকালে সুন্দরবন, রামায়ণ, মহাভারত।

নদী ও খাল বিল থাকায় লোকে যে ইহার সর্ব্বত্র বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক গ্রন্থে যে বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা যে সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা নহে। তখন নিম্ন বঙ্গের সৃষ্টি আরব্ধ হয় নাই। রামায়ণের সময় ভাগীরথী বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ বা নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রসঙ্গতা হইয়াছিলেন, * এবং তথায় কপিলাশ্রম ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাহার পর ত্রিবেণীতে কপিলাশ্রম ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহাভারতের সময় বঙ্গভূমি আরও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুন্দরবনের উৎপত্তি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নন্দা ও কৌশিকী তীর্থে স্নানাদি করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে

* A note on the Ancient Geography of Asia compiled from Valmiki Ramayana by Nabin Chandra Das P. 20-21. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ৫৯ পৃঃ।

উপস্থিত হন। তথায় পঞ্চশত নদী মধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গদেশে গমন করেন। * গঙ্গাসাগর হইতে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যায় যাইতে হইলে সুন্দরবন দিয়াই যাইতে হয়, সুতরাং বর্ত্তমান সুন্দরবনে তৎকালে সাগরসঙ্গম ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। মহাভারতের উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে সুন্দরবনে অসংখ্য নদনদী ছিল, তখনও ইহার সম্পূর্ণ গঠন হয় নাই। কিন্তু যে অংশে গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইয়াছিল, তাহা তৎকালে তীর্থস্বরূপেই পরিগণিত হইত, এবং তদবধি আজ পর্য্যন্ত তাহা সেই ভাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ যে বহুকাল হইতে সুগম ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদ্মপুরাণ।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে, সুন্দরবনের যে অংশে গঙ্গাসাগরসঙ্গম, তাহা বহুদিন হইতে তীর্থস্থান রূপে পরিচিত। পদ্মপুরাণে এই সাগরসঙ্গমকে এক বিস্তৃত জনপদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় সুষেন নামে চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্বভায় প্লক্ষদ্বীপস্থ দীপ্যন্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কন্যা ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী সুলোচনা পুরুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া ভীমনাদ নামে এক

* "ততঃ প্রযাতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়।
আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ॥
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপঃ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবং॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥"

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অঃ)

ইহাতে বুঝা যায় যে, সেই সময় সমুদ্রে দ্বীপ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সুন্দরবনের উৎপত্তি হইতেছিল। তখন ইহার পশ্চিম অংশ দুর্গম হইয়া উঠে নাই।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম ও নিম্নবঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ৮০ পৃঃ দেখ।

গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন। * ধর্ম্মবুদ্ধি নামে এক রাজা ব্রহ্মস্বহরণের জন্য গণ্ডারযোনিতে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পদ্মপুরাণের কথিত গঙ্গাসাগর সঙ্গম সুন্দরবনেই অবস্থিত ছিল। কারণ সুন্দরবন ব্যতীত নিম্নবঙ্গের অপর কোন স্থানে গণ্ডার দৃষ্ট হয় না এবং তাহা চিরদিনই গণ্ডার প্রভৃতির আশ্রয় স্থান। সুতরাং পদ্মপুরাণের সময় যে সুন্দরবনের পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তথায় অরণ্য ও জনপদ উভয়ই অবস্থিত ছিল।

তন্ত্র ও দিগ্বিজয়-প্রকাশ।

পুরাণাদির ন্যায় তন্ত্রেও সুন্দরবনের উল্লেখ আছে। তন্ত্রচূড়ামণি, মহানীলতন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র প্রভৃতিতে সুন্দববনের সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত পীঠস্থানের মধ্যে যশোর ও কালীঘাটের উল্লেখ দেখা যায়। † এই যশোর ও কালীঘাট সুন্দরবনের মধ্যেই অবস্থিত। তদ্ভিন্ন তন্ত্রে গঙ্গাসাগরসঙ্গমও তীর্থস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় তিন শত

* "তস্তুং তপঃ সাগরবিষ্ণুপদ্যোঃ
জগাম বিপ্রোত্তম সঙ্গমায়।
তস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
বসেদ্রাজা সুষেণাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ॥
* * * *
অথৈকদা পুরে তস্য জৈমিনে সকলাঃ প্রজাঃ।
ভীমনাদো নাম খড়্গী ক্ষোভয়ামাস সন্ততম্॥
* * * *
স জঘান মহাকোপাৎ তত্ত্বা হুঙ্কারনিস্বনম্।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে গতায়ু র্গণ্ডক স্তুতঃ॥"
(পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ৫ অঃ)

† "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী" (তন্ত্রচূড়ামণি)।
"কালীঘাটে গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।" (মহানীলতন্ত্র)।

বৎসরের পূর্ব্বে রচিত কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে যে, অনরি নামে ব্রাহ্মণ যশোরেশ্বরীর শতদ্বারযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গোকর্ণবংশ সম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে রাজা যশোরের জঙ্গল কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর মন্দিরের নিকট ইষ্টক-রচিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ধেনুকর্ণ রাজার অস্তিত্ব থাকিলে, তিনি যে বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিগ্বিজয়প্রকাশে উপবঙ্গের বা "ব" দ্বীপের যে বিবরণ আছে, তাহাতে সুন্দরবনের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। *

যে সময় গ্রাক্‌গণ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহারাও বঙ্গদেশের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। মিগাস্থিনিস গঙ্গানদীর তীরস্থ গাঙ্গারিডি ও গণকরের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই দুই স্থান এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। তাঁহার বিবরণ হইতে সুন্দরবনের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। এরিয়ান কটদ্বীপ বা কাটোয়া এবং আমিষ্টিস বা অজয় নদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গার অনেক শাখানদীরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অনুমান হয়, তিনি দক্ষিণ বঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিশদরূপে আমরা টোলেমির বর্ণনায় সুন্দরবনের নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। তিনি বাঙ্গলার "ব" দ্বীপ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। † তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সুন্দরবন তৎকালে

গ্রীকদিগের বিবরণ।

* "ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যুপবঙ্গো হি ভূমিপ।
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাসু নদীষু চ॥" (দিগ্বিজয়প্রকাশ)।

† "Ptolemey's description of the Delta is by no means a bad one. If we reject the longitudes and latitudes, as I always do, and adhere solely to his narrative, which is plain enough. He

একেবারে দুর্গম ছিল না ; তাহার কোন কোন অংশে লোকে গতায়াত করিতে পারিত।

ক্রমে সুন্দরবন বা নিম্নবঙ্গ লোকের বসতিস্থান হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার সমস্ত অংশ যে বাসযোগ্য হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিম্নবঙ্গের এই "ব" দ্বীপ ক্রমে উপবঙ্গ নাম ধারণ করে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এই উপবঙ্গের উল্লেখ আছে। * এই উপবঙ্গের দক্ষিণ ভাগটি সুন্দরবন। কালিদাসের বর্ণনায়ও এই "ব" দ্বীপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গাস্রোতোমধ্যবর্ত্তী স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। † উক্ত স্থান যে "ব" দ্বীপ বা উপবঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল বর্ণনায় সুন্দরবনের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, তাহা হইতে বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এক্ষণে বঙ্গের যে স্থানে সুন্দরবন অবস্থিত, তখন তাহা লোকজনের একেবারে অগম্য ছিল না। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্র যে লোকজনের বাসভূমি ছিল, তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না ; তাহা না হইলেও সুন্দরবনের কতক অংশে লোকজন গতায়াত করিতে পারিত ও তাহার স্থানে স্থানে মনুষ্যের আবাসগৃহ স্থাপিত হইয়াছিল।

বরাহ মিহির ও কালিদাস।

begins with the western branch of the Ganges or Bhagirathi and says that it sends one branch to the right or towards the West and another towards the East or to the left. This takes place at Triveni, so called from three rivers parting on the different directions and it is a most small place". (Asiatic Research. XIV, Wilford on Ancient Geography of India p. 464).

* "আগ্নেয্যাং দিশি কোশলকলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গজাঠরাঙ্গাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১৪।৭-৮)

† "বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু চ॥" (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)।

ভারতের বৌদ্ধযুগের সময় নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তি স্থাপিত হয়। সে সময় সুন্দরবন নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। চীনপরিব্রাজকগণের

বৌদ্ধযুগ, চীন পরিব্রাজকগণ।

বর্ণনায় সুন্দরবনের বিশিষ্টরূপ উল্লেখ না থাকিলেও, তাহা হইতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারা যায়। ফাহিয়ান কেবল তাম্রলিপ্তি বা তমলুকের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাম্রলিপ্তির পরপারে যে তৎকালে সুন্দরবন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিউয়েনসিয়াং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনবৃত্তান্তে সমতট নামে যে জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গ হইলেও তাহার কতক অংশে যে সুন্দরবন অবস্থিত ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি সমতট হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ ক্রোশ পশ্চিমে তাম্রলিপ্তিতে গমন করিয়াছিলেন। * তাম্রলিপ্তির ১৫০ ক্রোশ পূর্ব্বে যে পূর্ব্ববঙ্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পূর্ব্ববঙ্গ সমুদ্রতীরস্থ ছিল, তাহা সমতট কথা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের যে অংশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী তাহার কতকঅংশ যে সুন্দরবন, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। সমতট হইতে ১৫০ ক্রোশ পশ্চিমে তাম্রলিপ্তিতে যাইতে হইলে যে, সুন্দরবন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমতট রাজ্যের রাজধানী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম বা তাহার নিকটে অবস্থিত ছিল। কারণ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম হইতে তাম্রলিপ্তি প্রায় ৩০০ মাইল বা ১৫০ ক্রোশই হইবে। † হিউয়েন-

* From Samatata going west 900 li or so we reach the country of Tan mo-li-ti (Tamralipti). (Beals' Siyuki vol. II. p. 200).

† "Measuring from West to East or from right bank at the Hoogli river opposite to the Sagore tripod on the South West point at the Saugar Island to Chittagong it is 270 miles in width." (Calcutta Review 1859 March, The Gangetic Delta.)

সুতরাং তমলুক ৩০০ মাইল হইবে।

সিয়াং সমতট হইতে তাম্রলিপ্তিতে কোন্ পথে গিয়াছিলেন জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি স্থলপথেই গিয়াছিলেন। কারণ, তিনি কেবল সিংহল যাত্রাকালেই সমুদ্রপথে গমনের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সমতট হইতে স্থলপথে তাম্রলিপ্তিতে আসিতে হইলে, সুন্দরবনস্থ তাৎকালিক পথ যে নিতান্ত দুর্গম ছিল না, তাহা হিউয়েনসিয়াংএর বর্ণনা হইতে অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে তৎকালে কোন প্রসিদ্ধ নগর বা বন্দর ছিল না, তাহাও বুঝা যায়; থাকিলে হিউয়েনসিয়াং নিশ্চয়ই তথায় গমন করিতেন। ফলতঃ সে সময়েও সুন্দরবন একেবারে দুর্গম ছিল না বা তথায় কোন প্রসিদ্ধ নগরবন্দরাদিও বিদ্যমান থাকার অনুমান হয় না।

সেনবংশের সময়।

ইহার পর বঙ্গভূমি সেনরাজগণের অধীনে আসিলে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে সেনরাজগণের অগণ্য কীর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব যশোরেশ্বরীর নিকট এক শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের অন্তর্গত কোন এক গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব খাড়ীমণ্ডলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের মধ্যে উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হওয়া গেলে, তাহার নিকটে কোন স্থানে যে সেনবংশের প্রদত্ত ভূমি ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ফলতঃ সেনবংশের রাজত্বকালে সুন্দরবনের কোন কোন অংশ যে লোকজনের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেনবংশের রাজত্বকালে বারাণসী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে তাঁহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। সুতরাং সুন্দরবনও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তবে আমরা পূর্ব্বাপর যাহা বলিয়া আসিতেছি, সেনবংশের রাজত্বকালেও তাহাই ছিল বলিয়া

অনুমান হয়। অর্থাৎ তখনও সুন্দরবনের কোন কোন অংশে লোক-জনের বাস ও কোন কোন স্থান অরণ্যপরিবৃত ছিল।

সেনবংশের রাজত্বের পর বঙ্গভূমিতে মুসল্মান রাজত্বের আরম্ভ হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ অনেকদিন পর্য্যন্ত সেনরাজগণের অধীন ছিল। বঙ্গভূমিতে মুসল্মান রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বে মুসল্মান পরিব্রাজকগণ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুলেমান নামে জনৈক পরিব্রাজক বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। তিনি উপবঙ্গ বা "ব" দ্বীপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তখন তাহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই "ব" দ্বীপের অন্তর্গত অনেক নগর বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহার অধিবাসিগণ সাধারণতঃ আরাকানীদিগের সহিতই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইত।* তাহার পর পাঠান-রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের স্থানে স্থানে অনেক গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মুসল্মান পর্য্যাটকগণ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গে পাঠান রাজত্ব বদ্ধমূল হইলে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে খাঁ জাহান আলি সুন্দরবনের গভীর অরণ্য পরিষ্কার করিয়া তাহাতে গ্রাম নগরাদির পত্তন ও সেই সেই স্থানে রাজ-পথ, অট্টালিকা ও মসজীদাদির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অগণ্য কীর্ত্তির মধ্যে কোন কোনটি খুলনা জেলার বাগেরহাটের নিকট অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া

খাঁ জাহান আলি।

* "During the time of the Arab invasion of India (8th Century of the Christian era) Sulaiman came to this country. An account of his travels is given in the Bulletin of the Geographical Society of Paris (p. 203). His account of the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arakan."

(Proceeding of the Asiatic Society for December 1868.)

থাকে। খাঁ জাহান আলি বা খাঞ্জালি প্রথমেই সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া তাহাকে বৃহৎ জনপদে পরিণত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ৬০ হাজার লোক লইয়া অরণ্য পরিষ্কার ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের পাহাড় হইতে তিনি প্রস্তর আনাইয়া অট্টালিকা মস্‌জীদাদি নির্ম্মাণ করান। খাঞ্জালি তিন শত ষাট্‌টি পুষ্করিণী খনন ও তিনশত ষাটটি মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহার ও তাঁহার অনুচরগণের অনেক কীর্ত্তি অদ্যাপি বাগেরহাটের চতুঃপার্শ্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কীর্ত্তির মধ্যে সুদৃঢ় স্তম্ভযুক্ত বিস্তৃত দালানসমন্বিত ষাটগম্বুজ মসজীদ, তথা হইতে ভৈরবন পর্য্যন্ত ইষ্টকনির্ম্মিত পথ, খাঞ্জালির সমাধি ও তৎসংলগ্ন পুষ্করিণী ও তাঁহার দেওয়ান মহম্মদ তাহির বা বিখ্যাত পীর আলির সমাধি প্রভৃতি প্রধান। খাঁজাহান আলি ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সমাহিত হইয়াছিলেন। এই সময় সুন্দরবন লোকজনের গতায়াতের পক্ষে সুগম হইয়া উঠে।

যে সময়ে সুন্দরবনের মধ্যভাগে খাঞ্জালির প্রতিষ্ঠিত গ্রাম নগরাদি, মস্‌জীদ, অট্টালিকা, পুষ্করিণী বহুসংখ্যক নরনারীকে আকর্ষণ করিতেছিল,

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ।

সে সময় সুন্দরবনের পশ্চিমভাগে পতিতপাবনী গঙ্গা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার পবিত্রতীরে অনেক গ্রাম, নগর তীর্থাদি সুন্দরবন মধ্যে বিরাজিত ছিল। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভাগীরথীর কূলে কূলে সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়া তাহার তাৎকালিক অন্যতম প্রধান তীর্থ ছত্রভোগে উপস্থিত হইয়া অম্বুলিঙ্গ নামে শিব দর্শন করিয়াছিলেন।* এই ছত্রভোগ বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবর উপবিভাগ

* "এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥

মধ্যে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তথায় গঙ্গার অস্তিত্ব নাই, কেবল চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয়। কবিকঙ্কণও এই ছত্রভোগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ভাগীরথীতীরস্থ সুন্দরবনের অনেক স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। হাতিয়াগড় মদনমল্ল প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ কবিকঙ্কণের গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সাগরসঙ্গমের সুস্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়।*

বঙ্গদেশে ইউরোপীয়গণের আগমন আরম্ভ হইলে, তাঁহারা বাণিজ্যো-

সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হৈযা শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করে সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বোলে সর্ব্বজনে॥"
(চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড)

"হিমাই বামেতে রহে হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বিষ্ণুহরির দেউল বামেতে রাখিয়া।
সাকড়া বাহিল সাধু মন্তেশ্বর দিয়া॥
আমনদী দিয়া সাধু গেল ছত্রভোগে।
তাহা এড়াইয়া সাধু ভোজন কৈল রঙ্গে॥
লঘুগতি সদাগর গেল কালীপাড়া।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট ঘন পড়ে সাড়া॥
সে দিবস সদাগর হাত্যাগড়ে রহে।
প্রভাত হইলে সাধু মেলে সাত নায়ে॥

* * * *

যেখানে সাগরবংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস,
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে,
সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ॥
মুক্তিপদ এই স্থান, ইহাতে করিয়া স্নান,
চল ভাই সিংহল নগরে।"
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

পলক্ষে সুন্দরবনের অনেক স্থানে যাতায়াত আরম্ভ করেন। পর্টুগীজগণের সময় চট্টগ্রাম বা পোর্টোগ্রাণ্ডি হইতে পিপ্‌লী, বালেশ্বর, সপ্তগ্রাম, হুগলী বা পোর্টোপেকিনো প্রভৃতি বন্দরে তাঁহারা বাণিজ্যার্থে সমাগত হইতেন। তজ্জন্য সুন্দরবনের নিকটস্থ সমুদ্রপথে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিতে হইত। সেই সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে কোন কোন নগরের অস্তিত্ব তাঁহাদের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। পর্তুগীজগণের পর ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণ এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করেন। ডি বারো নামক জনৈক ইউরোপীয়ের মানচিত্রে সুন্দরবনের মধ্যস্থ পাঁচটি নগরের নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তিনটি বাকরগঞ্জ ও অবশিষ্ট দুইটি খুলনা বা ২৪ পরগণার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়।* ক্রমে এই সুন্দরবনে পর্টুগীজগণ দস্যুতা অবলম্বন করিয়া মগদিগের সহায়তায় তাহার অধিবাসীদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় জলদস্যুগণের ভয়ে সুন্দরবনের অধিবাসিগণ আপনাদিগের আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যৎকালে পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়াগণের অধীন ছিল, সে সময়ে সুন্দরবন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গ, পর্টুগীজগণ।

ষোড়শ শতাব্দীর বারভূঁইয়াগণের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। অন্যান্য ভূঁইয়াগণ তাঁহাকে আপনাদের সর্দ্দার বলিয়া মান্য করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে ভাটিপ্রদেশের অধীশ্বর বলিয়া মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ভাটি বা নিম্নবঙ্গের পরিমাণ তাঁহারা দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে

বার ভূঁইয়াগণের অধীনে।

* "The earlier Portuguese writers unanimously assert that the Delta of the Ganges was much populated."

চারিশত ক্রোশ ও প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে তিনশত ক্রোশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * এই বিস্তৃত ভূভাগের যে অধিকাংশ সুন্দরবন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইশা খাঁ ইহার অধীশ্বর হইলেও সুন্দরবনের কতক অংশ বাকলার ভূঁইয়া কন্দর্পরায়ের ও কতক অংশ যশোহরের ভূঁইয়া বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্যের অধীন ছিল। সুন্দরবনের যে অংশ বর্ত্তমান বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তাহা বাকলার ভূঁইয়ার এবং খুলনা ও চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন যশোহরের ভূঁইয়াদিগের অধীন ছিল। সুন্দরবনের যে অংশ যশোহরের ভূঁইয়াগণের অধীন ছিল তাহার কতক অংশ চাঁদ খাঁ মসন্দরীর জায়গীর ছিল। সুন্দরবনের মধ্যভাগ খাঁজাহান আলি কর্ত্তৃক বিস্তৃত জনপদে পরিণত হইলে ক্রমে সুন্দর বনের পশ্চিমভাগেও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহা লোকজনের পক্ষে সুগম হইয়া উঠে, এবং কালে তাহা এক বিস্তৃত জায়গীরে পরিণত হইয়া চাঁদ খাঁ মসন্দরীর বৃত্তিরূপে

* ভাটি সম্বন্ধে আকবরনামায় যাহা লিখিত আছে, ইলিয়টের ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার এইরূপ মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে :—

"Bhati is the lowlying country and is called by that Hindi name, because it lies lower than Bengal. If extends nearly 400 kos from East to West and nearly 300 from North to South. On the East lies the sea and the country of Jessore ; on the West lies the hill-country South of Tonda. On the North the salt sea and the extremities of the hills of Tibet." (Elliot's History of India vol. vi)

উপরে আকবরনামায় যে মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ভাটির চতুঃসীমা সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। সেইজন্য বেভারিজ সাহেব ইহার পাঠের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি Tondaর স্থানে Londa ও Jessoreএর স্থানে Jessa বলিতে চাহেন। লণ্ডা রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থে উড়িষ্যার সীমা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জেসা আইন আকবরীতে জয়ন্তিয়ার স্থানে লিখিত হইয়াছে।

(Journal of the Asiatic Society of Bengal vol. LXXiii. Pt. I. No. 1, 1904, p. 62.)

Grant সাহেব সুন্দরবন ও তন্নিকটস্থ ভূমি সকলকেই ভাটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিজলীও তাহার অন্তর্গত।

ষ্টি হয়। প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য গৌড়ের রাজা দায়ূদের নিকট হইতে উক্ত জায়গীর লাভ করিয়া তাহাতে যশোর নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে যশোরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহা রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক একটি সুন্দর নগরে পরিণত হইয়া ক্রমে এক বিশাল রাজ্যের রাজধানী হয়। এই বিশাল রাজ্যের অধিকাংশই সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য উক্ত যশোর নগরের নিকট ধূমঘাট নামক এক বিস্তৃত নগরের পত্তন করিয়া যশোর রাজ্যকে অনেক গ্রামনগরে ভূষিত করেন। তাঁহার সময়ে যশোর রাজ্য বাঙ্গলার একটি প্রধান জনপদ হওয়ায় দুর্গম সুন্দরবন লোকের পক্ষে সুগম হইয়া উঠে। কিন্তু তখনও সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীরের আশ্রয়স্থানরূপে বিরাজ করিত। প্রতাপাদিত্যের সময় যে সকল জেস্যুইট্ পাদরী এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণে সুন্দরবনের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার নিবিড় অরণ্য ও বন্য জন্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ও তাঁহার স্থাপিত গ্রাম, নগর, গড়, চত্তর প্রভৃতির চিহ্ন অদ্যাপি সুন্দরবনের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা কিরূপ গৌরবময় হইয়াছিল তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আবার ইহার জনপদসমূহ নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। যে কারণে সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য নিবিড়তম হয়, সাধারণতঃ তাহার দুইটি কারণ অনুমিত হইয়া থাকে। তাহার প্রথম কারণ জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প এবং দ্বিতীয় কারণ মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণের অত্যাচার। এই দুই কারণে ইহার অধিবাসিগণ ইহার মধ্যস্থ গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হওয়ায় সুন্দরবনের

সপ্তদশ শতাব্দী, আবার ধ্বংসারম্ভ।

বনরাজি প্রগাঢ়তম অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে এই দুই কারণের যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইতেছে।

জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প।

অতলস্পর্শ বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী হওয়ায় সুন্দরবন অনেকবার জলপ্লাবনে বিধৌত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প ইহার বক্ষে নানা-প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। ঐতিহাসিক কালে যে সমস্ত জলপ্লাবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনই প্রথম। ইহাতে বাকলা বা বরিশাল সলিলগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল, প্রায় দুই লক্ষ লোক এই জলপ্লাবনে দিগ্বিদিক্ ভাসিয়া যায়। আইন আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জলপ্লাবন সংঘটিত হয়। সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগ বিশেষতঃ সাগরদ্বীপ এই জলপ্লাবনে বিধৌত হইয়া যায়। প্রায় ৬০ হাজার লোক ইহাতে প্রাণত্যাগ করে। * সর্ব্বাপেক্ষা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া সুন্দরবনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, কলিকাতা পর্য্যন্ত তাহা ধাবিত হইয়াছিল। এই জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পে নবগঠিত কলিকাতা একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। তাহার পর বঙ্গভূমিতে অনেক-বার জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৫০ বা ৬০ খৃষ্টাব্দে একটি ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তাহাতে সুন্দরবনের অনেক পরি-বর্ত্তন ঘটে। ১৮৪২ ও ৫২ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্প ইহাকে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পের বিরাম নাই। এই দুই প্রাকৃতিক বিপ্লবে সুন্দরবনে যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় এবং ইহার অধি-

* কাহারও কাহারও মতে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে এক জলপ্লাবন হইয়াছিল। ১৬৮০ ও ৮৮র জলপ্লাবন এক কি পৃথক্ তাহা বলা যায় না।

বাসিগণ তজ্জন্য যে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

উক্ত দুই প্রাকৃতিক বিপ্লব ব্যতীত সুন্দরবন এক সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের লীলাভূমি হইয়াছিল। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় সুন্দরবনের দস্যুর বিষয় অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ ও ফিরিঙ্গিগণের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। পর্টুগীজগণ এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ সমাগত হইয়া ক্রমে বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভগ্নোদ্যম হইয়া দস্যুতা অবলম্বন করিয়া জলপথে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জলদস্যুগণের মধ্যে গঞ্জালেস ফিরিঙ্গীর নামই দেশবিখ্যাত হয়। ইহারা অধিবাসিগণের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন ও পুত্রকন্যা হরণ করিয়া তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিত। সাজাহানের রাজত্বকালে পর্টুগীজগণের প্রাধান্যের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গিগণের ন্যায় আরাকানী বা মগগণও দস্যুতা অবলম্বন করিয়া নিম্নবঙ্গে বিশেষতঃ সুন্দরবনে নানারূপ অত্যাচার করিত। বাকলা বা বাকরগঞ্জে তাহাদের অত্যাচার ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থে এই মগ অত্যাচারের কথা লিখিত আছে। * মেজর রেনেলের সুন্দরবনের মানচিত্রে বাকরগঞ্জের দক্ষিণ অংশ মগগণ কর্ত্তৃক জনশূন্য হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ ফিরিঙ্গী ও মগদিগের

মগফিরিঙ্গীর অত্যাচার।

* বাকলা চন্দ্রদ্বীপের মগ অত্যাচারের কথা ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"মগজাতিশস্ত্রপাতৈ মর্ত্তব্যা সকলাঃ প্রজাঃ।
মগাধিকারো ভাবী চ বেদভ্রষ্টো ভবিষ্যতি॥
মগান্তে যবনো ভাবী কল্কিদেবাবধির্দ্বিজাঃ॥"

কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের ও বানরিপাড়ার ঠাকুরতাগণের সহিত মগফিরিঙ্গীর যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

অত্যাচারে সুন্দরবন যে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। *

এই সমস্ত কারণে সুন্দরবনের গ্রাম নগরাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহার সকল স্থান যে লোকজনের বাসভূমির যোগ্য ছিল, এরূপ প্রতীত হয় না। তাহা না হইলেও ইহাতে যে সমস্ত গ্রাম নগরাদি ছিল, তাহা কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্যাপি ইহার স্থানে স্থানে তাহাদিগের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাটের নিকট খাঞ্জালির মসজীদাদির ও যশোর-ঈশ্বরীপুরের নিকট প্রতাপাদিত্যের

প্রাচীন বাসের চিহ্ন।

* "They (Portuguse) made women slaves, great and small with strange cruelty and burnt all they could not carry away. And it is that there are seen in the mouth of the Ganges so many fine cities quite deserted." (Bernier)

"The Portuguse slave dealers and Mugs led by their devastation to the depopulation of the Sundarban. Cyclones also did their work ; one swept over Saugar Island in 1680 which carried away more than 60,000 people. The Mugs as late as 1824, were objects of terror even to Calcutta and in 1760 the Government had a band thrown across the river near the site at the Botanical Gardens to prevent them and Portuguse pirates coming up." (Long)

"In addition the place was exposed to predatory incursions of piratical Mugs and even at Portuguse buccaneers quite sufficient to scare away a timid and probably disunited population."

(H. J. Rainey)

"In early times the Mugs used to commit depradation in the Sundarbans and in Rennel's map a large tract is market depopulated by them. They had been in the habit of trading in betelnut from an early date." (Beveridge)

অদ্যাপি বাকরগঞ্জের সুন্দরবনে অনেক মগ বাস করিয়া থাকে। বেভারিজ সাহেব তাহাদিগকে অল্পদিনের অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত সুন্দরবনের স্থানে স্থানে প্রাচীন গ্রামাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরদ্বীপে. সুন্দরবনের ১২৯, ১১৬, ২১১, ১৬৫, ১৪৬নং লাটে ভগ্ন অট্টালিকা, উদ্যান প্রভৃতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। * এই সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সুন্দরবনে

* "In the Island of Saugur which lies upon the extreme edge at the Deltaic basin, consequently lying higher than the centre of the Delta, the remains of tanks, temples and roads are still to be seen, showing that it was once more densely populated than it is now; and native history informs us that the Saugur Island has been inhabitated for centuries. During the operation of clearing Saugur Island in 1822 to 33 and later when clearing away the Jungle for the Electric Telegraph in 1855-56 remains of buildings, tanks, roads, and other signs of men's former presence were brought to light. Again upon the Eastern portions of the Sundarbans where the country has been cleared of forest mud forts are found in good numbers erected most probably by the then occupiers of the soil to ward off the attacks of the Mugs, Malyas Arabs, Portuguese and other pirates who in times gone by that is, about A.D 1581. depopulated this part of the country. The Mugs even advanced so far to the westward as to depopulate the whole country lying between the river Haringhata and Rabanabad channel, But we know of no trace of the land having been occupied farther to the Westward of the Haringhata."

"In lot No. 129 that has been lately cleared and occupied by village of native Christians, we remarked baked bricks, remains of buildings fruit trees not indigenous to the country and a large but shallow tank all evidence of former occupation but these remains are close upon the water's edge."

(Calcutta Review March 1859. The Gangetic Delta.)

"Down the left or Eastern bank of the Cabbadak cultivation once extended, according to tradition, far below the solitary village

এককালে গ্রাম নগরাদির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থানই বহুদিন হইতে নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছাদিত হইয়া, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীরের আশ্রয়স্থান রূপে বিরাজ করিতেছিল। সুতরাং সুন্দরবনের কোন কোন অংশে লোকজনের বাসভূমি এবং কোন কোন অংশ যে বনভূমি ছিল, ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

সুন্দরবন যে বারভূঁইয়াদিগের অধীনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, আমরা এক্ষণে তাঁহাদেরই বিষয় আলোচনা করিতেছি। বাঙ্গলা দেশ বহুদিন হইতে বারভূঁইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় যে সমস্ত পরাক্রান্ত ভূঁইয়া আপনাদিগের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাঁহাদেরই বিবরণ উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা বারভূঁইয়ার

বারভুঁইয়া।

of Gobra and of Soondarban lot No. 212; some ruins of masoury buildings and traces of old court yards and here and there some garden plants and shrubs remain to the present day in lot No. 211 close to the khal which separates it from lot No. 212, and attest in some measure the truth of the legend. But by whom the buildings were erected or when inhabited no one seems to know."

(Gastrell's report of the districts of Jessore, Farridpur & Bakergange.")

"The remains of these fine cities are found in lots No. 116, 211, 165 & 146. Mr. Swinhoe has published a figure of the ruins lately discovered in lot No. 116. The temple is of the Budhist type of architecture. In lot No. 146 there are brick ruins with terracotta ornaments. Most of the ruins are on the banks of the Cobatak. Colonel Gastrell in his Geographical and Statisfical report of the districts of Jessore, Faridpore and Bakergunge speaking of old ruins states :—"But all enquiry failed nothing could be found save the ruins already mentioned on the banks of the Cabatak river.

উৎপত্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কেবল যে, বাঙ্গলা দেশ বারভূঁইয়ার মুলুক নামে কথিত হইয়া থাকে, এমন নহে, আসাম প্রদেশেও এই বারভূঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও আরাকানের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বারভূঁইয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। * যে বারভূঁইয়ার সহিত বাঙ্গলা, আসাম ও আরাকান প্রভৃতির সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমরা প্রথমে বারভূঁইয়ার উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

উৎপত্তি।

প্রাচীন কালে বিজিগীষু রাজা, তাঁহার শত্রু এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত, রাজাদিগকে লইয়া একটি মণ্ডল কল্পনা করা হইত, উক্ত মণ্ডলে দ্বাদশ জন নৃপতি থাকিতেন। † ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্থানে এক এক রাজার অধীন দ্বাদশ জন সামন্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে তাহাই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার বারভূঁইয়া সম্বন্ধে এইরূপ স্থির হয় যে, পালরাজগণের

The mud forts entered on Rennel's map on the banks of the Rabanabad or Goolaceper river do not exist now-a days."

(Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December 1168.)

* "The kings of Aracan and Commillah were constantly striving for the mastery, and the former even conquered the greatest part of Bengal. Hence to this day they assume the title of Lord of the twelve Bhuoiyas, bhatties, or principalities of Bengal."—*Wilford ; Ancient Geography of India. vol XIV. of Asiatic Researches. P. 451.*

† মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং। এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ॥ অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা : ৭ম অধ্যায়।

রাজত্বকালে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাঙ্গলার বারভূঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোনও এক সময়ে বারজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পালবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত অনুষ্ঠানের সময় অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহাব পুনরনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননাদি করিয়া অবস্থান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বারভূঁইয়াগণ অবস্থিতি করিয়া তত্তৎপ্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, * এবং সেই সময়ে পালরাজগণ সমগ্র বঙ্গ-

* "The Kocchis then gave a line of princes to Kamrup; at this time a part of Upper Assam was under a mysterious dynasty called the Bhara Bhuya, of which no one has ever been able to make anything but it is in all probability connected with the following tradition which Buchanon gives in his Account of Dinajpur :— 'On a certain occasion twelve persons of very high distinction and mostly of the Pal family came from the west country to perform a religious ceremony on the Karotya river (the boundary between the ancient divisions of Matsya and Kamrup), but arrived too late, and as the next season for performing the ceremony was twelve years distant, they in the interval took up their abode there, built palaces and temples, dug tanks, and performed many other great works. They are said to have belonged to the tribe called Bhuyas to which the Rajahs of Kasi (Benares) and Bhettiah also belong."—*Dalton's Ethnology of Bengal.*

বুকানন হামিল্টনের মতে, ইঁহারা বর্ত্তমান ভূমিহারগণের সমজাতি। কিন্তু ডাল্টন তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভুঁইয়াগণের সহিত একজাতি বলিতে চাহেন। ডাল্টনের সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য, বলিতে পারি না; কারণ, উক্ত ভুঁইয়া জাতি আর্য্য-বংশীয় কি না সন্দেহ। অথচ বুকাননের মতে, বারভুঁইয়ার অধিকাংশ পালবংশীয়

রাজ্যের একাধীশ্বর থাকায়, সম্ভবতঃ ভূঁইয়াগণ তাঁহাদের অধীন সামন্ত-রাজ-রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলাদি গ্রন্থে পালরাজগণের সঙ্গে বার-ভূঁইয়াগণের উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্ম-মঙ্গলে রাজসভা বর্ণনোপলক্ষে বার-ভূঁইয়ারও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। * বিবাহাদি উৎসবে বারভূঁইয়ারা বরমাল্য প্রভৃতি দান করিতেন। মাণিক গাঙ্গুলী কামরূপাধিপতিকে গৌড়েশ্বরের বারভূঁইয়ার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বারভূঁইয়াগণ, সামন্ত রাজাই ছিলেন। ইহাদের প্রাধান্য ক্রমে আসাম ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। বারভূঁইয়াগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে আপনাদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। আসাম, দিনাজপুর, রঙ্গ-পুর, ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলায় তিনজন প্রাচীন ভূঁইয়ার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। †

ছিলেন। পালবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ আর্য্যবংশীয় হওয়াই সম্ভব। বুকানন যে কাশী ও বেতিয়ার রাজা-দিগকে বারভুঁইয়াগণের একজাতি বলিয়াছেন; তাহাও বিবেচ্য বটে। বর্ত্তমান ভূমিহার-গণকে অনেকে মূর্দ্ধাবষিক্ত বলিয়া থাকেন। মুর্দ্ধাবষিক্তগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ 'বাভণ'ও বলে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আসামের শিলালিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাভ়ণ শব্দ ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ তাঁহারা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়ায় কিঞ্চিৎ হেয়। ফলতঃ, বারভুঁইয়ারা সেন-বংশীয় হইলে যে আর্য্যবংশীয় জাতি, সন্দেহ নাই। পালবংশীয় হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হন। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমরা এস্থলে অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। ভুঁইয়া শব্দ, সংস্কৃত ভৌমিক, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ, বা পালি ভূমিস্সো, ভূমিপালো, ভূমিপো, বা ভূম্মো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদগণ স্থির করিবেন। আমরা সাধারণতঃ ভুঁইয়া শব্দকে ভৌমিক শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করিয়া থাকি।

* "বারভুঞা বসে আছে বুকে দিয়া ঢাল।" মাণিক গাঙ্গুলী।

† "The next rulers we hear of belonged to the Booneahs or Bhuddist Rajahs. Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, and in that portion of it lying to the north of

পালবংশের পর সেন-বংশ ও পরে পাঠানগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভূঁইয়াগণের অধিকারে ছিল। কিন্তু সে সময়ে মূল বারভূঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন ভূঁইয়া নিযুক্ত হন। বোধ হয়, তাঁহাদের সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। তথাপি তাঁহারা বারভূঁইয়া নামেই অভিহিত হইতেন। পাঠান-রাজত্বকালে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসল্মান ছিলেন। ইঁহারা রাজকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন; এবং কয়েক জন হিন্দু ভূঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারাও বারভূঁইয়া নামে কথিত হইতেন। মোগল-বিজয়ের সময় উক্ত বারজনের মধ্যে নয়জন মুসল্মান ও তিনজন হিন্দু ছিলেন জানা যায়। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ব্যাপিয়া তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। কিন্তু, পশ্চিম বঙ্গে কোনও ভূঁইয়ার অধিকার ছিল কি না, জানা যায় না। * হিন্দু তিন ভূঁইয়া শ্রীপুর, বাকলা ও যশোরের অধীশ্বর

পাঠান ও মোগল রাজত্বকাল।

the Boorigonga and Dulluserry, where the sites of their capitals are still to be seen. Jush Pal resided at Moodabpore in the pargunnah of Toollipabad. Harischonder at Catebarry near Sabar, and Sissopal at Capassia in Bhowal. * * * * *

"The Rungpore branch of Booneahs, it is well known, ruled at one time the ancient kingdom of Kamroopa."—*Taylor's Topography of Dacca.*

"The Bhuiya or Buddhist Rajas (founders of the Pal dynasty of the Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took of their abode in this district, to the north of Booriganga, and Dhaleswari, where the sites of their capitals are still to be seen."—*Hunter's statistical Account of Dacca.*

* প্রতাপাদিত্যচরিত্র-রচয়িতা রামরাম বসুর মতে, উক্ত বারভূঁইয়াগণের অধিকার

ছিলেন। মুসল্‌মান নয়জনের মধ্যে কত্রাভূব ইশার্খা মসনদ আলি সর্ব্ব-প্রধান: তিনি অপর একাদশ জন ভূঁইয়ার উপর কর্তৃত্ব করিতেন। বৌটন রোজ ও জেম্‌স ওয়াইজ, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ফতেয়াবাদের মুকুন্দরায়কে বারভূঁইয়ার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত জেসুইট পাদরী বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণে স্পষ্টই লিখিত আছে যে উক্ত বার জনের মধ্যে নয়জন মুসল্‌মান ছিলেন। * এই বারজন ভূঁইয়া অনেক

বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃতির কথায় বোধ হয়, আসামের প্রাচীন বারভুইয়াগণের কথা তখনও বঙ্গদেশে প্রচারিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার শেষ বারভুঁইয়াগণের অধিকার যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

* "The king of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogol slew their last king After which twelve of them joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Mogolls (it seems this was in the time of Emmadan paxda) and still notwithstanding the Mogoll's greatness, are great Lords, specially he of Siripur, and of Ciandecan, and above all Moasudalim. Nine of them Mahametans."—*Purcha's Pilgrims, The fourth Part, Book V. P. 511.*

ফার্ণাণ্ডেজের বিবরণে শ্রীপুর ও চণ্ডিকান বা যশোহরের রাজাকে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং অন্য নয় জনকে মুসল্‌মান বলা হইয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট হিন্দু ভুঁইয়া কে ছিলেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। ডুজারিক সে গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, অপর হিন্দু ভুঁইয়া বাকলার অধীশ্বর। ডুজারিক ভুইয়াদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, মোগলেরা দ্বাদশ জনের অধীন দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত দেশ জয় করিলেও তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে আবার আপন আপন রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, এবং তাহারাই এক্ষণে প্রকৃত রাজ্যাধিপতি। তাহারা কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। যদিও তাহারা আপনাদিগকে রাজার ন্যায় পরিচিত করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা রাজা নামে অভিহিত হয় না। তাহারা ভুঁইয়া (Buyons) নামে কথিত হয়, ও রাজতুল্য পরিচিত। সমস্ত পাঠান ও বাঙ্গালীরা ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে তিন

সময়ে মিলিত হইয়া মোগলগণকে বাধা প্রদান করিতেন, এবং তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহারা পরস্পরের সহিতও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের সহিতও যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের রাজা ছিলেন, সকলেই ইঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত। মুসল্‌মান নয়জনের মধ্যে সকলেই পাঠান ছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার পাঠানগণও বঙ্গভূমিতে অধিকার বিস্তারের জন্য অল্প চেষ্টা করেন নাই। তৎকালে এইরূপে মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর মধ্যে বঙ্গরাজ্য লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মোগলেরাই বিজয়লাভ করে। বারভূঁইয়ার মধ্যে যে তিনজন হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বঙ্গজকায়স্থ। লক্ষ্মণ-মাণিক্য ও মুকুন্দরাম রায়,—যাঁহারা কাহারও কাহারও মতে ভূঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন,—তাঁহারাও বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। কিন্তু উপরি উক্ত দুইজন যে বারভূঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন না, আমরা পূর্ব্বেই সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। ভুলুয়ার রাজগণ চিরদিন ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন, এবং আকবরনামায় মুকুন্দরাম রায়কে একজন জমীদারমাত্র বলিয়া দেখা

জন হিন্দু, তাহারা চ্যাণ্ডিকান, শ্রীপুর ও বাকলার অধীশ্বর। অবশিষ্ট ভুঁইয়ারা মুসল্‌মান। ৪৩৯-৪০ পৃ দেখ।

"According to Du Jarric, the three Hindu princes were those of Sripur, Chandican and Bacala."—*Beveridge's District of Bakarganj. P. 29, Note.*

ফার্ণাণ্ডেজ কেবল ক্ষমতাশালী ভুঁইয়াদের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে বাকলার রাজা রামচন্দ্র রায় অল্পবয়স্ক হওয়ায় তিনি তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দলভুক্ত প্রচারক ফনসেকার বিবরণ হইতে রামচন্দ্র ও তাঁহার রাজ্যসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। পরে তাহা লিখিত হইতেছে।

যায়। বিশেষতঃ, জেসুইট পাদরীগণ যখন সে সময়ে বাঙ্গলা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নয়জন মুসল্‌মান ভূঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বিবরণ কোনও মতে অবিশ্বাস করা যায় না। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত বারজনের মধ্যে নয়জন মুসল্‌মান হওয়ায় তাঁহারা সুচারুরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন নাই। * এই নয়জন মুসল্‌মানের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইংরেজ পবিব্রাজক রালফ ফিচ্‌ ও জেসুইট প্রচারকগণ তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অপর আটজনের বিবরণ জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ ভাওয়ালের গাজীবংশকে অন্যতম ভূঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৌটন রোজের গ্রন্থে চাঁদপ্রতাপের জোনা গাজী ভূঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জোনাগাজী সম্ভবতঃ সোনা গাজী হইবেন। কিন্তু ওয়াইজ ভাওয়ালের ফজল গাজীকে ভূঁইয়া বলিয়াছেন। ভাওয়ালও চাঁদপ্রতাপ গাজী-বংশের অধীন ছিল। সম্ভবতঃ উক্ত বংশের দুই জন দুই ভূঁইয়া হইতে পারেন। হিজলীর মসনদআলিগণও পরাক্রান্ত ছিলেন। হিজলী তৎকালে ভাটী

* "Pimenta commences by giving a short sketch of the history of Bengal, and states that the government of it was at that time in the hands of twelve princes who had formed a secret league among themselves, and had got the better of the Moghals. He adds that the most powerful of the twelve were the lords of Sripur and Chandecan, but above all the Moasadali, or Masauddin (?) Perhaps this is Isakhan Masnudd-i-Ali of Khizrpur, described by Dr. Wise as the most celebrated of the twelve Bhuyas. Nine of the twelve, says Pimenta, are Mahomedans, and this circumstance very much retards the work of conversion."—*Beveridge's Bakargunj. P. 29.*

পাইমেণ্টা গোয়ার পাদরী ছিলেন। তাঁহার নিকট ফার্ণাণ্ডেজ প্রভৃতি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সমস্ত পত্র পরে প্রকাশ করেন। সুতরাং পাইমেণ্টার বিবরণ ফার্ণাণ্ডেজ প্রভৃতির পত্র হইতেই সংগৃহীত।

বা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য হিজলীর মসনদআলিগণ অন্যতম ভূঁইয়া হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু জেসুইট পাদরীগণের আগমনের পূর্ব্বে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল। তবে মোগলবিজয়ের সময় তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা জেসুইট পাদরীগণের উল্লিখিত নয় জনের অন্যতম হইতেও পারেন। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ দেখিতে পাই না। উক্ত নয় জনের মধ্যে অনেকে ঘোড়াঘাট বা রঙ্গপুর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন। কারণ, তৎকালে ঘোড়াঘাট প্রদেশ পাঠানদিগের অন্যতম প্রধান বাসস্থান ছিল, এবং মোগলদিগকে ঘোড়াঘাট জয় করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ফলতঃ, আমরা বিশিষ্ট প্রমাণে কেবল চারি জন ভূঁইয়ার বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। সুখের বিষয়, তন্মধ্যে তিন জন বাঙ্গালীরই বিবরণ জানা গিয়াছে। সেই তিন জন বাঙ্গালী ভূঁইয়া কিরূপে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণপ্রদানের চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমতঃ আমরা ভূঁইয়াগণের সর্ব্বপ্রধান ইশাখাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তদ্দ্বারা পাঠানেরা বঙ্গদেশে মোগলদিগকে কিরূপ ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। ইশাখাঁর বিবরণের পর আমরা তিন জন হিন্দু ভূঁইয়ার বিবরণ প্রদান করিব।

ইশা খাঁ।

বাঙ্গলার শেষ পাঠান নরপতি দায়ূদের অবসানের পর যদিও মোগলেরা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পাঠানেরা ও অন্যান্য ভূঁইয়ারা প্রথমে তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এই সময়ে উড়িষ্যার এবং পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে পাঠান-বংশীয়েরা আপনাদিগের

ক্ষমতাসঙ্কোচের কোনপ্রকার চেষ্টা করেন নাই। উক্ত পাঠান-বংশীয়গণের মধ্যে উড়িষ্যার কতলু খাঁ ও বঙ্গের ইশা খাঁই প্রধান। ইশা খাঁর পিতা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস গজদানী। ইহারা বাইশ রাজপুত শ্রেণী। * হোসেন খাঁর রাজত্বসময়ে তিনি অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরে মুসল্মানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সলিমান খাঁ নামধারণ করিয়া এক পাঠানরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের † অধীশ্বর হন। সেলিম খাঁ ও তাজখাঁ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় ইশা ও ইস্মাইল দাসরূপে বিক্রীত ও দূরদেশে নীত হন। ‡ সাউন্নেসা নামে তাঁহার এক কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। ইশা ও ইস্মাইল খাঁ পরে তাঁহাদের মাতুল কুতুবউদ্দীন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন। ক্রমে ইশা আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতার বলে পূর্ব্ববঙ্গের ভূঁইয়া হইয়া উঠেন, এবং খিজিরপুর পরগণার ভার প্রাপ্ত হন। কত্রাভু তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি হোসেনসাহ-বংশীয় ফতেমাখানম-নাম্নী কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের একাধীশ্বর হইয়া অপর একাদশ জনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। § ইশা খাঁ প্রথমতঃ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি করিমদাদ ও ইব্রাহিম প্রভৃতি আফগানের সহিত মিলিত হইয়া ভাটি প্রদেশে স্বাধী-

* Elliot's History of India, also Blochman's Ain-i-Akbari.

† ভাটি সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

‡ বেভারিজ সাহেব বলেন যে, ইশার পিতা হিন্দুই ছিলেন; কারণ, মুসলমান-পুত্র দাসরূপে মুসলমান কর্ত্তৃক বিক্রীত হইত না।

§ "Isa by his intelligence and prudence, acquired a name, nd he made twelve zemindars of Bengal to become his ependants."—*Elliot's History of India. Vol VI. Akbornama,* াকবরনামার বিবরণে, বোধ হয়, যেন ইশা খাঁ বারভূঁইয়া হইতে পৃথক। কিন্তু প্রকৃত স্তাবে তিনি বারভূঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন।

নতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মোগল সুবেদার খাঁজাহান আর কতকগুলি আফগানের সাহায্যে ৯৮৬ হিজরী (১৫৭৮ খৃঃ অব্দে) ভাটি প্রদেশ অধিকার করেন। * তাহার পর হইতে ইশা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা-প্রকাশের চেষ্টা করিতেন

মাশুম খাঁ কাবুলী ও ইশা খাঁ।

এই সময়ে মাশুম খাঁ কাবুলী বিদ্রোহী হইয়া ভাটি প্রদেশে উপস্থিত হন, এবং ইশার সাহায্য গ্রহণ করেন। আজিম খাঁর সুবেদারীর সময়ে তার্সন খাঁ মাশুম খাঁর দমনের জন্য অগ্রসর হন ; কিন্তু তিনি তাজপুরের দুর্গে বিপক্ষগণ কর্তৃক আবদ্ধ হইলে, সাহাবাজ খাঁ কুম্বুর প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। আজিম খাঁর পরে সাহাবাজ খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি তার্সন খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে মাশুম খাঁর অনুসরণ করিয়া ইশার অধিকারে উপস্থিত হন, এবং মাশুমকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে বলিয়া পাঠান। ইশা সেই সময়ে কুচবিহার-অধিকারে গমন করিয়াছিলেন। † সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুরের নিকট নদীতীরস্থ দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়া সোনারগাঁ প্রভৃতি হস্তগত

* Blochman's Ain-i-Akbari.

† Gait সাহেব ১৮৯৩ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় Koch Kings of Kamrup নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও আকবর মিলিত হইয়া 'গৌড় পাশা'কে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিলারায় পূর্ব্ব ও মানসিংহ পশ্চিম হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। গেট সাহেব উক্ত গৌড় পাশাকে দায়ুদ সাহা বলিতে চাহেন। বেভারিজ তাঁহাকে ইশা খাঁ স্থির করেন। দায়ূদের সময়ে মানসিংহ আসেন নাই। অধিকন্তু ইশা কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বিরোধী পাটকুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন। ইশার হিত কোচবিহার-রাজের যে বিবাদ ঘটিত, সাহাবাজ খাঁর সময়ে ইশার কোচবিহার হইতে প্রত্যাগমন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ময়মনসিংহের ইতিহাসলেখক কেদারনাথ মজুমদার লেন যে, ইশা খাঁ ঐ সময়ে [illegible] লক্ষ্মণ হাজা নামে কোচ-রাজাকে দমন করিয়া-

করিলে, মাশুম একটি দ্বীপে আশ্রয় লয়। এই সময়ে সাহাবাজখাঁ প্রভৃতি মাশুমকে প্রায় ধৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা ইশা কুচবিহার হইতে অনেক সৈন্য ও রসদ লইয়া উপস্থিত হইয়া মাশুমের সাহায্যে প্রবৃত্ত হন। বাদশাহী সৈন্যেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা জলপথ ও স্থলপথ উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হয়। তার্সন খাঁ মাশুম খাঁ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া হত হইলে, সাহাবাজ খাঁ বিপক্ষগণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। ইশা খাঁ প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সাতমাসব্যাপী যুদ্ধের পর বাদসাহী সৈন্যেরা জয়লাভ করিলে, বিদ্রোহীরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে; কিন্তু সেই সময়ে আমীরদিগের সহিত সাহাবাজ খাঁর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, বিপক্ষগণ কোন কোন স্থানে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ বাঁধ কাটিয়া দেওয়ায়, বাদসাহী সৈন্যশিবির জলে প্লাবিত হইয়া যায়। পরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণের নেতা বন্দুকের গুলিতে হত হয়। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

ইশা সুযোগ বুঝিয়া বন্দী হোসেনের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করেন, সাহাবাজ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সন্ধিতে এইরূপ স্থির হয় যে, ইশা বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিবেন, সোনারগাঁয়ে একজন দারোগা নিযুক্ত হইবেন, এবং মাশুম মক্কায় গমন করিবেন; বাদশাহের নিকট রীতিমত কর প্রেরিত হইবে। ইহার পর বাদসাহী সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিলে ইশা খাঁ পুনর্ব্বার নূতন প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সুতরাং আবার উভয় পক্ষে

মোগলদিগের সহিত সংঘর্ষ।

ছিলেন। আকবরনামায় লিখিত আছে যে, ইশা খাঁ কোচদিগের রাজ্য হইতে প্রত্যাগত হন। এক্ষণে তিনি কোচ-বিহার বা জঙ্গলবাড়ীতে গিয়াছিলেন তাহা বিবেচ্য।

যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁর সহিত ওমরাগণের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হন। পরে আগরায় যাইবার ইচ্ছা করিলে, বাদসাহ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সৈয়দ খাঁকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। অবশেষে তাঁহারা পুনর্ব্বার ভাটির দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইশা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন; তিনি নিজে স্বরাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া মাশুমকে সেরপুরের অভিমুখে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইলে, মাশুম তথা হইতে ভাটি, পরে উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন করেন। বাদশাহী সৈন্যেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ত্রিবেণীতে তাহাকে পরাস্ত করে। এই সময়ে ইশা কিছু দিনের জন্য শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে ওয়াজির খাঁর হস্তে বাঙ্গলার শাসনের ভার প্রদান করিয়া সাহাবাজ বিহারের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ওয়াজির একাকী বাঙ্গলার বিদ্রোহদমনে অশক্ত হইলে, বাদশাহ সাহাবাজ খাঁকে পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় যাইতে আদেশ দেন। সেই সময়ে ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে ইশাও পুনর্ব্বার স্বাধীনতা-অবলম্বনের প্রয়াস পান। এক দল বাদসাহী সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাদসাহ-দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মাশুমও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর কিছু দিনের জন্য বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর মানসিংহের সুবেদারীর সময়েও ইশা আপনার প্রভুত্ব-বিস্তারের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সহিত নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ পরাস্ত ও হত হইয়াছিলেন। * ১০০৮ হিজরী বা ১৫৯৯—

* জয়পুরের রাজাদিগের বংশাবলী নামক পুথিতে লিখিত আছে যে, দুর্জ্জন সিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু ইশা খাঁর সহিত যুদ্ধেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে * তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের পাঠানেরা শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র দায়ুদ কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া মানসিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। † আমরা ইতিহাস হইতে ইশা খাঁ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে আমরা দুই একটির উল্লেখ করিতেছি।

তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তিনি শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের কন্যা সোনাই বা স্বর্ণময়ীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণময়ী পরে সোনা বিবি নামে অভিহিত হন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার রাজ্যরক্ষার জন্য শ্রীপুর, ত্রিপুরা ও আরাকানের অধিপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; পরে মগদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ তাঁহার অধিকারস্থ এগারসিন্দুর দুর্গ অধিকার করিলে, ইশা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। মানসিংহ নিজে যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া স্বীয় জামাতাকে প্রেরণ করেন। জামাতা যুদ্ধে হত হইলে, ইশা খাঁ তাহা জানিতে পারেন। পরে তিনি মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া স্বীয় শিবিরে চলিয়া যান। মানসিংহ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথম যুদ্ধে মানসিংহের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া যায়; ইশা তাঁহাকে স্বীয় তরবারি প্রদানের ইচ্ছা করিলে মানসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন, ইশাও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ

প্রবাদে ইশা খাঁ।

* Elliot's History. vol. VI. Inayatulla's Takmilla-i-Akbar-namaর মতে ১০০৭ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আকবরনামার মতে ১০০৮ হিজরী।

† Blochman's Ain-i-Akbari.

হন। মানসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ইশাকে বন্দী না করায় মানসিংহের অনুচরেরা ও তাঁহার রাণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অনন্তর ইশা মানসিংহের অনুরোধে তাঁহার সহিত আগরায় গমন করেন। বাদশাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, পরে এগারসিন্দুর যুদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন; এবং দেওয়ান ও মসনদ আলি উপাধি ও বাইশটি পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। * মানসিংহের জামাতৃবধের প্রবাদ সম্ভবতঃ তৎপুত্র দুর্জ্জন সিংহের নিধন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

ইশা খাঁ যেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ মহানুভবও ছিলেন। ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন। তিনি ইশা খাঁর মহত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে তদানীন্তন সোনারগাঁ প্রদেশের অবস্থার বিষয়ও অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। † খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জেসুইট পাদরী-

ইশাখাঁর রাজ্যে ইউরোপীয়গণ।

* এই বাইশ পরগণার জমিদারীপ্রদানের সনন্দের কথাও শুনা যায়। (ময়মনসিংহের ইতিহাস দেখ)।

† "Sonargao is a town six leagues from Serripore where there is the best and finest cloth made of cotton, that is in all India. The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all the other kings, and is a great friend to all Christians. The houses here as they be in the most part of India, are very little and covered with strawe, and have a fewe mats round about the walls. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh nor kill no beast. They live on rice milke and fruits. They go with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked. Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, wherewith they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacca,

গণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস ফর্ণাণ্ডেজ ইশা খাঁর রাজধানী কত্রাভূতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। *

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, খিজিরপুর পরগণা ইশা খাঁর জমিদারী ছিল। খিজিরপুর সরকার সোনাবর্গাঁয়ের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থানে আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কত্রাভূ নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। জেস্যুইট পাদরীগণ কত্রাভূর কথা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। আকবরনামায় তাহাকে কত্রাপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্লকম্যান সাহেব তাহাকে বক্তারপুর বলেন। এই কত্রাভূ বা কত্রাপুর বা বক্তারপুর কোথায়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বেভারিজ সাহেব সাবারের নিকটস্থ ক্ষেতবাড়ীকে কত্রাভূ বলিতে চাহেন। খিজিরপুর হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে বক্তারপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও অট্টালিকাদির চিহ্ন নাই। আমরা ইশা খাঁ সম্বন্ধে যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে তিন জন হিন্দু ভূঁইয়া সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

ইশাখাঁর রাজধানী।

Sumatra, and many other places."—*Harton Ryley's Ralph Fitch P. 118.*

* 'আমি মসনদ আলির রাজধানী কত্রাভু অভিমুখে গমন করি। সেখানকার লোকদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান। সেখানে কতকগুলি বৈদেশিক বণিক ছিল, তাহারা সর্ব্বদা আগরা, লাহোর প্রভৃতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে। আমি তাহাদের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম; তাহারা মনোযোগসহকারে সে সকল শুনিত। তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতেন। তাঁহারা আমার সহিত তর্কে পারিয়া উঠিতেন না বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। ঐ স্থানের নির্ব্বোধ অধিবাসিগণ আপনাদের ধর্ম্ম ও আচারকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে চাহিত না।" ৪৫২ পৃ দেখ

সুবর্ণগ্রাম হইতে ৯ ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গার তীরে শ্রীপুর নামে নগর অবস্থিত ছিল। এই শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত. নিমরায় নামে এক জন পরাক্রমশালী ব্যক্তি কর্ণাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া শ্রীপুরে অবস্থিতি করেন। তিনি শ্রীপুরের প্রথম ভূঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ সেন-রাজগণের সময়ে তাঁহার আগমন হইয়াছিল। কারণ, সেনরাজগণ কর্ণাট-বাসী হওয়ায়, তাঁহাদের অনুগ্রহলাভার্থ নিমরায় দাক্ষিণাত্য হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিতে পারেন। নিমরায়ের পর শ্রীপুরে আর কোনও ভূঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় শ্রীপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায় নামে দুই ভ্রাতা * প্রবল পরাক্রমশালী ভূঁইয়া ছিলেন। তাঁহারা দে-উপাধিধারী বঙ্গজকায়স্থ। ইঁহারা পাঠানরাজত্বকালে ভূঁইয়া-শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। মোগ-লেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাকে আপনাদের অধীন ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, চাঁদরায় কদাচ আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। মোগলেরা তাঁহাদের বহু-নদীবিশিষ্ট ও দ্বীপসঙ্কুল রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন; মোগল অশ্বারোহীরা সেই জন্য সহজে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিত না। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ ফিচ্‌ শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ঐ সমস্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। † ঈশা খাঁর সহিত তাঁহাদের মিত্রতা ছিল, এবং তাঁহারা ঈশা খাঁর

চাঁদরায়।

* শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন যে, কেদার রায় চাঁদ রায়ের পুত্র। কিন্তু তাঁহারা দুই ভ্রাতা বলিয়া চিরদিনই কথিত হইয়া থাকেন। ওয়াইজও তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

† "From Bacala I went to Serrepore which standeth upon the river Ganges. The king is called Chandry. They be all

বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। কিন্তু ইশা খাঁ কৌশলে চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া যাওয়ায়, তাহাদের সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও সেই বিবাদ গুরুতররূপেই চলিয়াছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, ইশা খাঁ কর্ত্তৃক স্বর্ণময়ী অপহৃত হইলে, চাঁদ রায় লজ্জায় ও অপমানে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত খাঁ নামে তাঁহাদের কোনও ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ইশা খাঁর হস্তে অর্পণ করে।

কেদার রায়।

চাঁদ রায়ের মৃত্যু হইলে, কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেবল ইশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কেদার রায় একেবারে মোগলের অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। জেসুইট পরিব্রাজকদিগের বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। * তিনি নৌযুদ্ধে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহুসংখ্যক রণতরী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। শ্রীপুরের সম্মুখস্থিত সনদ্বীপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু

hereabouts rebels against their king Zebaldim Echebar, for here are so many rivers and ilands that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevaile against them. Great store of cotton cloth is made here."—Harton Ryley's Ralph Fitch pp 118—119. অনেকে Chandryকে Choudry পড়িয়াছেন; কিন্তু হটন রাইলির গ্রন্থে স্পষ্টতঃ Chandry লিখিত আছে। হটন রাইলি আবার শ্রীপুরকে শ্রীরামপুর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। রাল্‌ফ ফিচের সময় যে চাঁদ রায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* ৪৪০ ও ৪৭৫ পৃঃ দেখ।

মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গজয়ের সহিত সনদ্বীপ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়, এবং তাহা সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী, মগ, ফিরিঙ্গী ও মোগলের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার জন্য সনদ্বীপের ইতিবৃত্ত বাঙ্গলার ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে লিখিত থাকিবে। এই সনদ্বীপ অধিকারের জন্য কেদার রায় কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। কেদার রায় নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন ; তিনি নৌযুদ্ধ পরিচালনের জন্য কতকগুলি ফিরিঙ্গী বা পর্টুগীজকে নিযুক্ত করেন। তাহাদের মধ্যে কার্ভালিয়স বা কার্ভালো প্রধান। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে কেদার রায় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কার্ভালোর সাহায্যে সনদ্বীপ মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। কার্ভালো সনদ্বীপের দুর্গে, অবরুদ্ধ হইলে চাটিগাঁর পর্টুগীজগণের সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুম ৪০০ সৈন্য লইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করে। কেদার রায় তাহাদের হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার প্রদান করেন। সেই সময়ে আরাকান-রাজ মেং রাজাগি বা সেলিম সা * পর্টুগীজদিগের প্রাধান্যবিস্তার দেখিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত হন। ফিলিপ ডি ব্রিট্টো বা নিকোটি নামে এক জন পর্টুগীজ আরাকান-রাজের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিত। ক্রমে সে আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে প্রবল হইয়া উঠিলে, আরাকান-রাজ তাহাকে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ব্রিট্টো ক্রমে আরাকান-রাজের অধীনতা-ত্যাগের প্রয়াসী হয়। আরাকান-রাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রিট্টোর দমনে প্রস্তুত হন। সেই সময়ে কার্ভালো কর্ত্তৃক সনদ্বীপ

সনদ্বীপের যুদ্ধ।

* সেলিম সাকে পর্টুগীজগণ Xilimxa বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরাকানরাজ মেং রাজাগি 'সেলিম সা' এই মুসলমান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

অধিকৃত হইলে, বঙ্গোপসাগরে পর্টুগীজ প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে মনে করিয়া, তিনি প্রথমে সনদ্বীপ-অধিকারের সঙ্কল্প করেন। আরাকান-রাজ সনদ্বীপকে নিজের অধিকারভুক্ত প্রচার করিয়া, তাঁহার বিনানুমতিতে কার্ভালো তাহা অধিকার করিয়াছে বলিয়া, সনদ্বীপ-অধিকারের উদ্যোগ করেন। তিনি ১৫০ শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামানসজ্জিত বৃহৎ রণতরী প্রেরণ করেন। কেদার রায় তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীপুর হইতে এক শতখানি কোষ নৌকা কার্ভালোর সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে পর্টুগীজেরা জয়ী হইয়া বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করে। * এই সময়ে ব্রিটোও সাইরাম অধিকার করিয়া গোয়ার পর্টুগীজ প্রতিনিধিকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া পাঠায়। আরাকানাধিপতি পর্টুগীজগণের জয়লাভে ক্রোধান্ধ হইয়া সনদ্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্ব্বার সহস্রখানি রণতরী প্রেরণ করেন। সেবারেও কার্ভালো জয়লাভ করে। বিপক্ষগণের প্রায় দুই সহস্র সৈন্য হত হয়, এবং তাহাদের ১৩০

* The Mogals with the conquest of Bengala had possessed Sundiva Cada-raji still continuing his Title. Under colour whereof Carvalius and Maues, two Portugals conquered it an 1602, Heereat the king of Arachan was angry, that without his leave they had made themselves Lords of that which is challenged to belong to his protection. Fearing that by his meanes, and the fortification of Siriam he should finde the Portugals un-neighbourly Neighbours. He sent therefore a fleet of a hundred and fiftie Frigates or little Galleys, with fifteene Oares on a side and other greater furnished with ordanance and Cadry (which they say was true Lord of it) sent a hundred cosse from Siripur to helpe him. The Portugals prevailed and became Masters of hundred and nine and fortie of enemies Vessels.—Purcla's Pilgrimes, Fourth part, Book V. P 515, 1625. ৪৫০-৫২ পৃঃ দেখ।

খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। পর্টুগীজদিগের ছয় জন মাত্র নিহত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে আরাকান-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সেনাপতিগণের কাপুরুষতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। *

পর্টুগীজগণ জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রণতরীগুলি ভগ্ন হওয়ায় তাহারা শ্রীপুর, বাকলা ও চণ্ডিকান বা সাগর দ্বীপে আশ্রয় লয়। কার্ভালো ৩০খানি রণতরীর সহিত শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট গমন করে। অগত্যা সনদ্বীপ আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য এক শতখানি কোষ নৌকার সহিত মন্দা রায়কে প্রেরণ করেন। কেদার রায়ের সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মন্দা রায় হত হয়, এবং কার্ভালো জয়লাভ করে। তাহার পর কার্ভালো তথা হইতে গলিন বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথাকার মোগলদুর্গ অধিকার করে। কার্ভালোর নামে লোকে এরূপ শঙ্কিত হইত যে, কথিত আছে, এক জন আরাকানী সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালো কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া

মানসিংহের শ্রীপুর আক্রমণ।

* "The king of Arracan foreseeing such a storme, provided a Navie of a thousand sails, the most Frigates some greater catures and cosses, and assailed the Portugal Fleet at Sundiva under Carvalius, who had but sixteene of divers forts or shipping which staid by him, and yet got the victorie, neere two thousand of the Enemies being slaine, a hundred and thirtie of their vessels burnt with the loss but six Portugals which vexed the king of Arracan, that he put many of the captaines in woman's habit, upbraiding their effiminate courges, which had not brought one Portugal with them alive or dead. ৪৫২-৫৩ পৃঃ দেখ।

আপনার অনুচরদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে নদীর জলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। আরাকান-রাজ তৎশ্রবণে তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। * তৎপরে কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে তাঁহাকে কৌশলপূর্ব্বক হত্যা করেন। পরে তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে।

মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পাঠান-সর্দ্দার ওসমান খাঁ পূর্ব্ববঙ্গে গোলযোগ আরম্ভ করিলে, মোগল সেনাপতি বাজ-

কেদার রায়ের সহিত মানসিংহের ২য় যুদ্ধ।

বাহাদুর তাঁহার দমনে কৃতকার্য্য না হওয়ায় মানসিংহ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন, পরে বাজবাহাদুর ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের রাজ্য আক্র-মণে ইচ্ছা করিলে পাঠানেরা আবার বিদ্রোহাচরণ করে। মানসিংহ পুনরায়

* Yet were the Portugall ships so torne, that they were forced for feare of another tempest to forsake the land, and to transport that which there they had to Siripur Bacola, and Chandican in the continent, and thus Sundiva became subject to Arracan, Carvalius staid at Siripur (where he had thirtie fusts or frigates) with Cadary lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Manasinga, Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master, sent forth this Navie against Cadary. Mandary a man famous in those parts being Admiral : where after a bloudie fight Mandary was slain, De Carvalius carried away the honor. From thence recovering of a wound in the late fight, he went to Galin or Gulium, a Portugall colony up the streame from Porto Pequino, where he own a castle of the Mogors kept by foure hundred men one of that company only escaping. These exploits made Carvalius his name terrible to the Bengalans in so much that one of the Arracans Commander of fiftie Arracan ships dreaming in the night that he was assaulted by Carvalius, terrified

তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বিক্রমপুর ও শ্রীপুর অধিকার করেন।* জয়-পুরের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ এই সময়ে কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ ও তাঁহার কুল-দেবতা শিলা মাতাকে লইয়া যান ও তাঁহাকে অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিলামাতা অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। † তাহার পর কেদার রায় আবার আরাকান-রাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আরাকান-রাজ যে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সোনারগাঁ প্রদেশ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কেদার রায় তাঁহার পক্ষভুক্ত ছিলেন। ‡ মানসিংহ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে আরাকান-রাজকে দমন করিয়া, তৎপর বৎসর কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে কেদার রায়ের অধীন ৫০০ শত রণতরী ছিল। মোগল সেনাপতি কিল্‌মক্ কেদার রায় কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। অবশেষে মানসিংহ তাঁহার সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্নি-ক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোগলহস্তে বন্দী হন, এবং মানসিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হয়। §

his fellows, and made them flie into the river which when the king heard cost him his head !!" (Parchas Pilgrims Pt IV. BK. V P513)

* Elliot Vol VI. p. 166 Inayatulla's Takmilla-i-Akbarnama.

† এই শিলামাতাকে ভ্রমক্রমে অনেকে যশোরেশ্বরী বলিয়া থাকেন। (খ) পরিশিষ্ট দেখ।

‡ "He (the Mogh Raja) succeeded by his wiles in bringing over Kaid Rai, the zemindar of Bikrampur, who had been forcibly reduced by Man singh." (Elliots History of India Vol VI.)

§ "Raja Mansingh after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500

এইরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কেদার রায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে অজেয় ছিল, কেদার রায় প্রভৃতির বিবরণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অন্যান্য কথা।

রাম রাম বসু বলেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় দে উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা কুলীন না হইলেও, বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ের ন্যায় সামাজিক বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। বিক্রমপুরে তাঁহাদিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারপুর নামক গ্রামে কোনও কোনও চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। * তাঁহাদের রাজধানী শ্রীপুর অনেক দিন কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিনাশক সলিলে বিধৌত হইয়া গিয়াছে। † চাঁদ রায় ও কেদার রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja." (Elliots History of, India Vol vi. Inayatullas' Takmilla i Akbarnama)

* "At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to a Rajah of the name of Chande Roy, of the Booneahs, who appear to have extended their authority to several parts of the country west and south of the Boori Ganga, during the decline of the kingdom of Bangoz" (Taylors Topography of Dacca. P, 101.)

টেলার চাঁদ রায়কে প্রাচীন ভুইয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত চাঁদ রায় যে ষোড়শ শতাব্দীর চাঁদ রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেদারপুর নগরের নাম হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কেদার রায়ের নামানুসারে উহা অভিহিত হইয়াছিল।

† "The city on the opposite side of the Megna was not Suner-

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার আলোচনার স্থান নাই। যাঁহারা বাঙ্গালী নামের দুর্নাম মোচন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। *

কন্দর্প রায়।

চাঁদ ও কেদার রায়ের পর বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ আলোচনা করা যাইতেছে। সেনবংশীয় শেষ পরাক্রান্ত রাজা দনৌজা মাধব চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা। † তাঁহার দৌহিত্র বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপের অধিকার লাভ করেন। সুতরাং ইঁহারা অনেক দিন হইতে পরাক্রান্ত ভূঁইয়া-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। মোগলবিজয়ের সময়ে কন্দর্প রায় বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ অতি পরাক্রান্ত বীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার অধীন অনেক সৈন্য ছিল; তিনি যবনপতি গাজীকে যুদ্ধে নিহত ও মগদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প রায় কর্ত্তৃক

gong, but Seripore which stood in Bickrompore, and was destroyed by the Kirtinasa (Taylor's Topography of Dacca p. 108.)

* তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই যে, মানসিংহ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কেদার রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয়গজনরনৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি ॥

কেদার রায় তদুত্তরে মানসিংহকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥

† "He (Ballal Sen), conquered and annexed Mithila, where the era which he inaugurated of the birth of his son, Lakshman Sen,

হোসেনপুর হইতে যবনগণ বিতাড়িত হয়। * মোগলেরা প্রথমে বঙ্গ জয় করিলে দায়ুদ উড়িষ্যা লইয়া ক্ষান্ত হন। পরে মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ফতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন। † কন্দর্প রায় মোগলের

is still current. The latter was still ruling at Gour, at the time of Muhammud Bukhtiyar's invasion at the end of the 12th Century. He himself fled to Orrissa, but his descendants exercised a precarious sovereignty in East Bengal, with their capital at Bikrampur in the Dacca District, for another 120 years. They subsequently set up a smaller kingdom at Chandradwip, in the south east of the modern District of Buckergunge, where they were still ruling when Ralph Fitch visited the country in 1586." অন্যত্র। "Amongst the other Bhuiyas who were ruling at the time of Ralph Fitch's travels i. e towards the end of the 16th century, may be mentioned Paramananda Rai, a descendant of the Sen kings." (Bengal—An Article prepared for the revised edition of the Imperial Gazetteer.) রালফ্ ফিচের সময় পরমানন্দ ছিলেন না, কন্দর্পনারায়ণ ছিলেন। পরমানন্দ কন্দর্পের পিতামহ।

* কন্দর্প রায় সম্বন্ধে ঘটককারিকায় এইরূপ লিখিত আছে।—

"কন্দর্পোপমকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথমহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণীপতির্বীরঃ সব্যসাচিসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারিমর্হাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মহাবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ স নৃপোত্তমঃ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যপুরাৎ ততঃ।
রথিনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

† "In 982," he (Murad khan) was attached to Munim's Expedition of Bengal. He conqeured for Akbor the district of Fathabad, Sirkar Bogla and was made Governor of Jellasur in Orisa after Daud had made peace with Munim." (Blochmann's Ain-i-Akbari)

বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর কথনও বিদ্রোহাচরণ করেন নাই। রাল্ফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্দর্প রায়ের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কন্দর্প রায় বন্দুকক্রীড়া ভালবাসিতেন। *

কন্দর্প রায়ের পর তাঁহার শিশু পুত্র রামচন্দ্র বাকলার অধীশ্বর হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জেসুইট প্রচারক ফন্‌সেকা তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অষ্টমবর্ষীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৫৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে ফার্ণাণ্ডেজ, সোসা, ফনসেকা ও বাউয়েস নামে চারিজন জেসুইট প্রচারক বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ইঁহারা বঙ্গদেশ ব্যতীত আরাকান প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফনসেকা চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় উপস্থিত হন। পরে তথা হইতে চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপে গমন করেন। তৎকালে সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ফনসেকা বাকলায় উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে আপনার দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মানপ্রদর্শন করেন। ফনসেকা বলিয়াছেন যে, তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও, তাঁহার বিবেচনাশক্তি অধিক বয়স্কের ন্যায়ই ছিল। রামচন্দ্র ফনসেকাকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা

রামচন্দ্র রায়।

* "From Chatigan in Bengala I came to Bacola; the king whereof is a Jentile, a man very well disposed and delighted much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotten cloth and cloth of silke. The houses be very faire and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The women weare great store of silver hoops about their neckes and armes, and their legs are ringed with silver and copper and ringes made of elephant's teeth."—*Harton Rylay's Ralph Fitch. P. 118.*

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন যে, আমি চাণ্ডিকানে আপনার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট যাইতেছি। আপনার রাজ্যের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইতেছে বলিয়া, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আপনার রাজ্যের মধ্যে গির্জ্জা নির্ম্মাণ ও লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার আদেশ প্রদান করুন। রামচন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদিগের সদ্গুণের কথা শুনিয়া নিজেই তাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম। পরে তিনি ফনসেকাকে আজ্ঞাপত্র ও দুইজনের উপযোগী বৃত্তি প্রদান করেন। * ফনসেকার বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সে সময়ে বাকলায় রামচন্দ্রের আশ্রয়ে অনেক পর্টু-

* "And it appeared to be by the disposition of our lord that when I was about to go to Arracan in the place of Firnandez, who was ill with fever. I too should fall ill, and should be transferred to Ciandeca; so that in this journey the company gained a residency in the kingdom of Bacola. I had scarcely arrived there, when the king (who is not more than eight years old, but whose discretion surpasses his age) sent for me, and wished the Portuguese to come with me. On entering the hall where he was waiting for me, all the nobles and captains rose up, and I a poor priest, was made by the king to sit down in a rich seat opposite to him. After compliments he asked me where I was going, and I replied that I was going to the king of Ciandeca, who is the future father-in-law of your Highness, but that as it had pleased the Lord that I should pass through his kingdom it had appeared right to me to come and visit him and offer him the services of the fathers of the Company trusting that his Highness would give permission to the erection of churches and the making of christans. The king said, 'I desire this myself, because I have heard so much of your good qualities,' and so he gave me a letter of authority, and also assigned a maintenance sufficient for two of us."—*Beveridge's Bakarganj. pp. 30-31.*

মূলে ৪৪৫। ৪৬ পৃঃ দেখ।

চন্দ্রকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা সকল প্রবাদ অপেক্ষা প্রাচীন ঘটককারিকার প্রবাদই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি। রামচন্দ্রের সহিত অনেক দিন হইতে প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহের কথা হয়। সম্ভবতঃ, এই বিবাহসময়ে রামচন্দ্র কিছু কাল স্বরাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ বাকলা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা হইলে, ১৬০২-৩ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই সময়ে কার্ভালোও প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হয়।

লক্ষ্মণমাণিক্যের পরাজয়।

রামচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আপনার বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যকে জয় করিয়া বন্দি-অবস্থায় স্বরাজ্যে আনয়ন করেন।* বাকলাতেই লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়। রামচন্দ্র মোগল ও মগ কর্তৃক আক্রান্ত পর্টুগীজদিগকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী আপনার প্রাধান্যবিস্তারের জন্য রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাঁহার অধিকারস্থ সাহাবাজপুর ও পাতলেভাঙ্গা অধিকার করিয়া লয়। পরে এ বিষয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করা যাইবে।

* "রামচন্দ্রস্তস্য সুতঃ গুণে শ্রীরাঘবোপমঃ।
মহাধনুর্ধরঃ শূরো ভীমসেনসমো বলী॥
জিত্বা লক্ষ্মণমাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং।
স্বরাজ্যে হ্যানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দূলং।"

* * *

"মহাযোধো মহারথো বিক্রমে কেশরিসমঃ।
ভাস্বরস্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥"—ঘটককারিকা।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁহার নৌকায় উপস্থিত হন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রামচন্দ্র

রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণও অত্যন্ত বীর ছিলেন। তিনি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদক্ষ ছিলেন, এবং মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গীগণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ঢাকার নবাব তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। * চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা বাহুবলের জন্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বংশানুক্রমে তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কচূয়া নামক স্থানে প্রথমে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পরে কন্দর্প রায় মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপিত করেন। † বাকলা নামে কোন নগর ছিল কি না, জানা যায় না; থাকিলে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের প্লাবনে তাহা বিধৌত হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য কথা।

তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ভুলুয়া হইতে এইরূপ প্রবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রামচন্দ্র যুদ্ধঘোষণা করিয়া ভুলুয়ায় উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহার রণতরীতে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইলে, তিনিই অবশেষে ধৃত হন। সিংহ মহাশয় উক্ত প্রবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ঘটককারিকায় দেখা যায় যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াই বন্দি-অবস্থায় আনয়ন করেন। প্রাচীন ঘটককারিকা অপেক্ষা বর্ত্তমান প্রবাদের অধিক মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

* "কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেকশূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গসৈনিকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীবাৎ সর্ব্বানতাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গীরপুরাধীশো নবাবো যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ॥"—ঘটককারিকা।

† "স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাসুরিকাটিসংজ্ঞকং।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈব চ॥"

মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—
"চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি প্রথমং কলিযুগস্য চ।
গমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপে তদা মহৎ।
পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি॥
মাধবপাশপত্তনস্থা লোকা ধর্ম্মকৃতা যদা।
স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তদা মাধবদেবকঃ॥"

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভীষণ মহাপ্লাবনের কথা আইন আকবরীতেও লিখিত আছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহাদের সমাজ হইতে অন্যান্য সমাজের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা সেনবংশীয়গণের বংশধর হওয়ায় * তাঁহারা কায়স্থ সমাজে আধিপত্য লাভ করেন।

প্রতাপাদিত্য।

বারভুঁইয়ার মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গৌরব বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধবনিতার মুখে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। ভারতচন্দ্রের অমর লেখনী তাঁহাকে চিরোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গলার প্রতিগৃহ হইতে "যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম" এই মহাগীতি তাহার জলভারাবনত বায়ুস্তরকে কম্পিত করিয়া অনন্ত স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে। যাঁহার নাম করিতে কঙ্কালসার বঙ্গবাসী পুলকে অধীর হইয়া পড়ে, বঙ্গশিশু আনন্দে করতালি দেয়, বঙ্গবালার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে,"বরপুত্র ভবানীর,প্রিয়তম পৃথিবীর"সেই মহাগৌরবান্বিত বঙ্গবীরের কীর্ত্তিকাহিনী অমরকবি ব্যতীত আর কে চিত্রিত করিতে পারে! বঙ্গভূমিকে স্বাধীনতার লীলানিকেতন করিবার জন্য যিনি অদম্য অধ্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর কাপুরুষ নাম অপনোদনের জন্য যিনি তাহাদের বাহুতে শক্তি দিয়াছিলেন, বাঙ্গলীর রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যিনি আসমুদ্র বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন তাঁহার গৌরবগীতি গাহিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। তাই আজ বঙ্গকুলাচার্য্য তাঁহার

* চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ যে সেনরাজগণের বংশধর তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা কায়স্থ হওয়ায় সেনরাজগণেরও কায়স্থত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আইন আকবরীতে সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের নূতন সংস্করণে চন্দ্রদ্বীপের রাজগণকে সেনরাজগণের বংশধর বলায় প্রকারান্তরে তাঁহাদের কায়স্থত্ব নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণে সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়াই স্থির হইতেছেন। তবে তাঁহারা মূলে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা তাঁহাদের তাম্রশাসনাদি হইতে জানা যায়।"

নাম কীর্ত্তনে শতমুখ; বঙ্গগ্রন্থকার তাঁহার কীর্ত্তিপ্রচারে অগ্রসর, বঙ্গ-রঙ্গভূমি তাঁহার গৌরবগানে ব্যাকুল। তিন শত বৎসর অতীত হইল, যশোরের রক্তাক্ত প্রান্তরে ছিন্নবাহু বাঙ্গলার প্রতাপ—মানসিংহ কর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া কাশীধামে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কিন্তু আজিও যেন তাঁহার সজীব প্রতিমা আমাদের চক্ষেব সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্য সত্যই ভারতচন্দ্র তাঁহাকে 'প্রিয়তম পৃথিবীর' বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা না হইলে, তিন শত বৎসর পরেও বাঙ্গালী তাঁহার নামে উন্মত্ত হইয়া উঠে কেন? তাঁহার সমকক্ষ মহাবীর কেদাররায় প্রভৃতির নাম বিস্মৃতির অতলজলে চিরনিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, কোন কালে তাঁহাদের অস্তিত্ব ছিল কিনা, বঙ্গবাসী তাহা অবগত নহে, কিন্তু প্রতাপের নাম অদ্যাপি কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। ইহা কি অল্প গৌরবের কথা! ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি দেবানুগৃহীত পুরুষ ছিলেন। মগ, ফিরিঙ্গী, পাঠানগণ বাধ্য হইয়া যাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল, যাঁহার স্বাধীনতাহরণের জন্য মোগলগণকে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ মানসিংহকে যাঁহার সহিত সমর-প্রান্তরে রণাভিনয় করিতে হইয়াছিল, বাঙ্গালার গৌরবস্থল সেই প্রতাপাদিত্যের নাম যে চিরোজ্জ্বল থাকিবে, তাহাতে সংশয় আছে কি? ব্যাঘ্র-ভল্লুকসমাকীর্ণ সুন্দরবন তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তি লোপ করিতে চেষ্টা করিলেও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব যত দিন বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন প্রতাপের নাম বিলুপ্ত হইবে না। যত দিন বঙ্গভাষা ধরণীর পৃষ্ঠে বিরাজমান থাকিবে, তত দিন প্রতাপের নাম উত্তরোত্তর কীর্ত্তিত হইবে। যত দিন বাঙ্গালী জাতীয়তার জন্য ব্যাকুল হইবে, তত দিনই তাঁহার কীর্ত্তি তাহাদের স্মৃতিপটে চিরজাগরূক থাকিবে। যদিও কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রতাপ অনেক সময়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া আপনাকে আদর্শ চরিত্র হইতে

স্খলিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অন্যান্য যে সদ্‌গুণাবলী ছিল, তাহার আলোচনায় মহাকবি ভবভূতি লিখিত লোকোত্তরদিগের চিত্ত "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" স্মরণ করিয়া আমাদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জীবনে যিনি স্বাধীনতার রসাস্বাদে নিজ আত্মাকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি কেহ একবার স্বাধীনতার শ্মশানভূমি যশোর বা ঈশ্বরী-পুরে উপস্থিত হন, তিনি দেখিতে পাইবেন, দেবী যশোরেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর বিস্তৃত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ আজিও প্রতাপের কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার সেই পঞ্চক্রোশী রাজ-ধানী ধুমঘাট, এক্ষণে জঙ্গল বা প্রান্তরে পরিণত হইলেও, তাঁহার দুর্গ রণযান ও গোলাগুলি নির্ম্মাণ প্রভৃতি স্থানের নিদর্শন আজিও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজিও সেই সেই স্থানে বিচরণ করিলে স্বাধী-নতা-লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্গপ্রতিভা কিরূপ পাদ্যঅর্ঘ্যের আহরণ করিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। কালিন্দী, যমুনা ও ইচ্ছামতীর সলিলবিধৌত সেই নিবিড় অরণ্য সমুদ্রসাক্ষী করিয়া আজিও প্রতাপের গৌরবের পরিচয় দিতেছে। যে প্রতাপ বঙ্গবাসীর আদরের বস্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। প্রবাদ তাঁহাকে এরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে ভেদ করিয়া ইতিহাসের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। আমরা সেই ক্ষীণালোকসাহায্যে প্রতাপের যাহা কিছু দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই সাধ্যানুসারে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। সকলে স্মরণ রাখিবেন, আমরা ঐতিহাসিক প্রতাপকে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইব। ঐতিহাসিক প্রতাপের চিত্র যে উজ্জ্বল হইবে, সে ভরসা আমাদের নাই। কারণ, আমরা বলিয়াছি যে, ইতিহাসের ক্ষীণালোক আমাদের সহায়। অনেকের মানস-

পটে অঙ্কিত প্রতাপের সহিত এ চিত্রের পার্থক্য ঘটিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এক্ষণে প্রতাপের বংশপরিচয় হইতে আনুপূর্ব্বিক তাঁহার বিবরণ যথাসাধ্য প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের আনীত কায়স্থপ্রধান বিরাট্ গুহের বংশে নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণের পুত্র দশরথ সেনবংশ-প্রদীপ বল্লালসেন-দেবের নিকট হইতে কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। দশরথের ছয় পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ ও ভরত কুলপতি হন। এই ভরতের বংশে আঁশ গুহের জন্ম হয়, আঁশের কুল-দীপক পুত্র গজপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছকড়ীর ঔরসে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই রামচন্দ্রই যশোর রাজবংশের আদিপুরুষ। কুলাচার্য্যগণ রামচন্দ্রের অনেক প্রকার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। * রামচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাঙ্গলার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের নিকট আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বাসস্থান এক্ষণে বর্ত্তমান পাটমহল পরগণার অন্তর্ভূত হইয়াছে। পাটমহল হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। † সপ্তগ্রামের নিকটে বাস করার কিছু পরে তিনি তদ্দেশবাসী শ্রীকান্ত ঘোষের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। শ্রীকান্তের পুত্রেরা সপ্তগ্রামের কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিতেন, রামচন্দ্রও তাঁহাদের সহিত তথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন, ক্রমে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে উক্ত দপ্তরের এক মুহুরী পদে নিযুক্ত হন। কাল-ক্রমে রামচন্দ্রের ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। ইহাঁরা পারসী আদি ভাষা শিক্ষা করিয়া বিশেষরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; তিন ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ শিবানন্দই কার্য্যকুশল ছিলেন ; তিনি

বংশ পরিচয়।

* ঘটককারিকা দেখ।

† (৪) টিপ্পনী দেখ।

পিতার সহিত কাননগো দপ্তরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া, ক্রমে তথায় একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবানন্দের সহিত পরাশর ঘোষের কন্যার বিবাহ হয় এবং মধ্যম গুণানন্দ জগদানন্দ বসুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুণানন্দ পরিশেষে অনন্ত দত্তের কন্যাকেও বিবাহ করেন। ভবানন্দের শ্রীহরি * ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মে। এই দুই ভ্রাতা বাল্যকাল হইতে সুচতুর ছিলেন। তাঁহারা ফারসী আদি ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গুণানন্দের বাসুদেব নামে আর এক পুত্রও জন্মে।

প্রতাপাদিত্যের জন্ম।

শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগের যথারীতি বিবাহ-উৎসব সম্পাদিত হয়। উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যার সহিত শ্রীহরির ও কৃষ্ণরাম দত্তের কন্যার সহিত জানকীবল্লভের বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীহরি পরিশেষে জগদানন্দ ঘোষের কন্যা ও জানকীবল্লভ মনোহর বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। সপ্তগ্রামে অবস্থান কালে শ্রীহরির একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্র কালে প্রতাপাদিত্য নাম ধারণ করিয়া আসমুদ্র দক্ষিণ বঙ্গের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন। কোন্ অব্দে প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে অনুমানের দ্বারা স্থির হয় যে, তিনি ১৫৬১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যশোরের ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রতাপাদিত্য "ইষুবেদ প্রমাণাব্দ" বা ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতে প্রতাপের রাজত্বারম্ভ গণনা করেন। তাহাতে সাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁহার পতন স্থির হয়। † উহা ঐতিহাসিক মতের

* শ্রীহরিকে কেহ শ্রীহর্ষ কেহ বা শ্রীধরও বলিয়াছেন।

† যুগযুগ্মেষুচন্দ্রে চ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতি র্মহান্॥

সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, জাহাঙ্গীরের রাজত্বারম্ভের অব্যবহিত পরেই ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপের পতন হয়। মানসিংহদত্ত ভবানন্দ মজুমদারের ফার্ম্মান হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, এবং এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। কুলাচার্য্যগণের লিখিত প্রতাপের এই ৪৫ বৎসর রাজত্বকালকে আমরা তাঁহার বয়ঃপরিমাণ অনুমান করিয়া থাকি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, প্রবাদানুসারে প্রতাপ ৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন। * তদনুসারে ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে প্রতাপের জন্ম স্থির হয়। নূরনগরের রাজবংশীয়গণ তাঁহাদের পারিবারিক প্রবাদানুসারে প্রতাপের জীবিত কাল ৩৯ বৎসর বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপের জন্মাব্দ স্থির করিতে হয়। শেষোক্ত দুই মত অবলম্বন করিলে গৌড়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে হয়। আমরা ঘটকদিগের লিখিত প্রতাপের রাজত্বকালকে তাঁহার জীবিতকাল স্থির করিয়া ১৫৬১ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রামে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি।

> ইষুবেদপ্রমাণাব্দং কৃতং রাজ্যং স্ববীর্য্যতঃ।
> ধর্ম্মযুগ্মেষুচন্দ্রেচ শাকে কল্পতরুরভবৎ॥
> গ্রহাঙ্গেষুবিধৌ-শাকে যশোহরজিতঃ সোঽভুৎ।
> প্রতাপাদিত্যকং জিত্বা নৃপত্ব'ম্বিংশতিঃ সমাঃ॥"

যশোরের ঘটকগণ প্রতাপাদিত্যের ৪৫ বৎসর জীবিত কালে রাজত্ব কাল ধরিয়া লইয়া বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতে তাহা গণনা করিতে আরম্ভ করায় নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রতাপ ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন এই প্রবাদকে তাঁহার রাজত্বকালে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বসন্তরায়ের হত্যার পূর্ব্ব হইতে যে প্রতাপের রাজত্বারম্ভ তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

* বিশ্বকোষ—প্রতাপাদিত্য।

রামচন্দ্র ও শিবানন্দ উভয়ে সপ্তগ্রামের কাননগো-দপ্তরে কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু উক্ত দপ্তরের সেরেস্তাদার কান্তারের সহিত শিবানন্দের মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায়, শিবানন্দ সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী গৌড়ে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র শিবানন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র সমভিব্যাহারে গৌড়ে উপস্থিত হন। এই সময়ে খৃষ্টীয় ১৫৬৫ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ সুলেমান কররাণী বা কিরাণী গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুলেমান বঙ্গরাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিলেও দিল্লীশ্বর মোগলকেশরী আকবর বাদসাহকে উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সুলেমান গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি গৌড়াধিপকে যথাযোগ্য নজরাদি প্রদান করিয়া রাজধানীর কাননগো-দপ্তরে নিযুক্ত হন, শিবানন্দও তাঁহার সহিত উক্ত দপ্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিবানন্দ নিজ প্রতিভাগুণে সুলেমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামচন্দ্র বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই এ জগৎ হইতে চির বিদায় লন। কিছুকাল পরে কাননগো দপ্তরের কর্ত্তার মৃত্যু হইলে সুলেমান শিবানন্দকে উক্ত পদ প্রদান করেন। এইরূপে শিবানন্দ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠেন ও তাঁহার ক্ষমতাও অসীম হইয়া উঠে। * তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ক্রমে রাজপুত্রদিগের সহিত পরিচিত হন। কনিষ্ঠ যুবরাজ দায়ুদের সহিত তাঁহাদের প্রণয় স্থাপিত হয়।

গৌড়ে অবস্থান।

* কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, ভবানন্দ গৌড়মন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু রামরাম বসু মহাশয় তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। আমরা এস্থলে বসু মহাশয়েরই মত গ্রহণ করিয়াছি।

১৫৭৩ খৃঃ অব্দে স্থলেমানের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বায়জিদ আমীরগণের সাহায্যে স্বীয় ভগিনীপতি হুসো কর্তৃক নিহত হইলে, হুসোও আবার আমীর লোদী খাঁ কর্তৃক হত হয় এবং স্থলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদের মস্তকে রাজচ্ছত্র ধৃত হয়।

দায়ুদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনার ধনরত্ন পূর্ণ রাজকোষ ও সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপাত বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়।

তাঁহার আমীর উল্ ওমরা লোদী খাঁও তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। দায়ুদ মোগলরাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া গাজীপুরের নিকট জামনিয়া নামক দুর্গ অধিকার করেন। আকবর বাদসাহ এই সংবাদ পাইয়া খাঁনখানান মুনিম খাঁকে বিহার ও বাঙ্গলা অধিকারের জন্য আদেশ দেন। পাটনার নিকট মোগল সৈন্যের সহিত আমীর উল্ ওমরা লোদীখাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। লোদীখাঁর ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, দায়ুদ তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও অবশেষে তাঁহার হত্যার আদেশ প্রদান করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, সুপ্রসিদ্ধ কতলুখাঁ ও শ্রীহরি বা শ্রীধরের উত্তেজনায় ও নিজের বিচারশক্তির অভাবে দায়ুদ এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। * লোদী বন্দী অবস্থায় শ্রীহরির তত্ত্বাব-

* "At the instigation of Katlu Khan, who had for a long time held the country of Jagannath and of Sridhar Hindu Bengali, and through his own want of judgment, he seized Lodi his Amir-ul-umra, and put him in confinement under the charge of Sridhar Bengali." (Nizam ud-din Ahmad's Tabkat-i-Akbari. Elliot vol. v. P. 373.)

ধানে অবস্থিত হন। কতলু ও শ্রীহরি লোদীর মৃত্যুর পর উকীল ও উজীরের পদলাভ করিবেন বলিয়া দায়ুদকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীহরি বা শ্রীধর দায়ুদের নিকট হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করিবেন। * তাঁহার পিতৃব্যপুত্র জানকীবল্লভও দায়ুদের প্রিয়পাত্র হওয়ায় তিনি রাজস্ব-বিভাগের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করেন ও রাজা বসন্তরায় উপাধি প্রাপ্ত হন। † কতলু খাঁ ও বিক্রমাদিত্য দায়ুদের দক্ষিণ ও বাম হস্তস্বরূপ ছিলেন, এবং বসন্তরায়ও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তৎকালে কতলু খাঁ ও তাঁহার স্ববংশীয় ও অমাত্য খাজা ইশাখাঁর সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের অপরিসীম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কতলু ও ইশা উভয়ে লোহানী বংশসম্ভূত ছিলেন।

যশোরের প্রতিষ্ঠা।

দায়ুদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় আপনাদিগের এক জায়গীর লাভের জন্য প্রয়াসী হন। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দায়ুদের শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া তাঁহারা ভবানন্দ প্রভৃতির পরামর্শে দায়ুদকে পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজামউদ্দীন আহম্মদ প্রভৃতি মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ

* "Sridhar Bengali * * * whom he had given the title of Bikramajit." (Nizam-ud-din Ahmad. Elliot vol. v. P. 378.) মুসল্‌মান লেখকগণ বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাদিৎ উপাধিকে বিক্রমাজিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য বদৌনি প্রভৃতি কর্ত্তৃকও 'Bikramajit নামেই অভিহিত হইয়াছেন। (১১ টিপ্পনী দেখ)

† "শ্রীহরিস্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্য সংজ্ঞকঃ

* * *

সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভঃ স্মৃতঃ।

* * *

বসন্ত রায় সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈবচ।
প্রাপ্নুয়াৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ (ঘটককারিকা)

বলিয়া থাকেন যে, বিক্রমাদিত্য দায়ুদকে সর্ব্বদা পরামর্শদানে উত্তেজিত করিতেন। যাহাহউক, তাঁহারা দায়ুদের প্রিয়পাত্র হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে যে জায়গীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুসন্ধানে অবগত হন যে, সমুদ্রের নিকট সুন্দরবনের মধ্যে যশোর * প্রভৃতি স্থান চাঁদখাঁ মসনদ আলি নামে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জায়গীর ছিল। তিনি নিঃসন্তান প্রাণত্যাগ করায়, উক্ত জায়গীর অস্বামিক অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। দায়ুদের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা উক্ত স্থানের জায়গীর লাভ করেন। উক্ত জায়গীরের মধ্যে যশোর নামে যে প্রাচীন পীঠস্থানে দেবী যশোরেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত ছিল। তাঁহারা তথায় আপনাদিগের বাসস্থান স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। কতদিন হইতে যশোরের অস্তিত্ব ছিল স্থির করিয়া বলা যায় না। দিগ্বিজয়-প্রকাশে † লিখিত আছে যে, এখানে মহাদেবের মস্তক হইতে সতীদেবীর বাহু ও পদ পতিত হয়। সেইজন্য এইস্থান পীঠস্থান হয় ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরী নামে খ্যাত হন। অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ বন-মধ্যে শতদ্বারযুক্ত দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে গোকর্ণ-কুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিম হইতে আসিয়া বন কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর নিকট ইষ্টকরচিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বল্লাল-সেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন যশোরস্থ সেনহট্টগ্রাম পত্তন করিয়া যশোরেশ্বরীর নিকট একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ‡ তন্ত্রচূড়ামণি প্রভৃতি তন্ত্র

* যশোর আধুনিক কালে যশোহর বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহাকে যশোর বলিয়া লিখিত হইতে দেখা যায়, তন্ত্রচূড়ামণি, দিগ্বিজয়-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে যশোরই দৃষ্ট হয়, এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম যশোরেশ্বরী। কনিংহাম সাহেব আরবী জসর বা সেতু হইতে ইহার নাম হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন।

† দিগ্বিজয় প্রকাশ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কবিরাম কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

‡ বিশ্বকোষ—যশোর শব্দ।

গ্রন্থেও যশোরেশ্বরীর উল্লেখ আছে। সুতরাং যশোর যে প্রাচীন স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী যশোরেশ্বরীও বহুদিন হইতেই বিদ্যমান আছেন। বিক্রমাদিত্য এই প্রাচীন স্থানকেই আপনাদের বাসোপযোগী করিবার জন্য তাহার অবণ্যাদি কাটাইয়া তাহাকে এক সুন্দর নগরে পরিণত করেন। কালক্রমে তাহা দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী হইয়া উঠে। এই যশোরের চতুঃপার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত ভূভাগের জায়গীর তাঁহাদের অধিকৃত হইয়া উঠে ও তাহা যশোররাজ্য নামে খ্যাত হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশের মতে এই যশোররাজ্যের পশ্চিম সীমায় কুশদ্বীপ, পূর্ব্বে ভূষণা ও বাকলার সীমা মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর ও দক্ষিণে সুন্দরবন ছিল। এই চতুঃসীমার মধ্য-বর্ত্তী একবিংশতি যোজন পরিমিত স্থান যশোর নামে খ্যাত। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে যশোরকে দশ যোজন পরিমাণ বলা হইয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে প্রতাপাদিত্যের পৈতৃক ও স্বাধিকৃত ভূভাগ ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্বভাগস্থ চব্বিশ পরগণা জেলায় এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব অংশ ব্যতীত সমগ্র যশোর জেলায় অবস্থিত ছিল। ওয়েষ্টল্যাণ্ড প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ভূভাগ অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের রাজ্য যে অধিক দূর বিস্তৃত ছিল, এমন বোধ হয় না। সে যাহাহউক, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমাদের বোধ হয় যে, বিক্রমা-দিত্যের সময়ে না হউক, প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোর রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল, তাহার পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে মধুমতী ও উত্তরে বর্ত্তমান নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশ ও চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ অবস্থিত ছিল। * মধুমতী ভূষণা ও বাকলা হইতে যশোর রাজ্যকে পৃথক্ করিয়া

* ২০ টিপ্পনী দেখ।

রাখিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য সময়ে সময়ে যশোর রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াও থাকিবেন, কিন্তু তাহা সাময়িক বলিয়াই অনুমিত হয়। পূর্ব্বে এই প্রদেশের অধিকাংশই চাঁদ খাঁ মসনদ আলির জায়গীর ছিল। এই চাঁদ খাঁ মসনদ আলি কোন্ বংশীয় ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেভারিজ সাহেব তাঁহাকে বাগেরহাটের সুপ্রসিদ্ধ খাঁজাহান আলির বা খাঞ্জালির সহিত সম্বন্ধ করিতে চাহেন। চাঁদ খাঁ তাঁহার সহিত কি হিজলীর মসনদ আলি বংশের সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন তাহাব বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎকালে পাঠান সাধারণেই মসনদ আলি উপাধি গ্রহণ কবিতেন; সুতরাং বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে মসনদ আলিগণের পরস্পরে সম্বন্ধ স্থির করা বড়ই দুর্ঘট হইয়া উঠে। * চাঁদ খাঁর পরে বিক্রমাদিত্য এই যশোর জায়গীরের একাধিপত্য লাভ করেন। এবং প্রতাপাদিত্যের সময় তাহা একটি বিস্তৃত রাজ্যে পরিণত হয়। যশোর নগর ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিক্রমাদিত্য আপনার সমস্ত পরিবারবর্গকে যশোরে পাঠাইয়া দেন। ভবানন্দ তাঁহাদিগের ধনরত্নাদি নৌকা পূর্ণ করিয়া সপরিবারে যশোরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে প্রতাপ প্রথমে আপনার ভবিষ্যৎ লীলাভূমিতে আগমন করেন। বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ এই তিন জনে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় গৌড়ে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। আনুমানিক ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে যশোর নগর ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

যশোরের শ্রীবৃদ্ধি।

দায়ুদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় বাদসাহ আকবর সন্তুষ্ট হন নাই। লোদীখাঁও মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীহরি কতলু ও দায়ুদকে মোগলের আক্রমণ বাধা দিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে আবার সত্বর যুদ্ধ বাধিয়া

* (১৩) টিপ্পনী দেখ।

উঠে। বাদসাহ সন্ধির জন্য মুনিমখাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি রাজা তোড়লমল্লকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, মুনিম খাঁও তাঁহার সহিত যোগ দেন। কয়েকটি সামান্য যুদ্ধের পর মোগলসেনাপতি দায়ুদকে পাটনা দুর্গে অবরোধ করেন। এই সময়ে বাদসাহ স্বয়ং আগরা হইতে বাঙ্গলার অভিমুখে ধাবিত হন। প্রয়াগ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে তিনি তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ইলাহাবাদ নাম প্রদান করেন। সেই দুর্গ আজিও অক্ষত শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। মোগলসেনাপতির সহিত যোগ দিবার জন্য খাঁ আলম ও রাজা গজপতি প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পাটনা আক্রমণ করিলে দায়ুদ ৯৮২ হিজরী (১৫৭৪ খৃঃ অব্দের) ২১এ রবিউলসানির রাত্রিতে নৌকারোহণে পাটনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। বিক্রমাদিত্য দায়ুদের যাবতীয় ধনরত্ন নৌকাপূর্ণ করিয়া তৎপশ্চাৎ পলায়ন করেন।* এই সমস্ত ধনরত্ন ক্রমে ক্রমে যশোরে উপস্থিত হয়। সে সমস্ত দায়ুদকে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই। ইহার পর তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করায়, ও ক্রমাগত মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ঐ সকল ধন রত্নাদি তাঁহার নিকট আনীত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। এই সমস্ত ধনরত্নের জন্য যশোর অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে, এবং ইহাকে অত্যন্ত সুরক্ষিত করা হয়। দায়ুদের ধনরত্ন যে যশোরের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, তাহা ইতিহাস ও প্রবাদ একবাক্যে সমর্থন করিতেছে।

পাটনা অবরোধের পর মোগল সৈন্য পাঠান সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবিত

* "Sridhar the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the title of Raja Bikramajit, placed his valuables and treasure in a boat and followed him." (Nizam-ud-din Ahmad.)

হইয়া দরিয়াপুর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে বাদসাহ সেই সময়ে খানখানান মুনিম খাঁকে বাঙ্গলা ও বিহারের সুবেদার নিযুক্ত করিয়া আগরাভিমুখে গমন করেন। দায়ুদ বঙ্গের দ্বার তেলিয়াগুড়ি হইতে রাজধানী টাঁড়াতে উপস্থিত হন। মোগলেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার অভিমুখে গমন করেন। খানখানান মুনিম খাঁ তেলিয়া-গুড়ি অতিক্রম করিয়া রাজধানী টাঁড়ায় উপস্থিত হন ও ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার রাজধানী অধিকার করিয়া লন। তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি রাজা তোড়লমল্লকে দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ দেন। রাজা তোড়লমল্ল বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে দায়ুদকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার বলবৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে মোগল সৈন্য তাঁহার নিকট সমবেত হয়, ও অবশেষে মুনিম খাঁও তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য টাঁড়া হইতে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। মোগল সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দায়ুদ অবশেষে কটক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও মুনিম খাঁর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। দায়ুদ খাঁ বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রত্যর্পণ করা হয়। তাহার পর মুনিম খাঁ টাঁড়ায় উপস্থিত হইয়া তথা হইতে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে গৌড়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় অসংখ্য লোক মহামারীতে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মুনিম খাঁও সেই মহামারীতে জীবন বিসর্জ্জন দেন। মুনিম খাঁর মৃত্যুতে সুযোগ পাইয়া দায়ুদ উড়িষ্যা হইতে পুনর্ব্বার বাঙ্গলার দিকে ধাবিত হইয়া পাটনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাদসাহ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান হোসেনকুলি খাঁকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দায়ূদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা টোড়ল-

যশোরের বাদসাহী ফার্ম্মান।

মল্লও তাঁহার সহিত গমন করিবার জন্য আদিষ্ট হন। * নূতন সুবেদারের আগমন শুনিয়া দায়ুদ ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করেন। মোগল সুবেদার তেলিয়াগুড়িতে আফগানদিগকে আক্রমণ করিলে দায়ুদ রাজমহলে আসিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই খানে মোগলদিগের সহিত তাঁহার শেষ যুদ্ধ হয়। তাঁহার অশ্বের পদ কর্দ্দমে প্রোথিত হওয়ায় তিনি বন্দী হইয়া সুবেদারের নিকট প্রেরিত হন। ৯৮৩ হিজরী বা ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে † খাঁজাহানের আদেশে তাঁহার শোচনীয় হত্যা সম্পাদিত হয়। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ‡ দায়ুদের মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় কিছুদিন ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে রাজা তোড়লমল্ল তাঁহাদিগকে অভয় দিলে, তাঁহারা রাজার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন ও সুবার সমস্ত কাগজপত্র বুঝাইয়া দেন। রাজা তাঁহাদিগকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দায়ুদের মৃত্যুতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হওয়ায় কার্য্য করিতে অসম্মত হন। তাঁহাদের অনুরোধক্রমে শিবানন্দ কেবল বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সুবার সমস্ত কাগজ পত্র প্রাপ্ত হওয়ায়, রাজা তোড়লমল্ল তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছুক হন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় তাঁহার নিকট যশোর রাজ্যের ভৌমিকত্ব প্রার্থনা করিলে, রাজা তোড়লমল্ল তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বাদসাহের আদেশে তাঁহাদিগকে যশোরের ভূঁইয়া নিযুক্ত করিয়া

* "When Khan Jahan went to Bengal, Todar Mall was ordered to accompany him." (Blochmann's Ain-i-Akbari, P. 351.)

† Stewart, ১৫৭৬ খৃঃ অব্দ বলেন।

‡ ২২ টিপ্পনী দেখ।

বাদসাহস্বাক্ষরিত ফার্ম্মান প্রদান করেন। যশোর এক্ষণে আর জায়গীর রহিল না, কিন্তু তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করধার্য্য হইল, এবং বর্ষে বর্ষে সেই কর প্রদান করার জন্য আদেশও প্রদত্ত হয়।

এইরূপে যশোরের ভৌমিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমাদিত্য প্রথমে বসন্তরায়কে যশোরে প্রেরণ করেন। বসন্তরায় তথায় উপস্থিত হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ও রাজধানীর উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন। কিছুকাল পরে বিক্রমাদিত্যও গৌড় পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করেন। যশোররাজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উভয়ে পরামর্শ করিয়া তথায় একটি সমাজস্থাপনে প্রয়াসী হন। বিক্রমাদিত্যের উৎসাহে বসন্তরায় অপরিসীম চেষ্টা করিয়া চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগকে আনয়ন করিয়া যথাযোগ্য মর্য্যাদাসহকারে তাঁহাদিগকে যশোর রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহাদের স্বশ্রেণী বঙ্গজ কায়স্থগণের সংখ্যাই অধিক ছিল। যদিও চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গজ কায়স্থগণের মূল সমাজ ছিল, তথাপি নবপ্রতিষ্ঠিত যশোর সমাজ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও যশোর সমাজ আপনার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

যশোরসমাজ স্থাপন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় গৌড় পরিত্যাগ করিয়া যশোরে উপস্থিত হইয়া, যশোর রাজ্যের উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত হইলেন বটে, কিন্তু পিতৃব্য শিবানন্দকে যশোরে লইয়া যাইবার জন্য তাদৃশ যত্ন প্রদর্শন করেন নাই, এমন কি ভবানন্দ ও গুণানন্দও সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন নাই। যশোরে বাস করার কিছুকাল পরে ভবানন্দ ও গুণানন্দ পরলোকগত হন।

শিবানন্দের পূর্ব্ববঙ্গে গমন।

তাহার পরেও বিক্রমাদিত্য বা বসন্তরায় শিবানন্দকে যশোরে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। শিবানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের এরূপ অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং যশোর হইতে স্বীয় স্ত্রী এবং হরিদাস, গোপালদাস ও বিষ্ণুদাস নামক অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রত্রয়কে আনাইয়া গৌড় হইতে পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। পরে চাঁদপ্রতাপ পরগণার অন্তর্গত রোয়াইল গ্রামে বৈষ্ণবদাস নিয়োগী মহাশয়ের আশ্রয়ে বাস করেন। শিবানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাসের সহিত বৈষ্ণবদাসের কন্যা গঙ্গার বিবাহ হয়। তাহার পর তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করেন। কনিষ্ঠ বিষ্ণুদাস পুনর্ব্বার যশোরে গমন করিয়াছিলেন। *

প্রতাপের শিক্ষা।

যশোর রাজ্য স্থাপন ও যশোর সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় বাঙ্গলার চতুর্দ্দিকে আপনাদের গৌরব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা আপনাদিগের স্থাপিত রাজ্য ও সমাজের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী প্রতাপাদিত্যকে তৎসমুদায় রক্ষার জন্য উপযুক্ত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। গৌড়ে অবস্থান কালে প্রতাপ আরবী ফারসী ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যশোরে আসিয়াও তিনি রীতিমত শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজভাষা ব্যতীত তিনি দেবভাষা সংস্কৃতেও অল্পবিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। রামরাম বসু মহাশয় তাঁহার শিক্ষার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত ভাষা শিক্ষা ব্যতীত প্রতাপ বাল্যকাল হইতে আর এক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল শিক্ষা বলিয়া নহে, তাহাতে তিনি রীতিমত পারদর্শীও হইয়াছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় প্রতাপ বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক মোচন

* চন্দ্রকান্ত গুহ মৌলিকসম্পাদিত কায়স্থ বংশাবলী। ৬৫—৬৬ পৃষ্ঠ দেখ।

করিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নবপ্রচলিত বন্দুক চালনায় তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। এইরূপে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রতাপ আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী পুরুষ হইবেন, বাল্যকাল হইতে লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া প্রতাপ পিতা ও পিতৃব্যের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। ক্রমে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিবাহের জন্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সচেষ্ট হন। বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে নাগবংশ মধ্যল্য শ্রেণীর অন্তর্ভূত। উক্ত নাগবংশের মধ্যে জিতামিত্র নাগ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার কন্যার সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতাপের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। যথাসময়ে প্রতাপের পরিণয় ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহার পর গোপাল ঘোষের এক কন্যার সহিত প্রতাপের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইয়াছিল। কালক্রমে প্রতাপের একটি পুত্র ও কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রটির উদয়াদিত্য ও কন্যাটির বিন্দুমতী নামকরণ করা হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে প্রতাপের আরও দশটি পুত্র জন্মে।

প্রতাপের বিবাহ ও উদয়াদিত্য প্রভৃতির জন্ম।

যৌবনাগমে প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে, দিন দিন তাহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি যশোর নগরের নিকটস্থ সুন্দরবনে মৃগয়াদি করিয়া বেড়াইতেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহুবল ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতে থাকে। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি একদিন একটি উড্ডীয়মান চিল পক্ষীকে বাণবিদ্ধ করিয়া ভূমিতে পাতিত করায় বিক্রমাদিত্য তাহার

প্রতাপের শক্তিবৃদ্ধি।

জন্য অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন। * তিনি পুত্রের এইরূপ নিষ্ঠুরতা, অসমসাহসিকতা ও শারীর বল বৃদ্ধি ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক বলিয়া মনে করেন নাই, তজ্জন্য পুত্রকে কিছুদিন স্থানান্তরিত করিয়া তাহার উদ্দাম প্রকৃতি শান্ত করিবার ইচ্ছা করেন, এবং তজ্জন্য তাহাকে রাজধানী আগরাতে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তথায় বিরাট্ ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের মধ্যে অবস্থিতি করিলে প্রতাপ আপনার শক্তির লঘুতা অনুভব করিতে ও সামাজিক হইতে পারিবেন বলিয়া বিক্রমাদিত্য মনে করিয়াছিলেন।

এইরূপ মনে করিয়া বিক্রমাদিত্য বসন্তরায়ের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। বসন্তরায় প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া জ্যেষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, উভয়ের পরামর্শে শেষে প্রতাপের আগরাগমনই স্থির হয়। এই আগরাগমন হইতেই প্রতাপ ও বসন্তরায়ের মধ্যে বিদ্বেষের সূচনা হয়, সেই বিদ্বেষ কালে গরলোদ্গারিণী হিংসায় পরিণত হইয়া বসন্তরায়কে ইহ জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া দেয়, এবং প্রতাপচরিত্রে ঘোরতর কলঙ্ক আনয়ন করে। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। বিদ্বেষের কারণ এই যে, প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে বসন্তরায় কৌশলক্রমে তাঁহাকে যশোর হইতে দূরে পাঠাইয়া আপনি যশোর রাজ্যের একাধিপত্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সেই

প্রতাপের আগরা গমন।

* রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, প্রতাপাদিত্যের কোষ্ঠীতে পিতৃদ্রোহ যোগ ছিল। বিক্রমাদিত্য তাহা জানিতেন, বসন্ত রায় তাহা বিশ্বাস করিতেন না। উড্ডীয়মান চিল পক্ষী বাণবিদ্ধ করায় বিক্রমাদিত্য প্রতাপের পিতৃদ্রোহাশঙ্কায় ভীত হইয়া তাঁহাকে আগরা পাঠাইয়া দেন। বসু মহাশয় আরও বলেন যে, বিক্রমাদিত্য প্রতাপাদিত্যকে হনন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বসন্ত রায় তাহাতে বাধা দেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বসন্তরায় প্রতাপ কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। (মূল ২১-২৩ পৃঃ দেখ)

সময়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন ; বসন্তরায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। প্রতাপ মনে করিয়াছিলেন যে, পাছে তাঁহার উপস্থিতিতে বসন্তরায় যথেচ্ছরূপে কার্য্য করিতে অক্ষম হন ইহাই মনে করিয়া তিনিই প্রতাপের আগরা গমনের ব্যবস্থা করেন। একটি বিশিষ্ট কারণে উহা প্রতাপের মনে বদ্ধমূল হয়। কারণ, প্রতাপের আগরাগমনের ব্যবস্থা বসন্তরায়ই করিয়াছিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের আদেশে যে বসন্তরায় উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা প্রতাপের মনে স্থান পায় নাই। এই একমাত্র ভ্রমে প্রতাপ যশোর রাজ্যকে ধ্বংসের পথে আনয়ন করিয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ গৌরব নষ্ট করিয়া যান। পিতার আদেশে ও পিতৃব্যের ব্যবস্থায় প্রতাপ ক্ষুণ্ণমনে আপনার লীলাক্ষেত্র যশোর পরিত্যাগ করিয়া আগরা অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হন।

যথাসময়ে আগরায় পৌঁছিয়া প্রতাপ রাজধানীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত পরিচিত হন। গৌড়ে অবস্থান কালে তাঁহাদের বংশ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য ছিল। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য গৌড়াধিপের উচ্চ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; কাজেই শীঘ্রই যে তিনি সকলের সহিত পরিচিত হইবেন তাহাতে সংশয় কি ? ক্রমে বাদসাহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রামরাম বসু বলেন যে, তিনি এক সমস্যা পূরণ করিয়া বাদসাহের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। * সে বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা স্পষ্টরূপে কিছু বলিতে পারি না ; তবে আকবর বাদসাহ যেরূপ উদার ও গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহাতে বসু মহাশয়ের উক্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এই পরিচয় হইতেই প্রতাপাদিত্য নিজ নামে যশোরের সনন্দ করাইয়া লন। যেরূপে তিনি উক্ত সনন্দ লাভ করেন, বসুমহাশয় তৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত সনন্দ

যশোরের সনন্দলাভ।

* মূল ২৬ পৃঃ দেখ।

লাভ প্রতাপ-চরিত্রের আর একটি কলঙ্ক বলিয়া স্থির করিতে হয়। বসু মহাশয় বলেন যে, যশোর হইতে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য যে সমস্ত রাজস্ব পাঠাইতেন, প্রতাপ তাহা সরকারে জমা না দেওয়ায় সরকার হইতে তাহার অনুসন্ধান হয়। তাহাতে প্রতাপ পিতৃব্য বসন্তরায়ের নামে দোষা-রোপ করিয়া বলেন যে, তাঁহার দোষে রাজস্ব রাজধানীতে প্রেরিত হয় না। ইহাতে বিক্রমাদিত্যের হস্ত হইতে যশোর রাজ্য বিচ্যুত করিয়া লওয়ার জন্য বাদসাহ আদেশ দিলে, প্রতাপাদিত্য প্রার্থনা করিয়া নিজ নামে যশোর রাজ্যের সনন্দ করাইয়া লন। * বসু মহাশয়ের উক্তি কত দূর সত্য আমরা বলিতে পারি না। কারণ যে সময়ে প্রতাপাদিত্য আগরা গমন করেন, তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ দায়ুদের পতন হইতে বাঙ্গলায় সুবেদার নিযুক্ত হয়। এই সুবেদারগণকে অতিক্রম করিয়া যে জমীদারগণের রাজস্ব বাদসাহ সরকারে প্রেরিত হইত, এ বিষয়ে আমরা সন্দেহ করিয়া থাকি। তবে সুবেদারগণ সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই থাকিতেন, এবং প্রধান কাননগোগণ সুবার রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা সুবেদারের অধীন ছিলেন না। তাঁহারা নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজধানীতে পাঠাইতেন। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও আগরায় রাজস্ব পৌঁছান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রাজা তোড়রমল্লের বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিরূপভাবে রাজস্ব সংগৃহীত বা প্রেরিত হইত তাহাও সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় না। রাজা তোড়রমল্ল ১৫৮২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার বন্দোবস্ত করেন। তাহার অনেক পূর্ব্বে যে প্রতাপাদিত্য আগরায় গমন করিয়া-ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং এ বিষয়ের সুচারু মীমাংসা হওয়া কঠিন। কাজেই বসু মহাশয়ের বিবরণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিলে উপরোক্ত প্রকারে যশোরের সনন্দ লাভ যে প্রতাপ-চরিত্রের

* মূল ২৮ পৃঃ ও (৩৫) টিপ্পনী দেখ।

একটি ঘোরতর কলঙ্ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, যশোর রাজ্যের পূর্ব্ব সনন্দ তাঁহার পিতার নামেই ছিল। তাঁহার এরূপ পিতৃদ্রোহিতার সমর্থন করা যায় না। তবে বসন্তরায়ের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দোষকে কিছু লঘু বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ মূলহীন এ কথাও আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যশোরের সনন্দ লাভ করিয়া প্রতাপাদিত্য আগরা হইতে যশোরে পুনরাগমন করেন। বসুমহাশয় বলেন যে, তিনি মন্সবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইশ হাজার ফৌজসমেত আগরা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। * যশোরে উপস্থিত হইয়া তিনি আপনাকে যশোর রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং পিতা ও পিতৃব্যকে নূতন সনন্দের কথা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা এই বিষয়ের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তবে বিক্রমাদিত্য যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রতাপ ততদিন তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যভার বিচ্ছিন্ন করিয়া লন নাই। কিন্তু উত্তরোত্তর আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার গৌরব প্রচারিত হইতে আরব্ধ হয়।

যশোরে পুনরাগমন।

প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসন্তরায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অথচ বসন্তরায় তাঁহাকে স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। প্রতাপ মনে করিতেন যে, বসন্ত রায়ের জন্য তিনি আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবেন না। অল্পদিনের মধ্যেই যে বিক্রমাদিত্য এ জগৎ পরিত্যাগ করিবেন

যশোর রাজ্যবিভাগ।

* (৩৬) টিপ্পনী দেখ।

প্রতাপ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৌরবের পথে একমাত্র বসন্তরায় কণ্টক হইয়া রহিবেন ইহাই তাঁহার মনে হইত। বসন্তরায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ ভাব বুঝিতে পারিয়া বিক্রমাদিত্য ভবিষ্যতের জন্য একটি উপায় স্থির করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি প্রতাপ ও বসন্তরায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যশোর রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দশ আনা অংশ প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় আনা বসন্তরায়কে দিবার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে উভয়েই সম্মত হইয়াছিলেন। যশোর রাজ্যের পূর্ব্বে মধুমতী ও পশ্চিমে ভাগীরথী। বসন্ত রায়ের অংশ পশ্চিম দিকেই পড়িয়াছিল। কারণ, ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী কালীঘাট, বড়িসা বেহালা, ডায়মণ্ডহারবরের সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানে আজিও বসন্তরায়ের কীর্ত্তির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কালীঘাটের প্রাচীন মন্দির, বড়িসা বেহালার রায়গড়, কমলা, বিমলা পুষ্করিণী এবং সাহাজাদপুরের বসন্তরায়ের গঙ্গা-বাসের বাটী প্রভৃতির চিহ্ন দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রতাপ পূর্ব্বদিকের অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এই সাধারণ বিভাগের এক এক জনের অংশ মধ্যে কোন কোন স্থানে অপরের অংশও পড়িয়াছিল। যেমন প্রতাপের অংশস্থিত অর্থাৎ পূর্ব্ব বিভাগস্থ চাকসিরি বা চকশ্রী গ্রাম বসন্তরায়ের অংশে পড়ে। এই চকশ্রী গ্রাম খুলনা জেলা বাগেরহাটের দুই ক্রোশ দাক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। * প্রতাপ এই চাকসিরি গ্রাম লইবার জন্য বসন্তরায়ের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার প্রতি মহাক্রুদ্ধ হন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

ক্রমে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, প্রতাপাদিত্য

* (৭০) টিপ্পনী দেখ।

একস্থানে পিতা ও পিতৃব্যের সহিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি স্বতন্ত্র আর একটি নগর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। যশোরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ধূমঘাট নামক স্থানে তিনি আপনার বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ক্রমে ধূমঘাট একটি বিস্তৃত নগরে পরিণত হয়, এবং তাহা যশোরের সংলগ্ন হওয়ায় এই উভয় স্থান ব্যাপিয়া এক বিশাল পঞ্চক্রোশ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়।* এই নগরই যশোর রাজ্যের রাজধানী হয়। অদ্যাপি তাহার কোন কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বেভারিজ সাহেব জেসুইট পাদরীদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকানকে ধূমঘাট প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যশোর হইতে তাহাকে কিছু দূরে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুমান প্রকৃত নহে। জেসুইট পাদরীগণের লিখিত চ্যাণ্ডিকান সাগর দ্বীপ, তাহা কদাচ ধূমঘাট নহে। অদ্যাপি যশোর বা ঈশ্বরীপুর হইতে সার্দ্ধ ক্রোশ বা দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোন স্থানকে ধূমঘাট কহিয়া থাকে। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। প্রকৃত প্রস্তাবে ধূম-ঘাট ও যশোর পরস্পর সংলগ্ন ও তাহা বিশাল যশোর নগরের একাংশ মাত্র।

ধূমঘাটনির্ম্মাণ।

ধূমঘাটের নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতেই বিক্রমাদিত্য পরলোক গমন করেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের অসীম ক্ষমতায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন; পাছে, বসন্তরায়ের সহিত তাঁহার প্রকাশ্য ভাবে বিবাদ বাধিয়া উঠে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার জীবদ্দশায় উভয়ের বিবাদ রক্তপাতে পরিণত হয় নাই। তজ্জন্য বোধ হয়, বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্য শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। যশোরের

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু।

* (৪৩) টিপ্পনী দেখ।

ঘটকগণের মতে বিক্রমাদিত্য ১৫১৪ শাক হইতে ১৫১৯ পর্য্যন্ত যশোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫১৯ শকে তাঁহার রাজত্বের অবসান হইলে, ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু স্থির করিতে হয়। কিন্তু নানা কারণে স্থির হয় যে, বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতে প্রতাপ স্বাধীন ভাবে কোনই কার্য্য করেন নাই। আমরা জানিতে পারি যে, আজিমখাঁর সুবেদারী সময়ে প্রতাপাদিত্য আপনার স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজিম খাঁ ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবেদার ছিলেন। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুকাল স্থির করিতে হয়।

প্রতাপের রাজ্যাভিষেক।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ধূমঘাটের পুরী নির্ম্মাণ শেষ হইলে, প্রতাপ যশোরপুরী হইতে তথায় গমন করেন, এবং তথায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। বসন্তরায়ের সভাপণ্ডিত ও গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন * বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যথাশাস্ত্র তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করেন। কোন্ অব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। তবে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ১৫৮২ খৃঃ অব্দে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে তিনি অভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। ফলতঃ তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। রাজ্যাভিষেকের পর হইতে প্রতাপ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং সেই সময় হইতে তাঁহার স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রতাপাদিত্য যশোর রাজ্যের অধি-

* (৫৩) টিপ্পনী দেখ। কেহ কেহ ইঁহাকে কমল তর্কপঞ্চানন বলিয়াছেন মূল ২৮৬ পৃঃ দেখ।

ষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরীর মন্দির সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁহার পুরাতন মন্দির সংস্কার বা ভগ্ন করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। এতদ্দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রতাপ নিবিড় অরণ্যমধ্যে যশোরেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাইয়া প্রথমে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিন্তু দিগ্বিজয়-প্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে যশোরে যশোরেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্ত্রাদিতে যশোরেশ্বরীর উল্লেখ আছে। দিগ্বিজয়-প্রকাশের মতে অনরি নামে একজন ব্রাহ্মণ বনমধ্যে দেবীর শতদ্বারযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে গোকর্ণকুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ রাজার ও লক্ষ্মণসেনের নামও যশোরেশ্বরীর মন্দিরের সহিত সংসৃষ্ট দেখা যায়। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, প্রতাপাদিত্য প্রথমে যশোরেশ্বরীর আবিষ্কার করেন নাই। তবে বনমধ্যে অবস্থিত তাঁহার ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার বা তাহাকে নূতন কলেবর দান করিয়া প্রতাপাদিত্য তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। * প্রতাপ যশোরেশ্বরীর অনুগৃহীত ছিলেন বলিয়া নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রতাপ যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে লোকে যে তাঁহাকে দেবানুগৃহীত পুরুষ মনে করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার নিষ্ঠুরতার বৃদ্ধি হইলে, যশোরেশ্বরী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ লইয়া গিয়া অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা এক্ষণে ভিত্তিহীন বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। † অম্বরের দেবীকে কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিতা শিলা

যশোরেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ।

* মূল ১৫৪-৫৫ পৃঃ দেখ।

† (৯৮) টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ।

মাতা বলিয়া এক্ষণে সকলে নির্দ্দেশ করিতেছেন। স্থানান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। যশোরেশ্বরী অদ্যাবধি যশোর,— ঈশ্বরীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হওয়ার উপায় নাই। কারণ, কোন কালে তাঁহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল কিনা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আপনাকে যশোরেশ্বরীর অনুগৃহীত মনে করিয়া, প্রতাপাদিত্য স্বীয় পরাক্রমপ্রকাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে মনে স্বাধীনতা-

স্বাধীনতার বিকাশ।

লক্ষ্মীকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপ দিল্লীর বাদসাহের সনন্দানুসারে যশোর রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনার ক্ষমতাপ্রকাশের জন্য তিনি আর বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই সময়ে বাঙ্গলার চারিদিকে সকলেই মোগলের অধীনতা অস্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দায়ুদের অবসানের পর পাঠান সর্দ্দারগণ মোগল সুবেদারের নিকট মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ভূঁইয়াগণও সহজে মোগলের অধীনতা স্বীকারের ইচ্ছা করেন নাই। প্রতাপ পরাক্রমে আপনাকে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন মনে করিতেন না; সুতরাং তিনিও যে মোগলের অধীনতাচ্ছেদনে প্রয়াস পাইবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? বাস্তবিক প্রতাপ ক্রমে ক্রমে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বসন্তরায় তাহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। প্রতাপ তথাপি স্বাধীনতার আস্বাদ লাভের জন্য ধীরে ধীরে আপনার পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র তাঁহার গৌরব বিঘোষিত হইতে লাগিল, এবং সকলেই তাঁহাকে দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া মনে করিল।

আমরা উড়িষ্যায় প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা প্রকাশের প্রথম পরিচয়

পাইয়া থাকি। কি সূত্রে তিনি উড়িষ্যায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তৎপূর্ব্বে উড়িষ্যার রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। কারণ সেই রাষ্ট্রবিপ্লব উপলক্ষেই প্রতাপ উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি। উড়িষ্যা স্বাধীন হিন্দু রাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। ১৫৬৭-৮ খৃঃ অব্দে গৌড়াধিপ সুলেমান প্রথমে উড়িষ্যা অধিকার করেন। তাহার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব যাজপুরের নিকট সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে হত হন। তদবধি উড়িষ্যা গৌড়সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুলেমানের আমীর 'উল্‌ওমরা লোদীখাঁ উড়িষ্যার এবং কতলু খাঁ লোহানী পুরীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। * সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জিদ, তৎপরে তাহাকে নিহত করিয়া সুলেমানের জামাতা হুসো গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন। লোদী খাঁ উড়িষ্যা হইতে উপস্থিত হইয়া হুসোকে বিনাশ করিয়া দায়ুদকে সিংহাসন প্রদান করিলে দায়ুদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আকবর বাদসাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে কতলু খাঁও পুরী হইতে আসিয়া দায়ুদের সহিত যোগ দেন। দায়ুদ বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত হইয়া অনেক দিন উড়িষ্যায় অবস্থিতি করেন। কতলু বরাবর তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পর দায়ুদ পরাজিত হইয়া নিহত হন, কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, কতলু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দায়ুদকে পরিত্যাগ করায় দায়ুদের পরাজয়

উড়িষ্যায় প্রতাপ।

* "On Sulaiman's return from Orisa, he appointed Khan Jahan Lodi, his Amir-ul-umra. Governor of Orisa. Qutlu khan, who subsequently made himself, King of Orisa, was then governor of Puri." Bad II.,174. (Blochmann's Ain-i-Akbari. P. 366.)

ঘটে। * ইহার পর কতলু ক্রমে ক্রমে সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিয়া বসেন। দায়ুদের পরাজয়ের পর কতকগুলি মোগল সৈন্য উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিতেছিল। কিয়া খাঁ ও মীর নাজাৎ তাহাদের পরিচালনায় নিযুক্ত হন। ১৫৮১ খৃঃ অব্দে ঐ সমস্ত সৈন্য উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিলে কতলু খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া কিয়া খাঁকে একটি দুর্গে অবরোধ করেন। কিয়া খাঁর সৈন্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তিনি আফগানদিগের হস্তে নিহত হন। মীর নাজৎও কতলু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বর্দ্ধমানের দক্ষিণ সেলিমাবাদের নিকট পরাজিত হইয়া হুগলীর পর্টুগীজ অধ্যক্ষের আশ্রয়ে পলায়ন করেন। তাহার পর মঙ্গলকোটের নিকট বাবা খাঁ কাকসালের লোকজনের সহিত কতলুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতেও কতলু জয়লাভ করেন। † ইহার পর আজিম খাঁ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই সময়ে কতলু খাঁ উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া দামোদর নদ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আজিম খাঁ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য এক দল মোগল সৈন্য প্রেরণ করেন। মোগল আমীরগণ বর্দ্ধমানের নিকট অবস্থিতি করিয়া কতলু খাঁর সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছায় সেখ ফরীদ উদ্দীন নামে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। কতলু সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন না। কিন্তু বাহাদুর খাঁ নামে তাঁহার একজন অনুচর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় ফরীদ কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া মোগল শিবিরে উপস্থিত

* মখজানি আফগানীয় মতে কতলু মোগলগণ কর্ত্তৃক কয়েকটি পরগণার জায়গীর লাভের আশায় দায়ুদকে পরিত্যাগ করায় তাঁহার পরাজয় ঘটে। (Elliot vol IV. P. 513. Note.)

† Blochmann's Ain-i-Akbari.

হন। তাহার পর আমীরগণ দামোদর পার হইয়া কতলুর দমনে অগ্রসর হন। কতলু পরিখাবেষ্টিত হইয়া আপনার শিবিরে অপেক্ষা করেন। বাহাদুর খাঁ কতক সৈন্যসহ অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সে সাদিক খাঁ, সকুলী খাঁ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে, ও কতলুর নিকট উপস্থিত হয়। আমীরগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কতলুর শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্চস্থান হইতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলে, কতলু পলায়ন করিয়া উড়িষ্যার আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর ওয়াজীর খাঁ ও মানসিংহের সহিত কতলুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারই পর কতলুব দেহাবসান ঘটে। কতলুর পর ইশা খাঁ তাহার পর ওসমান আফগানদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কতলু খাঁ ও ইশা খাঁর সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। কতলু ও বিক্রমাদিত্য দায়ুদের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। যে সময়ে কতলূ পুরী ও উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া দায়ুদের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময়ে উড়িষ্যাবাসিগণ আবার কিছু দিন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। কতলু তাহাদিগের দমনে সর্ব্বদা ব্যাপৃত ছিলেন। আবার মোগলদিগের সহিতও তাঁহাকে অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত। এই সময়ে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হওয়ায় প্রতাপাদিত্য স্বীয় পিতৃবন্ধু কতলু খাঁর সাহায্যের জন্য উড়িষ্যায় উপস্থিত হন। * কতলুর সাহায্যের জন্য তাঁহাকে উড়িষ্যাবাসিগণের ও মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণও করিতে হইয়াছিল। প্রতাপের স্বাধীনতা প্রকাশের প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা এই স্থানে প্রাপ্ত হই।

এই উপলক্ষে প্রতাপ উড়িষ্যায় গমন করিয়া বসন্তরায়ের অনুরোধে

* বিশ্বকোষের প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে প্রতাপ মানসিংহের সাহায্যের জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পুরীধাম হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই দেবমূর্ত্তিদ্বয় আনিবার সময় উৎকলবাসীদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষও ঘটিয়াছিল। গোবিন্দদেব যশোরেই প্রতিষ্ঠিত হন, এবং উৎকলেশ্বরকে বসন্তরায় বেদকাশী নামক স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। উৎকলেশ্বরের মন্দিরের কোন চিহ্ন নাই, কেবল তাহার প্রস্তর-ফলক খানি বিদ্যমান আছে। তাহাতে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক উৎকলেশ্বরের আনয়ন ও বসন্তরায় কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ লিখিত আছে। * গোবিন্দদেব পুরী হইতে আনীত হন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। † তিনি যশোরের গোপালপুর নামক স্থানে স্থাপিত হন। আজিও তথায় তাঁহার বিরাট্ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তিনি রায়পুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি অপহৃত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। বসন্তরায়ের বংশধরগণের আবাসস্থান রামনগরে প্রতি বৎসর গোবিন্দদেবের মহা ধূমধামে দোলযাত্রা উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। গোবিন্দদেব সম্বন্ধে আবার এইরূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে, রাজা প্রতাপাদিত্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়া নামক গ্রামে শিবরাম ভট্টাচার্য্যের বাটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‡ কিন্তু রাজা

গোবিন্দদেব ও উৎকলেশ্বর।

* "নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্॥
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ॥"

† এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—
"নীলাচল হ'তে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশ ঘোষয়ে ধরণী॥"
(৪৬) টিপ্পনী দেখ।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৩য় অংশ ১৩০ পৃঃ।

বসন্তরায়ের বংশধরগণ সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে. গোবিন্দদেব বরাবরই তাঁহাদের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার অন্তর্ধান ঘটিয়াছে।

মোগল সৈন্যের সহিত বিবাদারম্ভ, ইব্রাহিমখাঁ।

প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতাপ্রকাশের প্রথম পরিচয় উড়িষ্যায় প্রদর্শিত হয়, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহারই অব্যবহিত পরে ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপ স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি উড়িষ্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপনাকে স্বাধীন ভূঁইয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। সে সময়েও আজিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদাররূপে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে, ছিলেন। প্রতাপকে বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে দেখিয়া আজিমখাঁ তাহার প্রতিকারে মনোনিবেশ করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে কতলু খাঁর সহিত প্রতাপের যোগদানের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বয়ং তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া আজিম তাঁহার দমনে সচেষ্ট হন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, আবরাম খাঁ বাহাদুর নামে একজন পঞ্চহাজারী মন্সবদার প্রথমে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, এবং তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহতও হইয়াছিলেন। আলোচনার দ্বারা স্থির হয় যে, ইহার মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান আছে। বসু মহাশয় যে সেনাপতিব নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নাম সেখ ইব্রাহিম। ইনি ফতেপুর শিক্রির সুপ্রসিদ্ধ ফকীর সেখ সেলি-মের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সেলিমের নামানুসারে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের নামকরণ হয়। সেখ ইব্রাহিম দোহাজারী মন্সবদার ছিলেন। তিনি আজিম খাঁর অধীনে বাঙ্গলা ও বিহারের বিদ্রোহদমনে উপস্থিত ছিলেন, এবং ওয়াজির খাঁর সহিত কতলুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাও করিয়া-

ছিলেন। * আজিম খাঁর সহিত বাঙ্গলায় উপস্থিত থাকার জন্য আমরা অনুমান করি যে, সেখ ইব্রাহিমই প্রথমে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং তিনিই বসু মহাশয়ের উল্লিখিত আবরাম খাঁ বাহাদুর। এই সময়ে প্রতাপাদিত্য নববলে বলীয়ান্ হইয়া মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বিবেচনা করেন নাই। ইব্রাহিম খাঁ এই স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালী ভূঁইয়াকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। বিজয়লক্ষ্মী প্রতাপের মস্তকে আশীর্ম্মাল্য নিক্ষেপ করেন। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, যশোর রাজধানীর নিকট মৌতলায় এই যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম বা আবরাম নিহত হইয়াছিলেন। মৌতলার যুদ্ধে ইব্রাহিমের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া প্রকৃত নহে। ইব্রাহিম খাঁ ইহার অনেক পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। †

আজিম খাঁর সহিত সংঘর্ষ।

উত্তরোত্তর প্রতাপের পরাক্রম বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আজিম খাঁ স্বয়ং তাঁহাকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হন। প্রতাপও তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। উভয়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, সেই দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাপতির নিকট প্রতাপকে পরাজিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক আমীর ও অগণ্য মোগল সৈন্য লইয়া আজিম খাঁ প্রতাপকে আক্রমণ করায় প্রতাপ তাঁহার বেগ সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি

* "In the 28th. year, he (Shaikh Ibrahim) served with distinction under M. Azız Koka in Bihar and Bengal. and was with Vazir Khan in his expedition against Qutlu in Orisa." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 403) আজিজকোকাই আজিম খাঁ, (৮৫) টিপ্পনী দেখ।

† (৮৫), ও (৮৭) টিপ্পনী দেখ।

তখনও পর্য্যন্ত আপনার সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিতে বা অধিক পরিমাণে বল সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কাজেই বিশাল মোগল বাহিনীর গতি রোধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ আজিমখাঁর রণকৌশলও চিরবিখ্যাত ছিল। তিনি আকবর বাদসাহের অন্যতম প্রধান সেনানী ছিলেন। এইরূপ শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে, যেরূপ বলের বা শিক্ষিত সৈন্যের প্রয়োজন, প্রতাপ তখনও পর্য্যন্ত তাহার সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর কল্যাণে বলীয়ান্ হইয়া সেই দুৰ্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে যে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, ইহা হইতে তাঁহার অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। আজিম খাঁর সহিত একজন বাঙ্গালী সেনাপতি প্রতাপের দমনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ভবেশ্বর রায়, ইনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয়। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পশ্চিম মুর্শিদাবাদে ইঁহাদের পূৰ্ব্ব-নিবাস ছিল। ভবেশ্বর রায় প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আজিম খাঁর সাহায্য করায়, আজিম খাঁ প্রতাপের রাজ্য হইতে সৈয়দপুর, আমিদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর নামে চারিটি পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরস্কাররূপে ভবেশ্বরকে প্রদান করেন। * এই ভবেশ্বর

* "The history of Bengal relates that in 1580 a rebellion broke out in Bengal, and that first Raja Todarmal, and afterwards Azim khan, were sent by the Emperor Akbar to supress it. Azim khan arrived in 1582 and had finished his work by 1583.

One of the warriors who came with him was Bhabeshwar Ray, and he was rewarded by being put in possession of the pargunnahs of Saydpur, Amidpur, Muragacha, and Mallikpur—part of the territories which had been taken from Raja Pratapaditya." He enjoyed these possessions till 1588 (995 B. S.) when he deid.

অন্যত্র।

"From the family records of the rajas of Chanchra, it appears

-রায়ই বর্ত্তমান যশোর বা চাঁচড়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, জাহাঙ্গীর আজিম খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আজিম নিহত হন। * কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। আজিম খাঁ যে আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা সকল ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়েই প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। চাঁচড়া রাজবংশের প্রাচীন কাগজপত্র হইতেও তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি যে জাহাঙ্গীরের আদেশে বাঙ্গলায় আগমন করেন নাই, ইহা নিসংশয়রূপেই বলা যাইতে পারে, এবং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে তিনি যে নিহত হন নাই, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আজিম বাঙ্গলা পরিত্যাগ করার পর আকবরের ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নানা স্থানে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন জাহাঙ্গীরের রাজত্বের উনবিংশতম বৎসরে হিজরী ১০৩৩ বা ১৬২৩-২৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। † ঘটককারিকার সমস্ত বিবরণ সত্য না হইলেও তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আজিমের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতাপের রাজ্যের পূর্ব্বোত্তরভাগে সম্ভবতঃ এই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

that Azim khan, who was one of Akbar's great generals, deprived Pratapaditya of some of his pergunnahs, for four of them were bestowed upon the raja's ancestor." (Westlands Jessore.)

* সংবাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গীরোমহীপতিঃ।
প্রেষয়ামাস সেনান্যমাজিমখানসংজ্ঞকং ॥
বিংশসহস্র সৈন্যানি ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা।
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রাঘাতেন ভূতলে" (মূ ৩০৬ পৃঃ)

† M. Aziz died in the 19th Year (1033) at Ahmadabad. (Blochmann).

আজিম খাঁর সহিত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায় প্রতাপ আপনাকে হীনবল বলিয়া বুঝিতে পারেন। সেইজন্য তিনি যতদিন বলসঞ্চয় করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন নাই। আজিম খাঁর পর সাহাবাজ খাঁ কুম্বু ও তাঁহার পর রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। ইঁহাদের সহিত পাঠানদিগের ও কোন কোন ভূঁইয়াব যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রতাপ তখনও পর্য্যন্ত বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তিনি পাঠান ও ভূঁইয়াদিগের সহিত যুদ্ধে মোগলের অসীম বলের ও রণকৌশলের পরিচয় জানিয়া আপনাকে তাহাদের সমকক্ষ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন আরম্ভ করেন। তজ্জন্য সাহাবাজ খাঁ বা মানসিংহের প্রথম সুবেদারী সময়ে মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার অস্ত্রধারণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ তিনি মানসিংহকে উত্তমরূপেই জানিতেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সময়ে কোনরূপ উত্তেজনার ভাব প্রদর্শন করেন নাই। আপনার বলসঞ্চয়ের জন্য প্রতাপ রাজ্যমধ্যে নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সৈন্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। অদ্যাপি ঈশ্বরীপুর, মুকুন্দপুর, মৌতলা, গড় প্রতাপনগর, গড় কমলপুর, বড়িশা বেহালার গড়, জগদ্দল, মাতলা প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ-নির্ম্মিত দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধানীর নিকটে তিনি সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে অদ্যাপি বারাকপুর কহিয়া থাকে। এক বিস্তৃত প্রান্তরে তাঁহার সৈন্যগণের যুদ্ধ শিক্ষা হইত, তাহার বর্ত্তমান নাম কুশলী ক্ষেত্র। পর্টুগীজ সেনাপতিগণের অধীনে তাঁহার সৈন্যগণ কামান বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের জন্য গোলাগুলি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই সেই স্থান দমদমা ও লোহাগড়ার মাঠ নামে তাহার পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিতেছে। এইরূপে স্থলযুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া প্রতাপ জলযুদ্ধ-

প্রতাপের বলসঞ্চয়।

শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি পোত নির্ম্মাণ, সংস্কার ও রক্ষার জন্য রাজধানীর নিকট এক স্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং তথায় রীতিমত জাহাজাদি নির্ম্মিত, সংস্কৃত ও রক্ষিত হইত, এবং তথায় নৌ-সেনাগণ জল-যুদ্ধ শিক্ষা করিত। ডুধলী নামক স্থানে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন জাহাজ-ঘাটা নামক স্থানে জাহাজাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চকশ্রী নামক স্থান তিনি নৌ-বাহিনী রক্ষার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সাগর দ্বীপ তাঁহার নৌ-বলের প্রধান স্থান ছিল। এখানে অসংখ্য জাহাজ রক্ষিত হইয়া তাঁহার নৌ-বলের পরিচয় প্রদান করিত। পর্টুগীজগণ এই সাগর দ্বীপকে চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিতেন, এবং প্রতাপের রাজ্যের মধ্যে চ্যাণ্ডিকানের সহিতই তাঁহাদের বিশেষরূপ পরিচয় ছিল। তথায় প্রতাপ আপনার বাসোপযোগী প্রাসাদাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার সৈন্যদিগকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের ও অন্যান্য বলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। যে সময়ে মানসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সে সময়ে অশ্বারোহী, পদাতি, গোলন্দাজ ও হস্তীতে পরিবৃত হইয়া তিনি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে, সে সময়ে তাঁহার বায়ান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দাজ, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, বহুযূথ হস্তী, অসংখ্য মুদ্গরধারী সৈন্য ছিল। * অন্নদামঙ্গলে বায়ান্ন হাজার ঢালী, ষোড়শ হলকা হাতী ও অযুত তুরঙ্গের উল্লেখ আছে। † জয়পুর বংশাবলীতে তাঁহার তেরশত হাতী ও অনেক

* "যস্য দ্বারি দ্বাপঞ্চাশৎসহস্রচর্ম্মিণঃ একপঞ্চাশৎসহস্রধন্বিনঃ অশ্বারোহা অপি বহবঃ মত্তহস্তিনাং বহুযূথাঃ সন্তি অন্যে চাসংখ্যা মুদ্গারপ্রাসাদিহস্তাঃ।" (মূল ২৯২ পৃঃ দেখ)।

† "বায়ান্ন হাজার যার ঢালী
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি।" (২৬৫ পৃঃ দেখ)

সৈন্যের কথা দৃষ্ট হয়। * ঘটককারিকায়ও তাঁহার অসংখ্য বলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতাপ অপরিসীম বলসঞ্চয় করিয়া অবশেষে মোগল-সেনাপতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এবং বাঙ্গালী সৈন্য ও সেনাপতি লইয়া তিনি বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই সমস্ত সৈন্য ও বল পরিচালনার জন্য প্রতাপ উপযুক্ত সেনাপতি-সকলও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা ঘটককারিকা হইতে তাঁহাদের অনেকের নাম অবগত হইয়া থাকি। ঘটককারকায় যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সূর্য্যকান্ত গুহ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রঘু নামক সেনানী পূর্ব্ব-দেশীয় সৈন্যের, রুডা ফিরিঙ্গী সৈন্যের, সুখা গুপ্ত সৈন্যের, মদন মাল ঢালিগণের, প্রতাপসিংহ দত্ত রথিগণের অধিপতি নিযুক্ত হন। রুডা সম্ভবতঃ গোলন্দাজ সৈন্যগণকে পরিচালনা করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার উদয়াদিত্যও সৈন্য পরিচালনা করিয়া আপনার বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। রামরাম বসু মহাশয় কমল খোজা নামক জনৈক বীরপুরুষকে প্রতাপের বিশ্বস্ত অনুচর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-তনয়কে তাঁহার সহচর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা কোনও প্রামাণ্য প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। তবে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কোন প্রবাদ প্রচলিত আছে। † প্রতাপের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা

প্রতাপের সেনাপতি নিয়োগ।

* (৯৮) টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ।

† "শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে খেলো বাঘে, আর মানুষ কোথায় লাগে।" ইত্যাদি প্রবাদ বাক্যে শঙ্কর এক সময়ে বিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু কিরূপভাবে তিনি বিপন্ন হন, এবং প্রতাপের সহিতই বা তাঁহার কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝা

আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। কালিদাস রায় নামে প্রতাপের আর একজন সেনানীর নামও শুনা যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের লিখিত "সেনাপতি কালী" বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। * আমরা কিন্তু যশোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই তাহা বিবেচনা করিয়া থাকি।

প্রতাপ যেরূপ সৈন্যসংগ্রহ ও বলসঞ্চয় করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ছিলেন। সেইরূপ তিনি পণ্ডিত ও গুণীদিগকে আপনার সভায় আহ্বান করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহী রাজা বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠেন। রাজা বসন্ত রায়ের সভায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন অবস্থিতি করিয়া যেমন তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, † সেইরূপ প্রতাপের সভায়ও একজন সভাপণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সভাকেও মহিমাময় করিয়া রাখেন। সেই পণ্ডিতপ্রবরের নাম অবিলম্ব-সরস্বতী, তাঁহার প্রকৃত নাম কি জানা যায় না, তবে তিনি 'অবিলম্ব সরস্বতী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সরস্বতীমহাশয় একজন সাধক ও কবি বলিয়া বিখ্যাত। তিনি অতিদ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া অবিলম্ব-সরস্বতী উপাধি প্রাপ্ত হন। অবিলম্ব-সরস্বতী প্রতাপাদিত্যের পৌরোহিত্যও করিতেন বলিয়া শুনা যায়। সরস্বতী-মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কবিতা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ‡ সংস্কৃতভাষাজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত প্রতাপের সভায় অনেক বঙ্গভাষার পদকর্ত্তা

প্রতাপাদিত্যের সভা।

যায় না। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করকে প্রতাপের সহিত যেরূপ ভাবে সম্বন্ধ করিয়াছেন, কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাই নাই। শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করের বংশধর ; সুতরাং তিনি এ বিষয়ের বোধ হয় প্রমাণ দিতে পারেন।

* বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র উহাই বলিতে চাহেন। ভারতী পৌষ ১৩১০ "সেনাপতি কালী" প্রবন্ধ দেখ।

† বসন্তরায়ের সভাবর্ণন, মূল ২৮৬ পৃঃ দেখ।

‡ মূল ৩৭০-৩৭১ পৃঃ দেখ।

উপস্থিত হইতেন। সেই সময়ে বঙ্গ দেশে নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় অনেক পদকর্ত্তা পদলহরী রচনা করিয়া খ্যাতি ও পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত পদকর্ত্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাস নামে দুই এক জনের নাম অবগত হওয়া যায়। তৎকালে গোবিন্দদাস নামে একাধিক পদকর্ত্তার পদলহরী বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। প্রতাপাদিত্যের সভায় এইরূপ একজন গোবিন্দদাসের উপস্থিতির কথা জানা যায়। তাঁহার পদের ভণিতায় প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ আছে। * কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা অবগত নহি। এইরূপ অনেক পণ্ডিত ও পদকর্ত্তা প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইতেন।

প্রতাপ ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার এরূপ স্বাধীনতা প্রকাশে বসন্তরায় সন্তুষ্ট হইতেন না। বসন্তরায় প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এমন কি, তিনি আপনার পুত্রগণ অপেক্ষা প্রতাপকে প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। প্রতাপ কিন্তু বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকার সময় হইতেই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। বসন্তরায়ের প্রাধান্য তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইত। বিশেষতঃ বসন্তরায়ই প্রতাপের আগরাগমনের একমাত্র কারণ এই মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে আপনার শত্রু বিবেচনা করেন, ও তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন। সেই জন্য আগরা হইতে তাঁহার ও স্বীয় পিতা বিক্রমাদিত্যের নামের পরিবর্ত্তে প্রতাপ নিজের নামে সনন্দ লইয়া আসেন। ক্রমে প্রতাপের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, বসন্তরায়ের স্নেহও শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্য তাহা বুঝিতে পারিয়া, যশোর-রাজ্য তাঁহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। প্রধানতঃ বসন্তরায়ের রাজ্য

বসন্তরাযের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি।

* প্রতাপআদিত ও রসে ভাসিত দাসগোবিন্দগান।

পশ্চিমভাগে ও প্রতাপের রাজ্য পূর্ব্বভাগে পড়িলেও একের কোন কোন স্থান অপরের অংশেও পড়িয়াছিল চাকসিরি বা চকশ্রী নামে একটি স্থান যশোররাজ্যের পূর্ব্বসীমায় ছিল। উহা বর্ত্তমান বাগেরহাটের নিকট। চাকসিরি বসন্তরায়ের অংশে পড়ে। প্রতাপ আপনার বলসঞ্চয় আরম্ভ করিয়া চাকসিরিকে নৌবাহিনীর স্থান করিবার জন্য বসন্তরায়ের নিকট তাহা প্রার্থনা করেন। বিশেষতঃ উহা তাঁহার অংশের দিকেই ছিল; এবং তাহার অবস্থান নৌবাহিনী রক্ষার উপযোগী হওয়ায়, প্রতাপ তজ্জন্য বসন্তরায়কে বারংবার অনুরোধ করেন; বসন্তরায় চাকসিরি প্রদান করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি প্রতাপকে সুস্পষ্টরূপে কোনরূপ উত্তর না দেওয়ায়, প্রতাপকে অনেকবার বসন্তরায়ের নিকট যাইতে হয়; তথাপি তিনি চাকসিরি পাইতে সমর্থ হন নাই। এই জন্য একটি প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। * বসন্তরায় চাকসিরি ছাড়িয়া না দেওয়ায়, প্রতাপ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এ দিকে আবার তাঁহার স্বাধীনতা প্রকাশে অসন্তুষ্ট হইয়া বসন্তরায় তাঁহাকে বাদসাহের বিদ্রোহী না হওয়ার জন্য বারংবার উপদেশ দেওয়ায়, প্রতাপ তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির কণ্টকস্বরূপ মনে করেন, এবং সেই কণ্টক উন্মোচনের জন্য সুযোগ অন্বেষণেও প্রবৃত্ত হন। বসন্তরায়ও প্রতাপের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতাপের প্রতি স্নেহ তিনি একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। যাহাকে বাল্যকাল হইতে পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তররূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে একেবারে শত্রুও মনে করিতে পারিতেন না। তিনি যেরূপ উদারচরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে তিনি জগতে কাহাকেও শত্রু বিবেচনা করিতেন কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ যে প্রতাপ তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের

* "সারারাত পাক ফিরি, তবু না পাই চাকসিরি।"

বস্ত ছিল, তিনি তাহাকে কদাচ অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ প্রতাপের দুর্ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহাকে একটু সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। পরস্পরের এইরূপ ভাবে পরে এক ভয়াবহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল।

বসন্তরায়ের হত্যা।

উত্তরোত্তর বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রতাপ মনে মনে বসন্তরায়কে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি তাহার সুযোগ অন্বেষণেও প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বিদ্বেষভাব এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি তজ্জন্য বীরোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রকাশ্য যুদ্ধেই হউক বা গোপনে হউক, তিনি বসন্তরায়ের প্রাণসংহার করিবেন ইহাই স্থির করিয়া বসিলেন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, রাজা বসন্তরায়ও সুশিক্ষিত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহার 'গঙ্গাজল' নামে তরবারি হস্তে থাকিলে, পঞ্চাশৎ জনও তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত না। সেই জন্য প্রতাপ নিরস্ত্র বসন্তরায়কে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। প্রতাপের তাহাই একমাত্র ইচ্ছা না হইলেও তিনি যে তাহাকে অন্যতম উপায়রূপে স্থির করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যায়। বসু মহাশয় বলেন যে, বসন্তরায় পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-দিবসে নিরস্ত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। সে দিন তাঁহার প্রাসাদ-দ্বার অবারিত। প্রতাপ সেই সুযোগ পাইয়া দ্রুতবেগে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বসন্তরায়ের জনৈক ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দেয়। বসন্তরায় প্রতাপের এরূপভাবে পুরী প্রবেশে সন্দিহান হইয়া ভৃত্যকে 'গঙ্গাজল' নামক তরবারি আনিতে আদেশ দেন। কিন্তু ভৃত্য ভ্রমক্রমে একটি পাত্রে করিয়া প্রকৃত গঙ্গাজল আনয়ন করিলে, রাজা আপনার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন। ইতিমধ্যে প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তরবারির আঘাতে বসন্তরায়ের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

ফেলেন। বসুমহাশয়ের বর্ণনার কোন মূল থাকিলে, প্রতাপাদিত্য যে কাপুরুষের ন্যায় স্বীয় পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই; পরন্তু বসু মহাশয়ের উক্তি যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, তাহাও অনুমিত হয়। কারণ, প্রতাপ আরও দুই এক স্থলে এইরূপ কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। যেরূপে হউক, বসন্তরায়ের হত্যা প্রতাপের পক্ষে কাপুরুষতা। কেবল তাহাই নহে, উহা তাঁহার ঘোর নিষ্ঠুরতারও পরিচায়ক। যিনি সামান্য বিদ্বেষের জন্য স্বহস্তে পিতৃতুল্য পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিতে পারেন, তিনি যে নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ এই পিতৃব্য তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কি উপায়ে প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে নিহত করেন, তাহার সুস্পষ্টরূপে প্রতীত না হইলেও, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক বসন্তরায়ের হত্যা যে একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এবং প্রবাদবাক্য হইতে তাহা জানা যায়, এবং সর্ব্বত্রই ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। যে প্রতাপ স্বাধীনতালক্ষ্মীর বিজয়মাল্য লাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্থল হইবেন বলিয়া লোকে আশা করিয়াছিল, এইরূপ নিষ্ঠুরতাপ্রকাশে লোকে তাঁহাকে ভীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতেই ক্রমে তাঁহার অধঃপতনের সূচনা হয়, আমরা পর পর তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হত্যার সময় নির্ণয়।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজা বসন্তরায়ের হত্যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু কোন্ সময়ে তাহা সংঘটিত হয়, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যশোরের ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে বসন্তরায়কে

হত্যা করিয়া প্রতাপাদিত্য একচ্ছত্র রাজা হন। * রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, প্রতাপাদিত্য স্বীয় জামাতা রামচন্দ্র রায়কে গোপনে হত্যা করার ইচ্ছা করিলে, রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী বিন্দুমতী ও শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হন। প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে ইহার মূল মনে করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে সংকল্প করেন, এবং তাহারই পরে তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়। জেসুইট পাদরীগণের বিবরণ ও ডুজারিক প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৬০২ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্র রায় স্বীয় রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই সময়ে রামচন্দ্র রায় বিবাহের জন্য যে যশোরে উপস্থিত ছিলেন, তাহাও জানিতে পারা যায়। কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বিবাহ-রাত্রিতে রামচন্দ্রকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বসুমহাশয় বিবাহের পর কোন সময়ে তাহার উল্লেখ করেন। ফলতঃ বিবাহসময়ে অবস্থিতিকালে যে প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিহত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই আলোচনা দ্বারা স্থির হইয়া থাকে, এবং ১৬০২ খৃঃ অব্দে তাহাত যে ঘটিয়াছিল, ইহাও প্রতীত হয়। সুতরাং বসুমহাশয়ের উক্তি প্রকৃত হইলে ১৬০২ খৃঃ অব্দে বসন্তরায়ের হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, এবং যশোরের ঘটকগণের উক্তির সহিত তাহার ঐক্যও হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান হইয়া থাকি। যশোরের ঘটকগণের লিখিত কোন অব্দই প্রকৃত নহে। সুতরাং আমরা এস্থলে তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, এবং বসু মহাশয়ের উক্তিও আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমরা নিম্নে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করি-

* "যুগযুগ্মেষুচন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতি র্মহান্।"

তেছি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যশোর রাজ্য দশ আনা ছয় আনা ভাগে বিভক্ত হয় এবং সাধারণতঃ তাহার পূর্ব্বভাগ প্রতাপাদিত্যের ও পশ্চিমভাগ বসন্ত রায়ের অংশে পড়ে। উভয়েই স্বাধীন ভাবে আপন আপন অংশে প্রভুত্ব করিতেন। জেসুইট পাদরীগণ ১৫৯৮-৯৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৩ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভ্রমণ করিতে ১৫ বা ২০ দিন লাগিত ; এবং চ্যাণ্ডি-কান বা সাগরদ্বীপ তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতাপাদিত্য সমস্ত যশোর রাজ্যেরই একাধীশ্বর ছিলেন। চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপ যে বসন্ত রায়ের অংশে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার হত্যার পর উহা প্রতাপাদিত্যের অধিকারে আইসে। সুতরাং পাদরীগণের উক্তি অনুসারে ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা হয় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আবার আমরা জানিতে পারি যে, কচুরায় বাদসাহের নিকট আবেদন করিয়া মানসিংহকে লইয়া ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের দমনে উপস্থিত হন। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে কচুরায় যেরূপ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সময়ে অন্ততঃ তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতির ন্যূন ছিল না বলিয়াই বোধ হয়, বরঞ্চ বিংশতির কিছু অধিকই ছিল। বসন্ত রায়ের হত্যার সময় তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। কারণ, জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়াই কচুরায় মানসিংহকে লইয়া যশোরে উপস্থিত হন। সুতরাং যদি ঐ দ্বাদশ বর্ষকে কোনরূপে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা এইরূপ মনে করি যে, বসন্ত রায়ের হত্যার সময়ই তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। সে সময়

তিনি যে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন না, তাহাও বুঝিতে পারা যায় ; কারণ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও ঘটককারিকায় তাঁহার কচুবনে রক্ষার বিষয় হইতে জানা যায় যে, তিনি কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * সুতরাং আমরা তৎকালে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সই অনুমান করিয়া থাকি। অথবা দ্বাদশ বৎসরের সময় তিনি আগবায় গমন করেন। কিন্তু তখন আকবর জীবিত ছিলেন, তাহার অনেক পরে তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তাহা হইলে ১৬০২ খৃঃ অব্দের অনেক পূর্ব্বে যে বসন্ত রায়ের হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে। কচুরায় ইশাখাঁর নিকট পলায়ন কবিয়া অবস্থিতি করেন। এই ইশাখাঁ সুপ্রসিদ্ধ কতলু খাঁর অমাত্য ও স্ববংশীয়। ইশাখাঁ ১৫৯০ হইতে ১৫৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে ১৫৯২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে যে কচুরায় ইশাখাঁর নিকট অবস্থিতি কবিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই বসন্ত বায়ের হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ পূর্ব্ব বঙ্গের ইশাখাঁর নিকট কচুরায়ের অবস্থিতির কথা বলিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। তাহা হইলেও উক্ত ইশাখাঁর ১৬০০ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হওয়ায় তৎপূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা স্থির করিতে হয়। আবার ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে বসন্ত রায় বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কারণ বালফ ফিচ্ সে সময়ে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধ ভূঁইয়াগণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ; অথচ প্রতাপাদিত্যের কোন কথা তাঁহার বিবরণ

* "তদ্বংশে তন্নিহতপিত্রাদিস্বজনঃ একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চীবনে রক্ষিতঃ।" (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত)।

"অসৌ কচ্চীবন প্রান্তে রাজপত্ন্যা সুরক্ষিতঃ ॥"

পলায়নপর ও কচ্চীবন প্রান্তে সুরক্ষিত কথা হইতে তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির বিষয়ই বুঝায়।

হইতে জানা যায় না। ফিচ্ হিজলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অথচ জেসুইট পাদরীগণের সময় যে চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপ বাঙ্গলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া কথিত হইত, ফিচ্ তথায় আগমন বা তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, এবং যশোর রাজ্যের বিবরণও তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় না। ইহাতে বোধ হয় যে, তখনও পর্য্যন্ত যশোর দুই ভাগে বিভক্ত থাকায়, এবং প্রতাপাদিত্য একচ্ছত্র রাজা না হওয়ায়, ও চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপ প্রাধান্য লাভ না করায়, ফিচের নিকট তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, সে সময়ে বসন্ত রায় বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৯২ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে বসন্তরায়ের হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৫৯০ হইতে ১৫৯২ পর্য্যন্ত ঈশার্খাঁর প্রভুত্ব সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া স্থির করাই যুক্তিযুক্ত।

বসন্ত রায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য তাঁহার বংশ নির্ম্মূল করিতে প্রবৃত্ত হন। সর্ব্বপ্রথমে বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ রায় তাঁহার হস্তে নিহত হন। রাম রাম বসু মহাশয় বলেন যে, বসন্ত রায়কে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলে, গোবিন্দ রায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করেন; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায়, প্রতাপ তরবারির আঘাতে গোবিন্দরায়কেও নিপাতিত করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রতাপ গোবিন্দ রায়ের গর্ভবতী স্ত্রীর মস্তকচ্ছেদন করেন বলিয়া বসু মহাশয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রতাপ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিলেও একপ ভয়াবহ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, বসন্তের দুই পুত্র গোবিন্দ ও চন্দ্র উভয়ে প্রতাপাদিত্যের হস্তে নিহত হন। বসন্তরায়ের অন্যান্য পুত্রের মধ্যে সকলে সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন কি না, জানা যায় না। বসু

কচুরায়।

মহাশয় বসন্তরায় ও গোবিন্দরায়ের হত্যার পর সাত পুত্রের বন্দী হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দ ও চন্দ্র ব্যতীত সে সময়ে আমরা বসন্তরায়ের আর এক পুত্রের অবস্থিতির কথা জানিতে পারি। তাঁহার নাম রাঘব রায় এবং তিনিই কচুরায় নামে সুপ্রসিদ্ধ। রাঘব বসন্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন, বসন্তরায়ের হত্যার সময় তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনি কচুবনে লুক্কায়িত হওয়ায় আপনার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গলের মতে রাণী তাঁহাকে কচুবনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে কোন ধাত্রী তাঁহাকে কচুবনে রক্ষা করেন। কেহ কেহ এই ধাত্রীকে রেবতী নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। ফলতঃ রাঘব রায় এই হত্যার সময় কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া যে কচুরায় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বসন্তরায়ের ভ্রাতৃজামাতা রূপবসু কচুরায়কে লইয়া ইশা খাঁ লোহানীর নিকট উপস্থিত হন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, রূপ বসুর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ইশা খাঁ বলবন্ত খোজা নামক আপনার সেনানীকে পাঠাইয়া বসন্তরায়ের পুত্রদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রূপবসুর সহিত কচুরায় যে ইশা খাঁর নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ে ইশা খাঁ সমগ্র উড়িষ্যায় একাধিপত্য করিতেন, এবং বসন্তরায়ের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ থাকায়, তিনি কচুরায়কে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সাহায্যেরও আশাও দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্পকাল পরে ১৫৯২ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁর অন্তর্ধান ঘটায়, কচুরায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আগরায় বাদসাহ দরবারে উপস্থিত হন। আমরা এই খানে কচুরায়ের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিবার ইচ্ছা করি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঘটককারিকায় লিখিত আছে তিনি

দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় জাহাঙ্গীর বাদসাহের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি জাহাঙ্গীরের নিকট উপস্থিত হন, সে সময়ে তাঁহার বয়স যে দ্বাদশের অনেক অধিক ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তাহারই অব্যবহিত পরে তিনি মানসিংহের সহিত যশোরে আগমন করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঘটককারিকার এই দ্বাদশ বৎসরকে কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। এই সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান হয় যে, বসন্তরায়ের হত্যার সময় কচুরায়ের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, অথবা তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় বাদসাহের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আকবর বাদসাহই জীবিত ছিলেন। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কচুরায় কিছুকাল রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করেন ও আমীরগণের নিকট পরিচিত হইয়া পরে বাদসাহদরবারে উপস্থিত হন। যদিও তিনি জাহাঙ্গীরের সময় কচুরায়ের উপস্থিতির কথা বলিয়া থাকেন। কচুরায় বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া আমীর ওমরার সহিত পরিচিত হইতে অবশ্য কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহা হইলে দ্বাদশ বৎসরের সময় তাঁহার আগরা গমন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁর মৃত্যুর পর কচুরায় আগরা গমন করেন, এবং যে সময়ে ইশা খাঁ উড়িষ্যার কর্তা সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৯০ হইতে ১৫৯২ খৃঃ অব্দের মধ্যে বসন্তরায় হত হন। তাহা হইলে তাঁহার আগরা যাত্রাকালে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বসন্তরায়ের হত্যা সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম দশ বা একাদশ বৎসর ছিল। সুতরাং বসন্তরায়ের হত্যা বা কচুরায়ের আগরা গমনের মধ্যে কিছুই ব্যবধান না থাকায় বসন্তরায়ের হত্যার সময়ে হউক বা তাঁহার আগরাগমনের সময়েই হউক কচুরায়ের বয়স দ্বাদশ বৎসর অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহার

আগরা গমনের অর্থাৎ ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল ইহাই অনুমান করিয়া থাকি। তাহা হইলে ১৫৮০ খৃঃ অব্দে কচুরায়ের জন্ম হয় ও প্রতাপাদিত্যের পতনের সময় তাঁহার ২৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, এইরূপই অনুমান হইয়া থাকে।

খাজা ইশাখাঁ লোহানী।

কচুরায় যে ইশার্খার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম খাজা ইশাখাঁ লোহানী একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।. কেহ কেহ কত্রাভূর ইশাখাঁ মসনদ আলির নিকট কচুরায়ের উপস্থিতির কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। রামরাম বসু মহাশয় তাঁহাকে দক্ষিণ দেশীয় ইশাখাঁ মসন্দরী বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি আবার তাঁহাকে হিজলীর অধিপতি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিজলীর মসনদ আলিবংশে ইশাখাঁ নামে কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না। হোসেন সাহার রাজত্ব কালে ১৫০৫ খৃঃ অব্দে তাজখাঁ মসনদ আলি ও তাঁহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ান হিজলী অধিকার করেন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলী তাজ খাঁর অধিকারে থাকে। ঐ সময়ে বাদসাহী সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাজ খাঁ, হয় নিজে সমাধিগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, না হয় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ আক্রমণ-কারীদের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে হিজলীর অধিকার নিষ্কণ্টক করিয়া লন। কিন্তু মসনদ আলির জামাতা জাইল খাঁ বাহাদুরের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করায় বাহাদুরকে বন্দী হইতে হয়, ও জাইল ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর অধিকারী রূপে অবস্থিতি করেন। তাহার পর বাহাদুর স্বাধীনতা লাভ করিয়া ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর অধিকার, ভোগ করিয়াছিলেন। ইহার পর হিজলী তাঁহার দেওয়ান ও সরকার দুইজন হিন্দুর মধ্যে জালামুঠা ও মাজনামুঠা রূপে

বিভক্ত হইয়া যায়। * সুতরাং হিজলীর মসনদ আলি বংশে ইশা খাঁ নামে যে কেহ বিদ্যমান ছিলেন না, উহা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝা যাইতেছে। কচুরায় যাঁহার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি যে ইশা খাঁ লোহানি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, লোহানী বংশীয়দের সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। বিক্রমাদিত্য কতলু খাঁর সহিত দায়ুদের পার্শ্বচর রূপে অবস্থিতি করিতেন। এইজন্য কতলুর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ইশা খাঁ কতলুর স্ববংশীয়, এবং তাঁহার অনুচর ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত যে বসন্তরায়ের বিশেষরূপ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। দায়ুদের পতনের পর যে সময়ে কতলু উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন, সে সময়ে ইশা খাকে উড়িষ্যার জমাদাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। † তিনি কতলুর অধীনে উড়িষ্যার জমাদারী পদে বৃত হন। তাহার পর ১৫৯০ খৃঃ অব্দে কতলুর মৃত্যু হইলে ইশা তাঁহার অমাত্যস্বরূপে কতলুর পুত্রগণকে লইয়া মানসিংহের নিকট উপস্থিত হন ও বাদসাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তাহার পর হইতে তিনি আফগানগণের নেতৃস্বরূপে উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ‡ দুই বৎসর

* Hunter's Statistical Account of 24 Perganas and Sundarbans.

† "Todar Mall and Cadiq Khan followed Macum-i-Kabuli to Behar. Macum made a fruitless attempt to defeat Cadiq Khan in a sudden night attack but was obliged to retreat, finding a ready asylum with Isa Khan, zemindar of Orisa." (Blochmann's Ain-i-Akbari. P. 322.)

‡ "In the time of Khan-Khanan Munim Khan and Khan Jahan, a large portion of this country (Orissa) had been brought under

পরে ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে আফগানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রো-হিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। * এই সময়ের মধ্যে বসন্ত রায় হত হওয়ায় কচুরায় ইশা খাঁর নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ইশাও এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। রামরাম বসু মহাশয় তাঁহাকে হিজলীর অধিপতি বলিয়া, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হিজলী অধিকারের কথা বলিয়াছেন। ইশা খাঁ লোহানি উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বঙ্গে আধিপত্য করায় হিজলী যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে,

the Imperial rule. But through the incompetency of the amirs it had been wrested from them by Katlu Lohani. When Katlu died, and Raja Man Singh withdrew his forces, as before related, his coarse was disapproved by many wise men, but a treaty was patched up. The evil spirits of the country was strove to overthrow each other, but so long as Katlu's *vakil* Isa lived, the treaty was observed," (Akbarnama. Elliot Vol VI.)

"As the rainy season was not yet terminated, and the Raja, found himself unable to undertake any active measures, he readily listened to their proposals ; in consequence of which the sons of Catluh Khan, attended by Khuaji Issa, their minister, visted the Raja and presented him with one hundred and fifty elephants, and many other costly articles." (Stewart.)

"Khwajah Usman, according to the *Mokhzani Afgani*, was the second son of Miyan Isa Khan Lohani who after the death of Qatlu Khan was the leader of the Afghans in Orisa and Southern Bengal." (Blochmann's Ain-i-Akbari P 520.)

৭৪ ও ৭৮ টিপ্পনী দেখ।

* "And as long as Khuaji Issa the prime-minister of the Afghans, lived, the peace was preserved inviolable on both sides," but at the end of two years that able men quitted this transitory world" (Stewart) ৭৪ টিপ্পনীতে ভ্রমক্রমে লেখা হইয়াছে যে, তিনি ১৬০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এবং প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইশা খাঁর নিকট হইতে হিজলী বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেও পারেন। কিন্তু সে সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার ও ইশা খাঁর সহিত তাঁহার সন্ধি থাকায় তিনি যে প্রতাপাদিত্যকে নির্ব্বিবাদে হিজলী অধিকার করিতে দিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। এইজন্য প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হিজলী অধিকারের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া থাকি। তবে ইশা খাঁর সহিত বিবাদ করিয়া তিনি আপনার রাজ্যের নিকটস্থ হিজলীকে কিছু দিন নিজ অধিকারে রাখিতেও পারেন। ফলতঃ সে বিষয়ের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রতাপের একচ্ছত্রত্ব।

রাজা বসন্তরায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য সমস্ত যশোর রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে মধুমতী, পশ্চিমে ভাগীরথী এবং দক্ষিণে সমুদ্র, এই বিস্তৃত যশোর রাজ্য তাঁহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়। সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরিসীম বল ও বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তাঁহার পরাক্রম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি কেদাররায় প্রভৃতি অন্যান্য ভুঁইয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এবং রাজমহাল ও পাটনা অধিকার করিয়া সমগ্র বিহার আপনার করায়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। যে সময়ে প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে নিহত করিয়া যশোর রাজ্যের একাধীশ্বর হন, সে সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলা, বিহারের সুবেদাররূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং প্রতাপের রাজমহল ও পাটনা অধিকার যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেদাররায় প্রভৃতির রাজ্য অধিকারেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সময়ে জেসুইট পাদরীগণ এ দেশে আগমন করেন, সে সময়ে তাঁহারা প্রতাপ ও কেদার

রায় উভয়কেই সমান ক্ষমতাশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইশা খাঁ মসনদ আলিকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের সহিত মানসিংহেরই যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহারা মানসিংহ কর্ত্তৃকই বিজিত হইয়াছিলেন। মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ ও জেসুইটগণ তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কেদার রায়ের সহিত আরাকানরাজের সংঘর্ষের কথাও তাঁহাদের বিবরণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রতাপ যে অন্যান্য ভুইয়াদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার কোনই মূল নাই। * বিশেষতঃ পাদরীগণ প্রত্যেকের রাজ্য ও রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থিতি কালের মধ্যেই ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের মৃত্যু হয়। একজন স্বাভাবিকভাবে, আর এক জন মানসিংহের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলতঃ প্রতাপের রাজমহল, পাটনা ও অন্যান্য ভুঁইয়াদের রাজ্য অধিকারের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। বসন্তরায়কে নিহত করিয়া তিনি সমস্ত রাজ্য অধিকার করায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারই কয়েক বর্ষ পরে জেসুইট্ পাদরীগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং তাঁহারা প্রতাপকে অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ও তাঁহার রাজ্য ভ্রমণ করিতে প্রায় এক মাস লাগিত বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫৯৮ খৃঃ অব্দে নিকোলাস পাইমেণ্টা গোয়ার প্রধান পাদরী ছিলেন। তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত। পাইমেণ্টা বঙ্গদেশে ধর্ম্ম-

জেসুইটগণের বাঙ্গলায় আগমন।

প্রচারের জন্য ফ্রান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ ও ডমিনিক সোসা নামক দুইজন জেসুইট পাদরীকে প্রথমে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের ৩রা মে কোচিন হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া আঠার দিনে ক্ষুদ্রবন্দর বা

* (৬৭) টিপ্পনী দেখ।

পিপ্‌লীতে * উপস্থিত হন। তথা হইতে পুনর্ব্বার জলপথে আট দিনে গুলো বা হুগলীতে † আগমন করেন। গুলো গঙ্গার মোহানা হইতে ১০৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। গুলোতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। ডমিনিক সোসা কষ্ট স্বীকার করিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন ও তাহাতেই উপদেশ

* ক্ষুদ্র বন্দরকে পর্টুগীজগণ Porto Pequino, এবং বৃহৎ বন্দরকে Porto Grande বলিত। চট্টগ্রামই পোর্টো গ্রাণ্ডা নামে অভিহিত হইত। কিন্তু তিনটি বন্দর পোর্টো পেকিনো নামে কথিত হইতে দেখা যায়। ১ সপ্তগ্রাম, ২ হুগলী ও ৩ পিপলী—"Its (Chittagong's) easy access and safe anchorage attracted the merchantmen of foreign nations, and won for it some years later the appellation of Porto Grando, in contradistinction to Satigam (or Satgong) on the other side of the Bay of Bengal. [Or more probably perhaps in contradistinction to Porto Pequino or Pipley near Balassore. Samuel Parchas (1626) says Bengal streched "from the confines of the Kingdom of Ramu or Porto Grando to Palmerine (Point Palmyras) ninety miles beyond Porto Pequeno'].

(Calcutta Review. Vol. LIII.)

† "The Gullo appears to me to be identical with Bandel."

Beveridge.

"Hoogly is described in 1603 as Golin, a Portuguese Colony, where Cervalius, a Portuguese captured a castle belonging to the Mogols" (A Sketch of the Administration of the Hoogly District by George Toynbee.) গঙ্গার মোহানা হইতে তৎকালে জলপথে ২১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় গুলো বা গোলিন যে হুগলী তাহাতে সন্দেহ নাই। সাগর দ্বীপের নিকট গালা বা গালিনা নামে একটী দ্বীপের বিষয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে জানা যায়। Vanden Brouckeএর ১৬৬০ খৃঃ অব্দের মানচিত্রে গালিন দ্বীপের কথা আছে। Valentine এর Memoir to Vanden Broucke's Map নামক পুস্তকে লিখিত আছে,—"The coast from Sjungernaut (Jaganath or Puri) or say from Punta das Palmeiras (Point Palmyras, or Maipur) as far as to Sagar and the Ilha do Galinha (i. e. the Hen's Isle) and the river up to Oegli" &c. এতদ্ভিন্ন ১৭০০ খৃঃ অব্দের New Map of India and

দিতেন। * গুলোয় অবস্থানকালে তাঁহারা চ্যাণ্ডিকানাধিপতি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যে যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। গুলো হইতে তাঁহারা চট্টগ্রামে গমন করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে মেলসিওর ফনসেকা ও এণ্ড্রু বাউয়েস নামক পাদরীদ্বয় বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। † এই জেস্যুইট পাদরী চতুষ্টয় হুগলী, চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, কত্রাভু ও চ্যাণ্ডিকান প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অনেককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ভূঁইয়াগণের সাক্ষাৎ লাভও করেন। রামচন্দ্র রায় ও প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ তাঁহারা তাঁহাদের বিবরণে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ রামচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাতের বিবরণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা

China, ১৭০৫ Carte Des Indes Et-de-la China প্রভৃতি মানচিত্রেও Ile de Galaর উল্লেখ আছে। এই গালা বা গালিনা গুলো বা গলিন হইতে যে পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহা গঙ্গার মোহানায় ও গুলো মোহানা হইতে ২১০ মাইল উত্তরে।

* মূল ৪৭৬ পৃঃ দেখ।

† "In Bengalicam missionem electi sunt Patres Franciscus Fernandus & Dominicus Sosa quibus iam duos alios Sacerdotes suppetios misimus Melchiorem Fonsecom, & Andream Boues." (Pimenta's Historica Relatio de India Orientali.)

‡ এই সমস্ত পাদরী তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন পত্রে গোয়ায় পাইমেণ্টার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাইমেণ্টা তাঁহার মন্তব্যসহ সেই সমস্ত পত্র ১৬০১ ও ১৬০২ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন। ডুজারিক সেই সমস্ত পত্র অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থে তাৎকালিক বাঙ্গলার অনেক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে ভুঁইয়াদিগের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। ডুজারিকের গ্রন্থ ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়, তাহার পর সামুয়েল পার্শা ১৬২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতেও ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্ট হয়। পাদরীগণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ডুজারিক ও পাইমেণ্টার বিবরণ মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে উপস্থিতি ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বিবরণ বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পাদরীগণের গুলোয় অবস্থানকালে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই পাদরীচতুষ্টয়ের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজই প্রধান ছিলেন।

পাদরীগণের চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিতি।

তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত না হওয়ার জন্য তথাকার রাজা তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তদনুসারে ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের শেষে চট্টগ্রাম হইতে সোসাকে চ্যাণ্ডিকানে পাঠাইয়া দেন। * সোসার তথায় উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কারণ, তিনি পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। † তিনি চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য লোক প্রেরণ করেন ও নিজেও উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাদের আতিথ্যের জন্য চাউল, ঘৃত, চিনি, ছাগশিশু প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা একটি মাত্র ছাগশিশু রাখিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। ‡ সোসা ফার্ণাণ্ডেজকেও চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হওয়ার জন্য পত্র লেখেন। তজ্জন্য ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ফার্ণাণ্ডেজ চ্যাণ্ডিকান অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনিও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাত হইয়া

* বেভারিজ সাহেব বলেন যে, ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে সোসা চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন ; কিন্তু আমরা ফার্ণাণ্ডেজের ১৫৯৯এর ১৪ই জানুয়ারি তারিখের পত্রে সোসার চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিতি জ্ঞাত হই। (মূল ৪৭২ ও ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

† মূল ৪৪২ পৃঃ

‡ মূল ৪৭৪ পৃঃ

একজন প্রধান ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পাঠান। সোমবারে রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। * রাজার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধেও তাঁহাদের অনেক আলাপাদি হইয়াছিল। পাদরীরা অনেক দেবতার উপাসক বলিয়া হিন্দুদিগকে নিন্দা করায়, রাজা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আপনারা যেমন স্বর্গদূতদিগের পূজা করেন, হিন্দুরাও তেমনি ঐ সমস্ত দেবতাকে তাঁহাদের ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। † পাদরীরা চ্যাণ্ডিক্যান রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও গির্জানির্ম্মাণের জন্য রাজার নিকট হইতে ক্ষমতা-পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহারা আবার তাহা যুবরাজ উদয়াদিত্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া লন। সে সময়ে উদয়াদিত্যের বয়স প্রায় ১২ বৎসর ছিল। ইহার পর ফার্ণাণ্ডেজ তথা হইতে শ্রীপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে ২০ নবেম্বর ফনসেকা চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন। তিনি চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় আগমন করেন, পরে তথা হইতে চ্যাণ্ডিকান পঁহুছিয়া ছিলেন। সোসা বরাবরই চ্যাণ্ডিকানে অবস্থিতি করিতেন। সোমবারে তাঁহারা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা রাজাকে বেরিনগাঁয়ের কমলা লেবু উপহার দিয়াছিলেন। এই লেবু অত্যন্ত সুস্বাদু ও সে প্রদেশে তাহার মত লেবু পাওয়া যায় না। রাজা তাঁহাদের উপহারে

* মূল ৪৮৩ পৃঃ

† The king of Chandican (which lyeth at the mouth of Ganges) caused a Iesuite to rehearse the *Decalogue* who when he reproved the Indians for their polytheisme worshipping so many Pagodes: He said that they observed them but as, among them, their saints were worshipped: to whom how sauoury the Iesuites distinction of *douleia* and *latreia* was for his satisfaction I leave to the Reader's judgment. This king, and the others of Bacola, and Arracan, have admitted the Iesuite into their countries, and most of these Indian Nations." (Parcha's His Pilgrimes. Fourth Part. Book V. P. 512)

অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকেও যথারীতি সংবর্দ্ধনাও করিয়াছিলেন। কোন খৃষ্টান রাজা তাঁহাদিগকে এরূপ সম্মান করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। রাজা তাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের জন্য তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত লোকদিগের অবস্থানের জন্য একটি স্থানের প্রার্থনা করিলে রাজা তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। রাজার নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়া পাদরীগণ কিছুকাল চ্যাণ্ডিকানে অবস্থিতি করেন।

বাঙ্গলার প্রথম গির্জ্জা।

যে সময়ে ফার্ণাণ্ডেজ চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন, সে সময়ে তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে গির্জাস্থাপনের ও ধর্ম্মপ্রচারের ক্ষমতা-পত্র পাইয়াছিলেন, এবং কুমার উদয়াদিত্যও তাহাতে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দেন। ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে চ্যাণ্ডিকানে আগমন করেন। রাজার নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া পাদরীগণ চ্যাণ্ডিকানে এক গির্জা স্থাপন করেন, এবং তাহাই বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম গির্জা। তাহার পর চট্টগ্রাম ও পরে ব্যাণ্ডেলে গির্জা স্থাপিত হয়। তিন গির্জাই ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। * চ্যাণ্ডিকানের গির্জা ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইলেও ১৬০০ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য হয়। উক্ত দিবসে পাদরীগণ একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং তাহাও বাঙ্গলার

* It was the first church, in Bengal and was on this account dedicated to Jesus Christ. Chittagong was the second and Bandel the third. The last was built about this time, by a Portuguese named Villaloboo." (Beveridge.) মূল ৪৪৮ পৃঃ। ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জায়ও ১৫৯৯ খৃঃ অব্দ লিখিত আছে। "A stone over the gateway bears the date 1599." (Hunter) কিন্তু পুরাতন গির্জ্জা ১৬৩২ খৃঃ অব্দে দগ্ধ হওয়ায় তাহার স্থলে নূতন গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়।

প্রথম খৃষ্টীয় পর্ব্ব। তাঁহারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গির্জাটিকে নানা প্রকার সাজসজ্জায় ভূষিত করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য ও যুবরাজ উদয়াদিত্য গির্জাদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাহা দেখিবার জন্য সমাগত হইত। পঞ্চদশ দিবস এইরূপ সমারোহে পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পাদরীগণ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনেরও ইচ্ছা করেন। পীড়িত লোকদিগকে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর বৎসর উৎসবের দিন যুবরাজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গির্জা দেখিতে আসেন, এবং রাজাও অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করেন। তিনি ইহাকে বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান গির্জা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। * এইরূপে রাজা প্রতাপাদিত্যের সাহায্যে পাদরীগণ তাঁহার রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আপনাদের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া লোকদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও ইশা খাঁ কেদাররায় ও রামচন্দ্রের রাজ্যেও ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ পাইয়াছিলেন, তথাপি প্রতাপাদিত্য তাঁহাদিগকে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেরূপ সাহায্য তাঁহারা আর কোন স্থান হইতে পান নাই। ইহাতে প্রতাপের উদারতাব বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

চ্যাণ্ডিকান কোথায়?

জেসুইট পাদরীগণ স্পষ্টতঃ প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকানাধিপতি যে প্রতাপাদিত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই বর্ণনা হইতে তাহা প্রমাণ করিতেছি। পরে তাঁহাদের কথিত

* মূল ৪৪৭-৪৮ পৃঃ দেখ।

চ্যাণ্ডিকানই বা কোথায় তাহাও নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। পাদরী-গণের লিখিত পত্র গোয়ার প্রধান পাদরী নিকলাস পাইমেণ্টা স্বীয় মন্তব্যসহ জেসুইটগণের প্রধান অধ্যক্ষ ক্লাউডি একোয়াভিয়নের নিকট প্রেরণ করেন, পরে তাহা প্রকাশিত হয়। ইহা অবলম্বন করিয়া ডুজারিক নামক ফরাসী ঐতিহাসিক ও সামুয়েল পার্শা নামক ইংরেজ লেখক বাঙ্গলার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাদরীগণের আগমনের সময় বাঙ্গলায় বার জন ভুঁইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে তিন জন হিন্দু ও নয় জন মুসল্মান। হিন্দু তিন জন শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকানের অধীশ্বর। কেদাররায় শ্রীপুরের ও রামচন্দ্র রায় বাকলার অধিপতি ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে তাঁহাদের সমকক্ষ আর এক হিন্দু ভুঁইয়া যে প্রতাপাদিত্য, তাহা নানা প্রমাণের দ্বারা স্থির হয়। সুতরাং চ্যাণ্ডিকানাধিপতিই যে প্রতাপাদিত্য তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। ইহার পর তৎসম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। যে সময়ে পাদরী ফনসেকা বাকলায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন, সেই সময়ে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এখান হইতে কোথায় যাইবেন। ফনসেকা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমরা আপনার ভাবী শ্বশুর চ্যাণ্ডিকানাধিপতির নিকট যাইতেছি। রামচন্দ্র রায় যে প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহার শ্বশুর যে প্রতাপা-দিত্য তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আমরা আরও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। পাদরীগণের বর্ণনায় লিখিত আছে যে, সুপ্র-সিদ্ধ পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট হইতে চ্যাণ্ডি-কানে গমন করেন। চ্যাণ্ডিকানাধিপতি সে সময়ে যশোরে ছিলেন।

তিনি কার্ভালোকে তথায় আহ্বান করিয়া তাহার হত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনায় চ্যাণ্ডিকানাধিপতির অন্যতম আবাসস্থান যশোরের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, তিনি যে প্রতাপাদিত্য এ বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক্ষণে আমরা তাঁহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিক্যান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব মহোদয় এই চ্যাণ্ডিকান যে প্রতাপের রাজধানী ধূমঘাটের সহিত অভিন্ন তাহা প্রতিপাদনেব চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে চাঁদ খাঁ মসন্দরীর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাঁদ খাঁর জায়গীর সম্ভবতঃ চাঁদ খাঁ নামেই অভিহিত হইত, এবং প্রতাপাদিত্যের সময় পর্য্যন্তও সেই নামই প্রচলিত ছিল। প্রতাপাদিত্য যশোর হইতে ধূমঘাটকে স্বতন্ত্র করিয়া গঠন করেন, এবং সম্ভবতঃ তাহা চাঁদ খাঁর রাজধানীর স্থলেই গঠিত হয়। এই জন্য চ্যাণ্ডিকান সম্ভবতঃ ধূমঘাটই হইবে। তিনি আরও বলেন যে, চ্যাণ্ডিকানাধিপতি যশোর হইতে কার্ভালোকে আহ্বান করিয়া পাঠান, এবং তথায় তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়। পাদরীরা সেই সময়ে চ্যাণ্ডিকানে ছিলেন; কার্ভালোর মৃত্যু সংবাদ তাঁহাদের নিকট পরবর্ত্তী মধ্যরাত্রিতে পঁহুছিয়াছিল। ইহাতে যশোর ও ধূমঘাটের ব্যবধানও বুঝা যাইতেছে। * আমরা কিন্তু বেভারিজ সাহেবের

* "In reply to the questions, where was Chandican, and who was its king? I answer that, as I believe Chandican to have been identical with Dhumghat, or at least in the same neighbourhood, it must have lain in the Twentyfour Parganas, and near the modern bazar of Kaliganj, and that its king was no other than Pratapaditya.

My reasons for this view are firstly, that Chandican is evidently

সহিত একমত নহি। আমরা তাঁহার মতের সমালোচনা করিয়া পরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ ধূমঘাট কোথায়

the same as Chand Khan, which, as we know from the life of Raja Pratapaditya by Ram Ram Basu (modernised by Haris Chandra Tarkalankar) was the name of the former proprietor of the estate, in the Sundarbans which Pratapaditya's father Bikramaditya got from king Daoud, Chand Khan Musandari had died, we are told, without leaving any heirs, and consequently his territory, which was near the Sea, had relapsed into jungle. Bikramaditya saw that king Daoud would be ruined, as he had taken upon himself to resist the Emperor of Delhi, and therefore Bikramaditya, who was his minister took precaution of establishing a retreat for himself in the Jungles. King Daoud was killed in 1576, and Bikramaditya, though he had prepared a city beforehand seems to have gone to it in person about this time. His dynasty had been only about twenty four or twenty five years in the country when the Jesuits visited it, and it would have been quite natural if the name of the old proprietor (Chand Khan) had still clung to it. Moreover, we know that Pratapaditya did not live always at least, at his father's city of Jessore. He rebelled against him, and established a rival city at Dhumghat. In so doing he may have selected the site of Chand Khan's capital, and this may have retained the name of Chand Khan for two or three years after Pratapaditya had removed to it. Nor is there anything in this opposed to the fact that one Khanja Ali formerly owned Jessore; Khanja Ali died in 1458, or about 120 years before Bikramaditya appeared on the scene, so that Chand Khan may very well have been the name of one of Khanja Ali's descendants.

But there is still more evidence of the identity of Chandican with Dhumghat.

The fair prospects of the mission, as described by Fernandez & Fonseca, were soon overclouded. Fernandez died on 14th

তাহা বেভারিজ সাহেব সুস্পষ্টরূপে অবগত নহেন। যশোর ও ধুমঘাট যে পরস্পর সংলগ্ন এতৎ সম্বন্ধে বেভারিজ সাহেব কোনরূপ প্রমাণ পাইয়া-

November 1602, in prison in Chittagong, in consequence of injuries which he had received in a tumult there, and the other priests took refuge in Sundwip. In consequence, however of a war with the king of Arracan, they soon left the island and took refuge in Chandican. But the king of Chandican was cruel and treacherous (traits which agree with the description of Pratapaditya) and was desirous of making his peace with the king of Arracan who was then very powerful, and had, as Du Jarric informs us, taken possession of the kingdom of Bakala. Carvalho, the gallant captain of the Portuguese was at Chandican, and the king of Chandican who was then at 'Jasor', sent for Carvalho, and had him murdered in order ingratiate himself with the king of Arracan. Du Jarric adds that the news of Carvalho's murder at Jasor reached Chandican on the following mid-night, which may give us some idea of the distance between the two places.

This ended the Bengal Mission, for the king of Chandican destroyed the church and ordered the priests out of the county We are glad to think that this king, if he was, as we believe, Pratapaditya, shortly afterwards expiated his crimes and died in an iron-cage at Benares That Pratapaditya was a cruel monster, and quite capable of directing the assassination of a brave man like Carvalho, we have proof enough in the work of his admiring biographer, who tells us that Pratapaditya cut off the breasts of a female slave who had offended him.

There are two other slight pieces of evidence in support of the identity between Pratapaditya and the king of Chandican. One is that Du Jarric tells us that the young king of Bakala was absent when the king of Arracan overran his territory, and we know that Ram Chandra Rai, was for a while a prisoner in the city of his father-in-law who wished to assassinate him. Another is that when

ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রামরাম বসু মহাশয় বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধূমঘাট যশোরপুরীর দক্ষিণ পশ্চিমভাগে এবং ধূমঘাটের পুরীনির্ম্মিত হইলে তিনি তাহাকে 'যশোহর পুরী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে যমুনা ও ইচ্ছামতীর মিলন স্থলে ধূম্রঘট্টপত্তন নির্ম্মিত হয়, † এবং সেই মিলন স্থলে যে যশোর নগরও অবস্থিত ছিল অদ্যাপি তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যশোর ও ধূমঘাট উভয় নামেরই স্থান দৃষ্ট হয়, এই উভয় স্থানই ঈশ্বরীপুরের সংলগ্ন ‡ ঈশ্বরীপুরেই যশোরেশ্বরী অবস্থিত আছেন, এবং প্রতাপাদিত্য যে যশোরেশ্বরীর নিকট আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যশোর ও ধূমঘাট পরস্পরসংলগ্ন হওয়ায়, কার্ভালোর হত্যার সংবাদ যশোর হইতে ধূমঘাটে পঁহুছিতে বিলম্ব হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং চ্যাণ্ডিকান যে ধূমঘাট হইতে স্বতন্ত্র তাহা স্বীকার করিতে হইবে; এবং ধূমঘাট ও যশোর যে একই

Fernandez came to Chandican in October 1599, and got the king's signature to the letters-patent, he took the precaution of having them also signed (with the kings' permission) by the king's son, who was then about twelve years old This may have been Pratapaditya's son Udai Aditya, whom we know to have been a great friend of his brother-in-law Ram Chandra Rai, and to have succeeded in saving his life. The two young princes must, from the accounts of Fonseca and Fernandez, have been of nearly the same age, and this makes the story of their friendship all the more probable". (Beveridge's History of Bakarganj.)

* মূল ৩১ পৃষ্ঠা (৪৩, ৪৪) টিপ্পনী দেখ।

† "যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে।
ধূম্রঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।" ভবিষ্যপুরাণ।

‡ প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ মানচিত্র দেখ। (৪৩) টিপ্পনীতে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নগর তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্যের সময় তাঁহাদিগের রাজ্য যশোর রাজ্য নামেই অভিহিত হইত। তাহার চাঁদ খাঁ নাম কদাচ শুনা যায় না। দিগ্বিজয়প্রকাশ ও ভবিষ্য পুরাণে তাহাকে যশোরদেশ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। * সুতরাং কোন কালে যে তাহার চাঁদ খাঁ নাম ছিল, তাহাব কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং চাঁদ খাঁর সহিত চ্যাণ্ডিকানের সামান্য উচ্চারণসাদৃশ্য ব্যতীত অভিন্নতার আর যে কোন প্রমাণ আছে, তাহাও বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে ধূমঘাট বা চাঁদ খাঁকে চ্যাণ্ডিকান বলা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন চ্যাণ্ডিকানের অবস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এক্ষণে চ্যাণ্ডিকান কোথায় তাহাই আলোচিত হইতেছে। আমরা যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে এইরূপ স্থির হয় যে, সাগরদ্বীপকে তাৎকালিক ইউরোপীয়গণ চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিতেন। তৎসম্বন্ধে প্রথম প্রমাণ এই যে, সার টমাস রোর মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানকে একটি দ্বীপরূপে অঙ্কিত ও লিখিত দেখা যায়, এবং তাহাকে গঙ্গার মুখে ও এঞ্জিলি বা হিজলীর নিকট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। † বেভারিজ সাহেব কোন মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া লিখিয়াছেন। ‡ কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা সারটমাস রোর মানচিত্রেই তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। সার টমাস রোর মানচিত্র তাঁহার সহচর বেসিন কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয়। §

* "উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ" দিগ্বিজয় প্রকাশ "যশোর দেশ বিষয়ে" ভবিষ্যপুরাণ।

† সার টমাস রোর মানচিত্র দেখ, মূল মানচিত্রে 'Ile de Chandeican' লিখিত আছে।

‡ "Chandeican does not appear to be marked on any of the old maps." (Beveridge.)

§ ১৯০৫ সালে Glasgow হইতে Universityর publisher James Mac

এতদ্ভিন্ন সামুয়েল পার্শা চ্যাণ্ডিকানকে গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং গঙ্গার জলে কুম্ভীর ও স্থলে ব্যাঘ্রের কথাও লিখিতে বিস্মৃত হন নাই। * সুতরাং হিজলীর নিকট গঙ্গার মোহনা-স্থিত দ্বীপ সাগরদ্বীপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সাগর-দ্বীপের পূর্ব্বে কি নাম ছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না। যেখানে সমু-দ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে তাহাকে গঙ্গাসাগর কহে। পূর্ব্বেও তাহা গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত হইত। সেই জন্য কেহ কেহ সাগরদ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর বলিয়া উল্লেখও করিয়াছেন। + যে স্থানে গঙ্গা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থান চিরকাল গঙ্গাসাগর নামে প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণ প্রভৃতি হইতে তাহাকে গঙ্গাসাগর বলিয়াই জানা যায়। কিন্তু এক্ষণে যাহাকে সাগরদ্বীপ কহে, সেই সমস্ত দ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর দ্বীপ বলিত কি না জানা যায় না, এবং তাহার তাৎকালিক অবস্থান আধুনিক অবস্থান হইতে যে কিছু বিভিন্ন ছিল তাহারও অনুমান হইয়া

Lehose and Goas প্রকাশিত Purchas his Pilgrimes গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে উক্ত মানচিত্রকে "Sir Thomas Roe's Map of East India" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার Hakluyt Societyর প্রকাশিত The Embassy of Sir Thomas Roe নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত মানচিত্রকে "William Buffin's Map of Hindustan" বলা হইয়াছে।

* "The king of Chandecan (which lyeth at the mouth of Ganges) caused &c."

"This River hath in it Crocodiles, which by water are no lesse dangerous then the Tygors by land, and both will assault men in their Ships. (Parcha) হিজলীও পূর্ব্বে দ্বীপ ছিল, ক্রমে তাহা মূল ভূভাগে সংযুক্ত হয়। তাহাকে পূর্ব্বে ইঞ্জিলি বলিত।

\+ "There is in Ganges a place called Gangasagie, that is, the entrie of the Sea." (Parcha.) "About 40 years since when Ye Island called Ganga Sagar" (Hedge's Diary 1683.)

থাকে। তাহার সাগরদ্বীপ নামকরণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে হইয়াছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। * ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাহার কি নাম ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পর্টুগীজগণ তাহাকে চ্যাণ্ডিকান নামেই অভিহিত করিতেন। চ্যাণ্ডিকান যে সাগরদ্বীপ, তাহার আর একটি প্রমাণও আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে চ্যাণ্ডিকানাধিপতিই প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্যকে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাগরদ্বীপের শেষ-রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থের উপরি-ভাগে তাহাই লিখিত ছিল। আমরা কিন্তু তাঁহার রচিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র যে কয়খানি পাইয়াছি, তাহার সদর পৃষ্ঠা নাই। সে কয়খানিই বাঁধান। কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রিভিউতে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র নামক প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থকে 'রাজা প্রতাপাদিত্যের বা সাগর-দ্বীপের শেষ রাজার চরিত্র' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। † হরিশ্চন্দ্র তর্কা-লঙ্কার তাহাকে নব্য বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহারও সদর পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে "রাজা প্রতাপাদিত্য বা সাগরদ্বীপের শেষ রাজার বিবরণ" ‡ বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এসিয়াটিক সোসাইটীর অধি-বেশনে রেভারেণ্ড লংসাহেব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহার মূল গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিতকে সাগরদ্বীপের

* হেজেসের উপরোক্ত উক্তিই তাহার প্রমাণ।

† "The life of Raja Pratapaditya 'the last king of Sagar', published in 1801 at Serampur."

‡ "The History of Raja Pratapaditya, 'the last king of Saugar Island."

শেষ রাজার জীবন চরিত বলিয়া লিখিত ছিল। * সুতরাং রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থে ইংরেজীতে প্রতাপাদিত্যকে যে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হওয়ায় তাৎকালিক ইংরেজ পণ্ডিতেরা প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের রাজা বলিয়াই জানিতেন, এবং তাহার নাম পূর্ব্বে যে চ্যাণ্ডিকান, ছিল তাহাও সম্ভবতঃ তাঁহারা বিদিত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বাঙ্গলার প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন' নামক † গ্রন্থেও প্রতাপাদিত্যকে 'সাগরদ্বীপের শেষ রাজা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ‡ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হেজেস সাগর-দ্বীপের রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন § এবং সেই রাজা যে প্রতাপাদিত্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং চ্যাণ্ডিকান দ্বীপের অবস্থান

* "He (I Long) had published 16 years ago, in Bengali the life of Raja Pratapaditya called in the original 'the last king of Sagur & island." (মূল ২৬২ পৃঃ)

† Ancient Manuments in Bengal.

‡ "Baraduari— * * * It is said to have been erected by Raja Pratap Aditya the last king of Sagar Island."

অন্যত্র

"The Bara Umra Gar—After the Raja of Sagar dethroned &c." (Ancient Manuments in Bengal)

§ "James Price assured me that about 40 years since, when ye Island called Gangu Sagar was inhabited, ye Raja of ye Island gathered yearly rent out of it to the amount of 26 Lacks of Rupees, and that ye same Raja had a country belonging to his Government extending from the River of Rangopala to the great River that comes from Rajamaul, which brought him in yearly 45 Lacks of Rupees. This country affords great store of large Timber to build ships." (Hedge's Dairy 1683.) প্রাইসকে আরও ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলা উচিত ছিল। কারণ প্রতাপাদিত্যই সাগরদ্বীপের শেষ রাজা।

সাগরদ্বীপের অবস্থানের সহিত ঐক্য হওয়ায়, এবং চ্যাণ্ডিকানাধিপতি ও সাগরদ্বীপাধিপতি প্রতাপাদিত্য হওয়ায়, চ্যাণ্ডিকান যে সাগরদ্বীপ, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যশোর হইতে সাগর দূরে অবস্থিত হওয়ায় কার্ভালোর মৃত্যু সংবাদ তথায় পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যে সময়ের মধ্যে সে সংবাদ যশোর হইতে সাগরে পঁহুছায়, উভয়ের দূরত্বানুসারে বর্ত্তমান সময়ে তাহা অসম্ভব মনে হইতে পারে; কিন্তু সে সময়ে দ্রুত জলযানযোগে সর্ব্বদা যেরূপ গতায়াত হইত, এবং কার্ভালোর জাহাজ ও সম্পত্তি প্রভৃতি চ্যাণ্ডিকান বা সাগরে থাকায়, প্রতাপাদিত্যের আদেশে সে সমস্ত করায়ত্ত করার প্রয়োজনে, আরও শীঘ্র তথায় সংবাদ পঁহুছিয়াছিল। সুতরাং পাদ্রীগণের বর্ণনানুসারে যশোর হইতে চ্যাণ্ডিকানের দূরত্বে তাহাকে সাগর বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ইউরোপীয়গণ সাগরকে চ্যাণ্ডিকান বলিতেন বলিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্যও চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন। * সপ্তগ্রাম প্রদেশ বা সরকার সাতগাঁর অধিকাংশই প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগস্থ সরকার সাতগাঁয়ের সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত ছিল। তবে চ্যাণ্ডিকান নামের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। উহা কোন দেশীয় নাম হইতে উৎপন্ন কি পর্টুগীজেরা উহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা যেমন রাখিয়াং হইতে আরাকান ও

* "La province on se tronne le port d l' Quest est name Satigam, an cienne Kandecan. Elle renferme Satigam, Haugli Schandernagor, Calcutta De, sitwees sar le petit Gange le Bagrati." (Tean Bernmilli Description Historique, &c. Vol. II. Part 2. P. 408.)

মায়াপুর হইতে পালমাইয়া করিয়াছেন, সেইরূপ চাঁদ খাঁ বা চণ্ডিকা হইতে চ্যাণ্ডিকান করিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর অপর নাম যেমন ঈশ্বরীপুর ছিল, তেমনি তাহার অন্যতম প্রধান আবাসস্থান সাগরের চণ্ডিকা নাম ছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য। অথবা পটু গীজেরা যেমন গঙ্গাকে চ্যাবেরিস * বলিতেন, সেইরূপ গঙ্গাসাগরের যে চ্যাণ্ডিকান নামকরণ করিয়াছিলেন ইহাও বলা যাইতে পারে। ফলতঃ সে বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সাগরদ্বীপে প্রতাপাদিত্যের অন্যতম আবাসস্থান থাকিলে, এক্ষণে তাহাতে কোনই চিহ্ন দেখা যায় না কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে জলপ্লাবনে তাহার অধিবাসিগণের বাসস্থানের চিহ্ন বিধৌত হইয়া গিয়াছে। ইহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্ব অধিবাসিগণের বাসচিহ্ন যে মধ্যে মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করা গিয়াছে। † সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও তাহা বাসের উপযোগী ছিল। এজন্য ইংরেজেরা তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ‡ সে সময়েও তথায় কতকগুলি মন্দির অবস্থিত ছিল। § ফলতঃ সাগরদ্বীপে পূর্ব্বে যে লোকজনের আবাসস্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্য

* Chaberis.

† উপক্রমণিকা ৩৮ ও ৪১ পৃঃ।

‡ "Company's affairs will never be better, but always grow worse and worse with continual patching, till they resolve to quarrel with these people, and build a Fort on ye Island Sagar at the mouth of this river." (Hedge's Diary.)

§ "We went in our Budgeros to see ye Pagodas at Sagar." (Hedges.)

ইহাকে নৌ-বাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা তাঁহার রাজধানী যশোর অপেক্ষা ইউরোপীয়গণের নিকট সুপরিচিত ছিল। এই জন্য তাঁহারা তাঁহার রাজ্যকে চ্যাণ্ডিকান ও তাঁহাকে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিতেন। বিশেষতঃ সাগর তাঁহাদের পক্ষে সুগম হওয়ায় তথায় সর্ব্বদা তাঁহাদের গতায়াত ছিল। প্রতাপাদিত্যও অনেক সময়ে তথায় অবস্থিতি করিতেন।

রামচন্দ্রের বিবাহ।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় যশোর সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; প্রতাপাদিত্যও তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গজ কায়স্থগণের শীর্ষস্থান ছিল, এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাকে সেইরূপভাবে লিখিত হইতে দেখা যায়। * বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহারাও নিজে শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশীয়। কুলীনপ্রধান চক্রপাণি বসু হইতে তাঁহাদের উদ্ভব। † রাজা প্রতাপাদিত্য এই শ্রেষ্ঠ বংশের সহিত সম্বদ্ধ হইতে যে ইচ্ছা করিবেন, তাহাতে

* "চন্দ্রদ্বীপঃ শিরস্থানং যশোরা বাহবস্তথা।" ঘটককারিকা।

† চক্রপাণিঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলীনানাং কুলেশ্বরঃ।
কুলীন স্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥
বসুকুলাম্বুজঃ সোঽপি চক্রপাণিসমোঽভবৎ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তঃ কুলীনানাং ঋতশ্চ সঃ॥

যথা মহারুদ্রতেজো ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে। চক্রপাণিকুলং তথা ব্যস্তং বৈ তৎ মহীতলে॥
নির্ম্মলঞ্চ কুলং তস্য ভাগীরথীজলং যথা। তদ্বীপ-ধরণী ধন্যা যত্র যত্র স্থিতোহি সঃ॥
বলিরাজসমো দানে মানে চ কৌরবোপমঃ। ভীষ্মতুল্যঃ প্রতিজ্ঞায়াং যুদ্ধে চ বাসবো যথা॥
ধর্ম্মাচারে ধর্ম্ম ইব জ্ঞানে চ শঙ্করোপমঃ। তত্ত্বজ্ঞশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো গুণে চ মাধবঃ স্মৃতঃ॥
পণ্ডিতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু বুদ্ধো বৃহস্পতির্যথা। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবরঃ॥
তস্য কুলস্য মাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুং। আর্য্যশ্রেষ্ঠো মহাশূরঃ শাস্ত্রাস্ত্রগ্রাহিণাং বরঃ॥
রাজ্যাধিপোনরোত্তমশ্চন্দ্রদ্বীপস্য ভাস্করঃ। পদ্মনাভস্তস্যাপি চ দানাস্পদস্তথা ভবৎ॥

(ঘটককারিকা)

সন্দেহ কি? সেই জন্য তিনি রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ প্রদানে ইচ্ছুক হন। এই বিবাহের কথা অনেক দিন পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের পিতা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত থাকিতেই তাহার সূচনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু বর ও কন্যা উভয়ে অল্পবয়স্ক হওয়ায় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে পাদরী ফনসেকা রামচন্দ্রকে অষ্টবর্ষীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের বিবাহ হয় বলিয়া জানা যায়। তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার বয়স একাদশ বা দ্বাদশ হওয়াই সম্ভব। পাদরী ফার্ণাণ্ডেজ উক্ত ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে কুমার উদয়াদিত্যকে দ্বাদশবৎসরবয়স্ক বলিয়াছেন। তাহা হইলে এ সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বা ষোড়শ হইতে পারে। ১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে যে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়, তাহার বিশেষ প্রমাণও আছে। ১৬০২ খৃঃ অব্দে পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ সনদ্বীপ অধিকার করেন। ডুজারিক বলেন যে, তিনি সেই সময়ে বাকলা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। বাকলায় যে মগগণ অত্যাচার করিয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে রামচন্দ্র রায় রাজ্যে উপস্থিত না থাকায় এবং তাঁহাকে অল্পবয়স্ক জানিয়া আরাকানরাজ বাকলা অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা জানিতে পারি যে, রামচন্দ্র রায় ঐ সময়ে যশোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং সেই সময়েই তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কারণ, এই বিবাহসময়েই প্রতাপাদিত্য তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রামচন্দ্র যে খাল দিয়া আপনার চৌষট্টিক্ষেপণীযুক্ত নৌকায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহাকে খোস্তাকাটার খাল কহে। * ফলতঃ

* প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ মানচিত্র দেখ।

১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে যে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়, এবং প্রতাপ তাঁহার রাজ্য ও সমাজ অধিকারের জন্য যে সে সময়ে তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই স্থির হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের হত্যার চেষ্টা যে প্রতাপের আর এক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সময়ে তাহার হৃদয় এত কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি আপনার স্নেহময়ী কন্যাকে পর্য্যন্ত বিধবা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে প্রতাপের নিষ্ঠুরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই ছিল। এই জন্য তিনি উচ্চ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কেবল প্রভুত্ব ও রাজ্য বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষায় আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বৌঠাকুরাণীর হাট।

রামচন্দ্র যশোর হইতে প্রস্থান করিয়া অল্পকালের মধ্যেই বাকলা পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পত্নী বিন্দুমতীকে আনয়ন করিতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। কয়েক বৎসর পরে, সম্ভবতঃ প্রতাপের পতনের পর বিন্দুমতী নিজেই নৌকারোহণে বাকলায় গমন করেন। তিনি রাজধানীর অনতিদূরে অনেক দিন পর্য্যন্ত নৌকাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা রামচন্দ্র তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে সমাদরে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। যে স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গী লোক জনের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে দুইবার করিয়া তথায় হাট বসিত। সেই স্থান কালে "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধ হয়, অদ্যাপি তাহা সেই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। * তাহার পর তিনি তথা হইতে অন্য একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া একটি বৃহৎ দীঘি খনন করাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই সমস্ত কীর্ত্তির কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে রাজা

* চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ দেখ।

তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহার কোনই পরিচয় পান নাই। রাজমাতা তাঁহার বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং নৌকাতে আসিয়া বিন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি বধূকে রাজবাটীতে লইয়া যান। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তজ্জন্য বিন্দু-মতী ক্ষুণ্ণ মনে চন্দ্রদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন। রামচন্দ্র তাঁহার সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি বিন্দুমতীর জন্যই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সাধ্বী পতিপ্রাণা বিন্দুমতী তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া আবার নিজেই তাঁহার দর্শন-লাভে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রের তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা যে সাধুজনোচিত হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিন্দুমতী কাশী হইতে পুনরাগত হইয়াছিলেন কি না জানা যায় না। *

কার্ভালোর হত্যা।

পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো সনদ্বীপ অধিকার করিলে আরাকান-রাজ সেলিমসা তাহা অধিকারের জন্য সচেষ্ট হন। সেই সময়ে পর্টুগীজ-গণের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে তাহাদের বাণিজ্য-শুল্ক লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে মগেরা কতকগুলি খৃষ্টানকে ক্রীতদাস করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে পাদরী ফার্ণাণ্ডেজ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। তজ্জন্য তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়, ও তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। বাউয়েসও কারাগারে বন্দী হইয়া-ছিলেন। ১৬০২ খৃঃ অব্দের ১৪ই নবেম্বর উক্ত কারাগারেই ফার্ণাণ্ডেজের মৃত্যু হয়। বাউয়েস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে তথায় সমাহিত করেন। পরে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সনদ্বীপে উপ-

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তি নারায়ণকে বিন্দুমতীর গর্ভজাত বলিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ আছে কি না আমরা অবগত নহি।

স্থিত হন। সনদ্বীপ আরাকানরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পর্টুগীজেরা শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকানে গমন করে। কার্ভালো প্রথমে শ্রীপুর, তাহার পর চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হয়। পাদরীরাও চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাগরদ্বীপে অবস্থিতি করার পূর্ব্বে কার্ভালো গুলো বা হুগলীতে গমন করেন। * তথায় মোগলদিগের একটি দুর্গে ৪০০ সৈন্য অবস্থিতি করিত। কার্ভালো অল্পসংখ্যক পর্টুগীজের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, একজন ব্যতীত তাহাদের সকলে নিহত হয়। ইহাতে কার্ভালোকে সমস্ত বঙ্গদেশে অত্যন্ত সাহসিক বলিয়া প্রচার করে। গুলোবন্দর অধিকার করিয়া কার্ভালো সনদ্বীপ অধিকারের জন্য আপনার জাহাজাদির সংস্কার করিতেছিলেন। এই সময়ে আরাকানরাজ সনদ্বীপ অধিকার করিয়া বাকলা অধিকার করিলে, যশোর রাজ্যের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কার্ভালোকে ধৃত করার ইচ্ছা করেন, এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। কার্ভালো তিনখানি সুসজ্জিত রণতরি ৫০ খানি জেলিয়া ও একদল সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে খেলাত প্রদান করেন এবং সত্বরই আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু ১৫ দিন অতিবাহিত হইলেও তাহার কোনই আয়োজন হয় নাই। প্রতাপাদিত্য ইতিমধ্যে আরাকানরাজের সহিত গোপনে মিলন করিয়া কার্ভালোকে ধৃত করিতে সচেষ্ট হন। প্রতাপাদিত্য সেই সময়ের মধ্যে যশোরেও গমন করেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারায় পাদরীরা কার্ভালোকে স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ দেন। কিন্তু

* ডুজারিক গুলোকে গঙ্গার মোহানা হইতে ৫০ লীগ বা ১৪০ ক্রোশ বলেন; কিন্তু ফার্ণাণ্ডেজের ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে ২১০ মাইল আছে। মূল ৪৭৩ পৃঃ দেখ।

কার্ভালো রাজার নিকট হইতে সুস্পষ্টরূপে সমস্ত অবগত হইবার জন্য যশোরে উপস্থিত হন। তথায় ৩ দিন পর্য্যন্ত রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃতীয় দিবসে তিনি রাজদবারে আহূত হইলে, কয়েকজন পর্টুগীজসহ তিনি তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। তাহার পর তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজসেনাপতি সসৈন্যে তাঁহাকে লইয়া যান। কারাগার তাঁহার অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অবশেষে সেই কারাগারে তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়।* ১৬০৩ খৃঃ অব্দের প্রথমেই এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। কার্ভালোর মৃত্যুসংবাদ মধ্যরজনীতে সাগরদ্বীপে পঁহুছে। তথায় যে সমস্ত পর্টুগীজ অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকেও বন্দী ও কার্ভালোর জাহাজাদিও অধিকার করা হয়। পাদরীদিগের প্রতি নানাপ্রকার সন্দেহ হওয়ায় তাঁহাদিগকে যশোর রাজ্য পরিত্যাগ করার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের গির্জা ভূমিসাৎ করা হয়, এবং বন্দিগণ তিন সহস্র মুদ্রা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। কার্ভালোর হত্যা যে প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতার আর একটি দৃষ্টান্ত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কার্ভালো যেরূপ বিশ্বাসী ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ শোচনীয়ভাবে হত্যা করা প্রতাপের ন্যায় বীরপুরুষের যে কলঙ্ক, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেদাররায়ের অধীনে কার্ভালো যেরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। তিনি সেইরূপ বিশ্বস্ততাসহকারে প্রতাপের রণতরী ও সৈন্য পরিচালন করিবেন বলিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আরাকানরাজের ভয়ে প্রতাপ তাঁহাকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া দেন। অবশ্য প্রতাপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই কার্ভা-

* মূল ৪৫৭-৫৮ পৃঃ দেখ।

লোকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি আরাকান-রাজের ভয় না করিয়া তাঁহাকে আপনার রণতরী ও সৈন্য পরিচালনে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গলার রাজনৈতিক জগতে আর এক দৃশ্যের উদয় হইত। ফলতঃ প্রতাপ কর্তৃক কার্ভালোর এরূপ শোচনীয় হত্যার সমর্থন করা যায় না।

যে সময়ে প্রতাপ আপনার বলসঞ্চয় করিয়া অসীম পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, সে সময়ে বাঙ্গলায় অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। আজিম খাঁর পরে সাহাবাজ খাঁ কুম্বু বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তৎকালে পাঠানগণ পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ইশা খাঁ ও উড়িষ্যায় কতলু খাঁ মোগলদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। মাশুম খাঁ কাবুলী বিদ্রোহী হইয়া ইশা ও কতলুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। সাহাবাজ খাঁ পূর্ব্ববঙ্গের যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় ওয়াজির খাঁকে কতলুর দমনে প্রেরণ করেন। ওয়াজিরের সহিত যুদ্ধে কতলু পরাজিত হইয়া উড়িষ্যার জঙ্গলে পলাইয়া যান। পরে তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদান করিয়া শান্ত করা হয়। ইশা খাঁও সাহাবাজের সহিত কয়েকটি যুদ্ধের পর শান্তভাব অবলম্বন করেন। সাহাবাজের পর ওয়াজির অল্পদিনের জন্য সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা মানসিংহ বাঙ্গলা, বিহারের সুবেদার হইয়া আসেন। এই সময়ে কতলু খাঁ পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ অধিকার করিয়া বসিলে, মানসিংহ তাঁহার দমনের জন্য অগ্রসর হন। প্রথমতঃ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ আফগানগণের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। জাহানাবাদের নিকট তিনি উপস্থিত হইলে, কতলুর সেনাপতি বাহাদুর খাঁ প্রথমে সন্ধির ভান করিয়া পরে তাঁহাকে রাত্রিতে আক্রমণ

প্রতাপের সময়ে রাজনৈতিক অবস্থা।

করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের চেষ্টায় জগৎসিংহ প্রাণরক্ষা করিয়া হাম্বীরের সহিত বিষ্ণুপুরে যান। হাম্বীর কতলুর পক্ষেই ছিলেন। পরে মোগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার অব্যবহিত পরে কতলুর মৃত্যু হইলে, আফগানেরা মোগলদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে। ইশা খাঁ কতলুর পুত্রত্রয় নসীব, লোদী ও জামলের অভিভাবকস্বরূপে আফগানগণের নেতা হইয়া তাহাদিগকে কিছুকাল শান্তভাবে রাখিয়া ছিলেন। এই সময়ে জগন্নাথ প্রদেশ আফগানগণের হস্তচ্যুত হইয়া বাদসাহের অধিকারে আসে। ইশার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলেমান ও ওসমান আফগানগণের নেতা হইয়া জগন্নাথ অধিকার করিলে, মানসিংহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আফগানেরা কতলুর ও ইশার পুত্র-গণের অধীনে সমবেত হইয়া মানসিংহের সম্মুখীন হন। মানসিংহ তাঁহা-দিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত উড়িষ্যা বাদসাহের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। আকবরের পৌত্র সুলতান খসরু উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তাহার আয় জায়গীরস্বরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর মানসিংহ কিছুকালের জন্য বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, পুনর্ব্বার আফগানেরা ওসমানের অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মানসিংহ তাহাদিগকে সেরপুর-আতাই-এর যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেই সময়ে ইশা খাঁর সহিতও তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আফগানগণ উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে জায়গীর লাভ করে। ওসমান তথায়ও বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া বাদসাহী থানাদার বাজবাহাদুরকে পরাজিত করিলে, মানসিংহ পুনর্ব্বার ওসমানকে পরাজিত করেন। ইহার পর কেদার রায় ও আরাকানাধিপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া মানসিংহ বঙ্গে শান্তি স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে তিনি বাঙ্গলার সুবেদারী পরিত্যাগ করিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আগরায় গমন করেন, এবং আসন্ন

খাঁ জাফরবেগ বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলার কর্ত্তৃত্বেরও ভার প্রাপ্ত হন। *

পাঠানগণ ও কেদার রায় প্রভৃতি ভূঁইয়ারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া ও মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া আপনাদের যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রতাপ সে সমস্ত অবগত হইয়া আর শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি অনেক পরিমাণে বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভূঁইয়া বা পাঠানদিগের অপেক্ষা তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বা পরাক্রম অল্প ছিল না। কাজেই তিনি পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রতাপ আজিম খাঁর সহিত সংঘর্ষের পর হইতে বাদসাহের বিদ্রোহিতাচরণ করেন নাই, এবং তাহার কিছু পরেই মানসিংহ সুবেদার হইয়া আসায়, প্রতাপ আপনাকে তাঁহার সমকক্ষ মনে না করায়, তখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনতা প্রকাশ করেন নাই। মানসিংহের সময়ে তিনি যে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একটি প্রমাণ এই যে, মানসিংহ আফগানদিগকে পরাজিত ও উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদিগকে সরকার খালিফাবাদে জায়গীর প্রদান

প্রতাপের পুনর্ব্বার স্বাধীনতাঘোষণা।

* Stewart সাহেব জাফরবেগ আসফ খাঁর পরিবর্ত্তে আবদুল মজিদ আসফ খাঁকে মানসিংহের পর বিহার ও বাঙ্গলার সুবেদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ব্লকম্যান সাহেব তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—"Stewart (History of Bengal P. 120) says Abdul Mujid Acaf Khan officiated in 1013 for Man Singh in Bengal. This is as impossible &c." তিনি আসফ খাঁ জাফরবেগকেই উক্ত অব্দে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। "Bihar was given to Acaf (Jafar Beg) who moreover, was appointed to a Command of three thousand." (Ain-i-Akbari P. 412) বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার প্রতি বাঙ্গলার ভারও অর্পিত হয়।

করেন। * এই খালিফাবাদ যশোরের একাংশ, এবং তাহা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং যশোর রাজ্যের মধ্যে আফগানদিগকে জায়গীর দান করায় যশোরের অধিপতি যে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, মানসিংহ যত দিন বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, প্রতাপ তত দিন বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদারী পরিত্যাগ করিয়া আগরা গমন করেন এবং জাফরবেগ আসফ খাঁ তাঁহার স্থলে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলাশাসনেরও ভার প্রাপ্ত হন। আসফ খাঁ বিহারেই অবস্থিতি করিতেন, তজ্জন্য তিনি বাঙ্গলার শাসনে তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। মানসিংহের গমনের পর প্রতাপ মহাসুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার স্বাধীনতা প্রকাশে প্রয়াসী হন। এই সময়ে তিনি যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার অধীনে সে সময়ে অনেক সুশিক্ষিত সৈন্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও

* "Jagiers were assigned to the Afghan Chiefs in the district of Khaleefabad." (Stewart). গ্রাণ্ট সাহেব খালিফাবাদ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "Khaleefabad or Jessore, further south on the skirts of the Sunderbunds on sult Marshy island, covered with wood on the sea-coast" &c (5th Report.) এই খালিফাবাদের মধ্যেই ভবেশ্বর রায়ের জমিদারী ছিল। আজিম খাঁর প্রদত্ত তাঁহার চারি পরগণার মধ্যে আমদপুর, মুড়াগাছ ও মল্লিকপুরের উল্লেখ আইন আকবরীতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে সৈয়দপুরের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সে সময়ে সৈয়দপুরের অন্য নাম ছিল। সৈয়দপুরের নাম পরে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। আজিম খাঁর প্রদত্ত কোন সনন্দ চাঁচড়ার রাজবংশের নিকট আছে কি না আমরা অবগত নহি। তবে তাঁহাদের কোন কোন প্রাচীন কাগজ পত্রে উক্ত পরগণা চতুষ্টয় প্রাপ্তির কথা আছে বলিয়া শুনা যায়।

গোলন্দাজ ছিল। তদ্ভিন্ন অনেক রণহস্তীও তাঁহার সহিত থাকিত। প্রতাপ এই অসংখ্য বলের সাহায্যে আপনাকে যারপরনাই বলীয়ান্ মনে করিয়া বাদসাহের অধীনতা ছেদন ও আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। * প্রতাপের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব্বে কেদাররায় ইশা খাঁ প্রভৃতি এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছিলেন। কিন্তু আফ-গানগণ তখনও পর্য্যন্ত আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছিল। তাহাদের উপদ্রবের সহিত প্রতাপের স্বাধীনতা মিলিত হইয়া বঙ্গভূমিতে এক অশান্তির স্থষ্টি করিয়া তুলিল। আসফ খাঁ এ সমস্ত নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে বাঙ্গলার এই সংবাদ বাদসাহ-দরবারে উপস্থিত হইল।

মানসিংহের পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় আগমন।

এই সময়ে রাজধানী আগরাতেও বিপ্লব উপস্থিত হয়। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আকবর বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম পিতার বিদ্রোহাচরণ করেন, এবং তাঁহাকে ভবিষ্যতে সিংহাসন প্রদান না করার জন্য মানসিংহ ও আজিম খাঁ প্রভৃতি সচেষ্ট হন। মানসিংহ তৎকালে বাঙ্গলার সুবেদারী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মানসিংহের পিতৃষ্বসার †

* প্রতাপ যে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন, ইহা বঙ্গের অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মুদ্রা ত্রিকোণাকৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আমরা অনেক চেষ্টাতেও একটি সংগ্রহ করিতে বা দেখিতে পাই নাই। রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা সে মুদ্রা দেখিয়াছেন বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে বলেন। সম্মুখ ভাগ—"শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজপ্রতাপাদিত্যরায়স্য" পশ্চাদ্ভাগ—"বদৎছিক্কাবছিমো জরবে বাঙ্গালা মহারাজ প্রতাপাদিত্য জদ্দাল।"

† সাধারণতঃ জানা যায় যে, খসরু মানসিংহের ভাগিনেয়, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীতে তাঁহাকে মানসিংহের পিতৃষ্বস্পুত্র বলিয়াই জানা যায়।

সহিত সেলিমের বিবাহ হয়, এবং সেই বিবাহের ফলে খসরুর জন্ম হইয়াছিল। খসরু আবার আজিম খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ ও আজিম খাঁ সেলিমের পরিবর্ত্তে খসরুকে আকবরের পর সিংহাসন প্রদানের জন্য নানারূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। যে সময়ে আকবর পীড়িত হইয়া ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিতে-ছিলেন, সেই সময়েই আগরাতে এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। আকবর কিন্তু সেলিমকেই আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যু হইলে, সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাহার পর তিনি মানসিংহ ও আজিম খাঁকে ক্ষমা করিয়া মানসিংহকে বাঙ্গলায় পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দেন। * ঘটককারিকা, ক্ষিতীশবংশাবলী ও রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে কচুরায় বাদসাহের নিকট প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জানাইলে, বাদসাহ তাঁহার দমনের জন্য মানসিংহপ্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না আমরা অবগত নহি। তবে কচুরায়ের বাদসাহ দরবারে প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু সেই কারণেই যে মানসিংহ বাঙ্গলায় পুনঃ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে সে সময়ে আফগান-গণের ও অন্যান্য বিদ্রোহীর জন্য যে বাঙ্গলার শান্তি নষ্ট হইয়াছিল, ইহা বাদসাহ জাহাঙ্গীর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং প্রতাপাদিত্যের

* মানসিংহের বাঙ্গলায় পুনরাগমন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থে উল্লেখ আছে,—

"Certain considerations, nevertheless, prevailed with me some time afterwards to reinstate the Rajah Man Sing in the government of Bengal." (Memoir of Jahanguier, Price P. 19.)

বিদ্রোহিতা তাহারই অন্তর্ভূক্ত বলিয়া তাঁহার ধারণা * হইতেও পারে। সে যাহা হউক, সেই সময়ে মানসিংহ যে বাঙ্গলায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই এবং সেই সময়েই যে প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান প্রমাণ এই যে, মানসিংহ কৃষ্ণনগর-রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কয়েকটি পরগণার যে সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ১০১৫ হিজরী লিখিত আছে। † ১০১৫

* "Man Singh was dispatched to his subaship of Bengal, Chan Azim to that of Malwa." (Dow's History of Hindustan Vol. II. P. 5.)

"He again appointed him (the Raja) to the Government of Bengal, with orders to proceed thither immediately and keep in check the rebellious spirit of the Afgans." (Stewart.)

"Jahangir thought it prudent to overlook the conspiracy which the Rajah has made, and sent him to Bengal." (Blochmann.) (৮৪) ও (৯১) টিপ্পনী দেখ। এই সমস্ত বিবরণ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, মানসিংহ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গে পুনরাগমন করেন।

† উক্ত সনন্দ বা ফর্ম্মান অদ্যাপি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আছে। তৎসম্বন্ধে কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"রাজা মানসিংহ ভবানন্দকে প্রথমে মহৎপুর প্রভৃতি যে কয়েক পরগণা দেন, তাহার ফরমান রাজবাটীতে আছে। কিন্তু তাহার কোন কোন স্থানের অক্ষর সকল এককালে নষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিলাম না। এই ফরমানের তারিখ ১০১৫ হিজরী।" ইহার পর মানসিংহ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দিল্লী গমন করেন। তিনি দ্বিতীয় বার ৮মাস মাত্র ছিলেন।

"When I ascended the throne in the first year of my reign, I recalled Man Singh, who had long been Governor of the Country. (Bengal.)" (Waki-at-i-Jahangiree, Elliot Vol. VI P. 327.)

"In obedience to the royal orders, Raja Man Singh returned to Bengal; but at the end of eight months, that is to say, early in the year 1015, he was recalled to the court" (Stewart.)

"But soon after (1015) he was recalled and ordered to quell

হিজরী ১৬০৬ খৃঃ অব্দ। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর যে ভবানন্দ উক্ত সনন্দলাভ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ১৬০৬ খৃঃ অব্দে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। মানসিংহ দ্বিতীয়বার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলায় আগমন করিয়াই যে প্রতাপাদিত্যকে দমন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

বাইশ আমীর।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাদসাহ কর্ত্তৃক বাইশজন আমীর প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে মানসিংহের পূর্ব্বে ও কেহ কেহ তাঁহার সহিতই তাঁহাদের আগমনের কথা বলিয়া থাকেন। * আলোচনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মানসিংহের সহিতই

disturbances in Rohtas." (Blochmann). (৯১) টিপ্পনী দেখ। ১৬০৬ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গলার সহিত মানসিংহের সম্বন্ধ শেষ হওয়ায়, সেই সময়েই প্রতাপের পরাজয় ঘটে।

* ঘটককারিকায় আজিম খাঁর পর ও মানসিংহের পূর্ব্বে বাইশ আমীর আসিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে,—

"শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টং সেনাধিপাজিমস্তথা।
দিল্লীশঃ দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ ॥
বঙ্গাধিপবধার্থায় প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ।
দ্বাবিংশতিতমথানান্ প্রেষয়ামাস সত্বরং ॥"

রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, আবরাম খাঁর পর একজন হপ্তহাজারী মন্সবদার তৎপরে ক্রমে ক্রমে বাইশ জন আমীর আসেন। তাহার পর মানসিংহ আসিয়াছিলেন। (মূল ৬১-৬২ পৃষ্ঠা)।

ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে মানসিংহের সহিতই বাইশ জন আমীর আসেন। "অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ।

ভারতচন্দ্রেরও ঐ মত—

"বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচু রায় লয়ে রঙ্গে,
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল।"

তাঁহারা প্রতাপাদিত্য-বিজয়ে আসিয়াছিলেন। কারণ, আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষে প্রতাপ পরাজিত হওয়ায়, তিনি যে কিছুকাল স্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। আজিম খাঁর কিছু পরেই মানসিংহ বাঙ্গলার প্রথম সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। সে সময়ে প্রতাপ যে কোনরূপ স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ করেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মানসিংহ আগরায় ফিরিয়া গেলে, প্রতাপ স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বাদসাহের নিকট সেই সংবাদ পৌঁছিলেই মানসিংহ বাঙ্গলায় পুনঃ প্রেরিত হন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে বাইশ আমীরের আগমন সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও অন্নদামঙ্গলে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে যে, উক্ত বাইশজন আমীর মানসিংহের সহিতই প্রতাপ-দমনে আসিয়াছিলেন। বাইশ আমীর যে যশোরে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের সমাধি হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। *

ভবানন্দ মজুমদার।

মানসিংহ আগরা হইতে বিহারে, তাহার পর রাজধানী রাজমহালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই রাজমহাল হইতে তিনি যশোর অভিমুখে যাত্রা করেন। অবশ্য রাজমহাল হইতে যশোর আসিতে হইলে তাঁহাকে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা অতিক্রম করিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। কারণ, ইহাই সরল পথ। † তদ্ভিন্ন এ সম্বন্ধে দুই একটি প্রমাণও আছে। মানসিংহের সহিত যে সমস্ত রাজপুত সৈন্য প্রতাপাদিত্য-দমনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বাস করেন। অদ্যাপি সেই রাজ-

* (৯০) টিপ্পনী দেখ।

† ভারতচন্দ্র তাঁহাকে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হওয়ার যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। উহা কেবল বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য।

পুত্রগণের বংশধরেরা মুর্শিদাবাদ জেলায় বাস করিতেছেন। * মুর্শিদাবাদ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তিনি যে কৃষ্ণনগর প্রদেশে উপস্থিত হন, সে বিষয়েরও অনেক প্রমাণ আছে। কৃষ্ণনগরের কিছু দূরে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীতীরস্থ চাপড়া গ্রামের পরপারে নদীতীরে কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সৈন্যগণের পার হওয়ার জন্য নৌকা ও রসদাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। † কথিত আছে যে, সেই সময়ে অনেক দিন ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি হওয়ায়, ভবানন্দের সুবন্দোবস্তে রসদাদির কোনই অভাব হয় নাই। তজ্জন্য মানসিংহ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া যশোর পর্য্যন্ত লইয়াও যান। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে কচুরায়ও ছিলেন। ভবানন্দ এই সময়ে হুগলীর কাননগো দপ্তরে কোন কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার যৎসামান্য জমীদারীও ছিল। ‡

* মুর্শিদাবাদ-কাহিনী 'গিরিয়া' প্রবন্ধ দেখ।

† মূল ২৯২ ও ২৯৭ পৃঃ।

‡ ভবানন্দ সম্বন্ধে সাহিত্য ও নাট্য জগতে নানা প্রকার অভিনয় হইতেছে। তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যের অধীন কর্ম্মচারিরূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার দ্বারা নানা প্রকার অভিনয় করা হইতেছে। আমরা কিন্তু উহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। ভবানন্দ যে প্রতাপাদিত্যের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা প্রথমে ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের Hindu Castes and Sects নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—

"For a time Pratapaditya defied the great Akbar, and the conquest of his kingdom was ultimately effected by Raja Man Sing, chiefly through the treachery of Bhavananda Majumdar, who had been in the service of Pratapaditya as a pet Brahman boy." ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন্ প্রমাণের বলে এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীও ঐ মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে যশোরের প্রবাদেরও উল্লেখ করেন। তাহার পর কোন কোন উপন্যাস ও নাটকে ভবানন্দের রহস্যজনক অভিনয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে ভবানন্দকে হুগলীর কাননগো দপ্তরে সামান্য কর্ম্মচারিরূপেই দেখা যায়। প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মানসিংহের আগমন শুনিয়া সরকারের কর্ম্মচারী বলিয়া সুবেদারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ভবানন্দ তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। মানসিংহও তাঁহার দ্বারা যে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতাপবিজয়ের পর তিনি ভবানন্দকে মহৎপুর প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। অদ্যাপি তাহার সনন্দ কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। তাহার পর ভবানন্দ ইসলাম্ খাঁর সুবেদারী সময়ে কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। তাহারও সনন্দ রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। *

মানসিংহের যশোরযাত্রা।

কৃষ্ণনগর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া মানসিংহ বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার বারাসত ও বসিরহাট উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রতাপের রাজধানী যশোর অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সমস্ত প্রদেশ প্রতাপের রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল মানসিংহ আপনার বিপুল বাহিনী লইয়া সত্বর যশোরে উপস্থিত হইবার জন্য একটি বিস্তৃত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই পথটিকে অদ্যাপি গৌড়-বঙ্গের পথ বলিয়া থাকে। গৌড়-বঙ্গ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পথের

* "Bhoveaund, a Bramin, was a Mohurer in the Hughly Canongoe Duptar, and got himself appointed to the Zemindary of Pergunnah Bugwan, Nuddea &c. 14 Mehals, in room of Huriyhoo and Cassinaut Chowdry." (Account of the origin of and progressive increase of the four great Zemindaries of Bengal, delivered in to the Bengal Revenue Committee in 1786, by their Dewan Ganga Govinda Sing. —Dissertation concerning the Landed Property of Bengal. by C W. Boughton Rouse. 1791.)

"According to prevalent tradition or authentic archives of the Khalsa, Babaund, nujmunda or temperary recorder of the jumma of the circar of Hooghly, and crory or Zemindar of the pergunnah of Aukherah &c., is the first man of note, in his geneological history." (5th Report.—Grant's View of the Revenue of Bengal. 1786.)

সহিত গৌড়ের সংযোগ ছিল। সে সময়ে রাজধানী রাজমহালে ছিল, রাজমহাল ও গৌড় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তৎকালে ঐ সমস্ত প্রদেশই গৌড় নামে অভিহিত হইত। সুতরাং রাজমহাল বা গৌড় হইতে যশোর পর্য্যন্ত পথ গৌড়-বঙ্গের পথ বলিয়াই প্রসিদ্ধ হয়। উত্তরভাগে তাহার সে নাম প্রচলিত না থাকিলেও দক্ষিণভাগে তাহা উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। রাজমহাল হইতে যশোর পর্য্যন্ত পথ যে মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। মানসিংহ ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেন, ও অবশেষে যমুনা বা ইচ্ছামতী পার হইয়া যশোর রাজধানীর নিকটস্থ মৌতলায় উপস্থিত হন। মৌতলা হইতেই প্রতাপের সৈন্যের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে যশোর দুর্গের নিকট পর্য্যন্ত তাঁহাদের রণক্রীড়ার অভিনয় হইয়াছিল। মৌতলা হইতে যশোর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই সে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

মানসিংহ মৌতলার নিকট সৈন্য সমবেত করিয়া প্রতাপাদিত্যের সৈন্যগণকে আক্রমণের জন্য সচেষ্ট হন। * প্রতাপাদিত্যও আপনার সুশিক্ষিত সৈন্য ও সেনাপতিগণসহ তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ পর্টুগীজ সেনাপতিদিগের দ্বারা বন্দুক ও কামান পরিচালনে অভ্যস্ত হইয়াছিল। মোগল সৈন্যের মধ্যেও কামান

প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও তাঁহার হুগলী গমন করিয়া পারসী ভাষাদি শিক্ষা করিয়া কাননগো কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার কথাও আছে। ফলতঃ যে সময়ে মানসিংহ প্রতাপাদিত্য-দমনে যাত্রা করেন, সে সময়ে ভবানন্দ হুগলীর কাননগো সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন। তৎপূর্ব্বে তিনি প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। সে সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

* ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, মানসিংহ প্রথমে যশোর দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত নহে। যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে সহসা

ও বন্দুকের অভাব ছিল না। প্রতাপ নিজ রাজধানীর নিকটে যে সমস্ত কামান, বন্দুক ও গোলাগুলির নির্ম্মাণস্থল ও ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আগ্নেয় অস্ত্র ও তাহার উপকরণ লইয়া তাঁহার সৈন্যগণ মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যও ছিল। তাহাদের সহিত অসংখ্য রণহস্তী মিলিত হইয়া তাঁহার অপরিসীম বলের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। মানসিংহও অনেক প্রধান প্রধান সেনানী ও রণপটু মোগল, রাজপুত ও অন্যান্য সৈন্য লইয়াই যশোরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘোরতর আকারই ধারণ করিয়াছিল। ঘটককারিকা, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত প্রভৃতিতে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। তাহার অনেকাংশ অতিরঞ্জিত হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রতাপের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ প্রবল ভাবেই সংঘটিত হইয়াছিল। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ইহাকে স্থানীয় বিদ্রোহদমন বলিয়াছেন। কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে, ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কদাচ সামান্য যুদ্ধ নহে। জয়পুর রাজবংশের বংশাবলী হইতে বাঙ্গলার কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে পর্য্যন্ত ইহার যেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ইহাকে প্রবল যুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী সেনাপতি ও সৈন্যগণ যে অদ্ভুত বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে বিরল। সত্য সত্যই বাঙ্গালী কামান, বন্দুক, হয়, হস্তী, ঢাল, তরবার লইয়া মোগল রাজপুতের সহিত অদ্ভুত রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর বাহুবলের নিকট মোগল সৈন্যকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। মোগল আমীরগণ রক্তাক্ত কলেবরে যশোর-প্রান্তরে

গমন করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। সম্ভবতঃ যুদ্ধের শেষে প্রতাপ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলে, মানসিংহ দক্ষিণপশ্চিম ভাগ হইতে তাহা ভেদ করিবার চেষ্টাই করিয়া থাকিবেন।

নিপতিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের সমাধি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মানসিংহের সহিত যে বাইশ জন আমীর প্রতাপের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাণবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * এই বাঙ্গালী বীর, তাঁহার সেনাপতি ও সৈন্যগণকে পরাজিত করিবার জন্য রাজা মানসিংহকে বিশেষরূপ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। মৌতলা হইতে যশোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মানসিংহ মৌতলার নিকটে প্রতাপের সৈন্যগণকে পরাজিত করিতে না পারিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে যশোর দুর্গের নিকট উপস্থিত হন। প্রতাপও সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মরক্ষা করেন ও মোগল সৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ইহার পর মানসিংহ দুর্গভেদ করিবার জন্য প্রয়াস পান, এবং তিনি তাহাতে সমর্থও হইয়াছিলেন। পরে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

যশোরেশ্বরী ও প্রতাপ।

এই যুদ্ধের সময় প্রতাপকে তাঁহার উপাস্যা দেবী যশোরেশ্বরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। যদিও তাহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তথাপি যে ঘটনা উপলক্ষে এই প্রবাদের সৃষ্টি হয়, সে ঘটনাকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। সেইজন্য আমরা সেই ঘটনা ও তাহা হইতে যে প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ সেই প্রবাদ হইতে আবার যশোরেশ্বরীকে মানসিংহের অম্বরে লইয়া যাওয়ার একটি কথাও রটিত হইয়াছে। মানসিংহের অম্বরে দেবী-

* ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি আমীরগণের সমাধি বিদ্যমান আছে। তথায় এক স্থানে কতকগুলি সমাধি আছে, তাহাকে মানসিংহের সহিত আগত ১২ জন আমীরের গোর বলিয়া থাকে। আবার বারওমরার গোর নামে আরও একটি স্থান আছে, তাহাকে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতিগণের গোর বলে। (Ancient Monuments in Bengal গ্রন্থ ও ৯০ টিপ্পনী দেখ) আমরা কিন্তু উভয় গোরকেই মানসিংহের সহিত আগত আমীরগণের গোর বিবেচনা করি (৯০ টিপ্পনী) দেখ।

রাপনের মূলই বা কি তাহাও আমরা এই সঙ্গে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। যে কারণে যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন, আমরা প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। প্রতাপাদিত্য কোন একটি স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্তনদ্বয় কর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া এক প্রবাদ চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, কোন দরিদ্রা বৃদ্ধা ভিক্ষার জন্য রাজার নিকট বারংবার প্রার্থনা করায়, রাজা তাহার কর্কশরবে বিরক্ত হইয়া তাহার স্তনকর্ত্তনের আদেশ দেন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, রাজার কোন পরিচারিকা অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করায় রাজা তাহার প্রতি উক্ত কঠোর আদেশ প্রদান করেন। স্মাইথ সাহেব বলেন যে, কোন চণ্ডালী রাজার সম্মুখে দরবারগৃহ পরিষ্কার করায়, তিনি তাহার প্রতি উক্ত দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। * এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ আলোচনা করিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাজা প্রতাপাদিত্য কোন একটি রমণীর স্তনকর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। তাহা সত্য হইলে, উহা যে প্রতাপের ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, তাহা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। এই নিষ্ঠুরতার জন্য প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাঁহার উপাস্যদেবতা যশোরেশ্বরী তাঁহাকে অবশেষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিরূপ ভাবে যশোরেশ্বরী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহারও সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। ঘটককারিকা হইতে জানা যায় যে, দেবী এক ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ধারণ করিয়া রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, রাজা তাঁহাকে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী মনে করিয়া রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তাহাতে দেবী উত্তর করেন যে, আমি শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে আছি। শক্তি ও স্ত্রীর কোনই

* (৮২) টিপ্পনী দেখ।

পার্থক্য নাই। তুমি অদ্য দরিদ্রা রমণীর স্তনচ্ছেদনের আদেশ দিয়াছ। তোমার সহিত যে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ছিল, যে যখন তুমি আমাকে চলিয়া যাইতে বলিবে তখনই আমি যাইব। অদ্য সেই প্রতিজ্ঞার পূরণ হইল। রামরাম বসু ও স্মাইথ সাহেব বলেন যে, দেবী রাজার কন্যার বেশ ধারণ করিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং রাজা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন, তাহাতে দেবী পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার পূরণের কথা বলিয়াছিলেন। যে সময়ে কেদার রায় মানসিংহ কর্তৃক পরাজিত হন, যে সময়ে কেদার রায়ের কুলদেবতা শিলামাতা তাঁহার কন্যার বেশে তাঁহাকেও দেখা দিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহাতেও কেদার রায়ের সহিত তাঁহার কুলদেবতার ঐরূপই অঙ্গীকার ছিল বলিয়া জানা যায়। * আমাদের বিবেচনায় ঘটককারিকার লিখিত প্রবাদ প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধেই সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং দেবীর কন্যার বেশে উপস্থিত হওয়ার প্রবাদ কেদাররায়ের প্রসঙ্গেই উৎপন্ন হয়। পরে তাহাও প্রতাপাদিত্যের সহিত জড়িত হইয়াছে। ইহার পর যশোরেশ্বরী বিমুখ হওয়ার সম্বন্ধেও নানা কথা প্রচলিত আছে। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপ উক্ত ঘটনার পর যশোরেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিয়া স্তব পাঠ করিলে দেবী বিমুখী হইয়াছিলেন। † অন্নদামঙ্গলেও তাঁহার বিমুখ হওয়ার কথা আছে। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, যশোরেশ্বরী দক্ষিণ মুখ হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া ছিলেন। ‡ স্মাইথ সাহেব বলেন যে, দেবীর মন্দিরই দক্ষিণমুখ হইতে পশ্চিমমুখ হইয়াছিল। §

* ৯৮ টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ।
† মূল ৩২৮ পৃঃ।
‡ মূল ৬৩ পৃঃ দেখ।
§ (৯৮) টিপ্পনী দেখ।

উঁহার সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, চণ্ডী পাঠ করিতে করিতে তিন বার অশুদ্ধ হওয়ায় প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত অবিলম্ব-সরস্বতী দেবী বিমুখী হইয়াছেন বুঝিতে পারেন, এবং তাহার পর হাতচালা প্রক্রিয়ায় একটি শ্লোকের উৎপত্তি হয়। তাহাতেও উক্ত স্তনকর্ত্তনের ইঙ্গিত ছিল। * এই সমস্ত প্রবাদের কোন মূল থাকিতে পারে কিনা, তাহা আলোচনা করিবার আমাদের অবসর নাই। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, উক্ত স্তনকর্ত্তন ব্যাপারের পরই প্রতাপের পতন হইয়াছিল। যশোরেশ্বরী বিমুখী হওয়ার পর হইতে প্রবাদের সৃষ্টি হয় যে, মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে লইয়া অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বরে যে দেবীমূর্ত্তি আছেন, তিনি কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিতা শিলামাতা। জয়পুরের রাজবংশাবলী হইতে তাহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। যশোরেশ্বরীকে মানসিংহের লইয়া যাওয়ার কোনই প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ যশোরেশ্বরীর কখনও সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল বলিয়া জানা যায় না। অথচ অম্বরের দেবীমূর্ত্তি পূর্ণাঙ্গী। ফলতঃ তিনি যে কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিতা দেবী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। †

প্রতাপের পরাজয় ও মৃত্যু।

প্রতাপ যশোর দুর্গমধ্যে সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মানসিংহ দুর্গভেদের জন্য চেষ্টা করেন। মোগল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে প্রতাপ দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইলেন না তিনি পুনর্ব্বার মানসিংহের সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিপুল মোগল সৈন্যের সহিত তিনি অধিককাল যুদ্ধ করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহার বলক্ষয়

* মূল ৩৬৭-৭০ পৃঃ দেখ।

† (৯৮) টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ। অম্বরের শিলামাতা ব্যতীত কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক মূর্ত্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অধীন লাথুরিয়া গ্রামে ষষ্ঠীদাস রায় চৌধুরীর বাটীতে কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী

হইলে, মানসিংহ তাঁহাকে বহুসৈন্যসহ আক্রমণ করেন। পরে তিনি পরাজিত ও অবশেষে বন্দী হন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের মতে মানসিংহ শেষ যুদ্ধে ভবানন্দের পরামর্শ লইয়াছিলেন। ঘটককারিকার মতে, কচুরায়ই তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করেন। ফলতঃ দুইজনই যখন যুদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন, তখন উভয়েরই সহিত মানসিংহের পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কচুরায় কেবল পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি এই যুদ্ধে আপনার অপরিসীম পরাক্রমও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঘটক-কারিকার মতে প্রতাপ মানসিংহকে নিপাতিত করিবার চেষ্টা করিলে কচুরায় তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া ফেলেন। সেইজন্য প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হওয়ায় বন্দী হইয়াছিলেন। উহা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে উক্তযুদ্ধে কচুরায় যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। পরে তাঁহাকে বাদসাহের নিকট লইয়া যাওয়ার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে বারাণসীধামে প্রতাপের মৃত্যু হয়। এইরূপে সেই বাঙ্গালীর গৌরবস্থল, পরাক্রমে অদ্বিতীয়, সাহসে দুর্জ্জয় প্রতাপাদিত্যের অবসান হয়। তিনি বাঙ্গালী হইয়া যেরূপ বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার ন্যায় তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য ও সেনাপতিবৃন্দও অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরের ন্যায়ই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আর দিয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে তিনি দ্বিতীয় অভিমন্যুর ন্যায় মোগল-বাহিনী বেষ্টিত হইয়া আপনার বাহুবলের পরিচয় প্রকাশ করিতে করিতে

মূর্ত্তি আছেন। তাঁহার পদে 'কেদাররায়' লিখিত আছে। চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন। (বসুমতী ২রা ভাদ্র, ১৩১৩)।

নবণীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই যুদ্ধ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক অভাবনীয় ঘটনা।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কচুরায় এই যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, তিনিই প্রতাপের বাহু ছিন্ন করেন, এবং প্রতাপের বন্দী হওয়ার পর, তিনিই তাঁহার সমস্ত সেনাপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। উদয়াদিত্য প্রভৃতি তাঁহারই সহিত যুদ্ধে নিহত হন বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে। ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে মানসিংহের অনুরোধে তিনি পরে যে, 'যশোরজিৎ' উপাধি পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। * যশোরজিৎ এই কথা হইতে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি যুদ্ধেই বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই সাহায্যে মানসিংহ যশোর জয় করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার যশোরজিৎ এইরূপ উপাধিপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। কচুরায় উক্ত উপাধির সহিত যশোর রাজ্যের জমিদারীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র যশোর রাজ্য পাইয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। তিনি কিন্তু অধিক দিন রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বংশে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটায়, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা

কচুরায় 'যশোরজিৎ'।

* যশোরজিৎ উপাধির কথা অনেক গ্রন্থে আছে,—

"শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূর্ব্বপরিচিতং প্রতাপাদিত্যদায়াদং
কচুরায়নামানং যশোহরজিতিতি নামরূপপ্রসাদঞ্চ দদৌ।"

(ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং)

"কচুরায় পাইল যশোরজিৎ নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥" অন্নদামঙ্গল।

রামরাম বসুও "খেতাব যশোহরজীতের" কথাও বলিয়াছেন। মূল ৬৪ পৃঃ।

চাঁদরায়ের পুত্রগণ যশোরের জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। চাঁদরায়ের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কচুরায়ের ন্যায় মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে মহৎপুর, বাগোয়ান, প্রভৃতি ১৪ পরগণার জমিদারী প্রদান করিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। প্রতাপের দমনের পর ১৬০৬ খৃঃ অব্দে মানসিংহ বাদসাহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আগরা গমন করেন, এবং বাঙ্গলায় কিছু দিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়।

প্রতাপের চরিত্র সমালোচনা।

আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, যথাসাধ্য তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম। ঐ সমস্ত বিবরণ ও কোন কোন প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রতাপাদিত্যের চরিত্র আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বিচিত্রচরিত্রসম্পন্ন ছিলেন। এক দিকে তাঁহার হৃদয় যেমন পবিত্র উদারতায় পূর্ণ ছিল, অন্যদিকে আবার তাহা নিষ্ঠুরতায় কুলিশকঠোরতুল্য প্রতীয়মান হইত। এক দিকে যেমন তিনি অধীনতার শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর উপাসক বলিয়া প্রচার করিতেন, অন্য দিকে আবার অপরের,—এমন কি আপনার নিকট আত্মীয়ের পদে অধীনতা শৃঙ্খল পরাইয়া তাহার রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেন। এক দিকে তিনি দানে কল্পতরু ছিলেন, অন্য দিকে আবার পরসম্পত্তিহরণে সচেষ্ট হইতেন। ফলতঃ তাঁহার চরিত্র এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধগুণ-সম্পন্নই ছিল। তাঁহার উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হিন্দু, মুসল্মান, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই ঔদার্য্য প্রকাশ করিতেন। যশোরেশ্বরীর মন্দির, টেঙ্গা মসজীদ ও সাগরদ্বীপের গির্জ্জা

তার উদারতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি নবাগত খৃষ্টান পাদরী-দিগকে সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। মুসলমানগণও তাঁহার রাজ্যমধ্যে অবাধে আপনাদের ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত, এবং তিনি স্বয়ং হিন্দু হইয়া হিন্দুদিগের জন্যও নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় উদারতায় পূর্ণ না থাকিলে তিনি কখন এরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। এরূপ ঔদার্য্য যে বিরল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি যেরূপ উদার ছিলেন, সেইরূপ দাতাও ছিলেন। তাঁহার দান সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, এবং কোন কোন প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টিও হইয়াছে।* তিনি এক সময়ে কল্পতরু হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং প্রবাদ মুখে শুনা যায় যে, কোন ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণকে স্বীয় রাণী পর্য্যন্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার দান শক্তির পরীক্ষার জন্য ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার রাজ্য মধ্যে কত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি অন্যান্য জাতি যে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার চরিত্র ইন্দ্রিয়দোষশূন্য ছিল, এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। পরোপকারের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ধাবিত হইত। তিনি স্বীয় রাজধানীতে অতিথিশালা স্থাপন করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতাপ স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি প্রকৃত সাধকের ন্যায় আপনার ধর্ম্মাচরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। চতুর্দ্দিকে মুসলমান প্রাধান্য বিদ্যমান থাকিতেও তিনি স্বধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করেন নাই। অথচ অন্য কোন ধর্ম্মের প্রতি তিনি ঘৃণা বা

* "স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে, প্রতাপ আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে।"

বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। প্রতাপ বাহুবলে অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং তজ্জন্য নিজে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর উপাসক হইয়া তাঁহারই পদে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায়ই আপনার শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। বাঙ্গালীজীবনে এরূপ বীরধর্ম্ম অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার জন্য যিনি আপনার জীবন বলি দিতে পারেন, তিনি যে সকলের আদরণীয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রতাপের এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁহার চরিত্র যে প্রশংসনীয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অপরদিকে আবার কতকগুলি হেয় কার্য্য করিয়া প্রতাপ আপনার চরিত্রকে নিন্দনীয় করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠুরতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হওয়ায়, তিনি সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বসন্তরায়ের হত্যা তাঁহার নিষ্ঠুরতার প্রথম প্রমাণ। যে বসন্তরায় তাঁহাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করিতেন, সামান্য রাজ্যলোভে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে হত্যা করা যে ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহার পর আবার রামচন্দ্রের হত্যার চেষ্টা আরও ভয়াবহ। আরাকানরাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য বা বাকলা রাজ্য অধিকারের জন্য নিরপরাধ জামাতার প্রাণসংহারের চেষ্টা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। কার্ভালোর হত্যাও নিষ্ঠুরতার আর একটি প্রমাণ। উহাতে তিনি বীরধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় আচরণও করিয়াছিলেন। কার্ভালোকে গোপনে হত্যা করা যে বীরধর্ম্মবহির্ভূত তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত সেই রমণীর স্তনচ্ছেদন। উক্ত ঘটনার অস্তিত্ব থাকিলে, সে সময়ে প্রতাপের হৃদয় যে পিশাচের অধিকৃত হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ প্রতাপের হৃদয় নিষ্ঠুরতায় কঠোর হইয়া উঠে,

তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। বহুদিন পাঠানদিগের সহিত বংশানু-ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তিনি হিন্দুর কোমলতা পরিত্যাগ করিয়া পাঠা-নের রক্তপিপাসাকেই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া তাঁহার রাজ্যলিপ্সাও বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য স্বাধীন পুরুষ মাত্রেই আপনার অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু বীরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গোপনে ঘাতকের বৃত্তি অবলম্বনে স্বীয় আত্মীয়ের মস্তকচ্ছেদনে ও তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া যে সর্ব্বথা নিন্দনীয় ইহাতে কি কেহ কোন আপত্তি করিতে পারেন? যদি প্রতাপ এই সমস্ত নিন্দ-নীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সকলের পূজনীয় হইতেন। তথাপি যিনি বাঙ্গালী জীবনে স্বাধীনতারক্ষার জন্য আপনার জীবন বলি দিয়াছেন, তাঁহার নিকট বাঙ্গালীসাধারণে যে মস্তক অবনত করিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার জন্য তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া যে অপবাদ দেওয়া হয়, আমরা তাহার সমর্থন করি না। কারণ, যিনি স্বাধীনতার উপাসক হইবেন, তিনি কিরূপে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন! তবে রাজদ্রোহিতা যে মহাপাপ তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা স্বাধীনতাকে রাজদ্রোহিতা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অধীন অবস্থায় রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই রাজদ্রোহিতা। কিন্তু অধীনতা ছেদন করিলে তাহাতে আর রাজদ্রোহিতার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। প্রতাপ অধীনতা ছেদন করিয়াছিলেন, এবং স্বাধীন বীরপুরুষের ন্যায়ই মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালী হইয়া যে বাহুবল ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই বাঙ্গালী জাতীর স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার স্মৃতি চিরদিনই বাঙ্গালীর নির্জীব প্রাণে মহাশক্তির সঞ্চার করিবে। তাঁহার নাম চিরদিনই বাঙ্গালীর ক্ষীণকণ্ঠে পাঞ্চজন্যের

বল দান করিবে। তাঁহার প্রতিমা চিরদিনই বাঙ্গালীর অন্ধকারময় হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সেই অমরগীতি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হইবে।

তিন শত বৎসর হইল প্রতাপাদিত্য এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া তাঁহার কথা সকলের স্মৃতিপটে জাগরূক করিয়া দিতেছে। যিনি যশোরের ন্যায় বিশাল রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, ধূমঘাটের ন্যায় পঞ্চক্রোশব্যাপী রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন যে অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে, ইহাতে সংশয় কি! কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সে সমস্ত স্থান সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি ভগ্নাবশেষ সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য বা রাজধানীর চিহ্নস্বরূপে লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। নিজ রাজ্য ব্যতীত প্রতাপ আরও কোন কোন স্থানে আপনার কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কাশীধামের চৌষট্টিযোগিনীর ঘাটই প্রধান। উহা প্রতাপের স্থাপিত বলিয়া উক্ত হয়। আমরা নিম্নে প্রতাপের কীর্ত্তিচিহ্নের ভগ্নাবশেষের কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রতাপের কীর্ত্তি চিহ্ন।

প্রথমে তাঁহার রাজধানী যশোর বা ঈশ্বরীপুরে যে সমস্ত চিহ্ন আছে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি যশোরেশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাঁহার এই বর্ত্তমান মন্দির প্রতাপাদিত্যের সময়েই নির্ম্মিত কি পরে গঠিত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে প্রতাপের মন্দির সংস্কৃত হইয়া

ঈশ্বরীপুর।

বর্ত্তমান আকারে অবস্থিত হওয়াই সম্ভব। এক্ষণে তাহাও ভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কোনরূপে তাহা যশোরেশ্বরীকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। বারদুয়ারী নামে একটি বিশাল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তাহার প্রাচীরের কতক অংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। * হাবসীখানা নামে একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষও দেখা যায়, তাহা প্রতাপাদিত্যের কারাগার বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে হামামখানা বা স্নানাগার কহিয়া থাকেন। † টেঙ্গা মসজীদ নামে ১০০ হস্ত উচ্চ পঞ্চ-গম্বুজযুক্ত একটি বিশাল মসজীদ অদ্যাপি প্রতাপের উদারতার পরিচয় দিতেছে। ‡ মুসল্‌মান ধর্ম্মাবলম্বিগণের জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যগঠিত প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহার চত্বর বুরুজ ও বহিরঙ্গণসমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। §

* "Baraduari—Some portion of the walls of what once was a large building with 12 entrance gates, (baraduari). It is said to have been erected by Raja Pratap Aditya, the last king of Sagar Island. (Ancient Monuments in Bengal).

† "A habsikhan or jail erected by the same Raja does not appear to have been really a jail. It was more probably a *hamamkhana* or bathing place of some Nawab with a well in the building for the supply of water. It resembles another hamamkhana still standing at Jahajghata, some six miles from Iswaripur." (Ancient Manuments.)

‡ "Tengah Mosque—A building said to be a mosque erected by the same Raja. The Mahammadans call it a mosque. The Hindus say that is a house where Raja Man Singh lived." উহা যে একটি মসজীদ তাহা উহার পাঁচটি গম্বুজ হইতে বুঝা যায়।

§ প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ মানচিত্র দেখ—Smyth সাহেব এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"A few of the edifices remain to this day, especially Tengah Masjid, 150 feet long, with five domes. The

তদ্ভিন্ন মানসিংহের সহিত আগত আমীরগণের সমাধি বা বারওমরার গোর প্রভৃতিও ঈশ্বরীপুরে দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পশ্চিম গোপালপুর নামক স্থানে গোবিন্দদেবের একটি মন্দির ও আরও কতক গুলি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পুরী হইতে গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়া প্রতাপ গোপালপুরে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল। গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে চারিদিকে চারিটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মন্দির তিনটি ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবল পূর্ব্ব দিকের মন্দিরটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরটি দ্বিতল ছিল। উপরের তল ভগ্ন হইয়া পতিত হইয়াছে। উপরের তলে গোবিন্দ দেব অবস্থিতি করিতেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখে দোলমঞ্চের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণের নিকটে একশত বর্গ বিঘার একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাও প্রতাপাদিত্য খনন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হয়। *

গোপালপুর।

fort and Black Hole, with some other brick buildings and an old ruin of a gate leading into the temple facing the south, which is shown as the original entrance, previous to the Goddess changing it to the west, which is its pœeseat entrance." (মূল ৩৭৯ পৃঃ)

* "Gopalpur—Temple of Gobinda—It is one of the four temples said to have been erected by Maharaja Pratapaditya for the idol Gobind Deb, the idol, it is alleged, was brought by him from Puri.

Tank—At a distance of about eight or ten rasis from the temple is a big tank, about 100 bighas in area, which, according to tradition, was dug by Maharaja Pratap' Aditya. It was a

কপোতাক্ষ নদীর পূর্ব্ব তীরে বেতকাশী নামে একটি জঙ্গলময় স্থান অবস্থিত আছে। এক্ষণে তাহা একরূপ জনহীন নিবিড় অরণ্য। এই

বেতকাশী।

স্থানে বসন্তরায়ের আদেশে আনীত উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্দিরাদির কোনই চিহ্ন এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথা হইতে প্রস্তর নির্ম্মিত চৌকাট ও প্রস্তরফলক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রস্তরফলকে উৎকলেশ্বর শিব স্থাপনের শ্লোক খোদিত আছে। * অদ্যাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

বেতকাশীর উত্তর ও কপোতাক্ষ ও খোলপেটুয়া নদীর মধ্যে গড় কমলপুর ও প্রতাপনগর নামে দুইটি স্থান আছে। ইহাতেও যশোর দুর্গের

গড় কমলপুর,
প্রতাপ নগর।

ন্যায় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কমলপুর প্রতাপের সেনাপতি কমলখোজার আবাসস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দমদমা ও গাদিগুমার নামক স্থান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তথায় গোলাগুলি আদি নির্ম্মিত হইত। দুর্গেরও কোন কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কমলপুর কমলখোজার ও প্রতাপনগর প্রতাপাদিত্যের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। রাজধানীর পূর্ব্বভাগস্থ এই দুর্গ পূর্ব্বদিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ বাধা দিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং দুই নদীর মধ্য ভাগে অবস্থিত থাকায় তাহা অত্যন্ত দুর্ভেদ্যই ছিল। সহসা কেহ তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না।

ঈশ্বরীপুরের উত্তরে মৌতলা গ্রাম। এই মৌতলা রাজধানীর একাংশ

magnificient reservoir at one time, but at present it is overgrown with weeds, and thorns. (Ancient Monuments.) ৪৬ টিপ্পনী দেখ।

* উপ—১০৪ পৃঃ দেখ।

ও বহিঃপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। এই খান হইতে মোগল সেনাপতিগণ প্রতাপের সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া যশোর দুর্গ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ ও মানসিংহ প্রথমে মৌতলায় আসিয়াই উপস্থিত হন, এবং তথা হইতেই প্রতাপের সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। মৌতলাতে একটি মসজীদ অবস্থিতি করিয়া প্রতাপের উদারতার পরিচয় দিতেছে।

মৌতলা।

মৌতলার সংলগ্ন একটি স্থান আছে, তাহাকে হাটশালা কহে। তথায় পূর্ব্বে অতিথিশালা স্থাপিত ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রতাপ যে বিশাল অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, হাটশালাতে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। রামরাম বসু মহাশয় এই অতিথিশালার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সময় পর্য্যন্ত উক্ত অতিথিশালা বিদ্যমান ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* তাঁহার সময় পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব ছিল কিনা বলা যায় না।

হাটশালা।

মৌতলার উত্তর পশ্চিমে জাহাজঘাটা অবস্থিত। এই জাহাজঘাটায় প্রতাপাদিত্যের জাহাজাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজধানীর উত্তরে এই স্থান রণতরীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সহসা শত্রুপক্ষ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিত না, এবং এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে জাহাজাদি গতায়াত করিত। পর্টুগীজ সৈন্য ও সেনাপতিগণ এই খানে অবস্থান করিয়া রণতরীসমূহ পরিচালন করিতেন। এই স্থান যমুনাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি তথায় চত্বর, প্রাঙ্গণ, তোরণ ও অট্টালিকাশ্রেণীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরীপুরের ন্যায় এখানেও একটি হাবসীখানা বা হামামখানা বিদ্যমান আছে।

জাহাজঘাটা।

* মূল ৩৭ পৃঃ দেখ।

জাহাজঘাটার পরপার এবং যমুনার ও তাহার একটি শাখার মধ্যস্থলে রায়পুর নামক গ্রামে লোহাগড়ার মাঠ নামে একটি প্রান্তর আছে। এই লোহাগড়ার মাঠে প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রাদি ও লৌহের অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং সেই সমস্ত অস্ত্র ও দ্রব্যাদি তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে নীত হইত। লোহাগড়া মাঠ কেবল অস্ত্রাদিনির্ম্মাণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

রায়পুর, লোহাগড়ার মাঠ।

রায়পুরের অব্যবহিত উত্তরে যমুনার পশ্চিম তীরে দুধলী নামক স্থান অবস্থিত। এই স্থানে প্রতাপাদিত্যের পোত নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইত। তাহার গুঁদি নামক স্থানে শতাধিক জাহাজ রক্ষিত হইতে পারিত। গুঁদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যমুনার গর্ভে মৃত্তিকা ও ইষ্টকনির্ম্মিত একটি বাঁধ বা জাঙ্গাল দৃষ্ট হয়, তাহাকে দিয়া বা দ্বীপা কহে। উহা একটি কৃত্রিম উপদ্বীপের ন্যায় অবস্থিত। তাহার উপরে জাহাজাদি নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইত। এই সমস্ত জাহাজ পরে নানা স্থানে প্রেরিত হইত। সাগর দ্বীপে ও চকশ্রীতেও জাহাজাদি নির্ম্মিত ও রক্ষিত হইত বলিয়া শুনা যায়। পর্টুগীজগণের তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত নির্ম্মিত হইত।

দুধলী পোতাগার।

দুধলীর উত্তরে গড় মুকুন্দপুর। এই স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজধানীর উত্তর দিকে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। উত্তর দিক হইতে শত্রুপক্ষ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলে, প্রথমে এই স্থানের সৈন্যগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিত। কালিন্দী ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিয়া ইহা অত্যন্ত দুর্ভেদ্যরূপেই প্রতীয়মান হইত। অদ্যাপি তাহার পরিখাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গড় মুকুন্দপুর।

মুকুন্দপুরের উত্তরে বারাকপুর নামে একটি স্থানও আছে। তথায় দুর্গের বহির্ভাগে কতকগুলি সৈন্যাবাস স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে বারাকপুর কহে। প্রথমে ঐ সমস্ত সৈন্যেরা প্রহরী-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া শত্রুপক্ষের আগমনসংবাদ গোচর করিত, এবং প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগকে বাধা প্রদানের জন্য প্রবৃত্ত হইত। পর্টুগীজদিগের তত্ত্বাবধানে ঐ সমস্ত সৈন্যাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে 'বারাক' বলিত, এবং তদনুসারে উক্ত স্থানের বারাকপুর নামকরণ হইয়াছে।

বারাকপুর।

মুকুন্দপুরের পরপারে যমুনার পূর্ব্বতীরে কুশলী নামে একটি স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা একটি বিস্তৃত প্রান্তর। প্রাচীন যশোর রাজ-ধানীর শেষ উত্তর সীমায় ইহা অবস্থিত ছিল। ইহার বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে সেনাগণের সামরিক শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তজ্জন্য তথায় অধিক পরিমাণে গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অদ্যাপি তথায় মৃৎপ্রাচীর ও সুড়ঙ্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানের মৃত্তিকাখননকালে কখনও কখনও গোলাগুলি বহির্গত হয়।

কুশলী ক্ষেত্র।

কুশলী হইতে উত্তরদিকে ও বর্ত্তমান কালীগঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ স্থানের অব্যবহিত উত্তরে দমদমা নামে একটি স্থান আছে। তথায় গোলা-গুলি নির্ম্মাণের স্থান ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই দমদমা হইতে কুশলী পর্য্যন্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে অনেক গোলাগুলি পাওয়া যায়। তজ্জন্য এই স্থানকে গোলাগুলি নির্ম্মাণের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। *

দমদমা।

* এই সমস্ত স্থানগুলির অবস্থান প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ নামক মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত স্থানগুলি সমস্তই যশোর বা ঈশ্বরীপুরের নিকট অবস্থিত। তদ্ব্যতীত আরও অনেক স্থানে প্রতাপাদিত্য দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বড়িশা বেহালায় রায়গড় নামে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা বসন্তরায়ের গঠিত বলিয়া কথিত হয়। তথায় কমলা, বিমলা নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উক্ত রায়গড় দুর্গ বসন্তরায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত হইয়াছিল। প্রতাপ তাহার অনেক সংস্কারাদিও করিয়াছিলেন। অদ্যাপি রায়গড় দুর্গের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই রায়গড় দুর্গ যশোর রাজ্যের পশ্চিম-উত্তর সীমায় অবস্থিত ছিল। যশোররাজ্যমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে এই স্থান হইতে বাধা প্রাপ্ত হইত।

রায়গড়।

রায়গড়ের ন্যায় জগদ্দলেও একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জগদ্দল চন্দননগরের পরপারে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। জগদ্দলের দুর্গ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হয়। ইহাও যশোর রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। অদ্যাপি তথায় পরিখাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ইহার নিকট নৈহাটীতে রাজা প্রতাপাদিত্যের একটি আবাসও নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় গঙ্গাবাসের জন্য সময়ে সময়ে যশোরের রাজপরিরারবর্গ সমাগত হইতেন। এইরূপে আরও কোন কোন স্থানে প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

জগদ্দল ও নৈহাটী।

আমরা প্রতাপাদিত্য ও অন্যান্য ভুঁইয়াদিগের যথাসাধ্য বিবরণ প্রদান করিলাম। ইহা হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা স্বাধীনভাবে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়া কিরূপে বাঙ্গালীনামের দুর্ণাম মোচন করিয়াছিলেন। অবশ্য ভুঁইয়াগণ যে স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন ও একেবারে অধীনতার শৃঙ্খল ছেদন

ভুঁইয়াগণের রাজনৈতিক ভ্রম।

করিয়া বীরোচিত ধর্ম্মাবলম্বনে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে শত সাধুবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের ঐরূপ ভাবে মোগলের সহিত যুদ্ধ করা একটি রাজনৈতিক ভ্রম। প্রথমতঃ তাঁহারা মোগলদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা মিলিত শক্তিতে যুদ্ধ না করিয়া একে একে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুই কারণে তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল। মোগলের সমকক্ষ হওয়ার জন্য তাঁহাদিগের আরও কিছু দিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল, এবং সকলে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা প্রধান করিলে,তাঁহারা আরও কিছু দিন বাঙ্গালী জাতিকে রণকৌশলে অভ্যস্ত করিতে পাবিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা অল্প বল লইয়া ও প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে মোগলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায়, শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের ধ্বংস সংসাধিত হইয়াছিল। অথবা যদি তাঁহারা মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত না হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের রাজগণের ন্যায় তাঁহারা অদ্যাপি বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতে পারিতেন। সহসা তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধিত হইত না, এবং আকবর বাদসাহও ভৌমিক প্রথা রহিত করিয়া বঙ্গদেশে জমীদারী প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেন না। যদি বঙ্গদেশে ভুঁইয়া প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল ভুঁইয়াগণের অধীনে রণকৌশল শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালী জাতি আপনাদের দুর্ণাম ঘুচাইতে সমর্থ হইত। ভুঁইয়া প্রথা থাকিলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী বাহুবলে ও রণকৌশলে অভ্যস্ত হইত। অন্ততঃ তাহারা যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইত, ইহা আমরা অনায়াসে আশা করিতে পারিতাম। ভুঁইয়াগণের স্বাধীনতাঘোষণায় শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল। যদিও তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ও

আপনাদের জীবন বলি দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের ভ্রমের জন্য বাঙ্গালী জাতির দুর্গতি যে ঘনীভূত হইয়াছে, ইহা আমরা বিবেচনা ক'রিয়া থাকি। সহসা মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়া যে তাঁহাদের রাজনৈতিক ভ্রম ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বীরহাম্বীর।

ভুঁইয়াগণের পর বাঙ্গলায় তৎকালে আরও কোন কোন জমীদার আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর ও পূর্ব্ববঙ্গে ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ফতেয়াবাদ বা ভূষণার মুকুন্দরাম রায়ই প্রধান ছিলেন। বীরহাম্বীর প্রথমে পাঠানদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কতলুখাঁর সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে জাহানাবাদের নিকট মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ পাঠানগণের নৈশ আক্রমণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে, হাম্বীর তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া যান।* হাম্বীর পূর্ব্ব হইতেই জগৎসিংহকে বিপদের কথা অবগত করাইয়াছিলেন; কিন্তু জগৎসিংহ তাহাতে মনোযোগ দেন নাই। তাহার পর কতলুর মৃত্যু হইলে পাঠানদিগের সহিত মানসিংহের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। তদবধি হাম্বীর বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে পাঠানেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে যোগদান করিতে বলায়, তিনি অসম্মত হন। তজ্জন্য তাহারা তাঁহার রাজ্যমধ্যে লুটপাট আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর তাহারা মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। হাম্বীর যেমন পরা-

* "Jaggat Singh was warned of his danger, but paid no heed. At length he was attacked by the rebels, and was obliged to fly and abandon his camp; but he was saved by Hamir, the *zemindar* who had given him warning, and conducted to Bishanpur." (Elliot's History of India Vol. VI. P. 86. Akbarnama).

ক্রমশালী ছিলেন, সেইরূপ তিনি একজন ভক্ত বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তিনি সুবিখ্যাত শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময় বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলে হাম্বীর প্রথমতঃ তাঁহার ভক্তিগ্রন্থ সকল অপহরণ করেন। পরে শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য।

লক্ষ্মণ মাণিক্য ভুলুয়ার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা হইতে চন্দ্রনাথ গমনকালে ভুলুয়ায় অবস্থান করিতে বাধ্য হন। তদবধি ভুলুয়া তাঁহাদের শাসনাধীনে আইসে। বিশ্বম্ভরকে কেহ কেহ আদিশূরবংশীয় বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেও বঙ্গজকায়স্থসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণ মাণিক্য ভুলুয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন। ভুলুয়ার রাজগণ ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁহারা ত্রিপুরেশ্বরদিগকে রাজটীকা প্রদান করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে বারভুঁইয়ার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যাঁহারা বারভুঁইয়া ছিলেন, লক্ষ্মণ মাণিক্য যে তাঁহাদের অন্তর্ভূত নহেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লক্ষ্মণ মাণিক্য ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের অধীনতা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অমরমাণিক্য তাঁহাকে দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অমরমাণিক্য লক্ষ্মণের পুত্র বলরামশূরের সময় ভুলুয়া আক্রমণ করেন বলিয়া জানা যায়। বলরামও অমরমাণিক্যের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ভুলুয়ার রাজগণ ত্রিপুরার সামন্ত রাজা হইলেও মোগলেরা ভুলুয়াকে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট জমা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আইন আকবরীতে তাহাই উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে ভুলুয়া প্রকৃত

প্রস্তাবে মোগলদিগের শাসনাধীনে আসে নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে তাহা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয়। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যুদ্ধকালে তিনি যে কবচ পরিধান করিতেন, অদ্যাপি তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। * রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হন, এবং অবশেষে তথায় তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়। † লক্ষ্মণ মাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র বলরামশূর ভুলুয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ মাণিক্য সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'বিখ্যাত-বিজয়' নামে এক খানি নাটক রচনা করেন। উক্ত নাটক খানি বীররসে পূর্ণ।

মুকুন্দ রায়।

মুকুন্দরাম রায় ফতেয়াবাদের জমীদার বলিয়া উল্লিখিত হন। তিনি প্রথমতঃ ফতেয়াবাদের নিকটস্থ ভূষণার অধিপতি ছিলেন। পরে ফতেয়াবাদ অধিকার করিয়া লন। যে সময়ে মুনিম খাঁ দায়ুদকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে মোরাদ খাঁ বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ফতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন। ইহার পর মোরাদ খাঁ বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। তাঁহার সহিত কিয়া খাঁ ও নাজৎ খাঁ যোগদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইহাদের আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মোরাদ খাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময়ে মুকুন্দ রায় মোরাদের পুত্রদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া যান, এবং তাহাদের হত্যা সম্পাদন করেন। ‡ অবশ্য তিনি বাদসাহের প্রীতির জন্যই ঐরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা যে তাঁহার

* শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহের রাজমালা ৪ ভাঃ ১ অঃ ৩৯৭ পৃঃ।

† উপ—৭২ পৃঃ।

‡ আকবরনামা Vol. III. P. 320.

ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর মুকুন্দরাম রায় ফতেয়াবাদ জমীদারীর একাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হন। কিছুকাল পরে মুকুন্দ রায় আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, মোগলেরা তাঁহার সম্মুখীন হয়। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, পরে স্বয়ংই পরাজিত হন। মুকুন্দরায়ও বঙ্গজ কায়স্থ। তিনি বঙ্গজকায়স্থগণের ফতেয়াবাদ সমাজের সমাজ-পতি ছিলেন।

/ যে সময়ে ভুঁইয়াগণ, অন্যান্য জমীদারেরা ও পাঠানগণ আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিলেন, সে সময়ে পর্টুগীজেরাও অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। কার্ভালো প্রভৃতির বিবরণে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কার্ভালো প্রভৃতির পতনের পর কিছুকাল পর্টুগীজগণের ক্ষমতা হ্রাস হইলেও তাহাদের শক্তির বিলোপ সাধন হয় নাই। ক্রমে তাহারা আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে পর্টুগীজগণ প্রকৃত বীরের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দস্যুতা অবলম্বনে আপনাদের জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা প্রথমে সোনার বাঙ্গলায় বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইবে মনে করিয়াছিল, ঘটনাচক্রে তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও তাহারা বঙ্গদেশে আপনাদের পরাক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্রমে তাহারা হীন দস্যুতা অবলম্বন করিয়া ইউরোপের সভ্যজাতির নামে কলঙ্ক প্রদান করে। তাহাদের এই জলদস্যুতায় সমস্ত বঙ্গভূমি উত্যক্ত হইয়া উঠে। লোকজনের সর্ব্বস্ব হরণের সঙ্গে সঙ্গে, তাহারা নিরীহ জনগণের স্ত্রী পুত্র কন্যা অপহরণ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ঘৃণিত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের উপদ্রবে বাঙ্গলার অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া যায়। ইহাদের সহিত মগগণও যোগদান করিয়া-

পর্টুগীজ জলদস্যুগণ।

ছিল। এই মগ ফিরিঙ্গীর উৎপাতে বাঙ্গলার দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের অনেক ভূভাগ নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয়। এই সমস্ত দস্যুগণের মধ্যে গঞ্জালেস ফিরিঙ্গীই প্রধান। এই ঘৃণিত উপায় অবলম্বনের জন্য গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী বঙ্গবাসীর নিকট ঘৃণা ও ভীতির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। ভুঁইয়াগণের অবসানের পর তাহার প্রাধান্য পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিতেছি।

গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী।

পর্টুগালের রাজধানী লিসবন নগরের অনতিদূরে সেণ্ট আণ্টনি ডেল তোজাল নামক একখানি অপরিচিত গ্রামে সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস টাইবাও জন্ম গ্রহণ করে। তাহার বংশপরিচয় আজিও ঐতিহাসিকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর কল্যাণলাভকামনায় গঞ্জালেস ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে পর্টুগাল হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করে ও অবশেষে কামদুঘা বঙ্গভূমিতে আসিয়া উপনীত হয়। গঞ্জালেস প্রথমে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অর্থস্পৃহা বলবতী হওয়ায়, সে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। সেই সময়ে বঙ্গদেশ লবণের ব্যবসায়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সনদ্বীপ উক্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। প্রত্যহ বহুসংখ্যক জাহাজ লবণে বোঝাই হইয়া তথা হইতে নানা দেশে চলিয়া যাইত। বাঙ্গলা ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরেও ঐ সমস্ত লবণের জাহাজ গতায়াত করিত। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল প্রকার ব্যবসায়ী ও বণিক লবণের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া ধনোপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া তুলিত। অনেক পর্টুগীজ এই ব্যবসায়ে আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গঞ্জালেসও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উক্ত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। লবণের ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া সে একখানি জেলিয়া বা ক্ষুদ্র জাহাজ ক্রয় করে। পরে তাহাতে লবণ বোঝাই দিয়া চট্টগ্রামের ডায়েঙ্গা বন্দরে উপস্থিত

হয়। ডায়েঙ্গা আরাকানরাজের অধীন ছিল। এই সময়ে মেংরাজগী আরাকানের রাজা ছিলেন, তিনি সেলিমসা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডায়েঙ্গায় অনেক পর্টুগীজ বাস করিত। ফিলিপ ডি ব্রিটো নিকোটি সাইরাম অধিকার করিয়া ডায়েঙ্গা বন্দর গ্রহণের ইচ্ছা করে। কারণ ডায়েঙ্গা তাহার অধিকারে আসিলে তাহার নানাপ্রকার সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। ব্রিটো আরাকানরাজের নিকট হইতে ডায়েঙ্গা গ্রহণের প্রার্থনায় কয়েকখানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু কতকগুলি পর্টুগীজ রাজাকে এইরূপ বিশ্বাস করাইয়া দেয় যে, ব্রিটো ডায়েঙ্গা গ্রহণ করিয়া পরে রাজাকে তাহার অধিকার চ্যুত করিবে। রাজা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া ব্রিটোর পুত্রকে তাহার কর্ম্মচারিগণসহ দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠান। তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদিগকে হত্যা করার আদেশ দেন, এবং তাহাদের জাহাজেই তাহা সংঘটিত হয়। তাহার পর ডায়েঙ্গার পর্টুগীজগণের প্রতি আরাকানাধিপের ক্রোধ সঞ্চারিত হয়। তিনি তাহাদিগের প্রায় ৬০০ জনকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করেন। কতকগুলি পর্ব্বতে অরণ্যে পলাইয়া যায়। নয় দশ খানি জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ করিয়া মধ্য সমুদ্রে গমন করে, তাহাদের মধ্যে গঞ্জালেসের জাহাজখানিও ছিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইমানুয়েল ডি মাটুস কার্ভালোর সহিত সনদ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। সনদ্বীপ আরাকানরাজ পুনরধিকার করিলেও তাহা অবশেষে মাটুসের অধিকারে আইসে।

ফতে খাঁ।

মাটুস ফতে খাঁ নামক একজন মুসল্‌মানের হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার অর্পণ করে। * কারণ মাটুস পর্টুগীজগণের সেনা-

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব ফতে খাঁকে 'Moghul commander of the island of

পতি হওয়ায় অধিকাংশ সময় ডায়েঙ্গায় অবস্থিতি করিত। কিছুকাল পরে মাটুসের মৃত্যু হইলে ফতে খাঁ নিজেই সনদ্বীপ অধিকার করিয়া লয়, এবং মোগল সুবেদারের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া তাহাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চেষ্টা করে, ও আপনাকে মোগল সেনাপতি বলিয়া পরিচয় দেয়। পাছে পর্টুগীজগণ প্রবল হইয়া আবার সনদ্বীপ অধিকার করে, এই আশঙ্কা করিয়া ফতে খাঁ সনদ্বীপস্থ পর্টুগীজগণকে স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ নিহত করে, এবং দেশীয় খৃষ্টানগণও তাহার ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। ফতে খাঁ অনেক পাঠান ও মোগল সৈন্যকে নিজ অধীনে নিযুক্ত করিয়া ৪০ খানি সুসজ্জিত জাহাজে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত পরাক্রমশালী বলিয়া মনে করিত। কৃষি বাণিজ্যে সনদ্বীপ লাভজনক হওয়ায়, তাহার রাজস্বে ফতে খাঁর সমস্ত ব্যয়ই নির্ব্বাহিত হইত। গঞ্জালেস ও তাহার সঙ্গী অন্যান্য পর্টুগীজগণ ডায়েঙ্গা হইতে পলায়িত সেই নয় দশ খানি জাহাজ লইয়া কিছুকাল এদিক ওদিক বেড়াইয়া অবশেষে ঘৃণিত দস্যুতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে তাহাদের কোন সর্দ্দার না থাকায় তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে হীন বৃত্তি অবলম্বন করে। তাহারা আরাকানরাজ্যে দস্যুতা করিয়া সেই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য রক্ষার জন্য বাকলা রাজ্যের বন্দর সমূহে গমন করিত। বাকলা-রাজ রামচন্দ্র রায় পর্টুগীজগণের বন্ধু ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কোনরূপ বাধা প্রদান করিতেন না। যখন ফতে খাঁ জানিতে পারিল যে, ঐ সমস্ত

Sundeep' বলিয়াছেন। কিন্তু Faria y Sausa র Portugues Asia নামক গ্রন্থের John Stevens কর্ত্তৃক ১৬৯৫ খৃঃ অব্দের অনুবাদে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "Fatican a resolute Moor, whom he (Mattos) intrusted with the Island, in his absence, hearing of his death, makes himself master of it." ইহাতে বোধ হয় ফতে খাঁ মাটুস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাহার মৃত্যুর পর সনদ্বীপ অধিকার করে, পরে মোগল সুবেদারের সহিত মিলিত হয়।

পর্টুগীজ দস্যুগণ চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সে তাহাদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। ফতে খাঁ তাহাদিগের দমনে কৃতকার্য্য হইবে জানিয়া আপনার পতাকায় এইরূপ লিখিয়া রাখিত। "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফতে খাঁ সনদ্বীপের অধীশ্বর, খৃষ্টান রক্তপাতকারী ও পর্টুগীজ জাতির বিনাশকর্ত্তা!" *

একদিন সন্ধ্যাকালে ফতে খাঁ সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহার অধীনে ৪০ খানি যুদ্ধজাহাজ ও ৬০০ মোগল ও পাঠান সৈন্য ছিল। পর্টুগীজেরা দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নিকট নঙ্গর করিয়াছিল। প্রথমতঃ সেবাষ্টিয়ান পিণ্টো নামক একজন পর্টুগীজ আপন দলবল লইয়া ফতে খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অন্যান্য পর্টুগীজেরা তাহার পর সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হয়, তাহাদের সহিত উক্ত ১০ খানি মাত্র জাহাজ ছিল। ফতে খাঁ তাহাদিগকে অমিতপরাক্রমে আক্রমণ করে। পর্টুগীজেরাও সাহসসহকারে সমস্ত রাত্রি ফতে খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ফতে খাঁর সমস্ত জাহাজ তাহাদের করায়ত্ত হয়, এবং তাহার সমস্ত সৈন্য হত, আহত ও বন্দী হয়, ফতে খাঁ নিজেও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে যদি তাহাদের কোন নেতা থাকিত, তাহা হইলে

ফতে খাঁর সহিত পর্টুগীজগণের যুদ্ধ।

* "Sebastian Gonzales and his Companions, with those 9 or 10 Vessels that escaped at *Dianga*, having no Head to govern them, lived by robbing in the country of *Arracan* carrying their booty to the king of Bacala's Ports, who was our friend. Fatican understanding they plyed thereabouts, went out to seek them with such assurance of success, that he had this Inscription upon his colours : Fatican by the grace of God, Lord of Sundiva, shedder of Christian Blood, and destroyer of Portuguese Nation."

(Portugues Asia.)

পর্টুগীজগণ অনায়াসে সনদ্বীপ অধিকার করিতে পারিত। নেতার অভাবে তাহাদের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহারা ষ্টিফেন পালমায়ারো নামক একজন বয়োবৃদ্ধ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু পালমায়ারো এই সমস্ত দুর্বৃত্ত লোকদিগের নেতৃত্বগ্রহণে অস্বীকৃত হন। তাহারা তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। তখন অগত্যা তাহারা তাঁহাকে তাহাদের নেতা স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে, এবং সর্ব্বথা তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে স্বীকৃত হয়। পালমায়ারো সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস টাইবাওএর নাম নির্দ্দেশ করেন। -

মানসিংহের পর কুতুবউদ্দীন বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন, সের আফগানের হস্তে তাহার মৃত্যু হইলে, জাহাঙ্গীর কুলীখাঁ কাবুলী সুবেদার হইয়া আসেন; কিছুকাল পরে জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ কাবুলীর মৃত্যু হইলে সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার পদে সুবেদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খাঁ বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় সিংহাসন স্থাপন এবং তাহার জাহাঙ্গীরনগর আখ্যা প্রদান করেন। তথায় প্রাসাদ ও দুর্গাদি গঠিত হইতেও আরব্ধ হয়। ফিরিঙ্গী ও মগদিগের অত্যাচার-নিবারণের জন্যই ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পর্টুগীজগণ তাহাতে ভীত না হইয়া রাজধানীর নিকটেই আপনাদের দুঃসাহসের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

সুবেদার ইসলাম খাঁ।

গঞ্জালেসকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া পর্টুগীজগণ সনদ্বীপ অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই সময়ে বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও অন্যান্য বন্দর হইতে অপরাপর পর্টুগীজগণও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়া, গঞ্জালেস আপনাকে

অত্যন্ত পরাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজগণের সাহায্য ব্যতীত তাহার আশা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইবে না বুঝিতে পারিয়া, সে তাহার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। বাকলারাজ রামচন্দ্র রায় পর্টুগীজগণের বন্ধু ছিলেন। গঞ্জালেস প্রথমতঃ তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করে। রাজার সহিত এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল যে, সনদ্বীপ অধিকৃত হইলে সে রাজাকে তাহার অর্দ্ধেক রাজস্ব প্রদান করিবে। রাজা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সাহায্যের জন্য দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য ও কয়েকখানি জাহাজ প্রদান করেন। ১৬০৯ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে গঞ্জালে-সের অধীনে ৪০ খানি জাহাজ ও ৪০০ পর্টুগীজ সমবেত হইয়াছিল। এ দিকে ফতেখাঁর ভ্রাতা বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য লইয়া সনদ্বীপ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। পর্টুগীজেরা সনদ্বীপে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলে ফতে খাঁর ভ্রাতা তাহাদিগকে বাধা প্রদানে চেষ্টা করে, কিন্তু অবশেষে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। পর্টুগীজেরা দুর্গ অবরোধ করিয়া অনেক-দিন তথায় অবস্থিতি করে। কিন্তু তাহাদের জাহাজ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও বারুদ, গোলাগুলি না পাওয়ায় তাহাদের ধ্বংস ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই সময়ে গ্যাসপার ডি পাইনা নামে জনৈক স্পেনদেশীয় পোতাধ্যক্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া পর্টুগীজগণের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি ৫০ জন লোক সহ রাত্রিযোগে কতকগুলি আলো লইয়া চীৎকার করিতে করিতে দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। বিপক্ষেরা মনে করিয়াছিল, তিনি পর্টু-গীজদিগের সাহায্যের জন্য অনেক লোকজন লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহারা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ ও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে তরবারির আঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। স্থানীয় লোকেরা গঞ্জালেসের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। গঞ্জালেস তাহাদিগকে সমস্ত

গঞ্জালেস কর্ত্তৃক সনদ্বীপের অধিকার।

নবাগত লোক প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেয়। তাহারা সহস্রাধিক মোগলকে তাহার নিকট উপস্থিত করিলে, গঞ্জালেস তাহাদের মস্তক-ছেদনের ব্যবস্থা করে। প্রায় সেই পরিমাণ লোক দুর্গমধ্যেও নিহত হইয়াছিল। এই প্রকারে গঞ্জালেস সনদ্বীপের একাধীশ্বর হইয়া উঠে, সমস্ত দেশীয় লোক ও পর্টুগীজগণ তাহার আদেশ প্রতিপালনে রত হয়। গঞ্জালেস আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করে, এবং স্বীয় আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্নশীল হয়।

গঞ্জালেস ও রামচন্দ্র রায়।

এইরূপে সনদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়া গঞ্জালেস প্রথমতঃ তথায় তাহার অধীনস্থ পর্টুগীজগণকে কিছু কিছু ভূমি প্রদান করে, পরে আবার তাহা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। বাকলা-রাজ তাহাকে সাহায্য করায় সে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার সাহায্য ও তাঁহার সহিত প্রস্তাবিত সন্ধি প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, সে তাহার বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে গঞ্জালেস তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে। তাহার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত দাম্ভিক ও অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। * এই সময়ে তাহার অধীনে ১০০০ পর্টুগীজ, ২০০০ সশস্ত্র বাঙ্গালী, ২০০ অশ্বারোহী ও কামানসজ্জিত ৮০ খানি জাহাজ ছিল। সনদ্বীপের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় তথায় অনেক বণিক্ বাণিজ্যের জন্য সমাগত হইত, গঞ্জালেস তথায় একটি শুল্কাগার প্রতিষ্ঠিত করে। নিকটবর্ত্তী রাজ-গণ তাহার অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে প্রবৃত্ত হন। বাকলারাজ † তাহার দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার

* "As he grew Great, so he grew Insolent and Ungrateful."
(Portuguese Asia.)

† ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাকলাকে Batecala বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রম;

সহিত সম্পর্কচ্ছেদনের ইচ্ছা করিলে গঞ্জালেস তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া সাহাবাজপুর ও পাতলেভাঙ্গা নামক দুইটি স্থান বাকলারাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করে। অন্যান্য রাজগণের নিকট হইতেও সে কোন কোন ভূভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। এইরূপে সে বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া প্রধান প্রধান রাজগণের সদৃশ হইয়া উঠে; তাহার অধীনস্থ লোকগণও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিক দিন তাহাদের সে সৌভাগ্য স্থায়ী হয় নাই।

যে সময়ে গঞ্জালেস সনদ্বীপের একাধীশ্বর হইয়া সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই সময়ে আরাকানরাজের সহিত তাঁহার

আরাকানরাজের সহিত গঞ্জালেসের বিবাদারম্ভ।

ভ্রাতা অনুপরামের বিবাদ উপস্থিত হয়, একটি হস্তী লইয়া এই বিবাদ ঘটিয়াছিল। উক্ত হস্তীটি অন্যান্য হস্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, আরাকানরাজ অনুপরামের নিকট তাহা প্রার্থনা করেন। কিন্তু অনুপরাম তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় আরাকানরাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অনুপরামের রাজ্য ও হস্তী অধিকার করেন। অনুপরাম পলায়ন করিয়া সাহায্যের জন্য গঞ্জালেসের নিকট উপস্থিত হন। গঞ্জালেস অনুপরামের ভগিনীকে প্রতিভূস্বরূপ দাবী করে। তাহার পর তাহারা আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। কিন্তু সে যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কারণ আরাকানরাজের অধীনে ৮০ হাজার সৈন্য ও ৭ শত রণহস্তী থাকায়, তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। অনুপরাম আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধনসম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া সনদ্বীপে গঞ্জালেসের নিকট উপস্থিত হন। তাহার পর গঞ্জালেস অনুপরামের ভগিনীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করে।

Portuguese Asiaর এক স্থলে উহা লিখিত হওয়ায়, ষ্টুয়ার্ট ঐরূপ ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই বাকলা লিখিত আছে।

ইহার অল্পকাল পরে অনুপরামের মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল যে, বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, এবং গঞ্জালেসকেই লোকে সন্দেহ করে। অনুপরামের মৃত্যুর পরই গঞ্জালেস অনুপরামের স্ত্রী পুত্রের প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার ধনসম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে লোকে তাহার নামে দুর্নাম রটনা করিতে আরম্ভ করে। সেই সমস্ত নিন্দাবাদ দূর করিবার জন্য গঞ্জালেস অনুপ-রামের বিধবার সহিত স্বীয় ভ্রাতা আণ্টনি টাইবাওএর বিবাহের চেষ্টা করে। আণ্টনি তাহার রণতরীসমূহের অধ্যক্ষ ছিল। কিন্তু অনুপরামের বিধবাপত্নী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অসম্মত হওয়ায় গঞ্জালেস সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

ইহার পর গঞ্জালেস পুনর্ব্বার আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ভ্রাতা আণ্টনি ৫ খানি জাহাজ লইয়া রাজার একশত খানি জাহাজ অধিকার করিয়াছিল। এই ব্যাপারে আরাকানরাজ বিচলিত হইয়া গঞ্জালেসের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া অনুপরামের স্ত্রীপুত্রের উদ্ধার সাধন করেন। অনুপরামের বিধবা পত্নীর সহিত চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার বিবাহ হয়। এই সময়ে ১৬১০ খৃঃ অব্দে মোগলেরা ভুলুয়া অধিকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন। বাকলারাজ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তিনি বন্দী ও হত হইলে তাঁহার পুত্র বলরাম শূর ভুলুয়ার রাজাসনে উপবিষ্ট হন। ভুলুয়ারাজগণ ত্রিপুরার রাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন। বলরাম তদানীন্তন ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের বশ্যতা স্বীকার না করায়, তিনি ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া বলরামের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। এই সময়ে মোগলেরা ভুলুয়া অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়। ওদিকে আরাকানরাজ তাহা নিজ

গঞ্জালেসের সহিত মগ রাজের সন্ধি ও ভুলুয়া আক্রমণের বন্দোবস্ত।

অধিকারে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এইরূপে ভুলুয়ার ভাগ্যাকাশে চতুর্দ্দিক হইতে শাণিত তরবারির বিদ্যুৎক্রীড়া আরম্ভ হয়। গঞ্জালেসও দেখিল যে ভুলুয়া সনদ্বীপের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত হওয়ায়, মোগলগণ কর্ত্তৃক তাহা অধিকৃত হইলে, তাহারও ভবিষ্যৎ কল্যাণজনক নহে। সুতরাং তাহার প্রতিকারের জন্য সে আরাকানরাজের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগকে বাধা প্রদানে ইচ্ছুক হইল। আরাকানরাজ সেলিমসা নিজে ৮০ হাজার বন্দুকধারী মগ, ১০ হাজার অসিচর্ম্মধারী পেগুবাসী ও সশস্ত্র লোকসহ ৭ শত হস্তী লইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। তাঁহার দুই শতাধিক জাহাজ ৪ সহস্র সৈন্যসহ গঞ্জালেসের রণতরীসমূহের সহিত যোগদান করে। গঞ্জালেস তাহাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহাদের এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, গঞ্জালেস যে সময়ে মোগলদিগকে ভুলুয়া অতিক্রম কবিতে বাধা দিবে, তাহারই মধ্যে আরাকানরাজ তথায় উপস্থিত হইবেন। এইরূপে মোগলেরা বিতাড়িত হইলে ভুলুয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গঞ্জালেসকে প্রদত্ত হইবে। গঞ্জালেস, রাজাকে তাঁহার রণতরীসমূহের জন্য তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও কয়েকটি পর্টুগীজ যুবককে প্রতিভূস্বরূপ প্রদান করিবে।

এই সমস্ত স্থির হইলে, আরাকানরাজ ভুলুয়ায় উপস্থিত হইয়া মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। গঞ্জালেস তাহাদিগকে বিশেষ কোন বাধা দেয় নাই, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মোগলদিগের নিকট হইতে উৎকোচ লইয়া সে এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। আবার কাহারও কাহারও মতে গঞ্জালেস ডায়েঙ্গার পর্টুগীজগণের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আরাকানরাজকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাই হউক, এইরূপ কার্য্য যে গঞ্জালেসের ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার

গঞ্জালেসের বিশ্বাসঘাতকতা ও সেলিম সার দুর্দ্দশা।

নিদর্শন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গঞ্জালেস নদীর * মুখ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জাহাজসহ একটি দ্বীপের † খাড়ীতে প্রবেশ করে। ইহাতে মোগলদিগের পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। উক্ত দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়া গঞ্জালেস আরাকানরাজের জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে নিজের জাহাজে ডাকিয়া পাঠায় ও তাহাদিগকে হত্যা করে। তাহার পর তাহাদের জাহাজে নিপতিত হইয়া কতক লোককে নিহত ও কতককে দাসরূপে গ্রহণ করে। অবশেষে আপনার জাহাজশ্রেণী লইয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হয়। ইতি মধ্যে মোগলেরা আবার বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভুলুয়ায় আগমন করে, এবং আরাকানরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলে। সেলিমসা অনেক কষ্টে একটি হস্তীতে আরোহণ করিয়া একরূপ একাকীই চট্টগ্রামের দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হন, মোগলেরা মগদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। গঞ্জালেস এই সমস্ত অবগত হইয়া আপনার রণতরী লইয়া সমুদ্রতীরস্থ আরাকানী দুর্গসমূহে অগ্নি প্রদান করিয়া ও লোকদিগকে তরবারির আঘাতে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে। তাহার পর সে আরাকান পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, এবং তথায়ও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাণিজ্য-জাহাজে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। মোগলদিগের অত্যাচারে ও পর্টুগীজদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় আরাকানরাজের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার একখানি বৃহৎ সুন্দর জাহাজ নষ্ট হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। এই সুবৃহৎ ও বিচিত্র জাহাজে এক একটি প্রাসাদের ন্যায় এক এক প্রকোষ্ঠ ছিল, এবং তাহা হস্তিদন্তের ও স্বর্ণের দ্বারা খচিত

* এই নদী সম্ভবতঃ মেঘনা হইবে, কিন্তু পর্টুগীজেরা ইহাকে Dangatiar বলিয়াছেন।

† দ্বীপটীর নাম Desierta.

হওয়ায় বিস্ময় উৎপাদন করিত। আরাকানরাজ গঞ্জালেসের এইরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শূলে চড়াইয়া আরাকান বন্দরের এক উচ্চ স্থানে স্থাপন করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, গঞ্জালেস তাহাকে দেখিয়া যদি শান্ত হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চৈতন্য হয় নাই। সে উক্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নাই। গঞ্জালেস সনদ্বীপে আসিয়া একটু বিচলিত হয়। কারণ, তৎকালে কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিত না, সকলেই তাহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। কি মোগল, কি মগ কেহই তাহার উপর সামান্যমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইত না। তাহার এই সমস্ত দুষ্কার্য্যে তাহার মনে হইয়াছিল যে. তাহাকে শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি সে নিবৃত্ত না হইয়া আবার অন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

১৬১৩ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হইলে, কাসীম খাঁ তাহার স্থলে সুবেদার নিযুক্ত হন। এ দিকে ১৬১২ খৃঃ অব্দে আরাকানরাজ মেং রাজগী বা সেলিমসার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মেং খা মোং আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি অত্যন্ত বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি যৌবরাজ্যকালে সৈন্য ও রণতরীর অধ্যক্ষতা করিতেন। সনদ্বীপ অধিকার করিয়া গঞ্জালেস আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। সে গোয়ার পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধির বশ্যতা স্বীকার করে নাই। পাছে ভবিষ্যতে সনদ্বীপ তাহার হস্তচ্যুত হয় এই আশঙ্কায় সে গোয়ার তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি ডন হিরোম ডি আজাভোদোর বশ্যতা স্বীকারের জন্য নিজের একজন প্রতিনিধিকে একখানি জাহাজসহ গোয়ায় পাঠাইয়া দেয়, এবং তাঁহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের

গোয়ার পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধির সহিত গঞ্জালেসের বন্দোবস্ত।

জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠায়। গঞ্জালেস আরাকানকে শস্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য বলিয়া রাজপ্রতিনিধির নিকট বর্ণনা করিয়া পাঠায়, ও সহজে তাহা অধিকৃত হইবে এইরূপ আশ্বাসও দেয়। সে তাহার সমস্ত সৈন্যসহ যোগ দিতে স্বীকৃত হয়, এবং প্রতিবৎসর রাজস্ব ও জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল পাঠাইতে অঙ্গীকার করে। সে আরও বলিয়া পাঠায় যে, তাহার স্বদেশীয়গণকে অন্যায়পূর্ব্বক হত্যা করার জন্য সে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

গোয়ার পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধি, একটি বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত হইবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাহা অধিকার করিবার জন্য এক অভিযানের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ১৪ খানি বৃহৎ জাহাজ ও আরও ২ খানি ক্ষুদ্র জাহাজ সংগ্রহ করিয়া ডন ফ্রান্সিস ডি মেন্সেস নামক একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ফ্রান্সিস কয়েক বৎসর সিংহলের শাসনকর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধি পর্টুগীজ জলদস্যুগণের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্যের আশা না করিয়া, সেনাপতিকে তাহাদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই মগদিগকে আক্রমণের আদেশ দিয়াছিলেন। ১৬১৫ খৃঃ অব্দের ৩রা অক্টোবর ফ্রান্সিসের রণতরীসমূহ আরাকান নদীতে প্রবেশ করে। তিনি তথা হইতে সনদ্বীপে গঞ্জালেসের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন, ও তাঁহার দূতের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরাকানরাজ মেং খা মৌং পর্টুগীজগণের অভিযান-ব্যাপার অবগত হইয়া কতকগুলি ওলন্দাজ জাহাজের অধ্যক্ষকে হস্তগত করিয়া ফেলেন, ঐ সমস্ত জাহাজ তৎকালে বন্দরে অবস্থিতি করিতেছিল। তিনি পর্টুগীজদিগের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের নেতৃত্বে আপনার বহুসংখ্যক

আরাকানরাজের সহিত পর্টুগীজগণের যুদ্ধ।

রণতরী লইয়া ১৫ই অক্টোবর বিপক্ষগণকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জয়পরাজয়েব স্থির হয় নাই। সন্ধ্যার সময় আরাকানীরা নদীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। নবেম্বর মাসের মধ্য পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়। সেই সময়ে গঞ্জালেস নানা আকারের ৫০ খানি জাহাজ লইয়া উপস্থিত হয়। রাজপ্রতিনিধি তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরণ না করায় সে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়, এবং তাহার যোগদানের পূর্ব্বে নদীর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য ফ্রান্সিসকে ভৎর্সনা করে। কারণ, তাঁহার এই ব্যবহারে, বিপক্ষগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সুসজ্জিত হওয়ার অবসর পাইয়াছিল। ১৫ই নবেম্বর ফ্রান্সিস তাহার রণতরীসমূহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ নিজের ও অপর ভাগ গঞ্জালেসের অধীনে স্থাপন করেন। পর্টুগীজেরা দূর হইতে দেখিতে পায় যে, আরাকানী ও ওলন্দাজ জাহাজসমূহ যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া তাহাদেব জন্য অপেক্ষা কবিতেছে। ফ্রান্সিস তাঁহার নিজের ভাগ লইয়া বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব ও গঞ্জালেস বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিযাছিল। সেই সময়ে ডন ফ্রান্সিস একটি বন্দুকেব গুলি দ্বারা আহত হওযায় ও দুই শতাধিক পর্টুগীজ নিপাতিত হওয়ায়, গঞ্জালেস প্রত্যাবর্ত্তন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে, এবং ভাটার টানে নদীর মুখে আসিয়া মৃতদিগকে সমাহিত করিয়া অন্যান্য অধ্যক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরামর্শে স্থির হয় যে, অভিযান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহাই স্থির করিয়া তাহারা সনদ্বীপে চলিয়া যায়।

সনদ্বীপ হইতে পর্টুগীজ সেনানীগণ গোয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহাদের সহিত অনেক ফিরিঙ্গী দস্যুও গিয়াছিল। তাহারা গঞ্জালেসের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে। পর বৎসর আরাকান-রাজ সনদ্বীপ আক্রমণ করিয়া গঞ্জালেসকে পরাস্ত ও সনদ্বীপ ও অন্যান্য

স্থান অধিকার করেন। গঞ্জালেসের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না। এই সময় হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু মগদিগের উৎপাত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুন্দরবনের অনেক স্থান ইহাদের উৎপাতে জনশূন্য হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার প্রশমিত হইলেও বঙ্গদেশ হইতে তাহাদের প্রাধান্যের একেবারে নাশ হয় নাই। ক্রমে তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং সেই সময়ে হুগলী প্রসিদ্ধ বন্দর হওয়ায়, তাহারা তথায় দলে দলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেখানেও তাহারা আপনাদের দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সাজাহানের রাজত্বকালে কাসীম খাঁ জবানী সুবেদার নিযুক্ত হইলে, তিনি বাদসাহের অনুমতি-অনুসারে তাহাদিগের দমনে প্রবৃত্ত হন, এবং হুগলী অবরোধ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করেন। তদবধি বঙ্গে পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস হয়। যাহারা বাণিজ্যের জন্য বঙ্গভূমিতে আসিয়াছিল, তাহারা দস্যুতা প্রভৃতি নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সভ্যতাদীপ্ত ইউরোপের নামে কলঙ্কপ্রদান করিয়া গিয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমি তাহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গঞ্জালেস ফিরিঙ্গীর অত্যাচারই প্রধান। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে অত্যাচারীর স্পর্দ্ধা অধিক দিন স্থায়ী হয় না বলিয়া শীঘ্রই তাহার পতন হইয়াছিল। কিন্তু ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়া সে যেরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহাতেই বঙ্গভূমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ইতিহাস তাহার সেই ভীষণ অত্যাচার চিত্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর নিকট তাহাকে ঘৃণার ও ভীতির প্রতিমূর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে।

আরাকান রাজকর্ত্তৃক সনদ্বীপ অধিকার ও পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস।

যে সময়ে গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী সনদ্বীপে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের আফগানগণও বিদ্রোহাচরণ করে। তৎকালে প্রায় বিংশ সহস্র আফগান মিলিত হইয়া ওসমান খাঁকে নেতৃত্বে বরণ করে। ওসমান খাঁ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আসিতে বাধ্য হন। তথায় তিনি কিছু জায়গীর প্রাপ্তও হইয়াছিলেন উক্ত জায়গীরের আয় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা হইবে। কিন্তু ওসমান কদাচ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। মানসিংহ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিলে, এবং কুতুবউদ্দীন প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, তিনি ক্রমে ক্রমে আবার স্বাধীনতা প্রকাশের চেষ্টা করেন। তাহার পর ইসলাম খাঁর শাসন সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে তিনি প্রকাশ্যভাবে মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা করেন। উক্ত অব্দের ২রা মার্চ্চ ঢাকা হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দূরে নেক উজ্জ্বল নামক স্থানে তিনি মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হন। ইসলাম খাঁ সুজাত খাঁ নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ও সুদক্ষ সেনাপতিকে ওসমানের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুজাত খাঁ প্রথমে দূত দ্বারা আফগানগণকে শান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়া পাঠান। কিন্তু আফগানেরা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। উভয় পক্ষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, ওসমান একটি মদমত্ত রণহস্তীকে সুজাতের দিকে চালিত করেন। সুজাত তাহাকে ক্রমাগত আহত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, হস্তী তাঁহাকে তাঁহার অশ্ব হইতে পাতিত করে। সুজাত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তীকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সঙ্গী সৈনিকেরাও

ওসমানের পতন ও পাঠান বিদ্রোহের শান্তি।

* ষ্টুয়ার্ট ভ্রম ক্রমে এই যুদ্ধ সুবর্ণরেখার তীরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Blochmann's Ain-i-Akbari 520 P. দেখ)।

তাহার প্রতি অস্ত্রচালনা করে। হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয় ছিন্ন ও তাহার শুণ্ডে ও গাত্রে আঘাত লাগায়, এবং তাহার মাহুত নিপাতিত হওয়ায় সে চীৎকার করিয়া প্রস্থান করে। ওসমান পরে আর একটি হস্তীকে চালিত করিবার জন্য আদেশ দেন। সে হস্তীও সুজাত ও তাঁহার পতাকাবাহককে আক্রমণের জন্য ধাবিত হয়। যৎকালে তাহার সহিত সুজাতের যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে একটি অজ্ঞাত হস্তের গুলি আসিয়া ওসমানের ললাট বিদ্ধ করে। ওসমান তথাপি আপনার সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ওয়ালি ও পুত্র মমরেজ বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। ওসমানের মৃত্যুর পর হইতে বঙ্গে পাঠান বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। দাযুদের মৃত্যুর পর যাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিল, উপযুক্ত নেতার অভাবে অবশেষে তাহারা শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। প্রথমে কতলু তাহার পর ওসমান তাঁহাদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া প্রাণপণে মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আজিম খাঁ, ওযাজির খাঁ, মানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সুবেদার ও সেনাপতিগণ তাহাদিগের সহিত অনেক বার রণক্রীড়ার অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে ওসমানের পতন হইতে তাহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, ও শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বঙ্গ ভূমিতে ভূঁইয়াগণের, পর্টুগীজগণের ও পাঠানগণের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া মোগলেরা তথায় শান্তি স্থাপনে সমর্থ হন।

আমরা দেখাইলাম যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গভূমি কিরূপ অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর অস্ত্রঝঞ্ঝনা ও

রণহুঙ্কারে তাহা কিরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই সময়ের ন্যায় বিপ্লবময় সময় আর দ্বিতীয় ছিল কি না সন্দেহ। বঙ্গভূমির বক্ষ এতদিন ব্যাপিয়া আর কখনও রুধিরধারায় রঞ্জিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না, এবং বাঙ্গালীর এরূপ অদ্ভুত বীরত্ব আর কখনও প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা অবগত নহি। মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গীর সহিত তাহাদের যেরূপ অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল, এরূপ ভয়াবহ শোণিত-ক্রীড়া বাঙ্গালীর ইতিহাসে নাই। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালী চিরদিন নির্জীব বাঙ্গালী ছিল না। এক দিন তাহারা, অসি, তরবারি, বর্শা, বন্দুককে আপনাদের ক্রীড়াসঙ্গী করিয়াছিল! কামানের পৃষ্ঠে চড়িয়া বক্ষ পাতিয়া বিপক্ষের কামানের গোলাও ধরিয়া লইয়াছিল, এবং রণক্ষেত্রে বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জনও দিয়াছিল! ইহা কাহিনী নহে, ইতিহাস। ইতিহাস আমাদিগকে তাহার গুপ্ত পত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া উহাই দেখাইয়া দিতেছে। বাঙ্গালী যদি তুমি চক্ষুষ্মান হও, ইতিহাসের সেই শোণিত-লেখা একবার পড়িয়া লও, ও বাঙ্গালীজীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। আর মনে রাখিও তোমরা কাপুরুষের বংশধর নহ।

উপসংহার।

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র ।

THE

HISTORY

OF

RAJA PRITAPADITYU

By Ram Ram Boshoo,

One of the Pundits in the College of Fort William.

SERAMPORE

Printed at the Mission Press,

1802.

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র।
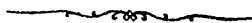
যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে।

একব্বর বাদসাহের আমলে।

রাম রাম বসুর রচিত।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০১

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র।

এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু (১) পৃভৃতি অনেক২ রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নামমাত্র শুনা যায় তদব্যতি-রেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবণ করে আনুপূর্ব্বিক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় (২) গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এজন্য যে মত আমার শ্রুত আছে, তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

এ প্রশঙ্গের আদি এই রামচন্দ্র (৩) নামেতে একজন বঙ্গজ কায়স্ত পূর্ব্বদেশ নিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় দেশান্তরি হইয়া পাটমহল (৪) পরগণায় অবস্থিতি করিলেন এবং সেই স্থানে বিবাহ করিলেন তাহার স্যালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের (৫) কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহুরি ছিল রামচন্দ্রও তাহারদের সমিভ্যারে দপ্তরখানায় যাতায়াত করিতে২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন রামচন্দ্র ক্ষমতাপন্ন লোক অতএব ঐ দপ্তরে তিনি ও মুহরিগিরি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন।

এইমতে কতককাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে২ তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুনানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনাদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপন্ন।

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিৎ শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে হইতে উৎখ্যাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।

সে সময়ে গৌড়ে বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা সেই স্থানে তাহার অধ্বিক্ষ্য নবাব ছোলেমান গররানি (৬) নাম পাঠান ছোলেমা-নের পূর্ব্বাবধি কিছু এমত ঐশ্বর্য্য ছিল না দৈবক্রমে তাহারি কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা তিন সবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়া-ছিল তাহার বিবরন এই।

যেকালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল একারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহারদের আপনার মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিৎ ছিল (৭) ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল না।

এই অপকাশ ক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন সবার কতৃত্ব নিস্করে করিলেক ইহাতে ভাণ্ডারাবধি ধনে পরিপূর্ন্ন করিলেন।

পরে হোমাণ্ড সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া একব্বর বাদসাহের সহিৎ সাক্ষাত করিলে সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রেহে অনুগৃহীত হইয়া (৮) ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্র বিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে বাহুড়িলেন তাহাতেই মহা ঐশ্বর্য্যেতে সুবাদারি করিতেছিলেন।

সেইকালে রামচন্দ্র আপনার তিনপুত্র সাতে করিয়া সপরিবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া নজর দিয়া ছোলেমানের সহিৎ দেখা করিলে তাহার পুত্রেরদের আরজদাস্ত আনুযায়ি কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন এবং সেইদেশে ঘর দ্বার করিয়া বসত বাস করিলেন।

ইহারদের তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক সদা সর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় ছোলেমানের নিকটাবর্ত্তি হইতেন তাহাতে ছোলেমান শিবানন্দকে জ্ঞাত ছিল কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা যে ছিল তাহার পরলোক হইলে শিবানন্দ ছোলেমানের অনুগ্রহেতে সেই দপ্তরের কর্ত্তা হইলেন (৯) ছোলেমান শিবানন্দকে সন্মান করিয়া খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।

সেই হইতে শিবানন্দের বৃদ্ধি পর২ উন্নতির বাহল্য হইল কার্য্যের আঞ্জাম করাইতে ছোলেমান শিবানন্দকে বিস্তর২ সম্ভ্রম করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরম্ভ। একবৎসর এই মতে গত হইলে ছোলেমানের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বাজিদ কনিষ্ঠ দাউদ শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করেন।

শিবানন্দের ভাইপো দুইজন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরি ভবানন্দের পুত্র মধ্যম জানকীবল্লভ গুনানন্দের পুত্র এই দুই ভ্রাতা প্রায় সমান বয়স। শিবানন্দ তাহারদের দুইজনকে ও দাউদের পাঠসালায় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত

করিয়া দিলেন এইমতে সে দুই কুমার নবাব জাদার সহিৎ লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান। আস্তে২ নবাব জাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল তিনজনে বড়ই প্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।

একদিন দাউদ কহিলেন ইহারদিগের দুই ভ্রাতাকে আমি যদি বাদসাহ হইব তবে তোমারদিগকে ওজির করিব এই দৃঢ় আমার পন আমার যে কার্য্য হইবেক তাহারি নায়েব তোমারদিগকে করিব ইহার অন্যথা হইতে পারিবেক না। এইমতে বাল্য ক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করাতে সুখভোগে কালযাপন করিতে ছিলেন। ইহাতে ব্যাপক কালগত হইল।

ইতিমধ্যে ছোলেমানের মরণ হইলে বাজিদ তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র তিনিই সুবাদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতৎকালে ছোলেমানের জামাতা হসো বাজিদকে সংহার করিয়া আপনি এক সপ্তাহ সুবাদার ছিলেন তন্মধ্যে ছোলেমানের সরদার আমির লুদি নামে একজন দক্ষিণে থাকিত সে আসিয়া তলোয়ারের চোটে হসোকে নিপাত করিয়া ছোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে সুবাদারি আসনে বসাইল। (১০)

দাউদ নবাব হইলে এ দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রাপ্ত করাইলেন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য (১১) খেতাব দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্য পাত্র কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন। দুই ভ্রাতাকে দুই প্রধান কার্য্য প্রাপ্ত করিয়া পরমাল্হাদিত করিলেন। দাউদ সুবাদার হইয়া অতি ন্যায়তে প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার ও তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তোষন বৈরি বিমর্দ্দন করণেতে সর্ব্বত্রে তাহার সুখ্যাতি ব্যাপক হইল।

প্রজা ও চাকর লোক ও শৈন্য সমস্ত অনুগত অল্প কয়েক বৎসর যায় সময়ানুরূপে দুষ্টমতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে আপন মনে বিচার করিল। সর্ব্বত্রে আমার সুখ্যাতি ও প্রজালোক ও চাকর ও শেনাগণ সমস্তই অনুকুল এবং দিল্লীশ্বর বাদসাহ আমার নিয়ম মতে কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুষ্ট। অতএব এখন আমার সামন্ত প্রচুর দিল্লিতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ন্ন এবং আর কতক অর্থসঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা দিয়া শেনা রাখিব তবে যদি দিল্লিপতি অন্যায় করিতে প্রবর্ত্ত হএন আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতি কি। এ কিছু অপ্রকৃত কার্য্য নহে। এ হেঁদুর দেশ তাহারদের অধিকার। মোছলমানেরা আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন। দিল্লিপতি মোছলমান আমিও সেই জাতি। তবে তিনিই বা কিমার্থে আমার কাছে কর লএন এবং আমি বা কেন তাঁহাকে কর দেই তাঁহার নামে সিক্কা মারা যায় এবং তিনি তক্তে বসেন আমি তাঁহার দাস মত এ কি অসঙ্গত কার্য্য। তাঁহাকে আমি আর কর দিব না। (১২) থানাজাতে শৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মলুকে কতৃত্ব করিব।

এইমত আসন্নকালে বিপরিত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল দিল্লির কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা ওৎপন্নীয় ধন দিয়া শৈন্য প্রচুর রাখিয়া থানাজাতে মুরচাবন্দি করিল আট দশ বৎসরাবধি ধন সঞ্চয় করিল ও শৈন্য সামন্তের বাহল্য।

বহুকাল ক্ষেপনের পরে ঠাওরাইল আপন নামে শিক্কা মারে ও বাদসাহি তক্ত গৌড়ে নির্ম্মান করে। তাহার সামিগ্রি নানা বর্ন্নের প্রস্তর পুঞ্জ২ আনাইল এবং বহু সামন্ত একত্তর করিল একয়াই তিন লক্ষ। আসোয়ার লক্ষার্দ্ধ তবকি তোবচিন ইত্যাদি দেড়লক্ষ এই তিন লক্ষ

শেনার পতি এবং সহস্র২ ভাণ্ডারাবধি পরিপূর্ণ ধন এবং সমস্ত সামন্ত শেনাপতি যুক্তে দুই দিগের থানায় শৈন্য পাঁচিয়া রাখিল অর্দ্ধ পশ্চিম উত্তরে আর অর্দ্ধ দক্ষিণে এ দুই থানায় অতি সাবধান রূপে চৌকি রাখিল যে কোন ক্রমে ভিন্য শৈন্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

এই বাদসাহি ও এই ধন ও এই মত শৈন্যের বাহল্যতা দেখিয়া দাউদ বিষয়মদে মত্ত হইয়া অতিশয় অহংকৃত হইলে ভবানন্দ মজুমদার ভীত হইলেন বিবেচনা করিলেন দাউদ অহংকৃত হইল, অতএব ইহার বিরুদ্ধ দশার আরম্ভ। এই ইহার শৌভাগ্য অস্তের প্রাককাল এখন আর ইহার নিকটা-বর্ত্তি সপরিবারে থাকা নহে।

আপনার ভ্রাতৃ সহিৎ মন্ত্রণা স্থির করিয়া মহারাজাকে ডাকিয়া নিভৃতে কহিলেন। বাপুরে শ্রীহরি এ দিগে আইস এবং আমার পরামর্শ শুন ও পরিগ্রহ কর তাহা। এই যে দাউদকে দেখিতেছ এখন ইহাকে দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া দুবৃত্তি আচরণ করাইলেক। রাজ্যগর্ব্ব ধন-গর্ব্ব শৈন্যগর্ব্ব মদে ইহাকে মত্ত করিয়া অতি অহংকৃত করিয়াছে অতএব ইহার নিস্পত্তি হইতে পারে না। অল্পকালে ইহার পতন হবে। দেখ দিল্লির বাদসাহ একব্বর যাহাকে হেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর পৃভৃতি সমস্ত রাজা গণের মান্য তাহারা ইহার করতল। এ কোন বস্তু তাহার সম্মুখে। মুহুর্ত্তেকে ইহাকে নিপাত করিবে এখন সপরিবারে ইহার নিকটাবর্ত্তি থাকলে সঙ্কটাপন্ন হইতে হবেক। আজি পর্য্যন্ত তোমারদের কতৃত্ব এ প্রদেশের উপর আছে নিভৃতি রম্যঃ স্থান অন্বেষণ করিয়া সেইখানে ঘর দ্বার করহ যে এ সময় তাহাতে সামাত্য সবান্ধব বর্গের সহিৎ সপরিবারে থাকা যায় পরে কার্য্যের গতিক বুঝিয়া যে কর্ত্তব্য হয় করিতে পারিবা নতুবা ইহার পাপে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে।

কুমারেরা দুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া নিভৃতি স্থান অন্বেষণ করিতে ২ দক্ষিণ দেশে যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী দক্ষিণ সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল (১৩) সে নিঃসন্তান মরিয়াছে অতএব তাহা বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গতায়াতের পথ নাই নদী নালা পরিপূর্ণ ঘোর অরণ্য স্থান ডাঙ্গায় নানা প্রকার হিংস্রক জন্তু ব্যাঘ্র ভালুক গণ্ডার মহীষ খাস্তাল স্থকর ইত্যাদি হিংস্রক বনপশু। নদী পরিপুর্ন বৃহতকায় ২ কুম্ভীর অতি ভয়ানক ও দুর্গম স্থান ঘোর জঙ্গল তাহার নাম বাদাবন।

সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে২ পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এ মত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যে স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরির আরম্ভ হইল সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহদ্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলাগঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থানে অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল। তৎপরে ভবানন্দ মজুমদার আপন মন্ত্রিগণ সহিৎ সে স্থানে যাইয়া দেখিলেন বিলক্ষণ রম্যস্থল তাহাতে স্থিতি করিতে তাহার মন প্রকাশ হইল। আপনি তথায় অবস্থিতি করিয়া গৌড়ের বাটীর রত্ন ও আর২ সামুদায়িক দ্রব্য যে কিছু গৌড়ে ছিল ও সবান্ধব বর্গ পরিজন লোক দরোবস্ত বৃহত২ নৌকা যোগে যশহর আনয়ন করিয়া শুভলগ্নে পরিজন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ করিলেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ কাননগো এই তিন ভিন্ন আর সমস্তেরি অবস্থিতি যশহরে হইল ইহারা তিন ব্যক্তি গৌড়ে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।

এই মতে পাঁচ সাত বৎসর গত হইল তৎপরে দিল্লির বাদসাহ একব্বর বাদসাহ মহা প্রদপ্ত দ্যোর্দ্দণ্ড প্রত্তাপান্বিত তাহার কর্ন্ন গোচর হইল যে গৌড়ের সুবাদার দাউদ চির কালাবধি নষ্টতা করিয়া কর দেয়না এবং যে কেহ এখান হইতে খাজানার তাকিদে যায় তাহাকে মারিয়া ফেলে কি কি করে তাহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না সেনা অনেক জমা করিয়াছে ধন ততোধিক বিচার করিয়াছে এখানে আর কর দায়ী না হইয়া আপনি সেই স্থানে বাদসাহি তক্ত গঠন করে ও শিক্কা নিজ নামে মারে এই প্রকার দুরাসা তাহাতে ঘটিয়াছে।

ইহা শ্রবণ মাত্রেই একব্বর বাদসাহ মহা ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় দিপ্তিমান হইল সে সময় কাহার সাধ্য তাহার সমুখে স্থির হয় হেন্দো-স্থানে এমত পরাক্রান্ত বাদসাহ কখন হয় নাই মতে ফরমান রাজা তোড়লমল দুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে তাঁই হইলেন। (১৪)

ফরমান এই। দাউদের শিরচ্ছেদন করিয়া ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া দিতে সহর ও বাজার দাউদের সমস্ত ঘরগারি লুট করিয়া দিল্লিতে দাখিল করিতে রাজা তোড়ল দুই লক্ষ সেনার উপর সেনাপতি প্রবল পরাক্রমে হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ২ দুই মাসে বানারসের সরহর্দ্দে যে স্থানে দাউদের সেনার মুরচাবন্দি পৌছিলেন। এ সংবাদ পূর্ব্বে দাউদের ওকিল হেন্দোস্থান হইতে দাউদকে লিখিয়াছে তাহাতেই দাউদ আপনার দরোবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া স্থানে২ মুরচাবন্দি করিয়া সতৎ সাবধানে রহিয়াছে।

তোড়লমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিলেন (১৫) প্রান্তরে দাউদের সামন্তেরা দৃঢ় শূন্য পাচিয়া রহিয়াছে ইহারদের মজবুতি দেখিয়া সহসা কাহারু পার হওনের সাহস হইল না অসাঙ্গত্যে ক্রমে কয়েক দিবস

পরে আপনারা সর্জ্জ হইয়া যিনি২ পার হএন ও পারের সান্নিদ্ধ হইতেই২ তোবের গোলার চোটে নৌকা সমেত সমস্ত সেনা গারত করিয়া দেয় উপরে কেহ উঠিতে পারে না। এই২ রূপে বাদসাহি সৈন্য অনেক মারা গেল। তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায় ক্রমে বিমর্শ হইয়া হজুর এৎলা কারণ বেওরা পুরস্তরে আরজদাস্ত করিলে বাদসাহ মহা রোষান্বিত সেনাতে সাজনিঘোষণ ডঙ্কা দিতে হুকুম করিলেন।

পাচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদম্ভে দণ্ডয়মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারিদিকে নানাপ্রকার শব্দ হইতে লাগিল ধা২ শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তড়াতড়ে বন্দুক জয় ঢাক ইত্যাদি নানাবিধি বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণরোধ হওনের গোছ এইরূপে সামন্তেরা সর্জ্জ মান হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল বাদসাহ ও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন এথাতে দাউদের উকিল হেন্দোস্থান হইতে দেখিল আর নিরাকরণ হইতে পারে না বাদসাহ আপনে রোষান্বিতে পূর সরঞ্জামে গৌড়ে গতি করিলেন বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত বচন হুকুম হবেক।

এই খবরে দাউদ মূর্ছিন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে ডাকিয়া নিগুড় বলিলেন তাহারদিগকে এবার। আমার আর জয় হয় বা না হয় আপনে দিল্লীশ্বর সমস্ত শৈন্য সসর্জ্জ মান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন অতএব এখন আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে তাহার সহিৎ বুঝি আমার এই শেষ দসা নতুবা এমত কুবুদ্ধি আমাকে ঘটিত না আমি পতঙ্গ কমর বন্দি করি সিংহের সাত্তে যাগা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ি।

এখন তাহার আর উপায় নাই আমার আর সেনাপতি ও সামন্ত যে কিছু আর আর স্থানে আছে সমস্তই উত্তর পশ্চিমের থানাজাতে পাঠাও। তোমরা দুই ভাই আমার সাতে থাকহ আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই এবং রাজ্যের রক্ষা করি আমার যে কিছু ধন সম্পত্য গৌড়ে আছে তাহা সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশহরে চালান করহ পশ্চাৎ আনা যাবেক। এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাষ পাত্র বাদসাহের যতেক ধন স্বর্ন রুপা তামা পিতল কাঁসা সমস্ত ধাতু দ্রব্য ও আর২ যে কিছু ছিল এবং প্রধান২ সকল এবং তাঁহার আর২ সমস্ত চাকরেরদের যাবদীয় ধন এবং সহর বাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত লুট যাও-নের ভয় প্রযুক্ত সামুদাইক বস্ত দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইহারা সহস্রাবধি২ বৃহত২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেন (১৬) গৌড় প্রায় ধনহীন সহর হইয়া রহিল।

বাদসাহ সর্ব্ব সমেত আগমন করিয়া প্রাগ পর্য্যন্ত পৌছিলে (১৭) কিছুকাল সেইখানে স্থকিত হইয়া লস্কর অগ্রভাগে তাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন। সেই কালে প্রাগের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে এদিগে প্রায় বৎসরাবধি গত হইল বাদসাহি লস্কর পার হওনের সাঙ্গত্য পায়না।

ইতি॰মধ্যে দেখ দৈবের ঘটনা দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাত্রি দাউদের লস্করে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া আপনা আপনি হইল মহামারির আরম্ভ চৌকিরদিগে কাহারু মনযোগ রহিল না। এই অপকাস ক্রমে বাদসাহি সৈন্য সমস্তই এককালিন পার হইয়া মহা-মারীতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে তাহারা গাফিল ছিল আচানক মারি পড়নেতে অনেক২ মারা গেল বক্রিয়া

আপনং সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোনদিগে পলায়ণ করিল ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।

যখন গৌড়ের কর্ত্তা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে বাদসাহি সামন্ত তাঁহার মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল আসিয়া তখন দাউদের অন্তঃকরণ মহা হুতাস-যুক্ত দেখেন আর উপায় নাই।

দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন ভাইরে আর কি করিতে পারি এখন নিরোপায় পরে যাহা হউক এইক্ষণে আমরা কি করিব। আর কিছু সাঙ্গিত্য দেখিনা। আমার বল ও বুদ্ধি তোমরা দুই ভাই তোমরা এদিগে ওদিগে গুপ্ত রহ যদিত পশ্চাত কোন উপায় করিতে পারিবা যাবৎ শ্বাস তাবৎ আস বাদসাহ এখানে আসিবেন যদি কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করিতে পারহ আমার কহনাধিক।

সম্প্রতি আমি সপরিবারে রাজমহলের পর্ব্বতের উপরে আরোহন করি যাইয়া। আমার তত্ব তল্লাস করিও তোমারদের সংবাদ পাইলে ফের নামিব নত্তবা এই পর্য্যন্ত দেখা আর দেখা হয় বা না হয় প্রিয়তম বান্ধবেরা বিদায় হই। এই সকল কহিতেং গৌড়াধিপ দাউদ রোদন করিয়া ব্যাকুল হইলে দুই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতেং ভূমিতলে পতন হইলেন পরে দাউদ দুই ভ্রাতাকে শান্তনা করিয়া কিঞ্চিত ধন ও খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত সাতে করিয়া লইয়া সকলে পর্ব্বতে আরোহন করিলে এ দুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছুকাল বরিন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।

এথায় বাদসাহি লস্কর সেনাপতি রাজা তোড়লমল ও রাজা ওমরাও সিংহ (১৮) এই দুই সেনাপতি সর্ব্বসৈন্য লইয়া দাউদের থানা বথানায় রঞ্জিত হইয়া বেগগতি লুট ফশাদ করিতে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন। (১৯)

সে স্থান তদনুরূপ হইলে পর গৌড়ের সহর লুট প্রবত্ত সহর বাজার নগর চাতর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন শূন্যাগার জনমানবহীন কিঞ্চিত দ্রব্য মাত্র কেল্লার মধ্যে নাই কেবল কেল্লামাত্র শ্মশানাকার দাউদ কি তাহার অমাত্যগণের কাহার দেখা পাইলেন না এবং শুবা জাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না যে তাহাতে এ তিন শুবার উস্থল তহসিল স্থমার তফসিল ওয়াকিফ হএন ইহাতে দুই জনাই অতি বিমর্শ হইলেন।

দিবস দুই তিন ওখানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রাজমহল গতি করিলেন এইমতে কএক দিবস সেস্থানে তিষ্ঠিয়া রাজমহল ও গৌড় ও তাহার আস পাশ চৌদিকের সমস্ত পরগণায় ঢেঁড়ি দিলেন এই কথা।

বাদসাহ ও তাঁর রাজাগণের এই করার। দাউদ পলাইয়াছে। যদি তাহার সরদার চাকর লোকেরা কেহ যাহারা এ শুবাজাতের বিষয়ের জ্ঞাত নিকটাবৃত্তি থাকে তবে তিনি রাজমহলে আসিয়া রাজাগণের সহিৎ সাখ্যাত করিয়া এ তিন শুবার বিবরণও জানাইলে তাহারদের ভাগ্যের উদয় হবেক সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বাহাল থাকিবে আর যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক। রাজারা বলিতেছেন তাহারদিগকে নষ্ট করিব না তাহারদের বহুত২ ভাল করিব কদাচিত তাহারদের কোন ভয় নাই এই আমারদের সত্য অঙ্গিকার।

এইমতে ঢেঁড়ি দিতে২ ইহারা দুই ভ্রাতা অনুসন্ধান পাইয়া গুপ্তে রাজমহলে পৌছিয়া অস্পষ্ট উকিল পাঠাইলেন। রাজাগণেরা উকিলের স্থানে বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া প্রফুল্ল করিলে কহিলেন তুমি যাও তাহারদিগকে আন যাইয়া তাহারা হিন্দুলোক আমরাও সেই একি বর্ণ। তুমি বল যাইয়া আমারদের করার এই তাহারদের হিংসা কোনক্রমে হইতে পারিবেক না কিন্তু যথেষ্ট আনুগত্য ও

সম্ভ্রমের বাহুল্য যেমত তাহারা দাউদের নিকট ছিল আমারদের কাছেও ততোধিক হবেক এই আমারদের নিতান্ত নিয়ম জানিও। এবং রাজারা তন্মতে পাতিও লিখিলেন তাহারদিগকে।

ইহাতে দুই ভ্রাতা খাতির জমা হইয়া গেল রাজারদের সহিৎও নজর দিয়া সাখ্যাত করিলে তাহারা বিস্তর সন্মান করিল দুই ভ্রাতাকে খেলাত দিয়া খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল তাহারদিগকে।

পর দিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল। দাউদ কোথায় তোমরা জান। ইহারা বলিলেন না মহারাজ আমরা নিতান্ত বলিতে পারি না কোথায় গিয়াছেন শুনিয়াছি রাজমহলের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন এতাবন্মাত্র ইহা ব্যতিরেকে আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

কাগজ পত্রের সন্ধান তোমরা কিছু জান কি না। ইহারা বলিলেক হাঁ মহারাজ তাহা জানি সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে। তিন শুবার কাগজ প্রথক২ আমারদের কাছে আছে এবং এবিষয় আমরা সমস্তই জ্ঞাত সে সমস্ত আমরা প্রকাশ করিব অগ্রে আপনারদের অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ করুন রাজারা বলিল তোমারদের দরখাস্ত দাখিল করিলে তদনুযায়ি হইতে পারিবে। ইহারদের দরখাস্ত হইল এই।

বঙ্গভূমে যশহরের পশ্চিম ভাগে গঙ্গানদী তাহার পূর্ব্বধার ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহত রাজ্য আমারদের অধিকার (২০) এবং যাবৎ আপনারা এ রাজ্যে থাকেন এ কার্য্যের অধ্যক্ষতা আমারদিগের থাকে এবং কাননগো দপ্তর সাবেক বদস্তুর আমারদের খুড়া মহাশয়ের।

রাজারা সে দরখাস্ত কবুল করিলেন জমিঁদারির ফরমান প্রাগ হইতে আনাইয়া দিলেন কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দো-বস্ত প্রযুক্ত সর্ব্বসমেত গৌড়ে প্রস্থান করিলেন মহালের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইলে রাজা বসন্ত রায়কে পূর্ব্বদেশের রাজ্যপতি করিয়া মহারাজা বসন্ত রায়

খেতাব (২১) দিয়া অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া যশহরে বিদায় করাইলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কাননগো গৌড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবস্তের প্রবত্ত হইলেন।

একালে দাউদের খাইবার ফুরান ক্রমে তাহার মাশুম খাঁ খানশামা পর্ব্বত হইতে নামিয়া খাদ্য সামিগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল। সে যাইয়া আরজ করিল বাদসাহের প্রেরিত রাজারা আপনকার অন্যেষণ বিস্তর২ করিয়া অনুসন্ধান না পাইলে আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক বদস্তর মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছে আপনাকে পাইলে উহারদিগকে এমত করিত না। এক্ষণেও যদি আপনি যাইয়া তাহারদের সহিৎ সাক্ষ্যাত করেন তবে বুঝি আপনকার বর করারি হইতে পারে।

দাউদ কহিলেন এমত নহে তাহা হইলে অবশ্য বিক্রমাদিত্য আমাকে খবর দিত। চাকর বলে সে প্রমাণ এমতেই উচিত বটে কিন্তু এক্ষণ সটের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দুলোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কতৃত্ব ভার পাইলে এক্ষণকার সহিৎ আর বিষয় কি। এক্ষণেও যদি আপনি উহারদের তথায় গতি করেন আমি বুঝি আপনাকে উহারা ত্যাগ করে না অবশ্য আপনাকে পদার্পণ করে আমি এই গুল গুলা শুনিলাম সহরের মধ্যে। দাউদ বলিলেন তুই পুনর্ব্বার নিচে যাইয়া কাহার দ্বারায় সন্ধান লইয়া দেখ কিছু উপগার দর্শে কিনা তুই পুনরায় শুভ সংবাদ দিলে আমি যাইয়া দেখা করিব বাদসাহী রাজাগণের সহিৎ।

দ্বিতীয়বার মাশুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিৎ এবং তাহার দ্বারায় সিংহ রাজার কাছে এ কথার আলোড়ন হইলে। গুপ্তে ওমরাও গৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়া মাশুম খাঁকে বড়ই একটা দেলাসা করিল এবং বক্সিসও কিছু দিয়া কহিল তাহাকে তুই দাউদকে আন যাইয়া কিঞ্চিত্তমাত্র গৌণ করিস না শীঘ্র আনিস

তবে আমি পুনর্ব্বার খুব ইনাম দিব তোকে এবং তাহার বড় কার্য্য হবেক।

নির্ব্বোধ মাশুম খাঁ হর্ষমনে ফের পর্ব্বতে গতি করিয়া নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাউদের ঠাঁই ইহাতে দাউদের নিজও নিয়ত প্রযুক্ত নিচে আইসনের আকিঞ্চন যথেষ্ট হইল। কি করে। চারা কি। নিয়তঃ কেন বাধ্যতে। বেগম এ বিষয় জ্ঞাত হইলে পুটাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিলেন নবাবের গোচরে নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না সহসা কর্ম্মেতে ব্যামহ আছে। বিক্রমাদিত্য আপনকার অতি বিশ্বাসপাত্র যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত। এ মত কদাচিত নহে। সে অবশ্য লোক পাঠাইত নতুবা আপনারা জনেক এথানে আসিত। আপনি এ মূর্খ চাকরের কথায় আস্থা করিবেন না। এ মূর্খ লোক এ কি বুঝে। ইহার কথা শ্রবণ করিবে না।

দাউদ বেএক্তিয়ার। আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে নিচে গেলে আমার প্রতুল হবেক তাহার সন্দেহ নাই। বেগম মানা করিল। দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা অমলে আনিল না বেগম স্ত্রীলোক কি করিতে পারে অদৃষ্ট মানিয়া বিলাপ করিয়া বহুমতে রোদন করিতে২ সর্ব্বসমেত দাউদের পশ্চাতবর্ত্তি হইয়া নামিল পর্ব্বত হইতে। মাশুম খাঁ যাইয়া ওমরাওকে জ্ঞাত করিলেই ওমরাও আপন তরফের লোক পাঠাইয়া দাউদকে আক্রমণ করিলে সেই ক্ষণেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মুণ্ড ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া দিল (২২) এবং জয়২ কার ধ্বনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে২।

দাউদের এ দুর্গ্নিত দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা২ সাতে ছিল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গতি করিল তাহার ঠেকানা থাকিল না বেগম বিসন্ন বদনা খিন্নমানা অতি কাতরা হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণি তলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হানাথ২ করিয়া বহুবিধি বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায়২ রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল২ আক্ষিতে রোদন করিলেন।

কার্য্যান্তরে সেই দিবস বিক্রমাদিত্যও রাজমহলে আগমন করিয়াছিলেন এই কালে তিনিও সেই স্থানে উপস্থিত মহা শোকাবৃত হইয়া তিনিও অতিশয় শোকাকুল নিরোপায় কি করিতে পারেন ওমরায়েব স্থান হইতে কাটা স্কন্ধ লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন দাউদের শরীর ওমরাও সিংহ বাদসাহের ফরমান মত বেগমদিগের আর২ স্ত্রীলোকেরদিগকে পিঞ্জরায় কএদ করিয়া দাউদের মুণ্ড সমেত প্রাগে চালান করিলেন। (২৩)

পরে অল্প কএক মাস স্থিতি করিয়া মহারাজা বিক্রমাদিত্য শুবাজাতের সমস্ত কাগজ রাজারদিগকে জ্ঞাত করিয়া বিদায়ের যাচয়মান হইলেন কহিলেন। আজ্ঞা হয় খুড়া মহাশয় দপ্তর লইয়া হাজির থাকেন আমি এ চাকরি আর করিব না দাউদ আমার নিতান্ত দয়াযুক্ত মনিব ছিলেন তাহার রাজ্যে আমার কতৃত্ব করিয়া কার্য্য করা অকর্ত্তব্য। এখন আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুণ আমাকে আপনি দয়া করিয়া যে রাজ্য দিয়াছেন আমাকে সেই যথেষ্ট এ গরিবের আর আবশ্যক নাই তবে যদি দয়া এ গরিবের প্রতি থাকে আমার এই এক নিবেদন পূর্ব্ব দেশের নবাব মনছব আমার হয় এই আমার দরখাস্ত। খুড়া মহাশয় এখানকার কার্য্য করেণ যাবৎ আপনারা আছেন এ অঞ্চলে।

রাজারা বিক্রমাদিত্যের দরখাস্ত মনজুর করিয়া প্রাগ হইতে ফরমাণ আনাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আর বিস্তর২ অর্থ বিত্ত দিয়া হরিষ মনে বিদায় করিলেন যশোহরে বিক্রমাদিত্য বিদায় হইয়া বক্রি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সমস্তই নৌকায় বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিলেন যশহরে কএক দিবস পরে শুভক্ষণে মাহেন্দ্র যোগে যশহরে উপস্থিত হইলেন ঘাটে পৌছিয়াই জন্ত্রিবা ও বাদকেরা বাদ্যধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ও তবকিরা আওয়াজের দেহড় নানান প্রকার উল্লাস হইতে লাগিল। এই সব ধ্বনিতে সহব চমকিত হইয়া রাজপূরে সংবাদ পৌছিলে সকলেই প্রফুল্ল হইল রাজা পরে বসন্তরায় ঠাকুর সমস্ত মন্ত্রিগণ সম্প্রদায় সসৈন্য ঘাটে আসিয়া মহারাজকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন। পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রে নানান প্রকার উল্লাষের আরম্ভ হইল।

কাঙ্গালি লোকেরদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ তঙ্কা বিতরণ করিলেন এবং সর্ব্বত্রের দেবালয়তে যাগ যজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আরম্ভ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে শাঙ্গ এইমতে মহা মহোৎসবে রাজা বিক্রমাদিত্য বসত বাস করিতেছেন রাজ কর্ম্মের ও আর২ সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ রাজা বসন্ত রায় আপনারদের মালগুজারী দিল্লিতে সদর তাহুত সে স্থানে উকিল লোক পাঠাইলেন।

বিক্রমাদিত্য মহা সুখি হইলেন মহারাজ্য অধিকার সহস্রাবধি বিবিধ প্রকার ধন স্থানে ২ ভাণ্ডার পূর্ন্নিত শান্তমতি সুপ্রকৃতি ভাই রাজা বসন্ত রায় আপনার অনুগত প্রজা লোক এই মত পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছেন।

এক সময় রাজা বসন্ত রায় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিতেছেন ঠাকুর দাদা মহাশয় অবধান করুন আমরা

এখানে সর্ব্ব বিষয়েতেই সুখি হইয়াছি কিন্তু এক দুঃখ স্বশ্রেণী নিকটাবর্ত্তি কেহ নাই আমার ইচ্ছা বাকলা ও আর ২ স্থান হইতে আপনারদের স্বশ্রেণী লোক সপরিবারে আনয়ন করিতে তাহারদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিস্পত্য করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে এও এক বিষ্ট সমাজ হবেক যদি অনুমতি হয় তবে আজ্ঞা করিলে আমি তাহাতে প্রবত্ত হই।

বিক্রমাদিত্য আজ্ঞা করিলেন এ উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা বসতির সুখ কিছু হইতেছে না সচ্চরিত্র বিবেচক প্রিয়ম্বাদী লোক সকল স্থানে২ পাঠাও তাহারা যাইয়া আমারদের স্বশ্রেণী লোকের দিগকে আদর পূর্ব্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া তারদিগের নির্ব্বাহ নিস্পত্যের সঙ্গস্থা এবং পূরী দশ কর্ম্মের সঙ্গস্থা প্রচুর মতে করিয়া দেহ এবং এ বিধি প্রকার মতে পরিচয়ানুক্রমে সঙ্গস্থা কর তাহারদের আর২ যাহা২ আবশ্যক তাহা দেহ তাহারদের কারণ ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ।

অতএব রাজা বসন্ত রায় প্রিয়ম্বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ প্রধাণ২ লোকেরদিগকে বাকলাদিগের স্থানে২ নৌকাযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষণ জ্ঞাতি পাঠাইলেন তাহারা যাইয়া কার্য্যের প্রতুল করিল আপনারা সেই২ স্থানে তিষ্ঠিয়া বঙ্গজ কায়স্তেরদিগকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া সপরিবারে নৌকাযোগে যশহরে পাঠৈতে প্রবর্ত্ত হইল ইহারা এখানে পৌছিলে আপনি রাজা বসন্ত রায় সচেষ্টমতে ব্রাহ্মণীরদিগকে পাঠাইয়া বঙ্গজ কায়স্তের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদায়িক লোককে প্রথক২ বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদান্বিত করাইয়া রম্য স্থানে বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।

কিছু কাল শ্রমান্তে আপনারদের অধিকারের সান্নিধ্য গ্রাম ও পরগণায়২ গতায়াত করিয়া দেখান যে স্থানে তাহারদের মনঃ প্রকাশ হয় সেই স্থানে

তাহাদেরই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ভরণ পোষণ উপযুক্ত ভূমি মহাত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন এই মতে অনেক২ বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্বদেশ ত্যাগ করিয়া যশহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন। (২৪)

ব্রাহ্মণশ্রেণী ও আর ২ কায়স্থগণও আনয়ন করিলেন ঢাকা অবধি হালিসহর পর্য্যন্ত এই ২ সমস্ত স্থানে ২ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নানা উত্তম বর্ণের বসতি হইল মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমাজপতি যশহর মহাসমাজ হইল (২৫) এমত সমাজ আর বাঙ্গালায় কখন ছিল না এ সমস্ত লোকের প্রধান২ বিজ্ঞগণ সমস্তই রাজসভায় সন্তোষরূপে থাকিতেন কেহ২ বা আপন বাটীতে থাকিতেন।

মহারাজা এই২ সমস্ত গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা মকতবখানা ও আর২ বিদ্যা অভ্যাসের স্থান নির্ম্মাণ করিয়া ও উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক ও আর২ লোকেরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন এ সব লোকেরদের বালকেরদের বিদ্যা অভ্যাসের কারণ এই মতে সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্বান্ হইলেক সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্য এ সমস্ত লোকেরদিগকে আপনার মত রাজভোগে পরিতোষ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করেণ ইহারদের পরিজন লোকের ভরণ পোষনার্থের খরচ পত্র মাস২ তত্ত তল্লাস করিয়া দেন যে কোন ক্রমে কেহ দুঃখ না পায়।

নিজাধিকারের মধ্যে পরগণা পরগণায় রম্যস্থানে দেবালয়ের স্থাপনা করিয়া অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরণের স্থান ও তাহারদের সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙ্গালি লোককে মাস২ খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন ইচ্ছা যে কোন ক্রমে কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।

মহারাজার সন্তান কিছুই হয় না ইহাতে সকলেই ক্ষোভিত নানা প্রকার দৈব ক্রিয়া করেণ পরে পুত্রকাম্য যজ্ঞ করিলে মহারাজার সন্তান

হওনের উপক্রম হইল মহারাণীর অন্তঃপত্য ইহাতে সকলেরি মন প্রফুল্ল। কএক মাস গত হইলে মহারাণীর প্রসব সময় জ্যোতিষিক লোকেরা ঘড়ি দ্বারায় সময় নিরক্ষণে রহিলেন। বালক ভূমিষ্ঠ হওনের সময় নিরক্ষণে ছিলেন। একালে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন (২৬) অতি সুন্দর বালক ইহাতেই সকলেই আনন্দ ও উল্লাস বাদ্য নৌবাৎখানায় ঘণ্টা ঘরে ঘণ্টা আর২ জন্ত্রীরা আপনাবদের জন্ত্রেতে দিবারাত্র বাদ্যোদ্দম করিতেছে এবং কাঙ্গাল দুঃখি লোকেরদিগকে পরিতোষক্রমে খাদ্য সামগ্রি তৈল তাম্বুল বস্ত্র পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং পরগণা পরগণায়ও এই মত খয়রাত একমাস পর্য্যন্ত। রাজপুরে ও পরগণা পরগণায় এই মত ২ উল্লাস আব ২ রাজকার্য্য পৃভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও এই মাত্র শব্দ চতুর্দ্দিগে মহারাজার কুমার হইল। ইহাতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।

পরে জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে লগ্ন নিরূপন করিয়া কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন। তাহার ফলশ্রুতি এই হইল। সর্ব্ব বিষয়েতেই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী। মহারাজা ইহাতে হরিষ বিষাদ হইলেন কুমারের প্রতিপালন যথেষ্ট মতেতে করিলেন সময়ক্রমে মহা ঘটা করিয়া অন্নপ্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য (২৭) পর২ কুমারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল চন্দ্রকলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার রাজা বসন্ত রায়ের অতি প্রীত কুমারের প্রতি। কতককাল পরে কুমারের পঞ্চমবর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল দশ বারো বৎসেরের সময় সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ লেখা পড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।

মহা রূপবান সর্ব্বগুণেতেই তৎপর বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারি

পণ্ডিত সৎকবি তুম্বুরগায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ সুভাসী সত্যবাদী জিতে-ন্দ্রিয় অস্ত্রবিদ্যাতেও তৎপর বাহুযুদ্ধে মহামল্ল তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ারবাজী শুলপি ও নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পারক যোগ-ক্রিয়াতে মহাযোগী মহাতপী মহাযপী একাসনে নবরাত্রি আসন করিত বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত। পূর্ণ তপস্বী। ইষ্টদেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন। কালী কন্যাভাবে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিলেন পূনর্ব্বার বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণ বাহিণী পশ্চিম বাহিণী হইলেন (২৮) এই মত প্রকাশমান গর্প তাহার ঠেকানা অদ্যাপিও আছে দক্ষিণ দিগে উঠানের বেদী প্রস্তুত আছে। রাজার সময়েতে রাজা সর্ব্বমত প্রকারেই এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ছিল।

পরে তাহার বিবাহ দিলেন। (২৯) যখন বারো তের বৎসর বয়ক্রম তখন প্রতাপাদিত্য সমূহ প্রতাপান্বিত ইহার বল পরাক্রম দেখিয়া মহা-রাজাব শঙ্কা হইল মনে বিচার করিলেন আমার ঘরে এ মহা অশুর জন্মিল ইহা হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ হবেক ইহার আর সন্দেহ নাই। কি উপায় কবিব। এই ভাবনা করিতেছেন।

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা শৈকার করিলে রাজা বসন্ত রায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতস্পুত্র ইহা

মারিরাছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্তরায় কুমার বাহাদুরের মুখচুম্বন করিয়া পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখা করিয়া মহারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুন ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন। এই ২ মতে প্রশংসা করিতেছিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহারাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্ত রায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজা ইহার লক্ষণাপেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈবভাগ্য ইহার অধিক জানা যায়। এ একটা অতি বড় মানুষ হবেক। মহারাজা কহিলেন সে প্রমাণ হইতে পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না। এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে ইহার কোষ্ঠীতে বলে এ পিতৃদ্রোহী হবেক। তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার প্রায় আখের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক তোমার সংহারকর্ত্তা এ হবেক ইহার আর সন্দেহ করিও না অতএব আমি বলি এখন সাবধান হও ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ যায় এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কর নতুবা ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।

রাজা বসন্তরায় ইহা শ্রবন করিয়া শোকেতে তাপিত হইয়া দুই চক্ষু আরক্তিমাতে রুদ্যমান হইয়া পুটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন মহারাজা এ কি আজ্ঞা করেন মহাশয়ের কুমার তাহাতে অতিশয় বিচক্ষণ বালক ইহাকে নষ্ট করা কোন মতেই হইতে পারে না এবং এ আমার

বড়ই প্রীয়োত্তম ভ্রাতুস্পুত্র ইহার কোন বিঘটিত হইলে আমার জীবন সংশয়। রাজা বসন্ত রায়ের এই২ মত কাতর্য্যতা উক্তিতে মহারাজাও রোদন করিতে প্রবর্ত্ত দুই ভ্রাতাই রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহারাজা কহিলেন শুন আমি কিছু এ বালকের জন্য ক্ষিন্যমান নহি জানিলাম তোমার অন্তক নিতান্ত এই হবেক তোমার অন্তক কুলের কলঙ্ক ইহার স্নেহেতে তুমি ডুবিলা কিন্তু এ হবে দুর্য্যোধনের মত। কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক ইহাই ভাবিয়া আমি কাঁদি। রাজা বসন্তরায় স্নেহক্রমে মহারাজার কথার গৌরব করিলেন না মহারাজা অদৃষ্ট মানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রাজা বসন্ত রায় হর্ষ চিত্ত হইলেন।

তৎপরে কএক বৎসর এই মতে গত হইয়াছে আর এক দিবস মহারাজা রাজা বসন্ত রায়ের নিভৃত বৈঠক করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন। কহিলেন বসন্ত আমি যাহা কহি তাহা শুন এবং মনে অবহেলা করিও না। তোমার প্রীয়োত্তম ভ্রাতুস্পুত্র এখন প্রায় যুবা হইল। দেখিতে পাই তোমার সহিত কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় কথা বার্ত্তাটা হয় অতএব এ আমার সমস্ত সে বাক্য প্রত্যক্ষ হওনের মূল। এখন কি হবেক। যাহা হবার তাহা হইয়াছে। উহাকে নষ্ট করিতে আর পারহ না। এবং উচিতও নহে কিন্তু এখানে থাকিলে অতি ত্বরায় প্রত্যক্ষ হয় অতএব কহি শুন আপনারদের সদর তাহুত দিল্লিতে (৩০) উকিলে না কায কাম করে কুমার বাহাদূর ক্ষমতাপন্ন রাজকার্য্যে তৎপর এবং বিষয়তে খুবি অভিনিবেশ অতএব ইহাকে দরবার করণের ছলে দিল্লিতে পাঠাও তবে দূরে থাকিবেক ইহাতে যদি কিছুকাল তোমার হিংসা না করে নতুবা তোমার শেষ দসা জানিও অতি সান্নিধ্য।

রাজা বসন্ত রায় ভ্রাতুস্পুত্র কুমার বাহাদূরের বিচ্ছেদ অন্তঃকরণবর্ত্তি

করিয়া কাতর হইলেন কিন্তু স্বৈকারও করিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজার আজ্ঞা। দুই ভ্রাতা একতাতে কুমার বাহাদুরকে আনাইয়া মহারাজা আজ্ঞা করিলেন শুন আমারদের সদর তাহুত উকিলেরা কায করিতেছে কিন্তু আমার চিত্ত সদা সর্ব্বদা ওসোয়সমান থাকে চিত্তের উদ্বেগ মিটেনা। এখন আমারদের মত খরচ পত্রের সচ্ছন্দ মত নহে উকিলেরা খরচ পত্রের বাহুল্য করে। আপনারা জনেক হেন্দোস্থানে থাকিলে হেস্মতও হয় এবং খরচ পত্রের এতেক বাহুল্য হয় না অতএব সেখানে জনেকের যাওনের আবশ্যক। তাহাতে ছোট ভ্রাতা বিদেশে গেলে এখানকার কার্য্য তোমা দিয়া নির্ব্বাহ হয় না অতদূরে তাহার বিদেশ যাত্রা কোন ক্রমে সম্ভবে না। তুমি এখানে থাকিলে ভাল কিন্তু না থাকিলেও রাজকার্য্যের আটকও হয় না এবং শুনা যাইতেছে সেখানে আপনারদের অনেক শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত। এ সময় আপনারা জনেক তথায় না থাকিলে উপদ্রব হবার আটক হবেক না এবং সেখানেও একজন ক্ষমতাপন্ন লোক চাহি আর কাহা দিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব তুমি শুভক্ষণে দিল্লিতে যাত্রা করহ আর ব্যজ অনুচিত।

রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি বড় সাহসী লোক পিতৃ আজ্ঞা স্বৈকার করিল কিন্তু মনে ২ বুঝিল রাজা বসন্ত রায় চাতুর্য্য করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠান ইহাতে প্রকাশ কিছু করিল এমন নহে কিন্তু সর্পবৎ হইয়া থাকিল। (৩১) রাজা বসন্ত রায় থাকিয়া জ্যোতিষিকেরদের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক শুভলগ্ন ক্রমে দিন নিরূপন করিয়া কুমার বাহাদুরকে যাত্রা করাইয়া দিল্লিতে প্রস্থান করাইলেন নৌকাযোগে গতি হইল একজাই বিংশতি নৌকা হামরা গেল এবং এক শত লোক ও রাজা বসন্তরায়ও শোকিত অন্তঃকরণে পদ্মার মোহানা

পর্য্যন্ত আগ বাড়াইয়া থুইলেন পরে বিমর্শে বসন্তরায় পুনর্ব্বার বাহুড়িলেন।

তৎপরে প্রতাপাদিত্য যাইয়া চতুর্থমাসে দিল্লিতে পৌছিলে উকিলেরা পূর্ব্বে সমাচার পাইয়া দিব্য এক অট্টালিকা মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে বাসা হইল কএক দিন পরে বিস্তর২ তহফা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরপেষ হইলেন।

এই মতে কথক দিন থাকিতে২ দেখ দৈবে কি ঘটনা করে প্রতাপাদিত্যের মনে উপস্থিত হইল যে রাজাবসন্ত রায় শাএবতা করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন ইহাতেই সদা সর্ব্বদা উম্মান্বিত ঠাওরায় ইহার প্রত্যবকার করিতে পারি তবেই সে আমার মনের দুঃখ দূর হবেক তাহারি আলোড়নে অনেকক্ষণ থাকেন কিন্তু সাঙ্গিত্য কিছু পায়েন না এ প্রযুক্ত স্থকিত নতুবা স্ব সাধ্য ক্রটি ছিল না বাদসাহের দরবার যাতায়াত করেন আর২ আমির লোক ও মনছবদার ও রাজোড়া লোক অনেকের সহিত পরিচায় হইয়াছে কিন্তু বাদসাহের নিকট অমন পরিচিত নহেন শব্দ পরিচা মাত্র।

ইতিমধ্যে এক দিবস পূর্ব্বাহ্নে এক চবুতারায় আমির ও রাজা ও কবিগণ ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে এবং আর২ জমিদার ও উকিল লোকেরা আপন২ উপযুক্ত স্থানে আছে এই সময় বাদসাহের আগমণ সেই স্থানে হইল একব্বর বাদসাহ অতি রসিক লোক সে সভায় আসিবামাত্রেই এক সমস্যা কবিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল এই সমস্যা শেত ভুজঙ্গিণী জাত চলিহেঁ। এ কি কবিলোকেরা সকলে বিব্রত হইলেন সমস্যা পূরিতে কেহ পারিতেছেন না ইহাতে সকলে ব্যাস্তিত এবং বাদসাহ বার২ তাকিদ করিতেছেন তথাচ কেহ সমস্যা পূরিতে পারিতেছেন না।

ইহাতেই লজ্জিত রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বিদ্বান সৎকবি এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিত অগ্রগামি হইয়া নিরুপিত স্থানে যাইয়া কায়দা মত শেলাম করিয়া ডণ্ডাইলে বাদসাহকে নিবেদন করিলেন যাহাঁপনার হুকুম হইলে এ গোলাম দিয়া এ সমস্যা পূরণ হইতে পারে। বাদসাহ দৃষ্টিপাত করিয় ইসারাক্রমে অনুমতি দিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন দৈবক্রমে তাহার সমস্যা পূরণ তন্মত হইল। সে এই সাহ একব্বর।

শোবর কামিনী নীর নাহারতি।
রিত ভালিহেঁ।
চিরমচরকে গচপর বাবিকে।
ধারেছ চল্ল চলিহেঁ।
রায় বেচারি আপন মনমে।
উপমাও চারি হেঁ।
কেছুঙ্গ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী।
জাত চলি হেঁ। (৩২)
এই সমস্যা পূরণ তন্মতে হইল।

ইহাতে বাদসাহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া উজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে উজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন যাহাঁপানা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাকলা ওগএরহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক। এ সমস্ত উজির পুনরায় নিবেদন করিলেন বাদসাহের সম্মুখে। ইহাতে বাদসাহের অনুমতিতে উজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন। সেই দিবস অবধি রাজা হুজুর পরিচিত হইলেন এই মতে কতক দিন গত হয় প্রতাপাদিত্য ঠাওরাইলেন কোন

ক্রমে এ রাজ্য আপন নামে লেখাইয়া পঞ্জা সমেত ফরমান লইয়া দেশে যাইতে পারিলে আমার কৃতত্ব তবে আমার নাম প্রদপ্ত হয় আমারদের দেশের উপর (৩৩) অতএব ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

মনেং এই রচনা করিয়া সরদার উকিল যে ওখানে অনেক দিবসাবধি ছিল তাহাকে বাটীতে বিদায় করিলেন এবং খাজানার কারণ দেশে পুনঃ২ তাকিদ লেখেন তথাচ সদরে এক কবর্দ্দক দাখিল ও করেন না টালমটালেতেই কাটান বাদসাহের হজুর যাতায়ত করেন এ প্রযুক্ত সকলে উহাকে সম্ভ্রম করে এবং হজুর তক এ বিষয় এত্তলা করে না।

এই মতে দুই তিন বৎসর গত হইল তথাচ রাজা খাজানা কিছুই সদর দাখিল করেণ না মফসল হইতে উহার তাকিদ প্রযুক্ত অধিক আমদানি হয় কিন্তু উনি সমস্ত আপনি তহবিলে রাখেন দাখিল এক কবর্দ্দকও করেণ না। তিন বৎসর গত হইল ইহাতে এ সমস্ত বিবরণ বাদসাহতক দরপেস হইলে ইহার উপর তাকিদ ক্রমে ইনি দরখাস্ত করিলেন যাহাঁপনা মফসলে রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তা সে নষ্টতা করিয়া কর পাঠায় না আমি লাচার কি করিব হাজির আছি আমাকে খুন করিলেই বা আমা দিয়া ইহার আঞ্জাম কি মতে হইতে পারে। (৩৪) জমিদার নষ্ট প্রকৃতি ইহাতে উজিরের উপর হুকুম হইল বাঙ্গালায় এক মনছবদার যাইয়া যশহর ওগএরহ হইতে রাজা বিক্রমাদিত্যকে দূর করিয়া অন্য কাহাকে তাহাতে পদার্পন করিতে।

এ খবরে ফের রাজা প্রতাপাদিত্য দরখাস্ত করিলেন যদিত এ গোলামের উপর রাজ্যের ভার হয় তাহার ফরমান প্রাপ্ত এ গোলাম এখানে হয় তবে এ তিন বৎসরের যে বক্রি কর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে হুকুম হইলে কর্জ্জদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে।

ইহাতে বাদসাহের মনস্থ হইল চাকলে যশহর ওগএরহের রাজত্বর

বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল (৩৫) রাজা প্রতাপাদিত্য ঐ আমানত টাকা সেই দিবস খালিসা দাখিল করিলে তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা উহাকে রেয়ায়ত হইল এবং নানাবিধ খেলাত রাজ্যের ও নবাবের মনছবদারির ইহাতে রাজা অতি দম্ভয়মান হইয়া উজির ইত্যাদি সমস্তকেই শওগাত দিয়া হর্ষ মনে বনি নেসান ডঙ্কা সমস্ত মনছবদারেব সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইস হাজার ফৌজ (৩৬) সমেত ডঙ্কা দিতে২ উকিল নিযুক্ত করিয়া হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইলেন।

ক্রমে২ তিন চারি মাসে আসিয়া যশহর পৌছিলেই এককালিন বন্দূকের দেহড় ও মারিয়া ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক নগরে ডঙ্কা দিল রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিয়াছেন (৩৭) রাজবাটীর বাহিব ভাগেই রহিলেন বাটীর মধ্যে আইসেন না পিতা মাতা খুল্লতাত ও আর২ বান্ধবগনের সহিত মিলন করেন না ইহাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য আপনি বাহিরে আসিয়া রাজা বসন্ত রায় ও আর২ মন্ত্রী লোকের দিগকে সাতে করিয়া প্রতাপাদিত্যের সান্নিধ্য আইলে রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি উত্থান করিয়া ও পিতা ও খুল্লতাতেব পদে নত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল ইহারাও তাহার শিরে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন পরে সমস্তই একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন। (৩৮)

পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্য তিন জন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিলে রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র কি সমাচার আসিবা মাত্রেই কিমার্থে এমত২ আচরণ করিলা। আমরা তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়া কেবল ছায়ার ন্যায় রহিয়াছি তোমার আইসনে বন্দুকের দেহড় শ্রবণ মাত্রেই শরীর পুলকিত হইয়াছিল পরে তোমার এমত২ আচারণে আমারদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না এখন তোমার মুখ দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি

ইহার দুঃখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ কোন কার্য্যে আমদ নাই ইহার পূর্ব্ব মত আহার নিদ্রা নাই তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় ক্ষিণ্যমান। আমি তোমাকে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলাম ইহাতে ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ করেন না এই পর্য্যন্ত শোকিৎ। অতএব পুত্র তোমার বিবরণ অবগত কর আমাকে তবে আমার প্রাণ স্থির হয় নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বে রাগত হইয়া এমত২ করিয়াছেন এখন রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে ইহাতে বিস্তারিত কুণ্ঠ হইয়া লজ্জা প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া এক কালিন কাঁদিতে২ পিতা খুল্লতাতের চরণে পড়িয়া বলিতেছেন পিতা আমি নির্ল্লজ্জ দুর্জ্জনতা করিয়াছি এখন কি মতে তাহা নিবেদন করিব। ইহাতে মহারাজা ও রাজা বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে ক্রোড়ে করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইয়াতেছেন ও বলিতেছেন পুত্র লজ্জা নাই ভয় করিও না যাহা তুমি করিয়া আসিয়াছ সেই আমাদের সৎক্রিয়া তাহা আমরা দুর্জ্জনতা গণনা করিব না। এই মতে শান্তনা করিলে সে কিছু প্রত্যুত্তর না করিলে বাদসাহি ফরমান পঞ্জা সমেত মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে দিলেন। (৩৯)

রাজা বসন্ত রায় তাহা পাঠ করিয়া বালকের শির চুম্বন করিয়া বলিলেন কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া কর নাই রাজলক্ষ্মী সর্ব্বকাল একজনের থাকে না দেখ মান্ধাতা সগর দিল্লিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবীপতি। এখন কে কোথায় রহিলেন আমরা কোন কিটস্য কিট ক্ষুদ্র বস্তু। তত্রাপি আমাদের অদ্যাপি সে মত হয় নাই। আমারদের পুত্র রাজা হইল আমরা হইলাম পিতা ও খুড়া এ আমারদের অতি ভাগ্য ইহাতে আমাদের ক্ষোভ নাই (৪০) তুমি আইসহ এই কহিয়া দুই ভ্রাতা তাহার দুই কর ধারণ করিয়া পুরীর মধ্যে গতি করাইলেন।

এই মতে কতক দিন যায় রাজকর্ম্মে সমস্তই রাজা বসন্ত রায় পূর্ব্ব মত করেণ মহারাজা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া দেখিলেন পুত্র দুর্জ্জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা তদনুরূপ শিষ্ট এবং তাহার সন্তানেরাও আছে। আমার আর ব্যাপক কালের বিষয় নহে অতএব যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্ধান না করিয়া দেই তবে আমার পরে ইহারদের মধ্যে আত্মাকলহ যথেষ্ট হবেক অতএব আমি থাকিয়া ইহারদের অংশের নিষ্পত্তি করিয়া দিব।

এ মতে এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্যকে ডাকিয়া কহিলেন পুত্র আমার শেষ দসা অতএব আমার পরে তোমার খুল্লতাত কর্ত্তা। এখন যে মত আমি তাহার ও ছাল্যা পিল্যা গুলিন আছে তাহারদের প্রতিপালনও তোমার আবশ্যক অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে আমারদের পরে তুমি কি তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবা যেমত আমি করিতেছি তোমার খুড়ারদিগে।

তাহাতে প্রতাপাদিত্য নিবেদন করিল মহারাজ আপনে থাকিয়া ইহার একটা বন্ধান করিয়া রাখুন নতুবা পশ্চাতকাল বেতণ্টা হওনের আটক হবেক না (৪১) অতএব এখন নিষ্পত্তি করিলে ভাল ইহাতে মহারাজা রাজা বসন্ত রায়কে নিকটে ডাকাইয়া বিষয়জ্ঞ করিয়া দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাখতি২ করাইয়া আপন জিম্বা রাখিলেন। (৪২)

এই মতে কতক কাল গত হইল সকলেরেই সন্তান বৃদ্ধি হইল ইহাতে তাহারা বৃহৎ গোষ্ঠী হইলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য বিচার করিয়া পিতার স্থানে নিবেদন করিলেন পিতা আমার ইচ্ছা আমি আর একখান স্বতন্তর পুরী নির্ম্মান করি নতুবা এস্থানে কিঞ্চিত কাল পরে স্থানাভাব হবেক অতএব আমি ইহার একটা বন্ধান করিতে চাহি অনুমতি হইলে প্রবর্ত্ত হইব। মহারাজা বলিলেন এ সৎ পরামর্শ। রাজা বসন্ত রায়কে ডাকিয়া কহিলেন

প্রতাপাদিত্য আর একখান পূরী করিবেন তাহাতে তোমাতে তাহার স্থান নিরুপন কর তাহাই করিলেন যশহর পূরীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে একস্থান তাহার নাম ধূমঘাট। (৪৩) সেই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পশন্দ হইল। অতঃপর বাটীর নকসা অনুক্রমে গড় সমেত তৈয়ার করাইলেন গড় ও বাটী ও সহর বাজার চারি পাঁচ বৎসরে যাইয়া তৈয়ার হইল। তাহার আনপূর্ব্বক বিবরণ লিখা যাইতেছে।

যশহর পূরীর বর্ন্নর্না। (৪৪) চারি দিগে গড় তাহার দীঘ প্রস্থ এক এক দিগে পাঁচ২ ক্রোষ আয়াতন গড় প্রসস্তে একশত হাত বিংশতি হাত ভিতর গড়ের উপর মৃত্তিকার পোস্তা ত্রিংশতি হাত উচ্চ গোড়ায় ষাইট হাত মাথায় দশ হাত এ কেবল মাটিয়া পোস্তা। পোস্তার বাহির ভাগে গড় তাহার দুই পার্শ্ব এবং মধ্যস্থল সামুদাইক রেকতায় গ্রাস্থিত। গড়ের মধ্য-ভাগে কোর হইয়া মাটিয়া পোস্তা লাগিয়া দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন মাটিয়া পোস্তার মস্তক পর্য্যন্ত এবং পোস্তার ভিতর পার্শ্বেও সেই মত পাঁচ হাত প্রশস্ত প্রস্তরের দেয়াল। দুই পার্শ্বের দেয়ালের মাথায়২ খিলান তৎ-পরে সেই খিলানের উপরে আর পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চই হইয়া সেই স্থানে মুরচাবন্দি দশ২ ব্যামান্তরে এক২ তোব রাখিবার স্থল এবং আয়োজন সমেত তোব সেই স্থানে নিয়োজিত ও তোবচিন এক২ তোবের সাতে দুই২ ব্যক্তি এবং তাহারদের রহিবার স্থান তথা হইল।

এই মত তোব গড়ের চারিদিগে ও চারিদিগে চারি দ্বার তাহার উপরে নৈবত খানা। জন্ত্রী নানান প্রকার জন্ত্র সমেত সে স্থানে আছে দণ্ডের প্রহরে২ সায়াহ্নে ও প্রভাতে তাহারদের নিয়মানুযায়ি সময়েতে বাদ্যধ্বনি করিতেছে। তাহার উপরিভাগে ঘড়ি ঘর তাহাতে তরো বতরো ঘড়ি ঘড়িয়ালেরা দণ্ডে২ তাহারদের কাংস্য ঝাঁজের উপরে মুদ্গর ক্ষেপন করি-তেছে। তদুপরি মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘণ্টাঘর তাহাতে

বৃহত্ত সত ন'দীয় ঘণ্টা কলে বান্ধা হইয়া দোলায়মান সময়ক্রমে ঘণ্টা বাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনাঠন শব্দ করে।

চারি দ্বারে গড়ের উপরে লৌহ নির্ম্মিতি বলের পুল কল সহযুক্তে প্রস্তুত হইয়া আছে দ্বারপালেরা সে পুল ক্ষেপন করিলে গড়ের উপর বহ্নিমত লোকেরদের গতায়াতে পথ হয় সময় ক্রমে কল আকর্ষণ করিলে পুল উঠিয়া দ্বার বন্ধ করে। এই২ মত সর্ব্ব দ্বারে সকলেই আপন কার্য্যে নিযুক্ত।

গড়ের পোস্তার নিচে প্রথম দিব্য বাগান এক পোয়া পথ প্রশস্ত চারি দিগে সমান নানা প্রকার মেওয়া গাছ ও পুষ্প কানন ও মধ্যে অপূর্ব্ব কেয়ারি ও রহিবার রম্যস্থল। পরে সৈন্যের স্থল চারি দিগেই সমান আয়াতন। তৎপরে চারি দিগে সহর বাজার গোলা ও গঞ্জ বহুমতে খরিদ ফ্রোক্ত হইতেছে দেশ দেশের মহাজন লোক গতায়াত করিয়া খরিদ ফ্রোক্ত করে। এই মত সহর বাজার চারি দিগে অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্ত পরে দ্বিতীয় গড় তাহার সমস্তই এই মত। পরে তৃতীয় ও চতূর্থ ও পঞ্চম গড় সমস্তই একি সরঞ্জাম।

পঞ্চমীয় গড়ের মধ্যে অপূর্ব্ব শোভাকর পূরী আয়াতন সর্ব্ব সমেত দেড় ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রসস্তে ও সেই মত। রাজার পূরের শোভা অতি মনোহর আখ্যান ভব হেন্দোস্থানে এমত পূর কখন কেহ করিতে পারেন না।

তাহার প্রথমত চতুর্দ্দিগে নগর বেষ্টিত এক পরিপাটির রাস্তা সে রাস্তা পার হইয়া গেলে দিব্য সহর হাট বাজার গোলা গঞ্জ তাহার স্থানে২ ভিন্ন২ সামিগ্রি সকল বিক্রয় হইতেছে লোকেরা দালানের মধ্যেতে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে ,নানাবিধ সামিগ্রি তাহার স্থানে২ পরিপূর্ন্ন চারি দিগেতেই এই মত নগর। পৃথক২ পটি তাহা অতি শোভাকর। তাহার এক২

পাটিতে কেবল এক২ দ্রব্য পরিপূর্ন কয়াল লোকেরা ডালা পসরা ধরিয়া জিনিস পত্র ওজন করিতেছে তাহার এক ভিতেতে পসারির দোকান সহস্রাবধি।

কোন দিগে চালু ধান বহুবিধ ভূষি বস্তু বিকিকিনি হইতেছে ডালি হারার পটি এক দিগে। কোন স্থানে নানা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র। কোন ঠাঁই কাঁসারিহাটা। কোন এক দিগে কামারহাটা সকলেই আপন২ স্থানে বসিয়া নিজ২ জিনিস বিক্রয় করিতেছে। কোন দিগে জওহরিরদের দোকান তাহাতে মুক্তা প্রবাল মণি চুনি রকমে২ বহুমূল্য প্রস্তর। কোন স্থানেতে হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে। গোপগণেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাচয়মান হইয়া বেচিতেছে মাক্ষন ও লবণি খিব ও সর ছানা দোকানে২ প্রস্তুত। কোন দিগে গোয়ালিনীরা বলিতেছে আমার এ আচ্ছা দধি আসিয়া কিন ইহা। তৈল ঘৃত লবণ কোন ২ স্থানে। কোন দিগেতে দোকানে মৎস্য পরিপূর্ন। কোন ২ পটিতে কেবল মুদিখানা দোকান। কোন স্থানে চিনি ও মিছ্রির খারখানা। কোন স্থানেতে নানা জাতি ফল বিক্রি হইতেছে। আর এক স্থানে চিনাদি বন্দ্রীয় দ্রব্য। কোন ভাগে সুঁড়িগণের দোকান। কোন স্থানে তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চবস বিক্রি হইতেছে। এক দিগে শাঁখারিগণ শঙ্খ তৈয়ার করিতেছে। কোন স্থানে ছুতার লোক দোকান করিয়াছে কাষ্ঠের নানামত সামিগ্রি প্রস্তুত। কোন ভাগে পাথর কাটারদের দোকান। কোন স্থানে সুবর্ন বণিকেরা দোকানে বসিয়াছে তাহারদের কেহ ২ টাকা মোহর বদলাই করে কেহ ২ কড়ি বেচে কেহ ২ কেবল সোনা রূপা। সোনা ও রূপার বাসন কোন স্থানে থরে ২ রাখিয়াছে। কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে বহুবিধ জিনিস তাহারদের দোকানে সাল পামরি বনাত পটু ভোট কম্বল জমাট ইত্যাদি বস্ত্র রকমে ২। শাদা থান পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া

প্রথক ২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো। শত ২ দোকান কোন স্থানেতে তুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মখমল। কোন দিগেতে কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতী ওট খর গরু মেষ অজা ইত্যাদি পালে ২ লইয়া বসিয়া আছে। এই মত বৃহত শোভাকর সহর।

তার পরে চারিদিগে চারি সরোবর নানাবিধ পুষ্প তাহাতে সুগন্ধ আমদ করে। বিলক্ষণ মিঠা জল বিস্তর ২ বিহঙ্গম তাহাতে জলক্রীড়া করে। চারি সরোবরের পার্শ্বেতে অপূর্ব্ব বাগান বিধানে ২ সহস্রাবধি পুষ্প তাহায় শোভা পাইতেছে। লক্ষ ২ মেওয়া বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কত ২ মালিগণ তাহার তদবির কারক শোভান্বিত ফুলওয়ারি তাহাতে ভ্রমরা ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।

চতুর্দ্দিগেতে কোকিলেরা সুনাদ করিয়া বুলিতেছে আর আর পক্ষিরা ডালে ২ বেড়াইতেছে মউর পেকম ধরিতেছে খঞ্জনেরা নৃত্য করে সহস্রাবধি আর ২ পক্ষি চারিদিগে কলধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর উদ্যান। প্রথমত নগর বেষ্টিত বাট। তৎপরে সহর। তারপর সরোবর। তার পর উদ্যান ক্রমে ২ এ চারি স্থান। এ চারির আয়াতন এক ক্রোশ। তৎপরেতে চন্দ্রপ্রভা পূরির আরম্ভ।

প্রথমত মল্লগণেরা ও অশ্ব ও গজ ও আর২ সওয়ারির পশুগণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্তে পুরির চারিদিগ বেষ্টিত। ইহাতে দূর্ব্বা ঘাস জমাইয়াছে অর্দ্ধহাত পুর দুর্ব্বা সমশির। শত ২ মালিরা তাহার তদবির করে নিরবধি ছাপ ও সমশির রাখিতেছে। অতএব এইমত সে রঙ্গভূমি দূর্ব্বা যেন সবুজ বর্ণ মখমলের ন্যায় দেখা যায়।

ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ। পূবে সিংহদ্বার পূরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভিগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে

ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহারদের সাতে আর২ অনেক ২ পশুগণ।

এক পোয়া দীর্ঘ পস্থ নিজপূরী। তাব চারিদিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পূবর দিগের সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা তাহাতে অনেক ২ প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ডপূর্ন্ন হবা মাত্রেই তারা তাহারদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।

তদুপরিভাগে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় ঘণ্টাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে অতি উচ্চ সে ঘর বিলক্ষণ দেখায় তাহার মধ্যে সত নাদীয় ঘণ্টা বন্ধ লোকেরা তাহার সময়েতে কল ফিরাইয়া দেয় প্রাতি দণ্ডে সে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে ঘণ্টার ঠন ঠনি শব্দ গড়ের মধ্যে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত শুনা যায়।

ঘণ্টা ঘরের চূড়ার উপরে ধ্বজ। তাহাতে উড্ডীয়মান পতকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণবর্ন্ন পতাকা উড়িতেছে সে ধ্বজের ওপরে তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে মত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এমত আশ্চর্য্য সিংহদ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দোস্থানের মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।

দ্বারে দ্বারপাল সের আলি খাঁ (৪৫) নামে.পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শ কায় মহা পরাক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সাদাই ক্রোধি শত শত পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব্ব সুশোভিত নগর চারিদিগেই দোপাটি সহর ছেমহলা

বালাখানা তাহাতে পৃথক ২ স্থানে বেস মূল্য সামিগ্রির মহাজন লোকের দোকান। বহুমত প্রকার বস্তু সেখানে বিক্রি হয়।

যদি সে পূরে প্রবেশ করিতে চাহ তবে শুন তাহার পথ এই ২ দিগে।

পূর্ব্ব দ্বার পূরী। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমত উত্তরবাহিনী হইয়া সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইও পরে পশ্চিম মুখে যাইয়া দক্ষিণ মুখে হইবা। তাহার অর্দ্ধ পথ গেলে দ্বার পাইবা সে দ্বিতীয় দ্বার সিংহদ্বারেবি মত। পূর্ব্বমুখ হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবা পূর্ব্বমত সহব বাজার চৌদিগে ছেমহলা শোভা পায়। পরে উত্তর দিগে গতি কবিয়া পথ না পাইলে পূর্ব্বমুখে যাইও। দক্ষিণ মুখে অর্দ্ধপথ গেলে আর এক দ্বার পাইবা সে দ্বার ও সিংহদ্বারের তুল্য। পশ্চিম হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিবা এক দিব্য চক। অতি শোভান্বিত চক চিনাব ভাস্করেরা তাহার চুনকামকারক। চকের চারিদিগে স্ফটিকের বেদি। ইহাতে সে স্থানে তেজস্কব ঝিকমিক করে।

মধ্যেস্থলে নানা বর্ণের প্রস্তরে রচিত এক উচ্চইতর দিব্য মঞ্চ তাহাব উপরে শ্রীমূর্ত্তির বার হয় বিশেষত পর্ব্ব উচ্ছবের সময়ে গোবিন্দদেব (৪৬) তাহার উপরে বিবাজমান হএন। চকেতে প্রবেশ করিয়া বামদিগে গতি করিও কতকদূর এই মতে গেলে দ্বার দৃষ্টি হইবেক সে দ্বার ও বৃহত দ্বার সিংহ দ্বারের ন্যায়। নওবথতানা ঘড়ি ও ঘণ্টা ঘর সমস্তই একি সিংহদ্বারের মত কেবল এ দ্বারের দ্বারপালেরা রাজপুত নতুবা আর কিছু বিভেদ নাই সিংহদ্বার হইতে। সে দ্বারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া কতদূর গেলে সন্মুখে এক বিলক্ষণ দরজা পাইলে পশ্চিম মুখে সে দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর মুখ হইয়া ডাণ্ডাইও তাহাতে সন্মুখে অতি সান্নিধ্য এক দ্বার পাবা তাহার মধ্য দিয়া গেলে পশ্চিম দিগে কতদুর যাইও।

ডানিদিগে দ্বার পাইলে উত্তর মুখে হইয়া তাহাতে পসিও। তৎপরে

ঐ মতে কতকদুর যাইতে ২ দেখিবা বামে দ্বার তাহে সাদাই ঐ দিগেই গমন করিও দূরে সম্মুখে এক দ্বার পাইবা উত্তর মুখে তাহার মধ্যে গেলে এক মনোরম পূরী দেখিবা সে অতীতসালা দেশ দেশের যাবদীয় অতীত রাজ বাটীতে উত্তরিলে সেই পূরীতে তাহারদের স্থিতি হয়। ছেমহলা সে পূরী। অন্ত্যা পর্য্যন্ত (৪৭) অতীতেরদের স্থিতি সেই আলয়তেই হয়।

সে পূরীর দক্ষিণ পশ্চিম কোনে এক দ্বার পাইবা। মনোহর ফুল বাগান তাহার মধ্যে এক দিব্য চবুতারা তাহাতে কথন২ বৈঠক হয়। তাহার পশ্চিম দিগে দক্ষিণ মুখ দ্বার পাইবা তাহার ভিতর গেলে দেখিবা ভাণ্ডারের পূরী। তাহাতে ২ স্তুপ ২ চেরি ২ খাদ্য সামিগ্রি কত ২ ভাণ্ডারিয়া তাহাতে নিযুক্ত দ্রব্যজাতি আনয়ন করিতেছে এবং বিতরণ করিতেছে এই মত তাহারদের ক্রিয়া দিবা রাত্রি।

দোমহলা বেশ ঘর। তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনে এক দ্বার পাইবা তাহা দিয়া গেলে সে স্থানে দেখিবা এক দিব্য সরোবর। রাজপুরের যাবদীয় পুরুষ মানুষ সেই সরোবরে সবেই স্নান করেণ। তাহার অপূর্ব্ব নির্ম্মল জল। সরোবরের চারিপার্শ্ব তাহার তলা হইতে প্রস্তরে গ্রন্থিত। চারি পাড়ের উপরে স্ফটিক বিরচিত চারিবেদি। চারিদিগে শ্বেত প্রস্তরে রচিত চারি ঘাট। ঘাটের উপরে অপূর্ব্ব বিরাজের স্থল দোমহলা। সে স্থান বড় সুগঠন।

সরোবরের মধ্যস্থলে এক বেদি। প্রস্তরের ত্রিশ স্তম্ভ রোপণ করিয়া তাহার উপর দিব্য চবুতারা। চবুতারার চারিপার্শ্বে সহস্র২ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভ্রমরেরা তাহাতে ঝঙ্কার ধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর সরোবর।

সরোবরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে আর এক দ্বার পাবা। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবরি যাইয়া ডাহিন দিগে দ্বার পাইলে তাহার মধ্যে পসিও

সেখানে দেখিবা পৃথক স্থান তাহাতে দেয়ান মুছদ্দিগণের বৈঠক হয় তাহার কোন স্থানে মালের কাছারি। কোন দিগে দেয়ানী ও ফৌজদারী আদালত তেজারতের কাছারি। এক দিগে কোন স্থানে পোদ্দারেরা টাকা পরখাই করিতেছে। এই মত অতি জলজলাট দিবা রাত্রি সে স্থানে।

তারপর তার উত্তর পশ্চিম কোন দিয়া চলিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া বহুদূর গেল বাম দিগে দ্বার পাইবা তাহা পার হইলে দেখিবা পূরী দেবালয়। তাহা হইতে দক্ষিণ মুখে বারি হইবা মাত্রেই যে দ্বার পাইবা তাহার মধ্যে খাজানাখানা জানিও। সমস্ত আমদানির টাকা সেই স্থানে থাকে। খাজানাখানার পশ্চিম দিগে দ্বার পাইলে তাহে পসিলে দেখিবা দেবী পূজার পূর। তাহারি উত্তর পশ্চিম কোনে দ্বার সেথায় এক সল্প স্থান সেথানে বোধনের গাছ।

তাহা পাচ করিয়া পশ্চিম মুখ দ্বারে গেলে দিব্য পূরী তাহার নাম দেয়ান খানা। তাহাতে রকমে২ মিনার কারখানা। তাহা দেখিয়া তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোনে গেলে দ্বার পাইবা সে তোষাখানা রাজার যাবদীয় ধন রত্ন রাখিবার স্থান। সে স্থান হইতে চলিতে চলিতে দক্ষিণ মুখে হইয়া যাইও দক্ষিণ পূর্ব্বে দ্বার পাইবা তাহাতে পসিও। মহারাজার কুটুম্ব অন্তরঙ্গ রহিবার স্থান। সে পূরীর পূর্ব্বদিগে দ্বার তাহার মধ্যে বালকেরদের পাঠশালা।

তাহা ছাড়াইলে দক্ষিণ মুখ হইয়া গতি করিও। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে দ্বার পাবা সে পূরীর নাম নাচঘর। সে পূরী দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হবেক যে এমত স্থান মানুষে কি মত গঠন করিল। ঝিকি মিকি করে তাহাতে দৃষ্টি করা কঠিন একারণ তাহার যাবদীয় স্থান রজত মণ্ডিত। তাহার মধ্যস্থল এক অপূর্ব্ব স্থান তাহার মধ্যে নটীরা নৃত্য গীত করে।

অনেক২ জন্তু তথায় আছে। কোন দিন নৃত্য দেখিতে মহারাজা আসনে রাণীগণের সহিত আগমন করেন।

সে পূরের দক্ষিণ পশ্চিমে গেলে পুন দ্বার পাবা বৈঠকখানা পূরী তাহার নাম। এবং মহারাজার জল পানীয় সামিগ্রি সেই স্থানে থাকে তাহার অজ দক্ষিণে দ্বার সে মহারাজার ইষ্ট পূজার স্থল। সে পূরীর পশ্চিমে যে দ্বার সেই অন্তঃপুর যাওনের পথ। তাহার মধ্যে যাইয়া প্রথমত দেখিবা দিব্য দ্বাররক্ষক নপুংসকগণ অনেক নপুংসক সেই দ্বার রক্ষা করে। মহা-বলবান তারা যমে নাহি ডরে।

সে দ্বার পার হইয়া গেলে অন্তঃপুরে পসিয়া বামে দ্বার। দক্ষিণ মুখ হইয়া সেই দ্বারে প্রবেশ করিও পরে পশ্চিম মুখে পুনঃ দ্বার তাহা দিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া। অৰ্দ্ধ পথ গেলে সে ঘরের দ্বার পাইবা। উত্তর দক্ষিণ দিঘল চৌমহলা সে ঘর। তাহার সৰ্ব্ব উপরে মহারাজার রহিবার স্থল। ছেমহালা অবধি নিচে আর২ লোকের ঘরের পশ্চিমে এক লম্বা দোমহলা ঘর তাহাতে আর২ দ্রব্য জাতি থাকে। তাহার উত্তর ভাগে রসইশালা।

রসইশালার পশ্চিম দিয়া পুষ্কর্ন্নির পথ। বড় ঘরের নিজ দক্ষিণেই অন্দরের বাজে লোকের সেতখানা আর২ সেতখানা দোমহলা ছেমহলা চৌমহলা মহলা মহলায়তেই আছে। এই২ মত ধুমঘাটের পূরী। (৪৮)

এথা পূরী তৈয়ার হওনের পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের পরলোক (৪৯) হইয়াছে তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্রাটপূর্ব্বক সমাপন করিয়াছেন এই মত কতক কাল গত হয়। এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা বসন্ত রায়ের স্থানে করপুটে কহিলেন খুল্লতাত মহারাজা আজ্ঞা হয় করিতে ধুমঘাটের পূরীর গৃহপ্রবেশ এবং এ দাসকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। (৫০) ইহাতে বসন্ত রায় বিবেচনা করিলেন এথন দাদার কাল হইল। এই দুরন্ত অসুর

অতএব সম্প্রতি অন্তর হইয়া থাকিলেই ভাল। (৫১) এতদর্থে কহিলেন আমি এখন সেই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলাম। এই মতে রাজা বসন্ত রায় মন্ত্রি-গণের সহিৎ একাসনে বসিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হওন ও গৃহপ্রবেশন মহামহোৎসবের সমধ্যার সামিগ্রি আয়োজনের আন্দাজি বরার্দ্ধের বিবেচনা করিতেছেন। ক্রোর টাকা খরচের বারার্দ্ধ হইল। (৫২) নিমন্ত্রণ রাঢ় গৌড় বঙ্গ (৫৩) তাহাতে দুই দেশের কেবল প্রধান২ লোক রাজা ও অধ্যাপকগণ। বঙ্গের সামুদাইক ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈদ্য আর২ যাবদীয় অপরাপর লোক সমস্ত ইতর বর্ণ যবন ইত্যাদি ছত্রিশ জাতি। ইহাতে অতি মহাসম্রাট হবেক।

ইহারদের ভক্ষ্যভুয্য আয়োজন এবং রহিবার স্থান নিয়োজন করণ এ সমস্তের সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা রাজা বসন্তরায়। রহিবার স্থান নিয়োজিত হইল পূরের মধ্যে। ভক্ষ্য দ্রব্য আয়োজন কর্ত্তা বাসুদেব রায় পৃভিতি আট জন। আর২ সহস্রাবধি লোক তাহারদের পরিবার গ্রামে গ্রামে পরগণায়২ কর্ম্মচারিদের স্থানে তাহারদের বরার্দ্ধ আনুক্রমে চালু সরু মোটা আতপ উসনা কলাই নানান প্রকার মাস কলাই মুগ অরহর খেসারি মসুরি মটর রম্ভা বোরা ইত্যাদি। তৈল ঘৃত লবন মধু গুড় রকমের২ চিনি মিছরি এ সমস্ত জিনিসের ফর্দ্দ গচ্ছিত হইল। দধি দুগ্ধ খির নবনি ছানা ও মিষ্টান্ন পর্কান্ন চতুর্ব্বিধ প্রকার চব্য চষ্য লেহ্য পেয় নানাপ্রকার মিষ্টান্ন সমস্ত সামিগ্রির ফরমাইস দিলেন। নানাবিধ ফল নারিকেল আম্র পনশ কদলি আর২ সমস্তের ফরমাইস হইল। স্থানে২ ভাণ্ডারার স্থান নিয়মিত সহস্রাবধি ভাণ্ডার। শত২ মুটীয়া লোক ভাণ্ডারে নিয়োজিত হইল।

রাজাহওন ও গৃহপ্রবেশনের দিন নির্ন্নয় হইল বৈশাখী পূর্ন্নিমা (৫৪) মহা পুণ্যাহ দিন তদানুসারে নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া দেশে২ ভাটগণ পাঠাইলেন। সামিগ্রি সমাধান দিবা রাত্রি নৌকাযোগে ও বলদে ও শকটে আপন সুগম মতে পরিপুর্ন্ন বোঝাই হইয়া নিয়োজিত ভাণ্ডারে২ দাখিল হইতেছে।

কর্ম্মের দিনের দশ দিবস পূর্ব্বে বরাহুত ব্রাহ্মণগণ ও ভাট ফকির আর কাঙ্গালি লোকেরা আসিতে প্রবর্ত্ত হইল। বরাহুত সমস্ত লোকের রহিবার স্থল গড়ে২ নিয়োজিত হইয়াছে তাহারদের পরিচারক লোকেরা আইসন মাত্রেই তাহারদিগকে সাতে করিয়া বাসায়২ স্থল দেয় এবং তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের ভাণ্ডার সেই২ স্থানের সান্নিধ্য। ভাণ্ডারিগণেরা সমাচার পাইলেই লোকের গণনা মতে সামিগ্রি দেয়। কোন লোক না পাইলাম বাক্য কহিতে পারে না।

রাজাগণ ও অধ্যাপক ও কায়স্ত ও বৈদ্য আর২ ব্রাহ্মণ লোকেরদের আগমন পাচ দিন থাকিতে আরম্ভ হইল। পৌছিবা মাত্রেই পরিচারক লোকেরা আপন২ প্রভুরদের সেবাতে নিযুক্ত কদাচিৎ কাহ দিয়া কোন ত্রুটি হয় না। সকলেই আপন২ বাসায় ভোজন পান গীত বাদ্য নৃত্য ক্রিয়াতে সকলেই সদানন্দ। তা২ থৈ২ নৃত্য গীতে আমোদিত। ইহাতে বিমর্ষ কেহ নহে সকলেই সদানন্দ।

এই মতে শতাবধি সহশ্রাবধি ত্রিবিধ প্রকার লোকের আগমণ হয় দিবা রাত্রি অবিরামে আসিতেছে।

এই২ মতে ক্রিয়ার পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত লোকেরদের আগমন হইল। সায়ংকাল তাগাদ আমদানির ক্ষমা পড়িল।

ধূম ঘাট পঞ্চক্রোশি (৫৫) মানবারণ্য হইল। হাট ঘাট বাট নগর চাতরে বালাখানা ও তহখানায় লোক পরিপূর্ন্ন খাও লও চতুর্দ্দিগে এইমাত্র রব না পাইলাম বাক্য কাহার বদনে নিস্মরে না। ভাণ্ডারিরা এক২ জনকে দশ২ জনের উপযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল তাহাতে সমস্ত লোক ভোজন পানে পরিতোষ। চারি দিগে সাধুবাদ জয়২ কার ধ্বনি করিতেছে। সমস্ত লোকেরা এই মতে রজনী কাটিতেছ।

অথ পূরের মধ্যে মহারাজা বসন্তরায় ঠাকুর তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে(৫৬)

সাতে করিয়া যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিবাস রাজনিত ক্রিয়া সমাচরণ করিলেন।

রাত্রির শেষভাগে জন্ত্রিরা এককালে দ্বারে২ নৌবত খানায় নৌবত ও ঘণ্টা ঘরে শত নাদীয় ঘণ্টা আর উচ্ছ্বীয় বাদ্যকরেরা আপন২ জন্ত্রে সুনাদ করিতে প্রবর্ত্ত। বাদ্যধ্বনিতে এককালিন সহর সমেত সমস্তই কম্পমান ধাঁ২ তাঁ২ এইমাত্র শব্দ চারিদিগে।

প্রত্যূষায় ব্রাহ্মণেরা প্রাতস্নান করিয়া বেদধ্বনি করিতে২ সভাগমন করিতেছেন। তৎপশ্চাত রাজাগণেরা ও নিরহ কায়স্ত বৈদ্যগণ সেই মতাবলম্ব আর২ অপরাপর লোকেরা বরাহুত অনাহুত লোকেরা তামাসা দেখিতে সভাস্থ হইল যাইয়া।

জন্ত্রিগণেরা সভার এক পার্শ্বে বসিয়া বিনা আদি জন্ত্রে মধুর ও মাধুর্য্যরাগে মঙ্গল আলাপ করিতেছে চকের মধ্যে বেদির চারিপার্শ্বে ত্রিবিধ প্রকার লোকের বৈঠক। উপরিভাগে অতি বৃহত সামিয়ানা চারিদিগে ছেমহলার ছাতেতে কড়ায় ২ বন্ধ চকের মধ্যে সূর্য্যের প্রকাশ নাই। এই মত আনন্দে সকলের বৈঠক হইয়াছে নট নটী গণ নৃত্যগান করিতেছে এই মত আমোদেই সভাসত লোক সমস্ত আছেন।

পূরীতে মঙ্গলাচার হইতেছে। দ্বারে২ তণ্ডুল ও দধি লেপন করি। বারিপূর্ণ কুম্ভ সমস্ত পল্লব ও অখণ্ড ফলে নিয়োজিত হইয়া শোভা পাইয়াছে। পুষ্পমালা ও আম্রশাখা দ্বারে২ দোলায়মান। মনোরমা নৃত্যকীরা দ্বারে২ নৃত্য করিতেছে।

শুভক্ষণানুসারে যশহর পূরীর সমস্ত রাণীগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য অম্লান বস্ত্র কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহ বা কামতাই কেহ বা লক্ষীবিলাস কেহ বা পীতাম্বর কেহ বা নীলাম্বর নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহুবিধি সুগন্ধি আতর পৃভৃতিতে

আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণে ধুম ঘাটেরপূরীতে আগমন করিতেছেন।

একশত চতুর্দ্দোল পরিপূর্ণ। অগ্রে রাণীরা তাহারদের বালক বালিকা সহিত চতুর্দ্দোলারোহনে গমন করিতেছেন তৎপশ্চাত মনোরমা সেবকীরা সেইমতে। ইহারদের চারি পার্শ্বে মনোরমা নৃত্যকীগণ চতুর্দ্দোলা রোহনেতে শত২ নৃত্যকী নৃত্য গীত বাদ্য ধ্বণী করিতেছে। সকলের অগ্রভাগে রত্ন মণ্ডিত চতুর্দ্দোল তাহার বর্ণনা কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

চারি ব্যাম দীর্ঘ প্রস্থ স্বর্ণ তেলাকারি মণ্ডিত। চারিপার্শ্বের ঝালর। উপরি ভাগ মখমলের বিছানা পাতিত। বিছানার চারি কেনারা টোপে বন্ধ ঝালরের চারিদিগের মুড়ায় শত২ কাংশ্য ঘন্টিকা দোলায়মান ঠুনুং২ শব্দ করিতেছে। দোলার মধ্যাস্থলে কাষ্ঠনির্ম্মিত স্বর্ণ মার্জ্জিত মন্দিরের আকার চূড়া সহযুক্তে দিব্যস্থান। সেই মন্দিরের চারি স্তম্ভ স্বর্ণ মণ্ডিত উপরিভাগে মখমলের ঘটাটোপ। তাহাতে তেজস্কর চুনি ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ঝাবা চতুষ্পার্শ্বে। তাহার মধ্য দিব্য রত্ন মণ্ডিত সিংহাসন কতেক শোভাকর সামিগ্রি তাহাতে শোভা করিতেছে। তাহার মধ্যে জরির বিছানা ও বালিষ শোভা পাইতেছে। সেই আসনে মহারাজা ও মহারানী বিরাজমান ও বিরাজমানা মন্দিরের চারিদিগে কৃত্রিম পুষ্প উদ্যান আতর ইত্যাদি সুগন্ধিতে রচিত। এই মত চতুর্দ্দোলা রোহণেতে রাণিগণ বিরাজমানা হইয়া নূতন পূরীতে গমন করিতেছেন।

সকলের আগে দ্বিজগণ বেদ উচ্চারণ করি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতে ছেন। এইমতে প্রফুল্ল মনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ হইলে রাণীরদের আজ্ঞায় সেবকীরা তৈল পান ভক্ষ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন পৃভৃতি দ্রব্য গরিব লোকের দিগকে বিতরণ করিতেছে। এই২ মতে সকলেই আনন্দিত। পূরীর মধ্যে চারিদিগে জয়২ কার ধ্বনি হইতেছে।

বাহিরে শুভলগ্নানুসারে মহারাজের অভিশেক করিয়া চকের মধ্যস্থলে স্ফাটিক রচিত শোভাকর মঞ্চে দিব্য সিংহাসন শোভা করিতেছে তাহার মধ্যে আসন করাইলেন মঞ্চের উপরে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রত্ন অভরণে ভূষিত করিয়া স্বর্ণ টোপর মস্তকে দিয়া সিংহাসনে বসাইলে এককালে জন্ত্রীরা সমস্ত জন্ত্রে ধ্বনি করিলে বাদ্যের শব্দ অতিশয় হইয়া সমস্তকে কম্পিত কম্পমান করিলেক।

একজন পশ্চাত ভাগে থাকিয়া রাজার উপরি ভাগে রত্ন খচিৎ ছত্র ধারণ করিল। আর২ শত২ জন শেত চামর কৃষ্ণ চামর ব্যাজন করিতেছে এবং শত২ ময়ুর ছল লইয়া লোকেরা ডণ্ডবত হইয়া রহিয়াছে। মঞ্চের নিকট হইতে প্রায় চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার ও বান ও নিশান ও বরশি ও ভালা ঢালিয়াত শিপাহিরা সমস্ত ডাণ্ডাইল।

দ্বারের উপর নকিব লোকেরা জয়ধ্বনি ফোকারিতেছে। মহারাজের জয় হওক২। এই মত রব চারিদিগে উঠিল। গড়ের উপরের তোবচিন লোকেরা এক কালিন সমস্ত তোবের দেহড় করিল। বন্দুক ওয়ালা বর কন্দাজেরা ও সেই মত করিল। সর্ব্বত্রে জয়২ কার ধ্বনি হইলে সভাস্থ রাজাগণ ক্রমে২ সভা হইতে উত্থান করিয়া যৌতুক প্রদানে সম্ভাষিত হইতেছেন। এই২ মতে ক্রমে২ সমস্ত রাজাগণ সম্ভাষাকরণের পরে আর২ প্রধান২ লোকেরা উত্থান করিয়া যৌতুক দেওনের ছলায় সম্ভাষা করিলেন। পরে কটুম্বাস্ত রঙ্গ বন্ধু বান্ধব যাবদীয় সকলেই সেইমত।

এবং মহারাজার প্রধান২ চাকর লোকেরা নজর প্রদান ও ডণ্ডবত ও প্রণামাদি করিয়া আপন২ নিরূপিত স্থানে ডাণ্ডাইলেন। পরে সমস্ত চাকর ও রাইয়ত লোক নজর দিয়া প্রত্যক্ষ আলাপে সম্মানিত হইল। এই২মতে মহারাজা এ ক্রিয়া শাঙ্গ করিয়া দ্বিজ সভায় গতি করিয়া পণ্ডিত এবং আর দ্বিজগণ সমস্তকেই যথেষ্ট সন্মান করিয়া বাসায় বিদায় করিলেন তাঁহারদিগকে।

তৎপরে আপনারদের স্বশ্রীনী সভায় যাইয়া প্রথমে রাজা বসন্তরায় খুল্লতাতের পদে নত হইয়া পড়িলে আপনি রাজা ভ্রাতুস্পুত্র কুমার বাহাদুর রাজাকে ক্রোড়ে করিয়া শির চুম্বনে বিস্তারিত সমাদব করিলেন এবং আর২ সকলেরি সহিত মিলনের পরে অন্তঃপূরে গমন করিলেন।

সে স্থানে রাজার গুরু পরম্পরা রাণী ঠাকুবানীরা পূর্ব্বেই মঙ্গল রচণা করিয়া রাখিয়াছিলেন তদানুরূপ সাঙ্গত্য করিয়া রাণীকে রাজার বাম পার্শ্বে একত্তর রাখিয়া বরণ ইত্যাদি নারী ব্যবহার মঙ্গলাচার করিয়া ঘবের মধ্যে দিব্য পুষ্প শয্যায় বসাইয়া মঙ্গল আরতি করিয়া যৌতুক রাজা'ও দিলে সকলকে পরিচা মতে সন্মান রক্ষা করিলেন।

বাহির ভাগে যাবৎ বরাহুত লোক পৃথক২ স্থানে রাজা বসন্তরায় আপনে যত্ন পূর্ব্বক সকলকে মিষ্টান্ন পক্কান্ন ভোজন করাইয়া পরিতোষ করিলেন। সর্ব্বত্রেই জয়২ কার ধ্বনি।

পরাহ্নে যথেষ্ট সন্মানে রাজা ও পণ্ডিত ও আর২ দ্বিজগণ এবং প্রধান২ কায়স্ত ও বৈদ্য আর২ যে কেহ ছিল সকলকেই বিদায় করিলেন।

পরদিবস বরাহুত লোকের দিগকে প্রতিজনেরে এক বৎসর কাটানের উপযুক্ত অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন ইহাতে সুখ্যাতিব ধ্বনি দেশ বিদেশ আসমুদ্র হইল মহারাজার যশ সর্ব্বত্রেই ঘোষণা।

স্বশ্রেণী লোকের দিগকে নিমন্ত্রণ দিয়া একদিবস পক্তি ভোজন হইল। এবং সকলেরি সন্মান পূর্ব্বক আপন২ স্থানে বিদায় করণের পরে একমাস তাগাদি যশহর পূরের সকলের অবস্থিতি ধূমধাট ছিল। তাহারা ও সন্মানিত হইয়া আপন২ স্থানে যাত্রা করিলেন। এই মতে এ কার্য্যের সঙ্কুলন হইল।

রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গ ভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এইমতে বৈভবে কতক কাল

গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেণ আমি এক ছত্রী রাজা হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানের দিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপতা হইল। এখন কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর২ বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটাবর্ত্তি আর২ পট্টাদার যে২ ছিল সমস্ত কেই উৎখ্যাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।

বিবেচনা করিল আমার ধনের কিছু অধিক আকিঞ্চন নাই। তাহা প্রচুর মতেই আছে। এখন আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁয়ার দিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি। এখন আমি ইহাতে অপারক নাহি সর্ব্বক্ষম।

সে সময় এ প্রদেশে বারো ভূঁয়া ছিল। বাঙ্গলা বেহার উড়িস্যার কতক আসাম এই২ দেশ তাহারদের বারো জনের অধিকার। (৫৭) তাহারদের একজন রাজা প্রতাপাদিত্য এই২ মত বিবেচনা করেন। এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত ক্রমে২ সৈন্য জমা করিতেছেন। রাজা প্রতাপাদিত্য অতি ভাগ্যমন্ত রাজা।

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী। তিনি অদ্যাপিও আছেন। (৫৮) মহারাজাকে সদয় হইয়া বর দিলেন তাহাতেই উহার এতেক প্রদপ্ততা। তাহার বিবরণ এই শুনিয়াছি।

এক দিবস রাজার বাহির গড়ের সেনাপতি কমল খোজা (৫৯) নামে একজন মহাপরাক্রান্ত এবং রাজার কাছে বড়ই প্রতিপন্ন হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিল রাজার গোচরে। মহারাজা আমি দুই তিন দিবস হইতে দেখিতেছি রাত্রি দুই প্রহরের পরে ঐ জঙ্গলটাতে অকস্মাত অগ্নি আকার প্রজ্বলিত হয় বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড আনলের ন্যায় তাহাতে প্রথম দিবস

ঠাওরাইলাম বুঝি কোন রাখাল ইত্যাদি লোক এ বনে অগ্নি দিয়া থাকি-বেক তাহাতে রাত্রে প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রাতে ঘোড় শোয়ারিতে যাইয়া দেখিলাম বন পূর্ব্ব মতই আছে বরং অধিক তেজস্ব। দুই তিন দিবস হইতে আমি এই মত২ দেখিতেছি। মহারাজা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।

অদ্য সেইস্থানে এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইয়াছে। রাখাল ছোক্রারা প্রত্যহ ঐ মাটে গরু ছাড়িয়া দিয়া ঐ থানে খেলায়। অদ্য তাহারা পূর্ব্বমত করিয়াছিল তাহাতে সেই স্থানে একটা ঢিপি আছে বনের ফুল ইত্যাদি সেই ঢিপিতে সাজাইয়া নিরূপিত করিল এক কালীঠাকুরাণী এবং ফুল দিয়া সেই ঢিপিতে পূজা করিল। ওই রাখালদের কেহ নিরূপিত হইল কর্ম্মকর্ত্তা। কেহ পুরোহিত। তাহারদের কেহ ছাগল। একগাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরূপণ করিল খড়্গা।

পরে ছাগল নিরূপিত ছোকরা উবুড় হইয়া পড়িলে বলিদান কারক নিয়োজিত হোগলার খড়্গা উঠাইয়া এক কোপ মারিল তাহার ঘাড়ে তাহাতেই তাহার শিরচ্ছেদন হইয়া বেগে রক্ত ছুটিল ছোকরা ধড়ফড় করিতে লাগিল। অন্য২ ছোকরা পলায়নপর পরে সে শিরকাটা ছোকরার মাতা পিতা নালিস করিলে অন্য২ ছোকরারদিগকে অক্রমন করিয়া আনা গিয়াছে। সমস্ত ছোকরারা এই মত কহে এবং সে কাটা শব সেই স্থানেই আছে এবং তাহার পিতা মাতার চৌকিদার।

রাজা এ আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত সভাসমেত উত্থান করিয়া আপন২ জনারোহনে সেই স্থানে গেলে খোজা সেনাপতির বাক্য তৎ-মতে বিদিত হইল। দেখিলেন সে ঢিপিতে নানা প্রকার ফুল সাজাই-য়াছে এবং মুণ্ড কাটা ছোকরা ও সে হোগলার খাঁড়া রক্ত মিশ্রিত। রাজা আর২ ছোকরারদিগকে নিকটে ডাকিয়া বিবরণ তৎমতে জ্ঞাত

হইলেন তাহারদিগ হইতে কিন্তু ইহার হেতু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

শব মৃত শরীরের লক্ষণ কিছুই হয় না শরীরের উত্তাপ জীবত শরীরের মত ফুলেও না এবং দুর্গন্ধও হয় নাই কেবল স্কন্ধ মুণ্ড আলাদা২ হইয়া রক্ত অনেক পাত হইয়াছে এ সকল ধারা ও নির্য্যাস করিতে পারিলেন না। এক সিন্দুক আনাইয়া তাহার মধ্যে ছোকরার মুণ্ড সমেত শরীর রাখিয়া সিন্দুকের চাবি আপন কাছে রাখিলেন। ছোকরার মাতা পিতাকে কহিলেন কল্য প্রাতে ইহার বিচার করিব। আজি তোরা সমস্ত যা।

এই মতে সকলেই আপন স্থানে গতি করিলে রাজা সে খোজা সেনাপতি সমিভ্যারে করিয়া বাহিরের গড়ে স্থিতি করিলেন সে দিবস এবং রজনীতে ঘোর নিশায় দেখেন এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে। ক্রমে২ সেই জ্যোতির বৃদ্ধি হইয়া গগণস্পর্শীয় প্রলয় আনলাকার হইল। রাজা অতি সাহসি খোজাকে সাতে করিয়া অশ্ব আরোহণে গতি করিলেন সে স্থানে। কতদূর যাইতে২ খোজা অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িলে ঘোড়া পলায়ন করিল। খোজা পশ্চাতগামি ছিল এ কারণ রাজা জানিতে পারিলেন না সে সকল বৃত্তান্ত। রাজা অতি নিকটাবর্ত্তি হইলে তাহারও ঘোড়া ত্রাসে পড়িয়া গেল তাহাতেও তিনি না পাছাইয়া অগ্রে বেগে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিলেন জ্যোতি সে বনের উর্দ্ধে শূন্যে স্থাপিত। তাহারি মধ্যে দৃষ্টি করিতে২ দেখেন সিংহাসনাস্থ এক সুন্দরী আকার তাহারি শরীর হইতে এ সমস্ত জ্যোতি।

কিঞ্চিত পরে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িলেন মৃত্তিকাতে বাহ্যজ্ঞান রহিত কিন্তু শপ্নাকার দেখিতেছেন। আকাশবাণী হইল সেই জ্যোতির মধ্যে হইতে। প্রতাপাদিত্য চাহিয়া দেখ আমি তোর ইষ্টদেবতা। আমি প্রসন্ন আছি তোকে। এ কারণ আমার স্থানের নিকটে বাস দিলাম তোকে। এ ঢিপি

.খাদন করিয়া যাহা পাইবি ইহার মধ্যে তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস। সে আমারি অনুকল্প জানিবি। তোর প্রজা পুত্র রাখাল মরে নাই। তাহাকে পাইবি তাহার মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

তোর ঐশ্বর্য্য হবেক বৃহত তোর পিতৃ পিতামহ হইতে। এ ভূমি সমস্ত হবেক তোর করতল। আমি কন্যাভাবে স্থিতি করিব তোর গৃহে যাবৎ তুই বিদায় না করিবি আমাকে। এবং আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীঘ্ন কি তাহার দুঃখদাতা কদাচ হইবি না। সেই হবে তোর কালের অন্ত। এই মাত্র শুনিল।

পরে চৈতন্য পাইয়া দেখিল ঘোরতর অন্ধকার। কমল খোজা কোথায়। কোথায় বাহন। অশ্ব কোথায়। সে দীপ্তি কিছুই দেখিতে পায়না। কেবল দেখে আপনি ধুলাতে লোটাতেছে। কিন্তু শপ্নের ন্যায় যে সমস্ত দেখিল তাহা সমস্তই তাহার মনে পড়িয়াছে।

উত্থান করিয়া খোজা সেনাপতির অন্বেশন করিতে২ দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা খাদের মধ্যে। তাহাতে চেতনা করিয়া বলিল এ কি। এথায় পড়িয়াছ কেন। সে বলিল আমি ইহার কিছুই জানি না মহাতেজ দেখিতেছিলাম। এই২ মাত্র মনে আছে। আর কিছুই জানি না। রাজা বলিলেন আইসহ আমার সাতে আগে দেখি যাইয়া সিন্দুক কোথায়। এবং তল্লাস করিয়া দেখেন সিন্দুকের তালা এক স্থানে ও খোল আর এক স্থানে মৃত ছোকরা তাহার মধ্যে নাই। মহারাজা খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন। তুমি এ ছোকরার বাটী কোথায় জান। খোজা বলিল হাঁ মহারাজা এই যে গড়ের নিকটেই তাহার পিতা মাতার ঘর। দুইজন সেইক্ষণে তাহারদের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন ঘরের দ্বার খোলা কিন্তু মানুষ সমস্ত নিদ্রিত।

খোজা শোর করিয়া ডাকিলে সেইক্ষণে সে আসিয়া জানিল মহারাজা

তাহার বাটীতে। ত্রস্ত হইয়া কাকুতিতে বলিল মহারাজ আমার কি তকসির। মহারাজ এত রাত্রে এ কাঙ্কালির কুড়িয়ার দ্বারে কেন। রাজা কহিলেন তোর কোন তকসির নহে। তোর ছায়াল কোথায়। সে কাঁদিতে২ বলিল মহারাজ সে মহারাজার শিন্দুকের মধ্যে। হায়২ করিতেছে। রাজা কহিলেন ভাবনা নাই আলো জ্বাল। তাহা করিলে দেখে সে ছোঁড়া শুইয়া আছে তাহার মাতার সহিত। মহারাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে সাতে করিয়া আনিলেন তাহার গড়ের মধ্যে।

প্রাতে ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কি সমাচার। তোর এ গতিকের বৃত্তান্ত কি। ছোকরা বলিল মহারাজ আমি আর কিছুই জানি না আমরা ওই ঢিপিতে পূজা করিতেছিলাম তাহাতে আমি অজা নিরুপিত হইয়াছিলাম। আমি স্নান করিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম বলিদান হওনের কারণ এইমাত্র আমি জানি পরে বাবা ডাকিলেন চেতনা হইয়া দেখিলাম মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছি।

রাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে বিস্তর২ ইনাম বখশিষ দিয়া সে ঢিপি খোদাইতে২ দেখিলেন এক প্রস্তরের মুণ্ড প্রকাশ হইল। তাহার গলা পর্য্যন্ত খোদন হইলে অকস্মত এই শূন্যবাণী হইল। স্থকিত হও এই পর্য্যন্ত। তাহাতে আর মৃত্তিকা না কাটিয়া এই তাগাদি মুড়া দিলেন। এবং তাহারি চারিভিত লইয়া ঘর গ্রন্থিত করাইয়া দিব্য সে বার বন্ধান করিয়া দিলেন।

লোকে বলে তাহার বিদসার সময় সেই কালী দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন (৬০) তাহার বিবরণ পশ্চাত লেখা যাইবেক।

রাজা প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য পর২ প্রসন্ন হইল এবং নষ্ট বুদ্ধিও সেই মত। শিষ্টাচারের ক্রটি ছিল না। দাত শক্তিতে উত্তম দাতা প্রতি দিবস এক২ শত আশরুপি কাঙ্গালি লোকেরদিগকে দিয়া জলযোগ করিত এ নিত্য নৈমিত্যকের দান। আর২ ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকের-

দিগকে কতেক দিত তাহা কে সঙ্খ্যা করে। দানে অদ্বিতীয় এই মত দাতা।

এক দিন পূর মধ্যে রাজা ও রাণী বসিয়াছিলেন এই কালে এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল মহারাজার কাছে তাহাতে মহারাজার আজ্ঞামতে মহারাণী পুর্ণ এক থলিয়ার ওপর হইতে এক মুঠা আশরুপি দিতেছিলেন দৈবক্রমে মহারাণীর হাত হইতে একটা পুনরায় সেই থলিয়ার মধ্যে পড়িল রাণী ফের সেইটা উঠাইতেছিলেন ইহাতে রাজা কহিলেন তুমি জান কোনটা পড়িয়াছে তোমার হাত হইতে। রাণী কহিলেন না আমার তাহা চেনা নাহি। পরে রাজার আজ্ঞাক্রমে সে থলিয়া সমেত আশরুপি দিলেন কাঙ্গালিণীকে তাহাতে সহশ্র আশরুপি ছিল। দেখ এ কি মত দান।

এই মতে ছিল তাহার দান। এক কালে দিল্লির বাদসাহের সম্মুখে হইল তাহার দানের প্রসংশা। একব্বর বাদসাহের পরে তাহার পুত্র জাঁহাগির সাহ বাদসাহ হএন তাহাতে তখনকার বাদসাহ লোকের ব্যবহার ছিল তক্তে বৈসনের পূর্ব্বে বেগমের সহিত একত্তর অভিশেক হইতে। কিন্তু একজন বেগম ও দিন নিযুক্ত হইতে। তাহার বিবরণ এই।

যত২ মহারাজারা হেন্দোস্থানে ছিলেন তাহারদের আপন দেশের এক২ সুন্দরী কন্যা নব বাদসাহকে ডোলা দিতেন তাহাতে যাহাকে বাদসাহের মনোরম হইত তাহারি সহিৎ অভিশেক হইলে তিনি হইতেন খাশ বেগম। জাঁহাগির বাদসাহের সময় সকল রাজাগনেরাই ডোলা দিয়াছিলেন তাহাতে বাদসহের পশন্দ হইল দুই ডোলা চিতোরের রাজার এবং যশহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের।

তাহাতে এই দুই কন্যর মধ্যে বিরোধ হইয়া একজন বলে আমি চিতোরের মহারাজার পালক পুত্রী আমার বাপ হইতে কে অধিক সম্ভ্রান্ত

হেন্দোস্থানের মধ্যে আমারি সাতে বাদসাহের অভিশেক হবেক। এও কহে আমি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রী আমার বাপ প্রধান হেন্দো-স্থানের রাজাগণের মধ্যে অতএব আমিই হইব খাশ বেগম। এই মতে দুইজনে কন্দল। বাদসাহ ইহাদের মধ্যস্থ হইলেন। নিয়ম হইল রাজা ভাট সকলের বৃর্ত্তান্ত জানে সে যাহা কহিবেক তাহাই করা যাবেক। ভাটকে ডাকিয়া বাদসাহ আপন সন্মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন হেন্দোস্থানের মহা-রাজাগণের মধ্যে কেটা হয় অতি মহারাজা।

ভাট শেলাম করিয়া বলিল জাঁহাপনা এ সকলেই আমার কাছে মহা-রাজা তাহার মধ্যে তিন ব্যক্তি অতি মহারাজা। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গে ইন্দ্র পাতালে বাসুকি পৃথিবীতে প্রতাপাদিত্য (৬১) ইহা ব্যতিরেক আর কেহ অতি মহারাজা নাই সংসারের মধ্যে। সমস্ত রাজাগণের দরবারের আমার গতায়াত আছে তাহাতে চিতোরে আমি যখন গিয়াছিলাম সে মহারাজা আমাকে দিয়াছিলেন পাঁচ হাজার টাকা ও এক ঘোড়া। এই মাত্র।

যশহরে গেলে তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মহারাজাকে দেখিতে পাইনা এবং আমার সংবাদ ও মহারাজাতক পৌছে না। এক দিবস মহারাজা শিকারে বাহিরে হইলে আমি বহুত তফাত থাকিয়া আশীস ফোকারিলে মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুই কে। আমি কহিলাম মহারাজা আমি হস্তিনা পুরের রাজভাট আশীস করিতে আসিয়াছে মহারাজাকে। তাহাতে আজ্ঞা হইল তুমি এখানে থাকহ আমি ফিরিয়া আইলে তোমাকে বিদায় করিব। আমি বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম মহারাজা আমি এখানে আসিয়া ছয়মাসের পরে একবারে সাক্ষ্যাত পাইলাম আর আমার মহারাজার সাথ্যাতে পত্তনের সঙ্গত্য হবেক না আজ্ঞা হয় আমাকে বিদায় করেন। মহারাজা আজ্ঞা করিলেন আমি ফিরিয়া আইলে তোমার ভাল হইত। আচ্ছা। পরে হুকুম করিলেন দেয়ানকে ভাট বিদায় করহ নগদ লক্ষ

টাকা এক হাতি আর পাঁচ ঘোড়া দেহ উহাকে। হটাতকারের কারণ এই মতে প্রাপ্তি আমার হইল। সেথানে যদিত দেরি করিতাম আর কতেক পাইতাম এই মত মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাহার তুল্য কোন কেহ নাই হেন্দোস্থানে। অতএব প্রতাপাদিত্যের ডোলার কন্যা হইলেন খাশ বেগম। (৬২)

মহারাজার সময়তে তিনি এক দিবস কল্পতরু হইয়াছিলেন। (৬৩) তাহার নিয়ম এই। যে যাহা যাচিঞা করে তাহাই দিতে হয় প্রাণ পর্য্যন্ত সীমা। মহারাজা ও মহারাণী এক সিংহাসনে বসিয়া এই মত দান করিতেছিলেন বিশ লক্ষ টাকা দান করেন সেই দিন। মধ্যাহ্ন সময় একজন প্রধান ব্রাহ্মণ রাজাকে পরখ করিবার জন্য আসিয়া বলিল মহারাজা আমি আর কিছু চাহি না কেবল তোমার রাণী দেহ আমাকে। ইহাতে রাজা দ্বিরুক্ত ব্যাজ করিলেন না। রাণীকে কহিলেন তুমি যাও। এবং রাণী ও সে দণ্ড কর পুটে ডণ্ডাইলেন ব্রাহ্মণের সন্মুখে। ইহতে সমস্ত লোক চমকিত হইল। মহারাজার মহারাণী এবং রাজা উদয় আদিতের মাতা ইহাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ লইয়া যায় একি অসম্ভব।

এই মতে সকলে কহা বলা করিতেছে। ব্রাহ্মণ রাজার দানে শক্তির সাহস দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইয়া বিস্তর ২ আশীর্ব্বাদ করিলেন মহারাজাকে ব্রাহ্মণ কহিলেন মহারাজা ইনি আমার কন্যার মত আমি ফের ইহাঁকে দিলাম মহারাজাকে। রাজা বলেন একি কথা। আমি আমার রাণী দিলাম তোমাকে পুনর্ব্বার আমি দান লইব তোমা হইতে। ইহা কদাচ হইতে পারিবে না। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের নিতান্ত যেদ্ধেতে এই মত হইল রাণীর অঙ্গের যাবদীয় অলঙ্কার এবং রাণীকে ওজন করিয়া স্বর্ণ এই সমস্ত দিলেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ সে সমস্ত সামিগ্রি সে স্থানে বসিয়া বিতরণ করিয়া দিল কাঙ্গালি লোকেরদিগকে। এ মত দাতা রাজা প্রতাপাদিত্য।

তাহার অতি বৃহত দানে সে হয় উত্তম দাতা। দেবতার ইচ্ছা ক্রমে ইহার সৎক্রিয়ার পরিসীমা রহিল না। সহস্র গরিবকে পরিতোষ না করিয়া আপনি কিছু আহার করিতেন না। এই নিয়ম ছিল।

রাজা বসন্ত রায়ও দেবতার ইচ্ছায় পরম সুখি তাহার এগার পুত্র সন্তান ইহা ব্যতিরেক কন্যা সন্ততি এবং পৌত্র দৌহিত্র ইত্যাদি অতি বৃহত গোষ্টি এবং জমিদারির ছয় আনা হিসা (৬৪) ইহাতে নির্বিঘ্ন পরম সুখে আছে।

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ব হইতেই সেনা সংগ্রহ করিতেছিল যখন দেখিল প্রচুর মতে সামন্ত প্রস্তুত বিচার করিল এখন আর আমার দিল্লিতে কর দেওনের আবশ্যক কি এবং ভূইয়ার দিগকেও আপন করতল করিতে হবেক এবং এ প্রদেশে এক ছত্রী হইতে পারি কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে সাঙ্গ পাঙ্গরূপে হইতে পারিতেছেনা। আচ্ছা। পশ্চাত তাহার প্রতিকার করিব। অগ্রে ভূইয়ার দিগকে শাসন করিব এবং বাদসাহি কর উঠাইয়া দিব।

এই মননে সৈন্যের সাজনি করিয়া সেনাপতি মহাবীর কমল খোজা। পঞ্চবিংশতি সহস্র বাহিনীতে প্রথমত রাজমহল প্রবেশ করিলে মুহুর্ত্তেক রণে সেখানকার নবাবকে পরাজয় করিয়া দশ ক্রোর কেবল নগদ তঙ্কা পাইলে রাজমহলে সেখান কার নবাব দন্তে তৃণ লইয়া পলাইল ঢাকার কেলায় সেই স্থানে আপনা রক্ষা করিয়া রহিলেন। (৬৫) পর২ কেলা২ জয়ী হইতে২ পাটনা পর্য্যন্ত ইহার কর তল হইল। দিল্লিতে কর দেওন এক কালিন বন্দ। (৬৬)

এদিগে ক্রমে২ কেদার রায় প্রভৃতি ভূইয়ার দিগকে নিপাত করিয়া তাহারদের রাজ্য লইল। (৬৭) আপন তরফের লোক সর্ব্বত্রে নিযুক্ত করিয়া রাজ্য রাজ্যের খাজনা আদায়েতে প্রবর্ত্ত। তাহারদের মধ্যে কেবল রাজা

রামচন্দ্র বাকলা ওয়ালা ভুইয়া তাহার রাজ্য কবজ করিল এবং সে পলায়ন করিয়া দেশান্তরি হইল। (৬৮) তাহার বিবরণ এই।

রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা তাহার অধিকারের উপর চড়াই না করিয়া ঠাওরাই কোন কৌশলে দেশ কবজ করে তাহা করিল একটা প্রবন্দে নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল ধুমঘাট নিজ পূরীর মধ্যে তাহাতে খাতির জমায় থাকিল ভাবিল এখন কাবুর তলে থাকিলেন আবশ্যক হইলে ইহাকে সংহার করণের আটক হবেক না আর ২ কেদার রায় প্রভৃতি সমস্তকেই নিপাত করিয়া তাহার অধিকার আপন লোক দিয়া শাসন করিলেন।

ইতি মধ্যে রামচন্দ্র ব্যতিরেক আর ২ সমস্তই করতল প্রতাপাদিত্য ঠাওরাইলেন এখন রামচন্দ্রের রার্জ্যে কবজ করণে আটক হইতে পারে না। মাত্র অখ্যাতি লোকে বলিবেক জামাতার অধিকার কাড়িয়া লইল ইহা না করিয়া যদি উহাকে গুপ্তে সংহার করিয়া মৃত্যুর সমাচার সর্ব্বত্রে দিয়া শোকাচার করিলে পশ্চাত রার্জ্য কবজ করণে অখ্যাতি হবেক না। অতএব সেই কর্ত্তব্য।

এই রচনা করিয়া হুকুম হইল অদ্যই কোন ক্রমে গুপ্তে সংহার করহ তাহাকে। বিবেচনা এই হইল। প্রাতে যখন গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যাবে সেই কালে সাঙ্গত্য ক্রমে গুপ্তে তাহার শিরচ্ছেদন করে।

এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লোক স্থানে ২ নিয়োজিত হইল। এ সকল কথা পরস্পর পূরী মধ্যে প্রচার হইলে রাজ কন্যা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না। এইরূপ চিন্তাতে দিবাগত হইলে সাঙ্গত্য ক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তান্ত তন্মতে নিবেদন করিলেন। রাজ জামাতা এ সকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং যথোচিত ক্ষুন্ন ভাবিলেন কি ক্রমে এখান হইতে নির্গত হইতে পারা যায়। রাজ-

কন্যা কহেন উপায় কিছু দেখি না ঈশ্বর বুঝি আমার বৈধব্য দসা করিলেন।

রায় বিস্তর চিন্তিয়া কহিলেন তোমার ভ্রাতা উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয় তুমি তাহাকে এ স্থানে আনিতে পারিলে যদি তাহা হইতে ইহার কোন উপায় হয়। রাজ কন্যা স্বামী আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা নিকট গমন করিয়া আপন স্বামীর স্থানে গুপ্তে আনয়ন করিলেন রায় সবিনয়েতে বেওরা বিদিত করিলে রাজকুমার চিন্তিত হইয়া কহিলেন ইহার আর কিছু উপায় দেখিতেছি না। কেবল একটা সুগতিক হইয়াছে।

অদ্য এই রাত্রে খুল্ল পিতামহের বাটীতে নাচ দেখিবার অনুরোধ আছে তাহাতে আমার যাওয়া আবশ্যক ইহাতে যদিত তুমি কিছু কঠিন কর্ম্মে শক্ত হইতে পারহ তবে আমি এ সঙ্কট হইতে মুক্তা করিতে পারি। রায় হর্ষ হইয়া কহিলেন কহ কি কঠিন কার্য্য অদ্য আমি যে বিপদ গ্রস্ত যে কোন কর্ম্মে আমার উপকার দর্শে তাহাতেই আমি শক্ত। রাজপুত্র কহিলেন তোমায় পালকি কান্দে লইতে হবে না কিন্তু তুমি গতি কর আমার অঞ্চলে পরিচ্ছদান্বিত হও আমার মশালচির পরিচ্ছদে। তবে দেবতা যাহা করুন।

রায় প্রাণের রক্ষার্থে রাজকুমারের মতাবলম্বি হইয়া সওয়ারির সমি-ভ্যারে মশাল ধরিয়া প্রস্থান করিলেন এই২ মতে এ দুর্গম হইতে পরিত্রাণ হইয়া অতি দ্রুত আপন আমাত্য সমুদয় নৌকা আরোহিয়া ঐ রাত্রে খোন্তা কাটির নালা মুখল করিয়া মরিচাপ নদিতে নৌকা দিলে প্রফুল্ল হইয়া এক কালিন তোব ও বন্দুকের দেহড় ও নাকারা ইত্যাদিতে ডঙ্কাদিলে শব্দানু-সারে রাজা প্রতাপাদিত্যে চৈতন্য পাইয়া প্রহরির দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি শব্দ শুনা যায়। তর্ত্ত কর। বুঝি রামচন্দ্র প্রস্থান করিল। (৬৯) এই প্রসঙ্গেতেই রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজা প্রাতঃকালে গুপ্ত অনুসন্ধানে

জানিলেন রাজা বসন্ত রায় নাচের ছলার নিমন্ত্রনে রামচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিয়াছেন ইহাতেই কোপান্বিত অন্তঃকরণে।

তৎ পশ্চাৎ মহারাজার অনুজ্ঞাতে কমল খোজা সেনাপতি সসৈন্যেতে সৰ্জ্জমান হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্য করদায় করিয়া বাহুড়িলেন। রাজা বসন্ত-রায়ের হননের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত। এইরূপে কিছুকাল গতে বসন্তরায়ের মন্ত্রিগণেরা প্রতাপাদিত্যের দুষ্ট আচরণ অনুভব করিয়া অনু-পূর্ব্বক নিবেদন করিল বসন্তরায় ঠাকুরকে ইহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়া সসাবধানে রাজার রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলেন।

ঠাকুরপুত্র গোবিন্দরায় মাহাবল পরাক্রম এবং সর্ব্ব বিদ্যেতেই বিষারদ তিরান্দাজি ও বরকান্দাজি ও তলোয়ার বাজি ইত্যাদি সমস্তেই বিচৈক্ষণ সে আপনি আপন পিতার রক্ষার্থে সেনাগণ দ্বারে২ ও স্থানে২ নিয়োজিয়া আপনে সসস্ত্রে গতি করে রাজা আপনিও গঙ্গাজল নাম তলোয়ার সর্ব্বক্ষণে সাতে রাখেন সে অস্ত্রহাতে থাকিলে বসন্তরায়কে পঞ্চাশ জনেও আক্রমণ করিতে পারে না তাহার প্রাদুর্ভবে বসন্তরায় দন্তমান।

রাজা প্রতাপাদিত্য কোন ক্রমে হননের ছিদ্র পায় না. রাজা বসন্ত-রায়ের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে অবারিত দ্বার পূর্ব্বাপর থাকে ইত্যাপকাসে রাজা প্রতাপাদিত্য এক দিব্য তলোয়ার সঙ্গোপনে লইয়া যশহর পূরী প্রবেশ করিলে দেখে রাজা বসন্তরায় স্নান করিতেছেন ইহাতে বেগে গতি করিয়া আইসেন। এই সময়ে খানসামা বলিল রাজাকে মহারাজ রাজা প্রতাপাদিত্য বেগে আসিতেছেন। ইহাতে তিনি ত্রস্ত হইয়া বলিলেন গঙ্গাজল আন। তাহারর্থ গঙ্গাজল নাম তলোয়ার। খানসামা তাহা না বুঝিয়া এক বাটীতে করিয়া গঙ্গাজল উপস্থিত করিল ইহা দেখিয়া বুঝিলেন পরমায়ু এই পর্য্যন্ত। ইতি মধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বেগে নিকটস্থ হইয়া তাহার শিরচ্ছেদন করিলে মুণ্ড-

ভূমিতলে পতন হইল ইহাতে অতিশয় কলরব এবং হাহাকার শব্দ হইল। (৭০)

তৎপশ্চাৎ তাহার পুত্র গোবিন্দরায়ের অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলে সে বুঝিল বিগ্রহ উপস্থিত মতে আপন ধনুকে গুণ দিয়া তির ক্ষেপন করিল তাহা রাজার গায় লাগিল না পাগ উলটিয়া ফেলিল দ্বিতীয় তীর কর্ণের কুণ্ডলে এই অপকাশে রাজা দ্রুত গতিতে গোবিন্দরায়ের মস্তক কাটিল (৭১) এবং তাহার স্ত্রী গার্ব্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়া বসন্তরায়ের কাটামুণ্ড লইয়া নিজস্থানে গমন করিল।

রাজা বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্যোগিতে হই মুণ্ড আনয়ন করিতে পুরোহিতকে পাঠাইয়া যত্ন ক্রমে আনাইয়া চিতারোহিতে রাজা প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিলেন যে তাহার স্ত্রী পুত্র অন্ত্যজ গ্রস্ত হইবে। রাজা বসন্তরায়ের রাঘবরায় প্রভৃতি সপ্তপুত্র বক্রি তাহারদিগকে শক্ত কএদ রাখিয়া (৭২) নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

রূপ বসুনামে (৭৩) একজন রাজা বসন্তরায়ের নিতান্ত অন্তরঙ্গ তিহ অন্তঃ-করণে বিবেচনা করিল যে কয়েদি বালকের দিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি না বিনা রাজার পাগড়ি বদল বন্ধু। দক্ষিণ দেশীয় রাজা ইছা খাঁ মছন্দরী (৭৪) তাহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্যান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন মছন্দরি খেদান্বিত হইয়া বিস্তর আশ্বাসিয়া খালাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্ত হইল সেনাপতি বলমন্ত খোজাকে (৭৫) রণসর্জ্জ হইতে আজ্ঞা করিলেন।

খোজা কহিলেন মহারাজা কমর বন্ধিতে ইহার উপায় হবে না অকস্মাত আমি যাইয়া প্রতুল করিব। ইহা কহিয়া খোজা কেবল পেষ কবজ হস্তে করিয়া গতি করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট উপস্থিতে মুজুরা জানাইয়া কহিল মহারাজার সহিত বিরলে কিছু নিবেদন আছে। ইহা শুনিয়া রাজা অঙ্গিকার করিল কিঞ্চিতকাল গৌণে খোজাকে বিরলে

ডাকিয়া খোজা সে স্থানে উপস্থিত হইয়া এক কালিন কমর ধরিয়া পেষ কবজ রাজার বক্ষস্থলে দিয়া কহিল কয়েদি বালক কয়জন এইক্ষণে আমার মহারাজার নিকট রাহি কর নতুবা তোমাকে নষ্ট করি। রাজা কাবু হইয়া ইশ্বর দর্শাইয়া বালকের দিগকে পাঠাইতে স্বিকার করিল। (৭৬) তখন রাজাকে ছাড়িয়া খোজা করযোড়ে স্তব করিল।

রাজা উহার সাহসে তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট ইনাম দিয়া নৌকাযোগে বালকের দিগকে মছন্দরি নিকট পাঠাইলেন। তথা কিছুকাল তিষ্টিয়া ঐ রূপ বসুকে সাতে করিয়া রাজা বসন্ত রায়ের অবশিষ্ট সাত পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় নামে বাদ উদ্ধারের জন্য দিল্লি যাইয়া (৭৭) ওজিরজাদার ওস্তাদের নিকট পঠিতে আরম্ব করিলেন। বসু সমিভ্যারি নানান প্রকারি লঘু বৃত্তিতে দিন যাপন করেন। এইরূপে অনেক দিবস যায়।

এদিগে রাজা প্রতাপাদিত্য রাঘব রায় প্রভৃতির বাহির হইয়া যাওনেতে কথন২ মনস্তাপিত বিচার করে। ইছাখাঁন মছন্দরি এ মত২ করিয়াছে অতএব সৈন্য সাজনি করিয়া তাহার দেশও কবজ করিতে হবেক এই মতে সেনাগণ সাজিয়া হিজলির উপরে চড়াই করিল দিবস আষ্টাদশ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে করতল করিল। (৭৮)

এখন বাঙ্গালা ও বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার (৭৯) ইহাদের রাজচক্রবর্ত্তি প্রতাপাদিত্য। এখানে প্রতাপাদিত্য একছত্রী রাজা দিল্লিতে কর দেয় না। (৮০) প্রচুর ধনসংগ্রহ করিয়াছে। সেনাও ততোধিক। কোন দফায় ত্রুটি নাই। পাটনা অবধি থানাবথানায় সেনা সব মুরচাবন্ধি করিয়া আছে। (৮১) তাহাতে মন্ত্রনা এই করিয়াছে যদিত দিল্লির কেহ ওমরাও কি সেনাপতি কি সেনাগণ এ দিগে আইসে ভাল আসিবার সময় বারণ করিও না ক্রমে মৌতলায় পৌছিলে দুই দিগে মারি দিয়া সংহার করিব তাহারদিগকে। এই২ মত মন্ত্রনা স্থির করিয়া রাখিয়াছে রাজার

একাধিপত্য কোন বিষয় ভাব্য ভাবনার বিষয় নহে। আনন্দে রাজ্য করিতেছেন।

এক দিন রাজার এক সহিলি পলায়ন করিয়া কোথায় ছিল তাহার ঠেকানা ছিলনা। পরে চৌকিতে ধরা পড়িল। রাজা তাহার নষ্ট ক্রয়ার সাজা নিমিত্ত দুই স্তন কাটিয়া ফেলিল। (৮২) ছুকরী স্তন কাটা জলাতে নিতান্ত কাতরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে২ বলিল রাজা আমাকে বৃত্ত জন্ত্রণা দিয়া নষ্ট করিলা কিন্তু তোমারও সর্ব্বনাশ হওনের সময় উপস্থিত জানিও তাহারও আর বিস্তর কাল অপিক্ষা নাই। ত্বরাই সংহার হইবা। এই কহিতে২ প্রাণত্যাগ করিল।

সেই হইতে রাজার হ্রাস হওনের উপক্রম এবং আর লোকেরা কহে রাজা যশহরীশ্বরীর আজ্ঞা লঙ্ঘনে একটা স্ত্রীকে জন্ত্রণা দিয়া সংহার করিল অতএব উহার বৃদ্ধি আর হবেকনা এখন পর২ হ্রাস। সেই২ মতও হইতে লাগিল। এই মতে রাজার শরীরে কুষ্ঠব্যাধি হইল। (৮৩)

অথায় রাঘব রায় দিল্লিতে ওজিরজাদার ওস্তাদের কাছে পারসি পড়েন ওজিরজাদার ওস্তাদের কাছে নিযুক্ত সদাই তাহার খেদমত করেণ। ইহাতে ওস্তাদ অধিক সন্তুষ্ট ছিল তাহাকে এবং যখন তিনি ওজিরজাদাকে পড়াইতে যান নিরবধি রাঘব রায়ও তাহার সাতে যাতায়ত করিতে২ পরিচিত হইলেন ওজিরজাদার কাছে। (৮৪) পরে ওজিরজাদার হুকুমে তিনি তাহার সহিত এক মকতবে পড়েন এবং ওজিরজাদা বড়ই অনুগ্রহ করেণ তাহাকে এবং রাঘব রায় আত্ম বিবরণ সকল তাহার স্থানে নিবেদনে ওজিরজাদা বড়ই ক্ষেদান্বিত হইয়া এ সমস্ত করপুটে তাহার পিতার স্থানে নিবেদন করিলেন ওজির সে বালকের কাতর্য্যতা দেখিয়া নিতান্তরূপে ভরসা দিল তাহাকে এবং সমস্ত বিবরণ ছোকরাকে দরপেষ করিয়া নিবেদন করিল বাদসাহের হুজুরে।

এবং কাননগোরাও আরম্ভ করিল অনেক কাল অবধি বাঙ্গালার খাজানা কিছুই আইসেনা সমস্ত বং ও বেহার প্রতাপাদিত্যের করতল। দোতরফি নালিসে বাদসাহ ক্রোধান্বিত হইয়া হুকুম করিলেন একজন আমির পাঠাইয়া তাহার দমন করিতে এতদর্থে আবরাম খাঁ বাহাদুর (৮৫) পঞ্চ হাজারি মনশবে আপনার সমস্ত লওয়া জমা সমেত রাঘব রায়ের নালিসে রাজা প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে বাঙ্গালায় তাই হইয়া চারি মাষে পাটনা পৌছিল।

মহারাজা পাটনার থানার সেনার সহিত মুহমেল হইলে তাহারা বলিল আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে রহি নাই কেবল চৌকিদারীর জন্য যাহাতে বিপক্ষ লোক দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তোমরা বাদসাহী লস্কর। তোমরা বিপক্ষ নহ। তোমরা সচ্ছন্দে যাহ আমরা বারণ করিনা তোমারদিগকে। হর্ষচিত্তে আবরাম সর্ব্বসৈন্য লইয়া এ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলে পাটনার থানার সেনাপতির হুকুম আনুর্যায়ি এক পর্য্যন্ত চৌকি শক্তাই করিল যে একটা পশু ওদিগ হইতে এদিগে আসিতে পারে না না এদিগ হইতে যাইতে পারে ওদিগে।

পরে বাদসাহী লস্কর রাজমহলের কেলা (৮৬) সেই মতে ছাড়াইলে রাজার সেনাও তাহাদের পশ্চাতবর্ত্তি হইল। আসিতে আসিতে সেনারা এক কালিন মৌতলার গড়ের (৮৭) নিকট আইলে একেবারে তুই দিগেই মারি দিল বাদসাহী সামন্তের সনাপতি আবরামকে তোবের গোলার চোটে নিপাত করিল। (৮৮) বক্রি সেনারা রাজার সৈন্যের সাতে মিলিয়া গেল।

এই মতে ইহার দেরিতে আর এক আমির হপ্ত হাজারি মনশবে (৮৯) আইলে তাহাকেও সইমত করিল। ক্রমেং বাইশ জন আমির আইল হেন্দোস্থান হইতে সকলেরি একে দসা করাইয়া কবর দয়াইল যশহরে। (৯০)

বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আইলেন (৯১) এবং পাটনা অবধি থানাজাতের সেনারা পূর্ব্বকার আমিরের দের সহিতের আচরণও করিল তাহার সহিত রাজমহল ছাড়াইলে সিংহ রাজা দেখেন সেখানকার থানার লোকেরা আসিতেছে তাহাদের পাছে২। ইহাতে তিনি স্বসদার হইয়া যশহরে না যাইয়া বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিল। রাজা প্রতাপাদিত্য প্রধান লোক পাঠাইয়া যত্ন পূর্ব্বক সিংহ রাজাকে লইয়া গেল যশহরে এবং রাজার বাসা হইল মৌতলার কোটে রাজা প্রতাপাদিত্য বিস্তর বিস্তর সওগাত দিয়া সিংহ রাজা নিকট প্রতিপন্ন হইলেন এবং প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক সুন্দরী কন্যা আপন কন্যা পচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত। ইহাতেই সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল। (৯২)

কতককাল পরে সিংহরাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌছিয়া তাহার পরলোক হইল। (৯৩) এ সমাচার দিল্লি পৌছিলে আপনে ওজির এছলাম খাঁ চিস্তি (৯৪) প্রত্যাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়া হেন্দেস্তানের তিন হিসা ফৌজ সাতে লইয়া থানাবথানা মারিপিট করিয়া সরবসর আসিয়া সালিখার থানায় (৯৫) পৌছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল।

ইতি মধ্যে একদিন কমল খোজার মরণের খবর (৯৬) পৌছিয়াছে ইহাতে রাজা ব্যাস্ত ছিলেন। কি করিবেন। কি হবেক। এই পরামর্শ করিতেছিলেন। এই কালে তিনিই দেখেন উহারি মধ্যম কন্যার আকৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দরবার স্থলে যাইয়া কহিতেছে বাবা তবে আমি এখন যাই। ইহাতে রাজা মহা রাগান্বিত হইয়া তাহাতে দূর২ করিয়া খেদাইয়া দিলেন (৯৭) বুঝিলেন তাহার আপনার কন্যা এবং যুবা কন্যা কাছারিতে

গতি করিল এই লজ্জায় তাহাকে দূর২ বাক্যে খেদাইয়া আপনে সর্ব্ব সৈন্য লইয়া যুদ্ধে সাজিয়া যান।

তখন পূর মধ্যে যাইয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কন্যা বিদায় হইতে দরবারে গিয়াছিল কেন। তোমরা কি সকলে পাগল হইয়াছ। মহারাণী কহিলেন একি সমাচার। আমার কোন কন্যা অন্য বিদায় হইতে যায় নাই। রাজা কহিলেন এই বটে। এই আমার সর্ব্বনাশের সময়। যশহরেশ্বরীর বাটী যাইয়া দেখেন দক্ষিণ বাহিনী ঠাকুরাণী পশ্চিম বাহিনী হইয়াছেন। (৯৮) তখন আর প্রণাম করিতেও গেল না।

এক কালিন সসৈন্য যাইয়া ওজির সহিত দেখা করিলে ওজির তাহাকে সন্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখন কি তোমার কর্ত্তব্য। লড়াই কি কয়েদ। রাজা কহিলেন না আমরা আর লড়াই করিব না। (৯৯) আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব। এই মতে তাহাকে পিঞ্জারায় কয়েদ করিয়া (১০০) সহর ও বাজার গড় ও পূরী সমস্ত লুটিয়া যাবদীয় স্ত্রিলোকেরদের কয়েদ করিয়া পিঞ্জিরায় দাখিল করিল কেবল প্রতাপাদিত্যের রাণী নাগঝির (১০১) আওয়াসে কেহ২ গেল না। এবং তাহাকে কয়দে করিল না। লুটের পূর্ব্বে রাঘব রায় যাইয়া সেই পূরীর দ্বারে ডাণ্ডাইয়া কহিলেন এ দিগে আমার পরিজন। অতএব সে অঞ্চলে আর কেহ গেল না।

উজির সমস্ত লুট করিয়া এক শত ক্রোর নগদ টাকা (১০২) পাইল ইহা ছাড়া এলবাস পোষাক সোণা রূপা আর২ এ সমস্ত লইয়া ত্বরাই পুনবায় হেন্দোস্থানে প্রস্থান করিল। পথে যাইয়া বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইলে (১০৩) এ সকল ধন ও রাঘব রায় ও স্ত্রিলোকেরদিগকে দিল্লি দাখিল করিল।

জাঁহাগির সাহ ওজিরের দরখাস্তে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ও মনশব-

দারির ফরমান রাঘব রায়কে দিয়া খেতাব যশহরজীত (১০৪) এবং আর২ খেলাতদিগের দিয়া পদার্পণ করিলেন রাঘব রায়ের কয় ভ্রাতাই একত্তর আছেন (১০৫) ইছা খাঁ মছন্দরির ভঙ্গ হইতে সর্ব্বসমেত সজ্জামান হইয়া আসিতে২ কয়েক মাস পরে পৌছিলেন আপন নগরে দেখেন যশহরে সর্ব্বত্র শ্মশানাকার। ইহাতে বড়ই দুঃখিত চিত্য হইয়া উদাষ হইল রাঘব রায়কে।

মনে২ বিচার করিয়া প্রকাশ করিলেন এই রাজ্যের জন্য আমার পিতার শিরচ্ছেদন হইল এবং মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সন্তানের প্রধানের প্রায় জাতি গেল। (১০৬) অতএব এ দুষ্ট জগত। ইহার রাজ্য দুষ্ট। ইহার প্রেম অধম। যে করে সে অজ্ঞান। অতএব কিঞ্চিত তালুক কেবল ভরণ পোষণের জন্য রাখিয়া আর আর সমস্ত রাজ্য হিসা২ করিয়া দিলেন। আমাত্য লোকের দিগকে। যশহরজীত নাম মাত্র রাজা রহিলেন। আপনি অপুত্রক প্রায় বৈরাগ্য। তাহার সকল ভ্রাতাকে প্রায় নিঃসন্তান; কেবল রাজা চাঁদ রায় (১০৭) তাহার পুত্র রাজা রামরায় তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা নীলকণ্ঠ রায় ও কনিষ্ঠ রাজা শ্যাম সুন্দর রায়। রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের দুই রাণী ও বড় রাণীর পুত্র রাজা মুকুন্দেব রায় তাহার পুত্র রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাহার পুত্র রাজা গোবিন্দদেব রায় তাহার পুষ্য পুত্র শ্রীযুত নরসিংহ দেব রায়। তাহার কিঞ্চিৎ তালুক আছে। যশহর চাকলার সামিল খোড়গাছি পরগণা। (১০৮) এ রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের বড়রাণীর সন্তানের দের উপাখ্যান।

তাহার ছোট রাণীর তিন পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠ রাজা নবনীত রায় মধ্যম রাজা ব্রজ কিশোর কনিষ্ঠ রাজা ব্রজমোহন রায়। নবনীত রায়ের পুত্র রাজা রাধাবিনোদ রায় তিনি নিঃসন্তান।

ব্রজকিশোর রায়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণ রায় তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা পঞ্চানন রায় তাহারও কিঞ্চিত বিসয় আছে যশহর জিলার সামিল মুর নগরের (১০৯)

মধ্যে। ব্রজমোহন রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা হরিদেব রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা জুগলকিশোর রায়।

হরিদেব রায়েয় পুত্র শ্রীযুত রাজা আনান্দচন্দ্র রায়। তাহারও কিঞ্চিত পটি আছে ওই মুর নগরে। জুগল কিশোর রায় আপনে বর্ত্তমান মুর নগরের কিঞ্চিত পটীদার।

রাজা রামরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যাম সুন্দর রায়। তাহার দুই রাণী। বড় রাণীর পুত্র রাজা শ্রীকৃষ্ণ রায়। তাহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজা শিব-নারায়ণ রায় কনিষ্ঠ রাজা শুকদেব রায়। শিবনারায়ন রায় নিঃসন্তান। শুকদেব রায়ের পুষ্যপুত্র শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়। তাহারও কিঞ্চিত তালুক আছে ওই মুর নগরে।

শ্যামসুন্দর রায়ের কনিষ্ঠা রাণীর দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কনিষ্ঠ রাজা নন্দকিশোর রায় কৃষ্ণকিঙ্কর রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত রাজা হরেকৃষ্ণ রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা প্রাণকৃষ্ণ রায়।

রাজা নন্দকিশোর রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাজা রাধানাথ রায়। তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা রামনারায়ণ রায়।

এই এই কয়জন শ্রীযুত বিশিষ্ট রাজা বসন্তরায়ের সন্তান। ইহার মধ্যে রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের সন্তানেরা এখন প্রধান। তাহারাই যশহর সমাজের গোষ্ঠিপতি। (১১০) আর২ সকল বঙ্গজ কায়স্থের দিগকে তাহারাই প্রাত-পালন করিতেছেন তাহারা সকলের কর্ত্তা।

সমাপ্ত।

টিপ্পনী।

(১) চন্দ্রকেতু—জেলা ২৪ পরগণার বারাসত সবডিভিসনের অন্তর্গত দেউলিয়া গ্রামে রাজা চন্দ্রকেতু বাস করিতেন। ইহার পূর্ব্ব পুরুষেরা সেনবংশের রাজত্বকালে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহারা সেনবংশের সম্পূর্ণরূপ অধীনতা স্বীকার করিতেন কিনা জানা যায় না। বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের সময় চন্দ্রকেতু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার কিছু পরে যে তাঁহার অবসান ঘটে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌড়ের ষষ্ঠ মুসল্‌মান শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীনের সময় (১২৩০ হইতে ১২৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) চন্দ্রকেতু বিদ্যমান ছিলেন, এবং সেই সময়েই তাঁহার অবসান ঘটে। উক্ত সময়ে পীর গোরাচাঁদ নামে একজন মুসল্‌মান ফকীর দেউলিয়ার নিকট বালাণ্ডা গ্রামে পদ্মাতীরে আসিয়া বাস করেন। তিনি চন্দ্রকেতুকে মুসল্‌মান ধর্ম্মগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রকেতু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হওয়ায় গোরাচাঁদের প্রস্তাবে অসম্মত হন। গোরাচাঁদ তাহার পর গৌড়ে গমন করিয়া আলাউদ্দীনের নিকট হইতে পীর সা নামক এক ব্যক্তিকে বালাণ্ডার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করাইয়া তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হন। পীর সা চন্দ্রকেতুকে আহ্বান করিয়া পাঠান। চন্দ্রকেতু তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলে পীর সা তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন। বাটী হইতে আসিবার সময় চন্দ্রকেতু দুইটী সাঙ্কেতিক পারাবত আনিয়াছিলেন।

পরিবারবর্গকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল যে, পারাবত উড়িয়া তাঁহাদের নিকটে গেলে চন্দ্রকেতুর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বিবেচনা করিবেন ও তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইবেন। পীর সা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া চন্দ্রকেতু পারাবত উড়াইয়া দেন। পরিবারবর্গ পারাবত উপস্থিত হইতে দেখিয়া জলমগ্ন হন। যদিও তাহার পর চন্দ্রকেতু মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পরিবার বর্গের পথানুসরণ করেন। দেউলিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজা চন্দ্রকেতুর বাসভবনের চিহ্ন আছে। হাড়োয়া নামক স্থানে পীর গোরাচাঁদের স্মৃতির জন্য প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

(২) **পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে ঃ—** প্রচলিত পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের কোনই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিজামউদ্দীন আহাম্মদ রচিত তবকৎ-ই-আকবরীতে প্রতাপাদিত্যের পিতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজনামা নামে পারস্য গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে। উক্ত রাজনামার বিবরণ অবলম্বন করিয়া রাজা বসন্তরায়ের বংশজাত ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত খোড়গাছি গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় ৬০বৎসর পূর্ব্বে স্বরচিত সারতত্ত্ব তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ স্বীয় বংশ পরিচয় কবিতায় প্রদান করিয়াছেন। ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসের ঐতিহাসিক চিত্রে উক্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ গ্রন্থের পরিশিষ্টেও তাহা প্রদত্ত হইল। রায় মহাশয়ের রাজনামাখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাজনামার অনুসন্ধান হইলে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জানা যাইতে পারে। বসুমহাশয় কোন্ কোন্ পারস্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি রাজনামাও দেখিয়া থাকিবেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

মহাশয় মুতাক্ষরীণে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে বলেন, আমরা কিন্তু খুঁজিয়া পাই নাই।

(৩) **রামচন্দ্র** :—আদিশূরানীত বিরাট্‌গুহের বংশধর নারায়ণের পুত্র দশরথ বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দশরথের অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে অন্যতম ভরতের পীতাম্বর নামে পুত্র হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাণ্ডিল্যর অন্যতম পুত্রের নাম তপন। তপনাত্মজ শঙ্করের আঁশ প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র হয়। আঁশের জ্যেষ্ঠ পুত্র গজপতির ছকড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র জন্মে। রামচন্দ্র উক্ত ছকড়ীর পুত্র। রামচন্দ্র সম্বন্ধে কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে :—

"ছকড়ীতনয়ঃ শ্রেষ্ঠো রামচন্দ্রো মহাকৃতী।
মহামানী মহাশূরঃ নবর্ব্বিগুণকৈর্যুতঃ॥"

(৪) **পাটমহল** :—হুগলীর উত্তরে অবস্থিত। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা পাণ্ডুয়া চৌকীর অধীন ছিল। পাটমহল সম্বন্ধে হণ্টার সাহেবের Statistical Account of Hughliতে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"Patmahal area 2,483 acres, or 3.88 square miles ; 9 estates ; land revenue, £321-12s-od : population 2,843. Subordinate Judge's court at Panduah." (P. 416) বর্দ্ধমানে এইরূপ লিখিত আছে,"Patmahal, area 104 acres, or.16 square mile 1 estate ; land revenue £ 9. os. od." (Statistical Account of Burdwan. P. 175.)

সপ্তগ্রাম হইতে অধিক দূরবর্ত্তী না হওয়ায় রামচন্দ্র তথায় বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বাসের সময় পাটমহল পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আইন আকবরীতে সরকার সাতগাঁ বা

সেলিমাবাদের মধ্যে পাটমহল নামে কোন পরগণাই নাই। রামচন্দ্রের বাসস্থান প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে পাটমহল পরগণা হওয়ায় বসুমহাশয় তাঁহার পাটমহলে বাস উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) সপ্তগ্রাম ঃ—হুগলীর উত্তর পশ্চিম এবং ত্রিশিবিঘা ও মগরা ষ্টেশনের নিকট। বাঙ্গলার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর এক্ষণে একখানি সামান্য গ্রামে পর্য্যবসিত। প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার প্রধান বন্দর ছিল। তৎকালে ইহা সরস্বতী নদী-তীরে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সরস্বতী রুদ্ধ-প্রবাহ হওয়ায় ইহার অধঃপতন ঘটে। প্লিনি হইতে প্রথম ইংরেজ পর্য্যটক রাল্‌ফ ফিচ্ পর্য্যন্ত হইার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্টুগীজ ও জেসু ইট পাদরীগণের বিবরণেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। পর্টুগীজগণ ইহাকে পোর্টো পেকিনো বা ক্ষুদ্র বন্দর বলিতেন। তাঁহাদের মতে চট্টগ্রামই বৃহৎ বন্দর ছিল। এইজন্য তাহাকে পোর্টো গ্রাণ্ডী বলিতেন। অনেক পারস্য এবং প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও পাঠান রাজত্বকালে ইহা বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর ও একটি প্রধান নগর ছিল। পাঠানদিগের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করি-তেন। মোগলরাজত্বকালে ইহা ধ্বংসমুখে পতিত হইলেও ইহার নামে একটি সরকারও গঠিত হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের ধ্বংসের পর হুগলী প্রধান বন্দর হইয়া উঠে।

(৬) ছোলেমান গররানি ঃ—সুলেমান কিরাণী বা কররাণী ৯৭২ হিজরী বা ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা অধিকার করিয়া টাঁড়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। কিরানী বংশ সের সাহ ও তাঁহার পুত্র সেলিম সাহ কর্ত্তৃক অনেক জায়গীরাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুলেমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁ সেলিম সাহের সময় সম্বলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু মহম্মদ আদলির

বাদসাহী আমলে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের জায়গীরে প্রত্যাবৃত্ত হন। সুলেমান প্রথমতঃ সেলিম সাহ কর্ত্তৃক বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর সুযোগক্রমে তিনি বাঙ্গলা অধিকার করেন। সুলেমান পরিশেষে উড়িষ্যাও অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই প্রথমে উড়িষ্যা হিন্দুরাজদিগের নিকট হইতে অধিকৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় সুলেমানের সেনাপতি ছিলেন।

(৭) **হোমাঙুএর বৃহৎ গোষ্ঠী তাহার সন্তানদের মধ্যে কলহ**—বসুমহাশয় হুমায়ুনের গোষ্ঠীকে বৃহৎ বলিয়াছেন, ও তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কলহবিবাদের জন্য সুবা বাঙ্গলার তহসিল তাগাদা হয় নাই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি আংশিক সত্য। হুমায়ূনের গোষ্ঠী বৃহৎ না হইলেও তাঁহার সন্তানদের মধ্যে যে বিবাদবিসম্বাদ ঘটিয়াছিল তাহা সত্য। আকবর ও তাঁহার ভ্রাতা মির্জা হাকিমের মধ্যে কাবুল লইয়া বিবাদ ঘটে, কিন্তু তজ্জন্য সুবাজাতের তহসিলের বিশেষ কোন বাধা ঘটে নাই। আফগানদিগের সহিত বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল বলিয়া কেবল বাঙ্গলা নহে, ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই মোগলশাসন বদ্ধমূল হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

(৮) **বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া**—বাঙ্গলা অধিকারের অব্যবহিত পরেই সুলেমান উপঢৌকনাদি সহ প্রতিনিধি পাঠাইয়া বাদসাহের অনুগ্রহ প্রার্থনা করায়, বাদশাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইহা ঐতিহাসিক কথা। (আকবরনামা দ্বিতীয় খণ্ড ও ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গলার ইতিহাস দেখ।)

(৯) **শিবানন্দ**—কুলাচার্য্যগণ শিবানন্দকে দিল্লীশ্বরের মন্ত্রী ও ভবানন্দকে গৌড়মন্ত্রী বলিয়াছেন :—

"শিবানন্দো মহাজ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী কন্দর্প ইব রূপবান্॥
দিল্লীশ্বরস্য মন্ত্রিত্বং তথা তেন হি লভ্যতে।
দানে কর্ণসমঃ সোঽপি গুণে চ বাসবোপমঃ॥
ভবানন্দো মহাপ্রাজ্ঞো গৌরমন্ত্রী বভূব হ॥"

শিবানন্দ যে গৌড়ের কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা হইয়াছিলেন ইহাই প্রকৃত। কুলাচার্য্যদিগের বর্ণনা হইতেও শিবানন্দকে তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা যায়।

(১০) দাউদকে সুবাদারী আসনে বসাইল—৯৮১ (বদৌনির মতে ৯৮০) হিজরী বা ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কিরানীর মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়জিদ সিংহাসনে বসেন। ৫।৬ মাস পরে তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার ভগিনীপতি হসু রাজ্যলাভের চেষ্টা করিলে লোদী কর্ত্তৃক সেও নিহত হয়, এবং দাউদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এ সম্বন্ধে তারিখ দাউদি প্রণেতা আবদুল্লা এইরূপ বলেন :—"On the death of Sulaiman, his eldest son Bayazid succeeded his father. * * * He showed a desire of getting rid of his father's courtiers. On this account, several of the nobles joined themselves with the son-in-law and nephew of Hazrat' Aly (Sulaiman) the latter of whom by name Hasu, was of weak intellect and put Mian Bayazid to death. Mian Lodi a grandee of Mian Sulaiman who held the chief authority in the State, gained over the Afgans, and rasied Daud, the youngest son of Hazrat' Ali to the throne, with the tittle of Daud (Shah) (Elliot's His-

tory of India Vol iv pp 509-510). আবদুল্লার উক্তি হইতে হন্সুকে সুলেমানের জামাতা হইতে পৃথক্ বুঝায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আকবরনামায় হন্সুকে হান্সু বলা হইয়াছে ও তাহাকে বায়জিদের জামাতা ও ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্র (nephew) বলা হইয়াছে। "According to Abul Fazel, the nephew and son-in-law of Bayazid, whose name was Hansu took an active part in his removal. He is in turn was killed by Lodi, and Daud was placed upon the throne. Akbarnama." (Elliot Vol v. P. 372. Note) বসু মহাশয় তারিখি দাউদিরই অনুসরণ করিয়াছেন। নিজাম উদ্দীন আহম্মদ ও বদৌনি কেবল আমীরগণ কর্ত্তৃক বায়জিদের হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১) শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া—শ্রীহরি মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও জানকীবল্লভ রাজা বসন্তরায় উপাধি দাউদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। শ্রীহরি যে দাউদের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, ইহা মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা দাউদের প্রতি শ্রীহরির সদুপদেশের কথা বলেন নাই, বরঞ্চ তাহার বিপরীতই উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে বসুমহাশয়ের সহিত মুসল্‌মান লেখকদিগের মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবকৎ আকবরী প্রণেতা নিজাম উদ্দীন আহম্মদ শ্রীহরিকে শ্রীধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিজাম উদ্দীন আকবরের সমসাময়িক ও তাঁহার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীহরি বা শ্রীধর সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলেন ;—"At the instigation of Katlu Khan, who had for a long time held the country of Jagannath and of Sridhar Hindu Bengali, and through his own want of judgment he seized Lodi his amir-ul-

omra, and put him confinement under the charge of Sridhar Bengali. When in prison, Lodi, sent for Katlu and Sridhar, and sent Daud this muessage. 'If you consider my death to be for the welfare of the country, put your mind quickly at ease about it, but you will be very sorry for it after I am dead. * * * Act upon my counsel for it will be for your good. And this is my advice. After I am killed, fight the Mughals without hesitation, that you may gain the victory.' * * * Katlu Khan and Sridhar Bengali had a bitter animosity against Lodi, and they thought that if he were removed, the offices of vakil and wazir would fall to them, so they made the best of their oppertunity. They represented themselves to Daud as purely disinterested, but they repeatedly reminded him of those things which made Lodi's death desirable. Daud, in the pride and intoxication of youth, listened to the words of these sinister counsellors. The doomed victim was put to death, and Daud became the master of his elephants, his treasure, and his troops. * * * When Daud saw Imperial forces swarming in the plain, and when he was informed of the fall of Hijipur, although he had 20,000 horse, abundance of artillery, and many elephants, he determined to fly, and at midnight of Sunday, the 21st Rabi-u-s-sani, he embarked in a boat

and made his escape. Sridhar, the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the tittle of Raja Bikrmajit, placed his valuables, and treasure in a boat, and followed him." (Elliot's History of India Vol v. pp 373-78,) নিজামউদ্দীন আহম্মদ লিখিয়াছেন যে, দাউদ শ্রীধরকে বিক্রমাজিৎ উপাধি দেন, এই বিক্রমাজিৎই বিক্রমাদিৎ উপাধি। কারণ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উজ্জয়িনীপতি সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যকেও বিক্রমাজিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "Singhason Battisi, which is a series of thirty-two tales about Raja Bikramajit, king of Malwa" (Badauni Vol ii p 183. Elliot Vol V. p. 513.) ফারসী ভাষায় 'দ' অনেক স্থানে 'জ' এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। মুসলমান লেখকগণ উক্ত উপাধিকে বিক্রমজিৎ বলেন নাই। বিক্রমাজিৎই বলিয়াছেন তদ্দ্বারা বিক্রমাদিত্য উপাধিই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ভবানন্দো মহাপ্রাজ্ঞো গৌরমন্ত্রী বভূব হ।
শ্রীহরিস্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্যসংজ্ঞকঃ ॥
গুণানন্দ পুণ্যবানঃ (?) শান্তচেতা দ্বিজার্চ্চকঃ।
সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভঃ স্মৃতঃ।
বভূব খালিশাধীশঃ গৌরকোষাধিপস্তথা।
দিল্লীশ্বরপ্রসাদেন প্রচণ্ডবলবিক্রমঃ।
বসন্তরায়সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈবচ।
প্রাপ্নুয়াৎ নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদঃ ॥"

বসুমহাশয় আবার আর এক স্থলে জানকীবল্লভের বসন্তরায় উপাধির

কথা বলিয়াছেন। (২১) টিপ্পনী দেখ। সেখানে তোড়লমলের নিকট হইতে উক্ত উপাধি পাওয়া বুঝায়। তাহা হইলে কুলাচার্য্যদিগের উক্তির সহিত ঐক্য হয়। কিন্তু দাউদের নিকট হইতেই উপাধি পাওয়া সম্ভব।

(১২) **কর দিব না**—দাউদ যে আপনার সৈন্যসংখ্যা ও ধন-সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাদসাহের অধীনতা ছেদন করিয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। নিজাম উদ্দীন আহম্মদের গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে ইহার উল্লেখ আছে। (ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালা ইতিহাস দেখ)।

(১৩) **দক্ষিণ দেশে যশহর * * * চাঁদ খাঁ মছন্দরীর জমিদারি ছিল**—বসুমহাশয়ের মতে বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির নগর স্থাপনের পূর্ব্বেও সেই স্থানের যশহর নাম ছিল। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, বিক্রমাদিত্যই যশহরের স্থাপয়িতা।—

"শ্রীহরি স্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্যসংজ্ঞকঃ।
পুরং যশোহরং রম্যং গজবাজীসমন্বিতং॥
স্থাপয়ামাস স প্রাজ্ঞ স্তত্রোবাস প্রযত্নতঃ॥"

বসুমহাশয়ের মতে যশোহরের অস্তিত্ব থাকিলেও বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক উক্ত নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কুলাচার্য্যদিগের সহিত বিশেষ কোন অনৈক্য দেখা যায় না। বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক যে যশোরের প্রতিষ্ঠা ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রবাদাবলম্বনে তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন যশোরের উৎপত্তি হইয়াছিল ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন—

"The name of Jessore continued to attach itself to the estates which Pratapaditya had possessed. The foujdär, or military governor, who had charge of them,

and who, as we should see, was located at Mirza-nagar, on the Kabadak, was called foujdar of Jessore; and when the head quarters of the district, which still differed not much in its boundaries from what it had been Pratapaditya's time, were brought Murali and thence to Kasba (where they now are) the name Jessore was applied to the town where courts and catcharies thus were located." (Westland's Jessore 2nd ed. p 25.)

এইখানে আমরা যশোরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যাঁহারা বলেন যে গৌড়ের যশ হরণ করায় তাহার যশোহর নাম হয়, তাঁহাদের উক্তির মূল নাই, কারণ, বিক্রমাদিত্যের নগরপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও তাহার যশোর নাম ছিল। সংস্কৃত তন্ত্রাদিতে যশোহর নাই, কিন্তু যশোর আছে, যথা—তন্ত্রচূড়ামণিতে "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ"। দিগ্বিজয়প্রকাশে যথা—"উপবঙ্গেঃ যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুতাঃ"। ভবিষ্যপুরাণে যথা—"যশোরদেশবিষয়ে"। সুতরাং সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ইহা যশোর বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। কুলাচার্য্যগণ কেবল ইহার যশোহর নাম প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন তন্ত্রাচূড়ামণি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কুলাচার্য্যদিগেরও কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে যশোর শব্দের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা স্থির করা কঠিন। কনিংহাম বলেন যে, আরবী জসর অর্থাৎ সেতু হইতে যশোরের উৎপত্তি, যাহা সেতুগম্য তাহাই জসর বা যশোর। যশোরের অবস্থানানুসারে ইহার সার্থকতা থাকিতেও পারে।

বসুমহাশয় বলিতেছেন যশোরের নিকট চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারী ছিল। এই চাঁদ খাঁ মছন্দরী বা মসনদ আলি কে তাহা জানিবার উপায়

নাই। পাঠানদিগের সময়ে অনেক আফগান বীর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সাধারণতঃ মসনদ আলি উপাধি ধারণ করিতেন। সুতরাং কোন মসনদ আলি বংশ দেখিলে তাহার সহিত চাঁদখাঁর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা কতদূর ফলবতী হয় বলিতে পারা যায় না। বেভারিজ সাহেব চাঁদখাঁকে যশোর জেলার প্রসিদ্ধ খানজা আলির বংশীয় বলিতে চাহেন। তিনি আবার জেসুইট পাদরী ও পর্টুগীজদিগের কথিত Chandecan নামক স্থানকে চাঁদ খাঁ স্থির করিয়া চাঁদখাঁর নামানুসারে তাহার চাঁদখাঁ নামকরণ ও ধূমঘাটের সহিত Chandecanএর অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল।

"My reasons for this view are, firstly, that Chandecan or Ciandecan is evidently the same as Chand Khan, which, as we know from the life of Raja Pratapaditya by Ram Ram Bosu (moderenised by Haris Chandra Tarkalankar) was the name of the former propritor of the estate in the Sundarbans which Pratapaditya's father Bikramaditya got from King Daud. Chand Khan Masundari had died, we are told, without leaving any heirs, and consequently his territory, which was near the sea, had relapsed into jungle. Bikramaditya saw that King Daud would be ruined, as he had taken upon himself to risist the Emperor of Delhi, and therefore Bikramaditya, who was his minister, took the precaution of establishing a retreat for himself in the jungles. King Daud was killed in 1576, and Bikramaditya though he

had prepared a city beforehand, seems to have gone, to it in person about this time. His dynasty had been only about twenty-four or twenty-five years in the country when the Jesuits visited it, and it would have been quite natural if the name of the old proprietor (Chand Khan) had still clung to it. Moreover, we know that Pratapaditya did not live always, at least, at his father's city of Jessore. He reblled against him, and established a rival city at Dhumghat. In so doing he may have selected the site of Chand Khan capital, and this may have retained the name of Chand Khan for two or three years after Pratapaditya had removed to it. Nor is there anything in this opposed to the fact that one Khanja Ali formerly owned Jessore; Khanja Ali died in 1458, or 120 years before Bikramaditya appeared on the scene, so that Chand Khan may very well have been the name of one of Khanja Ali's descendants." (Beveridge's History of Bakargunj pp 176-77.- চাঁদখাঁর জমিদারীর নিকটে হিজলী ছিল। তাহাতেও মস্‌নদ আলির এক বংশ ছিল। হোসেন খাঁর সময় হইতে তাঁহাদের অভ্যুদয়। চাঁদখাঁ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ কিনা বলা যায় না। সে সময়ে আফগান সাধারণের মসনদ আলি উপাধি থাকায় এ বিষয় স্থির করার কোনই উপায় নাই। Chandecanযে ধূমঘাট নহে; কিন্তু সাগর দ্বীপ, তাহা উপক্রমণিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

বসুমহাশয়ের বর্ণনানুসারে দাউদের সিংহাসনারোহণের পর বিক্র-

মাদিত্য প্রভৃতি যশোরে আপনাদিগের অবাসস্থান স্থাপন করেন।
৯৮১ হিজরী বা ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।
সেই সময়ে বিক্রমাদিত্যের যশোরে আবাসস্থান স্থাপন করা হয়। কিন্তু
কালীগঞ্জ থানার অধীন ডামরাইল নামক স্থানে যে নবরত্নের প্রসিদ্ধ
মন্দির আছে, তাহা বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।
তাহাতে যে সময় খোদিত আছে, তাহার অর্থানুসারে এক অর্থে এই সময়ের
দশ বৎসর পূর্ব্বে ও আর এক অর্থে ইহার ৮৯ বৎসর পরে মন্দিরের স্থাপনা
হয়। আমরা উক্ত মন্দিরের বিবরণসহ তাহার সময় উল্লেখ করিয়া পরে
সে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

"The Navaratna stands in the midst of paddy-fields near village Damrail, on the left bank of the river Kalindi. It is within the jursidiction of police-station Kaligunj of the Satkhera subdivision.

The Navaratna consists of a circular room in the centre, the vault over which carries the highest pinnacle. On the four corners of the room, which are enclosed within four outer walls. The four inner walls run parallel to the four outer ones and seperate the central room from the side rooms. Over each of the four corners of the inner and outer walls there was a pinnacle which with the one over the vault made up the nine *churras*. The outer walls are engraved with figurs of Hindu gods and goddesses of excellent workmanship. On the western wall there is an inscription which on

account of the ravages done by time can be read now with great difficulty. The inscription is as follows :—

"শাকে বেদসমযুতে বসুবাণসমন্বিতে
ইয়ং মগ সোপান"

After the word 'সোপান' what followed cannot be made out.

The Navaratna is said to have been built by Raja Vikramaditya, the father of Maharaja Pratapaditya. Vikramaditya was the founder of the family, and he lived during the reign of the Emperor Akbar. The exact date cannot be ascertained, but it seems that the Navaratna was erected some time during the third quarter of sixteenth century. As the inscription cannot be read throughout no reliable conclusion can be drawn from it as regards the date of erection.

There is no idol within the Navaratna, and it seems that there never was any image within it. It appears that Navaratna was never dedicated to a god or goddess. If such was the case, some story most have been handed down by tradition, and the present descendants of Pratapaditya would have known something about it. It was built for a different object, viz, as a *Shamajmandir*. Raja Vikramaditya, who was a minister of the Pathan

King Daud Khan, when he established himself in Jessore, caused many Brahmans and Kaiyasthas of respectable family to be brought from various parts of Bengal, and made them settle near his capital. He established a *Shomaj* or assembly for the guidance in social matters of his subjects, and styled himself the head of that *Shomaj*. The assembly consisted of nine men, who, like the nine sages in the court of Maharaja Vikramadittya of Ujjain were called Navaratna, or nine gems, and it was in the *Shomaj Mandir* that they used to meet for consultation. The Navaratna derived its name partly because it was the place of meeting of nine ratnas and partly because it had nine *Churras*. At present in Bengal a temple having nine *Churras* is called a Navaratna, and a temple having five *Churras*, a Panchratna." (Ancient Monuments in Bengal, 1896.)

নবরত্নের গাত্রে খোদিত যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অস্পষ্ট। কিন্তু তাহা হইলেও, তাহা হইতে অর্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। "শাকে বেদসময়ুতে বসুবাণ সমন্বিতে" ইহা হইতে ৪৮৫ এই কয়টি অঙ্ক পাওয়া যায়। তাহা শাক হইলে অবশ্য তাহার কোন স্থানে একটি ১ থাকিবে। ইহার পর যে 'ইয়ং' কথা আছে উপর পাঠ 'ইন্দু' হইতেও পারে। না হইলে অবশ্য কোন স্থানে ১ থাকিবেই। অঙ্কের বামাগতি অনুসারে উক্ত অব্দ ১৫৮৪ শাক হয়, তাহা হইলে ১৬৬২ খৃঃ অব্দ হইতেছে। ১৬৬২ খৃঃ অব্দ হইলে নবরত্ন কদাচ বিক্রমাদিত্যের নির্ম্মিত হয় না।

বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য তাহার বহুপূর্ব্বে এ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। যদি বামাগতি অনুসারে পাঠ না করিয়া সরল ভাবে পাঠ করা যায়, (যদিও তাহা রীতিবিরুদ্ধ) এবং তাহাতে ১ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ১৪৮৫ শাক বা ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হয়। ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে দাউদ এমন কি সুলেমান পর্য্যন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হন নাই। ৯৭২ হিজরী বা ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে সুলেমান ও ৯৮১ বা ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে দাউদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বিক্রমাদিত্য যে দাউদের মন্ত্রী ছিলেন তাহা মুসল্মান ঐতিহাসিকগণও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহা হইলে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করা ঘটিয়া উঠে না। আবার ইহার প্রথমে শাক, তাহার পর বেদ বা ৪ আছে। ১টি ৪এর পূর্ব্বে না থাকিলে সরল ভাবে পাঠে অব্দ স্থির হয় না, অথচ তাহাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বামাগতি অনুসারে পাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। নয়টি চূড়া হইতে নবরত্ন নাম হইয়াছে ইহাই প্রকৃত। সামাজিক নবরত্ন কল্পনা করিয়া যশোরের বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমান কালে নবরত্নের সহিত প্রবাদ বিজড়িত হইয়া ইহাকে বিক্রমাদিত্যের নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বিক্রমাদিত্যের বহু পরে অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কোন বারুই রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদও আমরা শুনিয়া থাকি। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে বা তাহার কিছু পরে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। যশোর সমাজের ঘটকগণের কুলজী গ্রন্থে দেখা যায় যে, বিক্রমাদিত্য ১৫১৪ শাক বা ১৫৯২ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়া ৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

"বেদেন্দুতিথি শকাব্দে ভবানন্দগুহাত্মজঃ।
বিক্রমাদিত্যনামাচ পঞ্চাব্দং যশোরে নৃপঃ॥"

১৫১৪ শাক বা ১৫৯২ খৃঃ অব্দ দাউদের পতনের অনেক পরে হয়। এত দিন বিক্রমাদিত্যের স্থানান্তরে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(১৪) ফরমান রাজা তোড়লমল্ল * * * তাঁই হইলেন।—

দাউদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিলে, বাদসাহ প্রথমতঃ খানখানান মুনিম খাঁর প্রতি তাঁহার দমনের জন্য ফর্ম্মান দেন। প্রথমে রাজা তোড়বমল ফর্ম্মান পান নাই। মুনিম খাঁ দাউদের অমাত্য লোদী খাঁর সহিত সন্ধি করায় বাদসাহ তাঁহার পরিবর্ত্তে রাজা তোড়লমল্লকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। "The Emperor was informed that Daud had stepped out of his proper sphere, has assumed the titte of King, and though his morose temper had destroyed the fort of Patna which Khan-zeman built when he was ruler of Jaunpore. A farman was immediately sent to Khan Khanan directing him to chastise Daud and to conquer the country of Behar," (Nizam-u-d-din Ahmad's Tabkat-i-Akbari) তাহার পর রাজা তোড়লমল্লের নিয়োগ সম্বন্ধে Stewart সাহেব বলিতেছেন,—"The emperor Akbar was also displeased with his general for granting such easy terms to the enemy, and appointed Raja Todermal to supersede him in the command of the troops destined to the conquest of Bengal." (History of Bengal.) তাহার পর মুনিম খাঁ ও তোড়লমল্ল উভয়েই

মিলিত হইয়াই দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তোড়লমল্লের দাউদের সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে Blochmann সাহেবের আইন আকবরীতে এইরূপ লিখিত আছে। "—In the 19th year, after the conquest of Patna, he got an *alam* and a *naggarah* and was ordered to accompany Munim Khan to Bengal. He was the soul expedition. In the battle with Daud Khan-i-Kararani, when Khan Alam had been killed, and Munim Khan's horse had run away, the Rajah held his ground bravely, and not only was there no defeat, but an actual victory. 'What harm' said Tedar Mull 'if Khan Alam is dead; what fear, if the Khan Khanan has run away, the empire is ours!' After settling severally financial matters in Beagal and Orisa, Todar Mull went to Court and was employed in revenue matters When Khan Jahan went to Bengal, Todar Mull was ordered to accompany him. He distinguished himself, as before in the defeat and capture of Daud, in the 21st year, he took the spoils of Bengal to Court, among them 3 to 400 elephants." (P. 351). ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৫) তোড়লমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিলেন—সম্ভবতঃ পাটনার নিকট উপস্থিতির বিষয় বসুমহাশয় মনে করিয়া থাকিবেন। মুনিম খাঁ প্রথমতঃ দাউদকে পাটনা দুর্গে অবরোধ করেন। পরে বাদসাহ উপস্থিত হইলে তাঁহার আদেশে খাঁ আলম হাজীপুর অধি-

কার করেন। দাউদ পরিশেষে নৌকাযোগে পাটনা হইতে পলায়ন করেন। পাটনায় তোড়লমল্লও উপস্থিত ছিলেন।

(১৬) ইহারা সহস্রাবধি বৃহৎ নৌকায় * * * চালান করিলেন।—দাউদের ধনসম্পত্তিপূর্ণ নৌকা লইয়া শ্রীহরি বা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা করার কথা (১১) টিপ্পনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইতেছে। "Sridhar the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the title of Raja Bikramajit, placed his valuables and treasure in a boat and followed him." (Nizam-u-d-din Ahmad) দাউদ পাটনা হইতে ৯৮২ হিজরীর (১৫৭৪ খৃঃ) ২১এ রবি উশ্‌সানির রাত্রিতে পালায়ন করেন। সেই সময়ে বিক্রমাদিত্যও তাঁহার ধনরত্ন লইয়া নৌকাযোগে পালায়ন করিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের মতেও সাধারণ প্রবাদানুসারে এই সমস্ত ধনরত্ন যশোরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আর পুনর্ব্বার দাউদকে প্রদত্ত হয় নাই। ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, ইহার পর হইতে দাউদ ক্রমে পরাজিত হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি উড়িষ্যার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গলার পুনরধিকারের জন্য ব্যস্ত থাকায় ঐ সমস্ত ধনরত্ন সম্ভবতঃ আনয়ন করেন নাই। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে বিক্রমাদিত্য উহার অধিকারী হন। এই ধনরত্ন হইতে তাঁহারা যে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে।

(১৭) বাদসাহ * * * প্রাগ পর্য্যন্ত পৌছিলে— আকবর বাদসাহ দাউদের পরাজয়ের জন্য পাটনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে প্রয়াগে পেঁাছেন। সেই সময়ে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। "On Safar 23rd A. H. 982, His

Majesty arrived at Payag (Prayag), which is commonly called Illahabas, where the waters of the Ganges and Jamuna unite. * * * Here His Majesty laid the foundations of an Imperial city, which he called Illahabas." (Badauni Elliot Vol V. pp. 512-13.) 'The fort and city as they now stand were founded by Akbar in 1575; but a strong hold has existed at the junction of the two rivers since the earliest times." (Imperial Gazetteer.)

(১৮) রাজা ওমরাওসিংহ– আইন আকবরীতে লিখিত মনসবদারদিগের তালিকার ওমরাও সিংহের নাম দৃষ্ট হয় না। তবে মনসবদার ব্যতীত অনেক সৈনিক কর্ম্মচারীও ছিলেন। ওমরাও সিংহ তাঁহাদের অন্যতম হইতে পারেন। অন্য কোন গ্রন্থে ওমরাও সিংহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বসুমহাশয়ের উক্তি কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না।

(১৯) **সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন।**—দাউদের সহিত নানা স্থানে যুদ্ধের পর রাজমহালে শেষ যুদ্ধ হয়। "The king of Bengal had taken post, with the greater part of his army, in the strong situation of Agmahal (now called Rajemahal), protected on one flank by the mountains, and on the other by the river Ganges. In this position he defended himself for several months, till the Moghal governor, having been reinforced by the imperial troops of Patna, Tirhoot, and other places, on the 10th Rubby-al-Akhir (4th month), 984, made a

general assault upon the Afghan lines." (Stewart) এই সময়ে হোসেন কুলী খাঁ খাঁ জেহান মোগল সেনাপতি ছিলেন। রাজা তোড়লমলও তাঁহার সহিত উপস্থিত ছিলেন।

(২০) **বঙ্গভূমে যশহরের পশ্চিম ভাগে * * * বৃহৎ রাজ্য আমাদের অধিকার**—বসু মহাশয়ের বিবরণ হইতে বোধ হয় যে, যশোরের সীমা বর্ত্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা পর্য্যন্তও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কবিরামরচিত দিগ্বিজয়প্রকাশে যশোর রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে এই-রূপ লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম সীমায় কুশদ্বীপ, পূর্ব্বে ভূষণ ও বাকলার সীমা মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর ও দক্ষিণে সুন্দরবন এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী একবিংশতি যোজন পরিমিত স্থান যশোর নামে খ্যাত। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে যশোরকে দশযোজন পরিমাণ বলা হইয়াছে। "দশ-যোজনমানঞ্চ যশোরস্য চ পত্তনং"। আর ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও ঐরূপ লিখিয়াছেন। "His (Pratapaditya's) dominions, either those which he acquired by inheritance, or those which he obtained by enlarging what he inherited, extended over all the deltaic land bordering on the Sunderbans embracing that part of the 24 Pergunnahs district which lies east of Ichhamati river, and all but the northern and north-eastern part of the Jessore district. The Raja of Krishnanagar (Naddia) was apparrently the owner of the lands which lay on the north-west of Pratapaditya." (Westland's Jessore 2nd ed. P. 24.) কিন্তু সে সময়ে কৃষ্ণ-নগরের রাজার রাজ্য যে অধিক দূর বিস্তৃত ছিল তাহা বোধ হয় না।

প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের পর হইতে কৃষ্ণনগর রাজার রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই সমস্ত বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, যশোর রাজ্যের পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্ব্বে মধুমতী ও দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। উত্তরে বর্ত্তমান নদীয়ার দক্ষিণ অংশ, চব্বিশ পরগণার ও যশোরের উত্তরাংশ ছিল। যদিও সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যশোর রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল, তথাপি ভাগীরথী ও মধুমতী পর্য্যন্ত সমস্ত সুন্দরবন বিক্রমাদিত্য বা প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, যশোর রাজ্যের পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্ব্বে যে মধুমতী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিগ্বিজয়প্রকাশ হইতে জানা যায়, এবং ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে মধুমতী ভূষণা ও বাকলার সীমা ছিল। সে সময়ে ভূষণা বা ফতেয়াবাদে মুকুন্দরাম রায় রাজত্ব করিতেন। আর বাকলা কন্দর্প নারায়ণ ও তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়ের রাজ্য ছিল। এ সমস্ত স্থান যে যশোর হইতে পৃথক্ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটকগণ ও বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য বহুরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি না। সেই সেই স্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। জেসুইট পাদরীরা লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভ্রমণ করিতে ১৫ দিন বা ২০ দিন লাগিত। "Fernandez describes Chandeean as lying half way between Porto Grande (Chitlagong) and Porto Piccolo (Gullo ?), and says that the King's dominions were so extensive that it would take fifteen or twenty days to traverse them." (Beveridge's History of Bakarganj, Appendix, p. 446) তাঁহারা ইহার পূর্ব্বভাগে বাকলা ও শ্রীপুর রাজ্যের অবস্থানের কথাও বলিয়াছেন।

(২১) মহারাজ বসন্ত রায় খেতাব দিয়া—এই স্থলে বসু মহাশয়ের বিবরণ হইতে বোধ হয় যেন মোগল কর্ম্মচারিগণ রাজা বসন্ত রায়কে মহারাজা উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজা বসন্ত রায় নামেই খ্যাত। কুলাচার্য্যগণ তাঁহার রাজোপাধিব কথাই লিখিয়াছেন। (১১) টিপ্পনী দেখ।

(২২) মুণ্ড ঝণ্ডার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া দিল। —ইতিহাসে ওমরাও সিংহের দ্বারা দাউদের আক্রমণের কথা নাই। খাঁ জেহানের কর্ম্মচারী হাসান বেগ দাউদকে বন্দী করিয়া আনিলে খাঁ জোহান তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। আমরা দাউদের শিরশ্ছেদ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মুসল্মান ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"Daud Shah Kirani was brought in a prisoner, his horse having fallen with him. Khan Jahan seeing Daud in this condition, asked him if he called himself a Musalman, and why he had broken the oaths which he had taken on the Kuran and before God. Daud answered that he had made the peace with Munim Khan personally, and that if had now gained the victory, he would have been ready to renew it. Khan Jahan ordered them to relieve his body from the weight of his head, which he sent to Akbar the King. The date of this transaction may be learnt from this verse.—Malki Sulaimanzi Daud raft. (983 H. 1575 A. D)" (Abdulla's Tarikhi Daudi, Elliot vol IV. P. 513.) মোখাজেমি আফগানি ও তারিখি খাঁ জাঁহানের মতে দাউদ যুদ্ধে নিহত হন, কিন্তু তাহার বিশে

কোন প্রমাণ নাই। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও দাউদের বন্দী-অবস্থায় নিহত হওয়ার কথা বলিয়াছেন। "Daud being left behind was made prisoner, and Khan Jahan had his head struck off, and sent it to His Majesty" (Nizam-u-d-din Ahmad's Tabakat-i-Akbari, Elliot vol V P 400). "The horse of Daud stuck fast in the mud, and Hasan Beg made Daud prisoner, and carried him to Khan Jahan. The prisoner being oppressed with thirst, asked for water. They filled his slipper with water, and took it to him. But as he would not drink it, Khan-Jahan supplied him with a cupful from his own canteen, and enabled him to slake his thirst. The Khan was desirous of saving his life, for he was a handsome man; but the nobles urged that if his life were spared, suspicions might arise as to their loyalty, so he ordered him to be beheaded. His execution was a very clumsy work, for after receiving two chops he was not dead, but suffered great torture. At length his head was cut off. It was then crammed with grass and annointed with perfumes, and placed in charge of Saiyid' Abdulla Khan." (Tarikh-i-Baduni. Elliot Vol V. P. 525). "When victory declared for the Imperial army, the weak-minded Daud was made prisoner. His horse stuck fast in the mud. and * * * a party of brave men seized him,and brought him prisoner to Khan-Jahan.

The Khan said to him 'Where is the treaty you made and the oath that you swore ?' throwing aside all shame he said, 'I made that treaty with Khan-Khanan. If you will alight, we will have a little friendly talk together and enter into another treaty.' Khan Jahan, fully aware of the craft and perfidy of the traitor, ordered that his body should be immediately relieved from the weight of his rebellious head. He was accordingly decapitated, and his head was sent of express to the Emperor. His body was exposed on a gibbet at Tanda, the capital of that country." (Akbernama vol III P. 518. Elliot vol VI pp. 54-55.) এই সমস্ত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দাউদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অশ্ব কর্দ্দমে প্রোথিত হওয়ায় তিনি বন্দী হন এবং অবশেষে তাঁহার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। মোখজামি আফগানীর মতে কতলু খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দাউদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। "The Mukhzam-i-Afghani represents that this defeat was entirely owing to the treachery of Katlu Lohani, who was rewarded by the settlement upon him of some pergunnahs by withdrawing from the field at a fovourable juncture." (Elliot, Vol IV. P. 513. Note.)

(২৩) ওমরাও সিংহ * * * বেগমদিগের * * * দাউদের মুণ্ড সমেত প্রাগে চালান করিলেন।—দাউদের মুণ্ড যে বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা (২২) টিপ্পনীতে উল্লিখিত

হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বেগমদিগের প্রেরণের কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার পরিবারবর্গ রাজমহলে ছিল না, সপ্তগ্রামে ছিল। "After this victory, Khan Jahan dispatched Todar Mall to Court, and moved to Satganw (Hugli) where Daud's family lived. Here he defeated the remnant of Daud's adherants under Jamshed and Mitti, and reannexed Satganw, which since the days of old had been called *Bulghakkhànah* to the Moghul empire. Daud's mother came to Khan Jahan as a suppliant." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 331.)

(২৪) **অনেক অনেক বঙ্গজ কায়স্থ * * * যশোহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন।**—রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় কর্ত্তৃক যশোর বঙ্গজকায়স্থ সমাজ গঠিত হয়। তাঁহারা অনেক কুলীন ও মৌলিক বঙ্গজ কায়স্থকে বাকলা প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া যশোরে বাস করান। অদ্যাপি যশোর বঙ্গজকায়স্থ সমাজ শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণে পরিপূর্ণ হইয়া বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্যের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

(২৫) **ব্রাহ্মণ শ্রেণী * * * যশোহর মহাসমাজ হইল।**—কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতিকে আনয়নসম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"চন্দ্রদ্বীপপুরাৎ তস্মিন্ কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ তথা।
বৈদ্যকমানয়ামাস সমাজেশ বভূব সঃ॥"

চন্দ্রদ্বীপ সমস্ত বঙ্গজ কায়স্থগণের মূলস্থান ছিল, কুলাচার্য্যগণ চন্দ্রদ্বীপকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবরণে বঙ্গজকায়স্থসমাজ-শরীরের এইরূপ নির্দ্দেশ হয়।

"চন্দ্রদ্বীপঃ শিরস্থানং যশোরা বাহবস্তথা।
উরূ দ্বে বিক্রমপুরঃ পাদৌ ফথয়বাদকঃ॥
গুহ্যানি বাজবশ্চৈব অন্যস্থানঞ্চ পুরীষং॥
এতে বঙ্গজভাবাশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥"

সরকার ফতেয়াবাদ ও বাজুহা হইতে ফতেয়াবাদ ও বাজু সমাজের নামকরণ হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষেরা সমাজ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করায় মর্য্যাদায় কিঞ্চিৎ হীন হইয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় যশোহর সমাজ গঠন করিয়া তাহার সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি হওয়ায় পুনর্ব্বার উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করেন। চন্দ্রদ্বীপ মূল সমাজ হইলেও যশোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার সমকক্ষ হইয়াছিল।

(২৬) এখানে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।—বসু মহাশয়ের মতে দাউদের পতনের পর বিক্রমাদিত্য যশোরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন। তাহার পর প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। প্রতাপাদিত্যের জন্ম কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু অনুমান দ্বারা স্থির হয় যে, দাউদের পতনের পূর্ব্বেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জেসুইট পাদরী ফনসেকা প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যকে দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে উদয়াদিত্যের জন্ম হয়। সে সময়ে প্রতাপাদিত্যের বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর হইলেও ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপের জন্ম হয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, দাউদ ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে নিহত হন। তাহা হইলে তাঁহার পতনের পূর্ব্বে যে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয় তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যশোরের ঘটকদিগের মতে প্রতাপাদিত্য ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ৪৫ বৎসর সম্ভবতঃ তাঁহার জন্মকাল হইবে। আমরা মানসিংহদত্ত ভবানন্দ মজুমদারের

ফরমান ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। তাহা হইলে ৪৫ বৎসর তাঁহার জন্মকাল হইলে ১৫৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

(২৭) **নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য**—'রাজা প্রতাপাদিত্য' নাম যে অন্নপ্রাশনের সময় হইতে হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। অন্ততঃ তখন যে রাজা উপাধি যোগ হয় নাই তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্নপ্রাশনের সময় প্রতাপ কি সম্পূর্ণ প্রতাপাদিত্য নাম করা হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

(২৮) **কালী কন্যা ভাবে তাহার গৃহে...পশ্চিমবাহিনী হইলেন**—(৯৮) টিপ্পনী দেখ।

(২৯) **পরে তাহার বিবাহ দিলেন**—কুলজী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্যের দুই বিবাহ ছিল। প্রথমে জিতামিত্র-নাগের কন্যার, পরে গোপাল ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (বঙ্গীয় সমাজ ১৫২ পৃষ্ঠা) বসুমহাশয়ও প্রতাপাদিত্যের রাণীকে নাগঝি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জিতমিত্র নাগ নামে বিক্রমাদিত্যের এক মাতুলও ছিলেন। + যথা—"তন্মাতুলো মহাপ্রাজ্ঞো নাগবংশ-সমুদ্ভবঃ। জীতমিত্র ইতি খ্যাতো মধ্যল্যম্বেন ভাষিতঃ।"

(৩০) **আপনাদের সদর তাহুত দিল্লীতে**—আকবর বাদসাহের সময় আগরা মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। আকবর দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৩১) **কিন্তু সর্পবৎ হইয়া থাকিল**—বসুমহাশয়ের মতে প্রতাপের আগরা যাত্রা হইতেই বসন্তরায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। বসন্তরায় প্রতাপকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিলেও প্রতাপ বসন্তরায়ের প্রতি স্বীয় পিতা বিক্রমাদিত্যের অপরিসীম স্নেহ জানিয়া তাঁহার

প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হন। এই ঈর্ষা কালে গরলোদ্গারিণী ভুজঙ্গিনীর আকার ধারণ করিয়া বসন্তরায়কে সবংশে দংশন করিয়াছিল। পরে প্রতাপও তাহাতে নিজে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন। বসুমহাশয়ের মতে আগরা যাওয়া হইতেই তাহার সূচনা হয়।

(৩২) সো বর কামিনী নীর নাহারতি।
রিত ভালি হেঁ।
চির মচরকে গচপর বাবিকে
ধারেছ চল্ল চলি হেঁ।
রায় বেচারি আপন মনমে।
উপমা ও চারি হে।
কে ছঙ্গ মরোরতি শ্বেত ভুজঙ্গিনী।
জাত চলি হেঁ।

বহু ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,——

সো = সেই, বরকামিনী = শ্রেষ্ঠ রমণী, নীর = জল, নাহারতি = স্নান করিতেছে, রিত = রীতি, ভালি = ভাল, চির = বস্ত্র, মচরকে = নিঙ্গাড়িয়া, গচপর = ঘাটের উপর, বাবিকে = বাপীকে = পুষ্করিণীর, ধারেছ = ধারে ধারে, চল্ল চলি = চলিয়া যাইতেছে, রায় বেচারি = রায় বেচারা, আপন = আপনার, মনমে = মনে, ও চারি = বিচার করিতেছে, ছঙ্গ = সঙ্গ, মরোরতিকে = মূর্ত্তির, (অর্থাৎ মূর্ত্তিসহ = মূর্ত্তিমতী) জাত চলি = চলিয়া যাইতেছে।

সেই শ্রেষ্ঠ কামিনী জলে স্নান করিতেছে, এ রীতি ভাল বটে। তাহার পর ঘাটের উপর বস্ত্রখানি নিঙ্গাড়িয়া পুষ্করিণীর ধারে ধারে চলিয়া যাইতেছে। (সম্ভবতঃ মস্তকের কেশজাল বস্ত্রাবৃত করিয়া নিঙ্গাড়াইতে

ছিল) রায় বেচারা আপনার মনে বিচার করিয়া এই উপমা স্থির করিল যেন, মূর্ত্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলিয়া যাইতেছে। বিশ্বকোষ প্রভৃতিতে ইহার পাঠান্তর করা আছে। কিন্তু বসুমহাশয়ের গ্রন্থে যেরূপ শব্দবিন্যাস আছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহারই উপরোক্ত অর্থ করিয়াছেন।

(৩৩) তবে আমার নাম প্রদত্ত হয়—প্রতাপাদিত্য আগরা গমন করিয়া স্বীয় পিতা ও পিতৃব্যের নামের পরিবর্ত্তে আপনিই রাজ্যের সনন্দ লাভের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের মতে উপরোক্ত সমস্যা পূরণ হইতে তিনি তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। বাল্যকাল হইতেই প্রতাপাদিত্যের হৃদয় উচ্চাশায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এই সমস্য হইতে তাহার পূরণের জন্য সচেষ্ট হন।

(৩৪) আমাকে খুন করিলেই বা * * * আঞ্জাম কি মতে হইতে পারে ?—তৎকালে জমীদারদিগের দেয় রাজস্ব বাকী পড়িলে, তাঁহাদের উকীলদিগকে কারারুদ্ধ ও অন্য প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া রাজস্ব আদায় করা হইত। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম আমল পর্য্যন্তও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। প্রতাপাদিত্য কৌশলপূর্ব্বক যশোরের রাজস্ব গোপন করিয়া তাহার জমীদার স্বীয় পিতার নামোল্লেখ না করিয়া বসন্তরায়ের প্রতি বাদসাহের ক্রোধ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে বসন্তরায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব প্রবল হইতেছিল, বসুমহাশয় তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে সময়ে যশোরের রাজস্ব বরাবর আগরাতে প্রেরিত হইত কিনা সন্দেহ। দাউদের পতনের পর বাঙ্গলায় মোগল সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট প্রথমে রাজস্ব পঁহুছিবার কথা।

(৩৫) ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল— বসুমহাশয়ের মতে প্রতাপাদিত্য কৌশলপূর্ব্বক যশোর রাজ্যের সনন্দ

লাভ করিয়া স্বীয় পিতা ও পিতৃব্য বর্ত্তমানেই রাজা হইয়াছিলেন। যদিও বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই, তথাপি নিজে সনন্দ লাভ করিয়া তিনি আপনাকেই যশোরাধিপ মনে করিয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার ক্ষমতাপ্রচারের সূত্রপাত হয়।

(৩৬) মনছবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইশ হাজার ফৌজ সমেত—আইন আকবরীর মনসবদারদিগের তালিকায় প্রতাপাদিত্যের নাম নাই। যাঁহারা বাদসাহের কর্ম্মচারীরূপে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন তাঁহারাই মনসবদার হইতেন, প্রতাপাদিত্য মনসবদার ছিলেন না। বাদসাহের নিকট হইতে তিনি রাজ্যের সনন্দ লাভ করিয়া তাহার উপযোগী সম্মানের চিহ্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বাইশ হাজার ফৌজ দিল্লী বা আগরা হইতে আনেন নাই। স্বীয় রাজ্যমধ্য হইতেই তাঁহার সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল।

(৩৭) দপ্তর ও মালখানা * * * প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিয়াছেন— বসুমহাশয়ের মতে প্রতাপাদিত্য আগরা হইতে আসিয়াই পিতা ও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে দপ্তর ও মালখানা বন্ধ করেন। তিনি যশোর রাজ্যের সনন্দ পাইয়াছিলেন বলিয়া সমস্তই অধিকার করেন। এই সময় হইতে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে উত্থান।

(৩৮) আলাপ বিলাপ করিতেছেন—ইহার পর আবার তিনি পিতা ও পিতৃব্যের সহিত মিলন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতাপকে ক্ষমতাশালী মনে করিয়া তাঁহাকে শাসনের চেষ্টা করেন নাই।

(৩৯) বাদসাহের ফরমান * * *. মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে ধরিলেন—বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রতা-

পের আগরাবাসের কার্য্যাদি জানিতে ইচ্ছুক হইলে প্রতাপ নিজে কিছু না বলিয়া তাঁহাদিগকে বাদসাহী ফর্ম্মান পাঠ করিতে দেন। তিনি পিতা ও পিতৃব্যকে অতিক্রম করিয়া যে ফরমান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য লজ্জিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই যে প্রকৃত প্রস্তাবে যশোর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন তাহাও পিতা ও পিতৃব্যকে জানাইয়াছিলেন।

(৪০) আমাদের ক্ষোভ নাই—রাজা বসন্ত রায় কতকবা প্রতাপের প্রতি স্নেহবশতঃ, কতকবা তাঁহার ক্ষমতা ও বাদসাহের আদেশ দেখিয়া প্রতাপের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রতাপকে সন্তুষ্ট করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন।

(৪১) পশ্চাতকাল বেতণ্টা হওনের আটক হবে না—বসন্তরায় ও তদ্বংশীয়গণের সহিত প্রতাপের যে পরিণামে বিবাদ ঘটিবে ইহা প্রতাপ বরাবরই জানিতেন। বসুমহাশয় তাহাই এস্থলে প্রচারিত করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যও তাহা বুঝিতেন বলিয়া ইহার একটা মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

(৪২) দশানি ছয় আনি ভাগের * * * আপন জিম্বা রাখিলেন—বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতেই প্রতাপ ও বসন্ত রায়ের মধ্যে ভবিষ্যতে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনায় যশোর রাজ্য দশ আনা ও ছয় আনা ভাগে বিভাগ করিয়া দেন। প্রতাপ দশ আনা ও বসন্তরায় ছয় আনা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, উভয়েই স্ব স্ব ভাগ অধিকার করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে মধুমতী ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান যশোর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে এই রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ দশ আনার মধ্যে ও কোন্ কোন্ অংশ ছয় আনার মধ্যে পড়িয়াছিল তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যত দূর বুঝিতে পারা

যায়, তাহাতে যশোর রাজ্যের পশ্চিম রাজা বসন্তরায়ের ও পূর্ব্বভাগ প্রতাপাদিত্যের অংশে পড়িয়াছিল। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী কালীঘাট, বড়িশা বেহালা হইতে আরম্ভ করিয়া ডায়মণ্ডহারবারের অধীন সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি বসন্তরায়ের কীর্ত্তির কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। কালীঘাটের প্রাচীন মন্দির, বড়িশাবেহালার রায়গড়, কমলা বিমলা পুষ্করিণী ও সাহাজাদপুরের বসন্তরায়ের গঙ্গাবাসের বাটীই তাঁহার ছয় আনি অংশের প্রমাণ। এই ছয় আনির মধ্যে চাকসিরি নামে এক স্থান ছিল। কেহ কেহ চাকসিরিকে একটি পরগণা বলিয়াছেন। কিন্তু আইন আকবরীতে চাকসিরি নামে কোন পরগণা দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা, যশোর বা খুলনা, বরিসাল, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরীদপুর, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় চাকসিরি নামে কোন পরগণা নাই। সুতরাং এই চাকসিরি কোথায় ছিল তাহা জানিতে পারা যায় না, এবং ইহা পরগণা কি গ্রাম তাহাও জানা যায় না। এই চাকসিরি সমুদ্র-কুলবর্ত্তী হওয়ায় প্রতাপাদিত্য তথায় নৌবাহিনী স্থাপনের প্রয়াসী হইয়া বসন্তরায়ের নিকট তাহা প্রার্থনা করেন। যদি তাহাই প্রকৃত হয়, এবং ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী স্থান বসন্ত রায়ের ছয় আনার অন্তর্ভূত হয়, তাহা হইলে এই চাকসিরির সঙ্গে সাগরদ্বীপের কোনও সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। কারণ, আমরা জানিতে পারি প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপকেই আপনার নৌবাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি ইউরোপীয়দিগের নিকট 'Last King of Sagur Island' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সাগর দ্বীপই জেসুইট পাদরীদিগের Chandecan or Chandaca. চাকসিরি বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে দেন নাই। যখন প্রতাপাদিত্য তাহার প্রার্থনার জন্য বসন্তরায়ের নিকট যাইতেন, বসন্ত রায় তখন স্থানান্তরে গমন করিতেন, আবার প্রতাপ সেখানে গেলে বসন্ত রায় অন্য স্থানে যাইতেন।

প্রতাপ অনেক চেষ্টা করিয়াও চাকসিরি পান নাই, সেই জন্য এক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে :—

"সাতরাত পাক ফিরি,
তবুও না পাই চাকসিরি।"

এই চাকসিরি না পাওয়ায় বসন্তরায়ের প্রতি প্রতাপাদিত্যের বিদ্বেষ-ভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। বসন্তরায়ের হত্যার পর চাকসিরি তাঁহার অধিকারে আসে।

(৪৩) যশহরপুরীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে একস্থান তাহার নাম ধূমঘাট—ধূমঘাট যশোর বা ঈশ্বরীপুরের অতি নিকট প্রায় পরস্পর সংলগ্ন। এক্ষণে লোকে যে স্থানকে ধূমঘাট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করে, সেই স্থান বর্ত্তমান ঈশ্বরীপুর হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম। ধূমঘাটের খাল নামে একটি খালও আছে। ঈশ্বরীপুরই বর্ত্তমান যশোর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ উহা যশোর নগরের একাংশ হইবে। ঈশ্বরীপুরের উত্তরে যশোর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামও আছে। Smyth সাহেবের ১৮৫৭ সালের ২৪ পরগণার ও Surveyor General আফিস হইতে প্রকাশিত ১৮৭৪ ও ১৯০২ সালের ২৪ পরগণায় মানচিত্রে ঈশ্বরী-পুরের উত্তরে যশোরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরীপুর, যশোর, ধূমঘাট সমস্ত মিলিত হইয়া একটি বিস্তৃত নগররূপে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ধূমঘাটকে যশোর নগরের একাংশ বলা যাইত। ঈশ্বরীপুর ও ধূমঘাট যে পরস্পর সংলগ্ন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর নিকট আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। যশোরেশ্বরী ঈশ্বরীপুরেই অবস্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বরীপুরের গড়, রায়দুয়ারী প্রভৃতি রাজধানীরই অংশ। বেভারিজ সাহেব Chande-can কে ধূমঘাট প্রতিপন্ন করিয়া যশোর ও ধূমঘাটের মধ্যে কিছু দূরত্বের

কল্পনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। ধূমঘাট ও যশোর পরস্পর সংলগ্ন। ভবিষ্যপুরাণে ধূমঘাট সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

"যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে।
ধূম্রঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥"

যমুনেচ্ছার প্রসঙ্গম বলিলে যমুনা ও ইচ্ছামতী যেস্থানে প্রথমে মিলিত হয়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। গোবরডাঙ্গার নিকট টিপি নামক স্থানেই যমুনা ও ইচ্ছামতী মিলিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যাহাকে যমুনেচ্ছার প্রসঙ্গম বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে যমুনেচ্ছার বিচ্ছেদ। তবে দক্ষিণ হইতে উক্ত বিভক্ত নদী দুইটি বাহিয়া গেলে উক্ত স্থানকে তাহার মিলনও বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ এইজন্য উক্ত স্থানকে যমুনা ও ইচ্ছামতীর প্রসঙ্গম বলা হইয়াছে। ঈশ্বরীপুর বা যশোরের অব্যবহিত উত্তরে যমুনা ও ইচ্ছামতী বিভক্ত হইয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে, পরে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

Major Ralph Smyth Statistical and Geographical Report of the 24 Pergunnah District (1857) পুস্তিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—" Its (Nokeepoor Pergunah's) principal village is 'Issureepoor', commonly known as 'Jessore', Syamnuggur is also a village of note. Issureepoor is situated about half a mile below the point, where the Echamuttee River seperates from the Jaboonah River, and is there styled the Echamuttee or Kudumtullee River—it winds round four-fifths of the village of Issureepoor and then finds its way into the Soonderbunds. * * * Jessore and the Soonderbund countries in its vicinity

exhibit the remains of an old city or town, and the site still goes by the name of Goomghar. Goomghar was the seat of a very powerful Rajah by name Pertab Audit, who was looked on as the greatest sovereign that had ever reigned in Bengal." (P 100) ধূমঘাটের স্থলেই গুমঘর লিখিত হইয়াছে। ধূমঘাট ও ঈশ্বরীপুর বা যশোর যে পরস্পর সংলগ্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪৪) **যশোহর পুরীর বর্ণনা**—বসু মহাশয় এস্থলে ধূমঘাট ও যশোহর একই নগর স্থির করিয়া তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনানুযায়ী যশোহর পুরী প্রকৃত কি না বুঝা যায় না। তবে যশোহর বা ধূমঘাট যে একটি বিস্তীর্ণ নগর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৪৫) **দ্বারপাল সের আলি খাঁ**—সের আলি খাঁ প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। সে সময়ে পাঠানেরা কার্য্যব্যপদেশে সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিত। কোন পাঠান যে প্রতাপাদিত্যের দ্বারপাল নিযুক্ত হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

(৪৬) **গোবিন্দদেব**—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। প্রতাপাদিত্য ইঁহাকে পুরী হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"নীলাচল হ'তে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তিযশ ঘোষয়ে ধরণী॥
মারহাট্টী সনে তাহে যুদ্ধ বহুতর।
কতেক লিখিব সেই লিখিতে বিস্তর॥
জলেশ্বর পাটনায় হইল সংগ্রাম।
যিনি মহরাষ্ট্রীগণে রাখিলেক মান॥"

প্রতাপের সময় উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারে আসে নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যা লাভ করেন। সম্ভবতঃ তৎকালীন উৎকলবাসীদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইয়া থাকিবে। কথিত আছে রাজা বসন্তরায়ের অনুরোধে প্রতাপ গোবিন্দদেবকে আনয়ন করেন। তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। প্রতাপের উড়িষ্যাগমনের প্রয়োজনই বা কি ছিল তাহাও বুঝা যায় না। কেবল তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্য হইলে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, প্রতাপ উড়িষ্যাবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বিশ্বকোষকার বলেন যে, প্রতাপ মানসিংহের সাহায্যার্থে উড়িষ্যা গমন করিয়া গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহারও বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গোবিন্দদেব প্রতাপ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে আনীত ও তজ্জন্য উৎকলবাসিদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল এই প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা ঐরূপ অনুমান কবিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কতলু খাঁ ও বিক্রমাদিত্য এতদুভয়ে দাউদের দক্ষিণ ও বামহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে দাউদের পতনের পর বিক্রমাদিত্য স্বীয় রাজধানী যশোরে গমন করেন। কতলুখাঁ উড়িষ্যায় গমন করিয়া তাহা নিজ অধিকারভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তজ্জন্য উড়িয্যাবাসী ও মোগলদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এইরূপ অবস্থায় ১৫৯০ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। তাহার পর তাঁহার অমাত্য খাজা ইশা তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগকে লইয়া রাজা মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া উড়িষ্যা লাভ করেন। কতলুখাঁ ও তদ্বংশীয়দিগের সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের প্রণয় থাকায়, প্রতাপ তাঁহাদের সাহায্যার্থে বা তাঁহাদিগের সহিত প্রণয়

রক্ষার্থে উড়িষ্যায় যাইতে পারেন। সেই সময়ে গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, ও উড়িষ্যাবাসিগণ তজ্জন্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে বাধাও প্রদান করিয়াছিল। জলেশ্বর প্রভৃতি স্থানে সেই জন্য তাহাদের সহিত প্রতাপের যুদ্ধ ঘটে। গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়া প্রতাপ তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করেন। ঐ স্থানকে এক্ষণে গোপালপুর কহে। গোপালপুর কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। উক্ত মন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে :—

"It is one of the four temples said to have been erected by Maharaja Pratap Aditya for the idol Gobinda Deb. The idol, it is alleged, was brought by him from Puri.

Of the four temples only one now exists. The temples stood at right angles to one another, having a rectangular space inside them. Those on the southern, western, and northern sides have fallen down, and are now a heap of ruins. Some of the old inhabitants of village Gopalpur have seen the temples which were on the southern and western sides. The one on the eastern side now stands.

All the temples were built on the same plan, and the one which now exists was two-storied. The upper storey has fallen down, and it cannot be ascertained whether the top was square or in the form of a dome. The lower storey is in the form of an oblong having the

staircase inside it. The idol used to remain in the upper storey. No inscription exists. The walls are engraved with images of Hindu gods and goddesses of fine workmanship.

There was a Dole-Mandir in front of the temples which has also fallen down.

The temples stood on the right bank of the river Jamuna: which has dried up. The site is at a distance of only three miles from Jessore or Iswaripore which was the capital of Maharaja Pratapaditya.

Village Gopalpur is now within the *ganti* of Dr. Satis Chunder Mukherjee M. D of Calcutta, in perguna Dhuliapur, of which Kailash Chunder Pal Chaudhury is the Zeminder. The idol was removed from it more than a hundred years ago. It is now at the house of Kamal Narayan Adhikary of Raipur or Kaliganj, whose family is the hereditary worshiper of the idol. Every year the idol is taken to Nunnagore, at the time of the *Dole* festival in the month of February.

The descendants of Maharaja Pratap-Aditya now reside there.

The temple is over grown with big trees, and is in a very delapidated condition. It is now the haunt of small bats and wild pigs.

At a distance of about eight or ten *rasis* from the temple is a big tank about 100 bighas in area, which according to tradition was dug by Maharaja Pratap Aditya. It was a magnificient reservoir at one time, but at present it is overgrown with wids and thorns."

(Ancient Monuments of Bengal P. 148.)

সাতক্ষীরা সবডিবিসনের অধীন পরমানন্দকাটীতে একটী মন্দির গোবিন্দজীর মন্দির বলিয়া বিখ্যাত, তাহাও প্রতাপাদিতের নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"It was errected by Raja Pratap Aditya for Thakur Gabindji. Fair order, in the middle of fields: No jungle" (Ancient Monuments of Bengal.)

এই মন্দিরও গোবিন্দদেবের মন্দির। কিন্তু ইহা প্রতাপাদিত্যের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। রাজা বসন্তরায়ের প্রপৌত্র শ্যামসুন্দর রায় ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণের সহিত গোবিন্দদেবের সেবক অধিকারী মহাশয়দিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার সুমীমাংসা হয় নাই। শুনিতেছি গোবিন্দদেব অপহৃত বা অন্তর্হিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দদেব বিগ্রহ কোটালিপাড়ার শিবরাম ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃত গোবিন্দদেব রায়পুরের অধিকারী মহাশয়দিগের বাটীতে নাই। প্রতাপাদিত্যের সময়েই রাজা স্বয়ং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত বিগ্রহকে শিবরামের গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তথায় বিরাজ করিতেছেন। (৩য় অংশ ১৩০ পৃ) কিন্তু

যশোর প্রদেশের সকলের বিশ্বাস যে, প্রকৃত গোবিন্দদেবই অধিকারী-দিগের গৃহে বিরাজমান, যদিও সংপ্রতি অপহৃত হইয়াছেন। গোবিন্দ-দেবের সহিত প্রতাপ উড়িষ্যা হইতে উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বসন্তরায় কেয়ারা কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে উৎকলেশ্বরের কোনই চিহ্ন নাই। মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

"নির্মমে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্॥
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ॥"

(৪৭) অদ্য পর্য্যন্ত অতীতদের স্থিতি—বসুমহাশয়ের সময়ে ধূমঘাট বা যশোরের অতিথিশালা বিদ্যমান ছিল কিনা বলা যায় না। প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের পর হইতে ঐ সমস্ত স্থান নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত হইতে আরব্ধ হয়। যদিও ঈশ্বরীপুরে যশোরেশ্বরী অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ মনুষ্যের একরূপ অগম্য। সম্ভবতঃ বসুমহাশয়ের সময়ে প্রাচীন যশোর নগরের কোন কোন অংশ বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান হাটশালা নামক গ্রামে উক্ত অতিথিশালার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

(৪৮) এই এই মত ধূমঘাটের পুরী—এখানে বসুমহাশয় ধূমঘাট রাজধানীরই বিবরণ শেষ করিতেছেন। ফলতঃ যশোর ও ধূমঘাট পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায় তিনি কখনও যশোর কখনও বা ধূমঘাট বলিতেছেন। বর্ত্তমান ঈশ্বরীপুরের উত্তর সংলগ্ন স্থানকে এক্ষণেও যশোর কহে। ঈশ্বরীপুরের চতুর্দ্দিকে প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। ধূমঘাট যশোরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগেই অবস্থিত, বসুমহাশয়ও

ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ধূমঘাট দক্ষিণ পূর্ব্বদিকেও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঈশ্বরীপুরের নিকটস্থ প্রাচীন ধূমঘাট বা যশোরের ভগ্নাবশেষের কোন কোন চিহ্নের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল—

"Baradvari—Some portion of the walls of what once a large building with 12 entrance gates, (baradvari). It is said to have been erected by Raja Pratap Aditya, the last king of Sagar Island.

A habsikhana or jail erected by the same Raja does not appear to have been really a jail. It was more probably a *hamamkhana* or bathing place of some Nawab with a well in the building for the supply of water. It resembles another *hamamkhana* still standing at Jahajghata some six miles from Isvaripur.

Tengah Mosque.—A building said to be mosque erected by the same Raja. The Muhummadans call it a mosque. The Hindus say that is a house where Raja Man Singh lived." (List of Ancient Monuments).

এতদ্ভিন্ন ইহার নিকটস্থ জঙ্গলে অনেক ভগ্নাবশেষ, রাস্তা, ঘাট ও পুষ্করিণীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরীপুরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীন যশোর বা ধূমঘাট নগরের ও তাহাদের উপকণ্ঠ স্থান সমূহের বর্ত্তমান চিহ্নাদি উপক্রমণিকায় ও মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

(৪৯) রাজা বিক্রমাদিত্যের পরলোক—বসু মহাশয় লিখিতেছেন যে, ধূমঘাটপুরী নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। কোন্ সময়ে বিক্রমাদিত্যের দেহাবসান ঘটে, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে

পারা যায় না। যশোরের ঘটকগণ বলেন যে, বিক্রমাদিত্য ১৫১৪ শাক হইতে ১৫১৯ পর্য্যন্ত ৫ বৎসর যশোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতে প্রতাপাদিত্যের আপনার ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা না করা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার অনেক পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসময় স্থির করিতে হয়। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতাপাদিত্য খাঁ আজিমের শাসনকালে আপনার প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য খাঁ আজিম তাঁহাকে দমন করিয়া তাঁহার রাজ্যের কয়েকটি পরগণা বর্ত্তমান চাঁচড়া রাজ-বংশের অদিপুরুষ ভবেশ্বররায়কে প্রদান করিয়াছিলেন। খাঁ আজিম ৯৯০ হিজরী বা ১৫৮২ খৃঃ অব্দ হইতে ৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবেদার ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা হইলে তাহার পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসময় স্থির করিতে হয়।

(৫০) ধূমঘাটের পুরীর গৃহপ্রবেশ * * * রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন—প্রতাপাদিত্য বসন্তরায় ও তদ্বংশীয়দিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য যশোরস্থ আপনাদের প্রাচীন পুরী পরিত্যাগ করিয়া ধূমঘাটের পুরী প্রবেশের ও আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বসন্তরায়কে অনুরোধ করেন। বসুমহাশয় তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। বসুমহাশয়ের মতে বিক্রমাদিত্যের পরলোকগমনের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের মধ্যে অন্ততঃ মৌখিক সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল।

(৫১) সম্প্রতি অন্তর হইয়া থাকিলেই ভাল—বসু মহাশয়ের মতে বসন্তরায়ও প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করিয়া নিজেও তাঁহার নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছুক হন। প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। বসন্তরায় তাহা অবগত হইয়া যে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন ইহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

(৫২) ক্রোর টাকা খরচের বরার্দ্ধ হইল—ইহা আনুমানিক মাত্র। সম্ভবতঃ বসুমহাশয় এইরূপ প্রবাদ শ্রুত হইয়া থাকিবেন। ইহার কোন মূল আছে বলিয়া বোধ হয় না।

(৫৩) রাঢ় গৌড়বঙ্গ—গৌড় সম্ভবতঃ বরেন্দ্রভূমি। কারণ গৌড় বরেন্দ্রভূমির মধ্যেই অবস্থিত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি কখনও কখনও কেবল গৌড়নামেই অভিহিত হইত। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।"

কবিকঙ্কন।

এতদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ গৌড়বঙ্গের রাস্তা হইতেও তাহা প্রতিপন্ন হয়।

(৫৪) বৈশাখী পূর্ণিমা—যে দিন প্রতাপাদিত্য রাজ্যে অভিষিক্ত হন সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল। বৈশাখী পূর্ণিমা বঙ্গদেশের একটি পুণ্যতিথি, এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল-উৎসব হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্য সেই পুণ্যময় দিনেই রাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই দিন হইতে তিনি প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজ নামে মুদ্রাদি অঙ্কিত করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে ইহার পর হইতে তিনি যে ক্রমে ক্রমে আপনার ক্ষমতাবিস্তারে প্রয়াসী হন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন্ বৎসরের বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতাপাদিত্য রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। যশোরের ঘটকগণ বলেন যে, ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে বসন্তরায়কে নিহত করিয়া প্রতাপাদিত্য রাজ্যেশ্বর হন।

"যুগযুগ্মেষু চন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতির্মহান্॥"

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে প্রতাপাদিত্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা

আজিম খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার দমন ও জেস্থইট পাদরীগণের বিবরণ হইতে জানা যায়। বিশেষতঃ বসন্তরায়কে হত্যা করার পূর্ব্বেই তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন, তবে বসন্তরায়কে নিহত করিয়া তিনি তাঁহার রাজ্যাংশ করতলগত করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। বসন্তরায়ের হত্যাসম্বন্ধে আমরা পরে উল্লেখ করিতেছি।

(৫৫) ধূমঘাট পঞ্চক্রোশি—বসুমহাশয় এক্ষণে ধূমঘাটকে পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত বলিতেছেন, বাস্তবিক যশোরে ও ধূমঘাট উভয়ে মিলিত হইয়া যে একটি বিস্তৃত নগর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের বিস্তৃতির পরিমাণ এক্ষণে বুঝিবার উপায় নাই। তথাপি ঈশ্বরীপুরের নিকটে বহু দূর লইয়া নানারূপ চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের 'পঞ্চক্রোশি' হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

(৫৬) ঠাকুর তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য—ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, ইঁহারা কাশ্যপগোত্রীয় চট্টোপাধ্যায়। তর্কপঞ্চানন যশোর রাজবংশের গুরু ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীবর উক্ত বংশের পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। কাশ্যপগণ এক্ষণে চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়ার নিকট আঁধারমাণিকে বাস্ করিতেছেন। তর্কপঞ্চানন বসন্তরায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রতাপও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তর্কপঞ্চানন ও বসন্তরায়ের সম্বন্ধে একটি কবিতা এইরূপ প্রচলিত আছে। ইহা কোন পর্য্যটক কবির রচিত বলিয়া প্রকাশ।—

"যশোহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ॥"

(৫৭) বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার কতক আসাম * * * বারোজনের অধিকার—বার ভুঁইয়ার উৎপত্তি বহু দিন হইতে বঙ্গদেশে হইয়াছিল, এবং বার ভুঁইয়ার রাজ্য যে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়

ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। সাধারণতঃ পালবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বারভুঁইয়া প্রথা বদ্ধমূল হয়। প্রতাপাদিত্যের সময় যে বারজন ভুঁইয়া ছিলেন তাঁহাদের রাজ্য আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। ক্রমে আসামেও স্বতন্ত্র বার ভুঁইয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতাপাদিত্যের সময় যে বারজন ভুঁইয়া ছিলেন তন্মধ্যে নয়জন মুসলমান ও তিন জন হিন্দু। মুসলমান নয়জনের মধ্যে কেবল সোনার গাঁ বা কত্রাভূর ইশাখাঁ মসনদ আলির বিষয় অবগত হওয়া যায়, অন্য আটজনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দু তিনজনের মধ্যে শ্রীপুরের কেদার রায়, বাকলার রামচন্দ্র রায় ও যশোর বা সাগর দ্বীপের প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। জেসুইট পাদরীগণ তাঁহাদেরই কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপক্রমণিকায় বার ভুঁইয়ার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫৮) যশোহরেশ্বরী ঠাকুরাণী তিনি অদ্যাপিও আছেন—পূর্ব্বাপর এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে লইয়া গিয়া তাঁহার রাজধানী অম্বরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি তথায় শিলাদেবী নামে প্রসিদ্ধ। শিলাদেবীর পুরোহিতগণ বঙ্গদেশ হইতে অম্বরে গমন করেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশ জয়পুরে আছেন। তাঁহাদের এক বংশ-পত্রী হইতে জানা যায় যে, শিলাদেবী কেদার রায়ের নিকট ছিলেন, মানসিংহ তথা হইতে তাঁহাকে লইয়া যান। বসুমহাশয়ও এস্থলে বলিতেছেন যশোরেশ্বরী অদ্যাপিও আছেন। অবশ্য ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি যশোরেশ্বরী আছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক কি তৎপরে নির্ম্মিতা এ বিষয়ের মীমাংসা করা কঠিন। আমরা (৯৮) টিপ্পনীতে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

(৫৯) কমল খোজা—বসুমহাশয় কেবল প্রতাপাদিত্যের সেনাপতিগণের মধ্যে কমল খোজারই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটক-

কারিকায় কমল খোজার উল্লেখ নাই। কমল খোজার সম্বন্ধে যশোর অঞ্চলেও প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঈশ্বরীপুরের নিকট কমল খোজার গড় নামক স্থানে তাহার বাসভবনের চিহ্ন অদ্যাপি লোকে দেখাইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন কমল খোজা আগরা হইতে প্রতাপাদিত্যের সহিত আগমন করিয়াছিল।

(৬০) সেই কালী দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন—যশোর পীঠস্থান বলিয়া অনেক তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। প্রতাপাদিত্যের সময়েও যে যশোরেশ্বরী বিদ্যমান ছিলেন, দিগ্বিজয়প্রকাশ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ তাঁহার মন্দিরাদি নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রতাপাদিত্য তাহার আবিষ্কার করিয়া পুনরায় তাঁহার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের লিখিত বিবরণ ব্যতীত প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যশোরেশ্বরীর আবিষ্কার সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। যশোরেশ্বরীর পশ্চিমবাহিনী হওয়ার সম্বন্ধে ও তাহার বিস্তৃত বিবরণ (৯৮) টিপ্পনীতে আলোচিত হইবে।

(৬১) স্বর্গে ইন্দ্র পাতালে বাসুকি পৃথিবীতে প্রতাপাদিত্য—ভাটকে প্রতাপাদিত্যের পুরস্কার দেওয়ার প্রবাদটি বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। তবে বসুমহাশয় যে ভাটের উক্তি কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাট যে প্রতাপাদিত্যকে ইন্দ্র ও বাসুকীর সহিত তুলনা করিয়া স্তব করিয়াছিল ইহা সাধারণ প্রবাদ। ভাটের স্তবটি প্রবাদমুখে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে,
প্রতাপাদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে॥"

(৬২) প্রতাপাদিত্যের ডোলার কন্যা হইলেন খাস বেগম—বসুমহাশয় রাজাদিগের ডোলার কন্যার বিষয় যাহা উল্লেখ

করিয়াছেন, ইহা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। আকবর বাদসাহের চতুর নীতিবলে তিনি হিন্দুনৃপতিগণের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া তাঁহাদের বংশ হইতে এক একটি কন্যা গ্রহণ করিয়া মোগল বংশে বিবাহ দিতেন। কিন্তু তাহা সাধারণতঃ রাজপুত বংশ হইতেই গৃহীত হইত। কিন্তু বসুমহাশয় যে চিতোর বা যশোরের রাজকন্যার বিষয় লিখিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। চিতোরের কোন কন্যাই মোগলবংশে পরিগৃহীত হয় নাই। যশোরের কথিত রাজকন্যা সম্বন্ধেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৬৩) একদিবস কল্পতরু হইয়াছিলেন—রাজা প্রতাপাদিত্যের কল্পতরু হওয়ার প্রবাদও চিরপ্রচলিত। যশোরের ঘটকগণ কল্পতরু হওয়ার একটি সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ১৫২৯ শাক বা ১৬০৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হন। "ধর্ম্মযুগেষু চন্দ্রে চ শাকে কল্পতরু র্ভবৎ"। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হয় যে ১৫২৮ শাক বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন হইয়াছিল, সুতরাং ঘটকোক্তি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, বসন্ত রায়ের হত্যার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হইয়াছিলেন, বসুমহাশয় কল্পতরু হওয়ার পরে বসন্ত রায়ের হত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটকোক্তির মূল নাই বলিয়াই বিশ্বাস হয়, কিন্তু বসুমহাশয়ের কথাও কতদূর প্রামাণ্য তাহাও আমরা বলিতে পারি না।

(৬৪) রাজা বসন্ত রায়ও * * * তাহার এগার পুত্র * * * বৃহৎ গোষ্ঠী * * * ছয় আনা হিসা—রাজা বসন্ত রায়ের গোবিন্দ, চন্দ্র, নারায়ণ, জগদানন্দ, রমাকান্ত, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, মধুসূদন, মাণিক ও রাঘব এই একাদশ পুত্র জন্মে। তাহাদের সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"গোবিন্দরায়কশ্চৈব চন্দ্ররায়ো মহাদ্যুতিঃ।
তথা নারায়ণো বীরো জগদানন্দসংজ্ঞকঃ॥
রমাকান্ত স্তথা জ্ঞেয়ঃ পরমানন্দ স্তত্ত্ববিৎ।
শ্রীরামরূপরামৌ চ মধুসূদন এব চ॥
মাণিকো রাঘবশ্চৈব একাদশমিতাঃ স্মৃতাঃ।
বসন্ততনয়া এতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥"

ইঁহাদের সন্তানাদি ও বসন্ত রায়ের দৌহিত্রাদি মিলিত হইয়া তাঁহার এক বৃহৎ পরিবার হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি যশোর রাজ্যের ছয় আনা অংশের অধিকারী হওয়ায় ও সেই অংশই শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার কোনরূপ অভাব উপস্থিত হয় নাই। বসুমহাশয়ের মতে বসন্ত রায়ের ছয় আনা অংশপ্রাপ্তি তাঁহার পরম সুখের কারণ হইয়াছিল।

(৬৫) রাজমহলে সেখানকার নবাব * * * পলাইল ঢাকার কেল্লায় * * * রহিলেন—রাজমহলে রাজা মানসিংহের সময় বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপিত হয়, তথাকার নবাব বলিলে মানসিংহকেই প্রথমে বুঝায়, কিন্তু প্রতাপের সৈন্যের সহিত এই সময়ে মানসিংহের সংঘর্ষণ হওয়া ঐতিহাসিক সত্য নহে। নবাব অর্থে ফৌজদার বা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী বুঝাইলেও তাহার নিকটস্থ গৌড় বা টাঁড়ায় বাঙ্গালার সুবেদারের অবস্থিতি হওয়ায় সহসা তাঁহার পরাজয় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ঢাকায় প্রতাপাদিত্যের পরে রাজধানী স্থাপিত হয়। ঢাকা পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্যের অগ্রসর হওয়ারও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬৬) পাটনা পর্য্যন্ত ইহার করতল হইল, দিল্লীতে কর দেওন এক কালে বন্ধ—প্রতাপাদিত্যের পাটনা অধিকারের

কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সে সময়ে বাঙ্গালার সুবেদারগণ গৌড়, টাঁড়া বা রাজমহলে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা যে প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গের দ্বার সকরীগলি পার হইয়া পাটনা পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে দিয়াছিলেন ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হইলে ইতিহাসে ইহার উল্লেখ থাকিত। তবে প্রতাপাদিত্য যে দিল্লীতে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু এই সময় হইতেই তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না:তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে আজিমখাঁর সুবেদারী সময়ে (১৫৮২—১৫৮৪ খৃঃ অব্দে) তিনি একবার স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা হইলে বসুমহাশয়ের উক্তিকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলা যায় না। বসুমহাশয়ের মতে রাজা বসন্ত রায় জীবিত থাকিতে থাকিতে প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৬৭) **কেদার রায় প্রভৃতি * * * তাহাদের রাজ্য লইল**—বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায় প্রভৃতি ভুঁইয়াদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতাপাদিত্যের সময় যে বারজন ভুঁইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নয়জন মুসল্‌মান ও তিনজন হিন্দু। মুসল্‌মানদিগের মধ্যে কেবল সোনার গাঁ বা কত্রাভুর ইশা খাঁর বিবরণই অবগত হওয়া যায়। তাঁহার সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের কথা কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না, এবং তিনি অন্যান্য সমস্ত ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে সময়ে জেসুইট পাদরীগণ এ দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের সহিত ইশা খাঁর যুদ্ধের কোন কথাই বলেন নাই, বরঞ্চ তাঁহারা ইশা খাঁ মস্‌নদ আলিকেই সকল ভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাহার পর বসুমহাশয় কেদার রায়কে যুদ্ধে পরাজয় করার যে কথা লিখিয়াছেন, তাহারও কোন প্রমাণ

নাই। জেসুইট পাদরীগণের বিবরণ অবলম্বন করিয়া ডুজারিক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, পার্শী প্রভৃতির গ্রন্থে ও মুসল্‌মান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, কেদার রায়ের সহিত আরাকানরাজ ও মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের কোনই কথা নাই, এবং জেসুইট পাদরীগণ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় উভয়কেই তুল্য ক্ষমতাশালী বলিয়াছেন। মানসিংহ ১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে প্রথমে কেদার রায়কে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে সম্যক্‌রূপ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে পুনরাক্রমণে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন, পরে কেদার রায়ের মৃত্যু ঘটে। উপক্রমণিকায় ইহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যে কেদার রায় মৃত্যু পর্য্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে যে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না, অন্ততঃ সে সম্বন্ধে কোনই ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তাহার পর অন্য হিন্দু ভুঁইয়া রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ পরবর্ত্তী টিপ্পনীতে উল্লিখিত হইতেছে।

(৬৮) রামচন্দ্র বাকলাওয়ালা ভুঁইয়া * * * দেশান্তরি হইল—প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। ডুজারিকের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রামচন্দ্র স্বীয় রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন, এবং পাছে তিনি যশোর পর্য্যন্ত ধাবিত হন, এই আশঙ্কায় প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আরাকানরাজের শত্রু পর্টুগীজ বীর কার্ভালোর হত্যা সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে রামচন্দ্র বিবাহার্থে যশোরে সমাগত হইয়াছিলেন, এবং বিবাহের পরও কিছু কাল তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কি প্রকারে প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বসুমহা-

শয়ের গ্রন্থে ও কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় তৎসমস্তের আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬৯) বুঝি রামচন্দ্র প্রস্থান করিল—রামচন্দ্রের পলায়ন সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"এতৎ সর্ব্বং রামচন্দ্রঃ শ্রুত্বা পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোঽভবৎ॥
মল্লকুলোদ্ভবো মল্লোরামনারায়ণঃ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবলসমন্বিতঃ॥
শ্রুত্বা সকলং সংবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।
চতুঃষষ্টির্দণ্ডযুতা নৌরাণীতা মহামতিঃ॥
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতঃ॥
তস্যামরোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকায়ুধং॥
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালীকধ্বনিভির্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শক্রপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ॥"

উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণ আজিও খোস্তাকাটার খাল আছে। উপক্রমণিকা ও মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

(৭০) মুণ্ড ভূমিতলে পতিত হইল * * * হাহাকার শব্দ হইল—প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক রাজা বসন্তরায়ের হত্যা একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেক দিন হইতে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতেই তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, ক্রমে তাহা প্রবল হইয়া উঠে। প্রতাপাদিত্য ক্রমাগত বসন্তরায়কে হত্যা করার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। প্রবাদানুসারে বসন্তরায় চাক-

সিরি * ছাড়িয়া না দেওয়ায় প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে হত্যা করিতেই কৃতসঙ্কল্প হন। বসুমহাশয়ের মতে বসন্তরায় রামচন্দ্রের পলায়নে সহায়তা করাই প্রতাপাদিত্যের বিদ্বেষ তাঁহার প্রতি বর্দ্ধিত আকার ধারণ করে। বসন্তরায়ও পূর্ব্বাপর সাবধানেই ছিলেন। পরিশেষে তাঁহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবস প্রতাপাদিত্য সহসা তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিয়া বসন্তরায়কে হত্যা করেন। বসুমহাশয় বলেন যে, বসন্তরায়ের 'গঙ্গাজল' নামে তরবারি তাঁহার হস্তে থাকিলে প্রতাপাদিত্য সহসা তাঁহার হত্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। বসন্তরায়ের হত্যা প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠু-রতার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। তিনি যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া-ছিলেন, তাহাতে বসন্তরায়কে হত্যা না করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু পাছে, তাঁহার পিতৃব্য বাদসাহের নিকট তাঁহার অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় সম্ভবতঃ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতেই তাঁহার অধঃপতন আরব্ধ হয়। এসম্বন্ধে স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—

"রাজ্য লোভে হয়ে মূঢ় নিদারুণ চিত।
কাটি খুল্লতাত মাথা পাপে হৈল হত॥"

কোন্ সময়ে বসন্তরায়ের হত্যা সম্পাদিত হয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

* পূর্ব্বে আমরা চাকসিরির অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছিলাম। সেই জন্য (৪২) টিপ্পনীতে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। উক্ত আলোচনার পর জানিতে পারি যে, চাকসিরি একটি পরগণা নহে, তবে একটি নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম। খুলনা জেলার বাগের হাটের দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। তাহার প্রকৃত নাম চকশ্রী। ইহাতে বোধ হয় বসন্তরায়ের ছয় আনার অংশের কোন কোন স্থান পূর্ব্বদিকেও ছিল। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

যশোরের ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, ১৫২৪ শকাব্দে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক বসন্তরায় হত হন।

"যুগযুগ্মেষু চন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতির্ম্মহান্॥"

এই উক্তি বসুমহাশয়ের বর্ণনার সহিত অনেক পরিমাণে ঐক্য হয়। কারণ আমরা ডুজারিক প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, রামচন্দ্র রায় ১৬০২ খৃঃ অব্দে স্বীয় রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ তাহার রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তিনি যে সে সময়ে যশোরে বিবাহার্থ আগত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের যশোরে অবস্থানকালে প্রতাপাদিত্য তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিবাহের পর প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কুলাচার্য্য-গণ বিবাহরাত্রিতেই উক্ত ঘটনার কথা নির্দ্দেশ করেন। আমাদের বিবে-চনায় বিবাহরাত্রিতে উহা ঘটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিবাহ-উৎসব কালে রামচন্দ্র কিছুকাল যশোরে ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে প্রতাপা-দিত্যের উক্ত চেষ্টা হইতে পারে। এবিষয়ে আমরা উপক্রমণিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ ১৬০২ খৃঃ অব্দে যে প্রতা-পাদিত্য রামচন্দ্রকে নিহত করার চেষ্টা করেন ইহা নানা প্রকারে প্রমাণী-কৃত হয়। তাহা হইলে বসুমহাশয়ের বর্ণনানুযায়ী ঐ সময়ের পর বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটার সম্ভাবনা, এবং যশোরের ঘটকগণের গ্রন্থেই তাহাই দৃষ্ট হয়। যশোরের ঘটকগণের নির্দ্দিষ্ট কোন অব্দই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। তবে এই ঘটনার সময়ের সহিত বসুমহাশয়ের উক্তির ঐক্য আছে। কিন্তু ১৬০২ খৃঃ অব্দে যে বসন্তরায়ের হত্যা হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না, তাহার অনেক পূর্ব্বে উহা ঘটিবার সম্ভাবনা। আমরা পূর্ব্বে

নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বসন্তরায়ের ছয় আনা অংশে পড়িয়াছিল। কিন্তু যে সময়ে জেসুইট পাদরীরা এদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময় সে সমস্ত স্থানও প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা ১৫৯৮-৯৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে আসেন ও ১৬০৩ পর্য্যন্ত এদেশে অবস্থিতি করেন। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভ্রমণ করিতে ১৫ বা ২০ দিন লাগিত বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং চ্যাণ্ডিকান বা সাগর দ্বীপ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া তাঁহাদের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সাগর দ্বীপ বসন্তরায়ের রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলে পাদরীগণের আগমনের পূর্ব্বে যে বসন্তরায়ের রাজ্য প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহার পূর্ব্বেই বসন্তরায়ের হত্যা ঘটার সম্ভাবনা। আবার আমরা দেখিতে পাই যে, কচুরায়ের আবেদনে বাদসাহ জাহাঙ্গীর মানসিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কচুরায় বা রাঘবরায় প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে সময়ে অর্থাৎ ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। অন্ততঃ তাঁহার বয়ঃক্রম সে সময়ে ২০ বৎসর হইলে তদনুসারে বসন্তরায়ের হত্যার সময় নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলে ১৬০২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তাহা স্থির হয়। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, রাঘব বা কচুরায় বসন্তরায়ের হত্যার সময় অত্যন্ত শিশু ছিলেন, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স কালে তিনি বাদসাহের নিকট প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা নিবেদন করেন। কিন্তু যে সময়ে কচুরায় বাদসাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন, সে সময় তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের অনেক অধিক ছিল, কারণ তাহারই অব্যবহিত পরেই তিনি মানসিংহের সহিত যশোরে উপস্থিত হইয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় বসন্ত রায়ের হত্যার সময় তাঁহার

বয়স দ্বাদশ বৎসর হওয়াই সম্ভব, এবং ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ২০ বৎসর হইলে ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের পরে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটা সম্ভব হয় না ইশা খাঁ কর্ত্তৃক বসন্ত রায়ের পুত্রদিগের সাহায্য হওয়ার কথা প্রকৃত হইলে ১৫৯৯ বা ১৬০০ খৃঃ অব্দের পরে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটে না। (৭৪) টিপ্পনী দেখ। আবার ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে বসন্ত রায় বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, রালফ ফিচ সেই সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া অন্যান্য ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ প্রতাপাদিত্যের কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি হিজলী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, অথচ, চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপে আসেন নাই। সম্ভবতঃ তখন চ্যাণ্ডিকান প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই, এবং প্রতাপাদিত্যও প্রবল হইতে পারেন নাই। নিরীহপ্রকৃতি বসন্ত রায় স্বীয় অধিকারে সম্ভবতঃ তখন বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্যের কথা দেশ বিদেশে বিস্তৃত হয় নাই। সেইজন্য তাহা ফিচের কর্ণ-গোচর হয় নাই। ঐ সমস্ত রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত প্রতাপাদিত্যের অধিকারে থাকিলে নিশ্চয়ই ফিচ তাহা অবগত হইতেন, এই জন্য অনুমান হয় যে, ১৫৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটিয়া থাকিবে। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

গোবিন্দ রায়ের মস্তক কাটিল—বসুমহাশয়ের মতে বসন্ত রায়ের হত্যার পর গোবিন্দ রায় প্রতাপাদিত্যকে বাধা প্রদান করায় প্রতা-পাদিত্য তাঁহাকে নিহত করেন। কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের হত্যার পূর্ব্বে গোবিন্দ রায়ের শর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বসুমহাশয়ের গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয় না। বসন্ত রায়ের হত্যার পর উহা ঘটিয়াছিল বলিয়া বসুমহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দ রায়ের হত্যার সম্বন্ধে কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা।"

(৭২) রাঘব রায় প্রভৃতি সপ্তপুত্র বক্রি * * * শক্ত কয়েদ রাখিয়া—বসুমহাশয়ের উক্তি হইতে বোধ হয়, বসন্তরায়ের চারি পুত্র প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন। কারণ বসন্ত রায়ের একাদশ পুত্রেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়, বসুমহাশয়ও সে কথা বলিয়াছেন। বসুমহাশয় যেমন প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক গোবিন্দ রায়ের হত্যার কথা বলিয়াছেন, অপর তিন জনেও তাঁহা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন কি তৎপূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে তাহা বুঝা যায় না। কুলচার্য্যগণ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক গোবিন্দ ও চন্দ্র এই উভয়ের হত্যার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু চাঁদ রায়ের বংশধরগণ বলিয়া থাকেন যে, চাঁদ রায় প্রতাপাদিত্যের পরেও জীবিত ছিলেন।

(৭৩) রূপবসু নামে—রূপ বসু রাজা বসন্ত রায়ের ভ্রাতা বাসুদেব রায়ের জামাতা। সাধারণতঃ তিনি বসন্ত রায়ের জামাতা বলিয়াই পরিচিত। তাঁহারই চেষ্টায় বসন্ত রায়ের পুত্রগণ প্রতাপাদিত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনিই প্রথমে ইশা খাঁর দ্বারা তাহাদের উদ্ধার করাইয়া পরে রাঘব রায়কে সঙ্গে লইয়া বাদসাহ-দরবারে গমন করেন।

(৭৪) দক্ষিণ দেশীয় রাজা ইছা খাঁ মছন্দরী—ইছা খ মছন্দরীকে লইয়া নানারূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃ প্রস্তাবে ইছা খাঁ মছন্দরী বা মসনদ আলি বলিলে প্রথমতঃ সোণার গ কত্রাভূর প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া ইশা খাঁকেই বুঝায়। কারণ, তিনিই তৎকাে সমস্ত ভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং বসন্ত রায়ের সন্তানদিগের তাঁহার সাহায্য লওয়া সম্ভব। ইহাই মনে করিয়া কেহ কেহ বসুমহাশয়ের লিখি ইছা খাঁকে সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁ মসনদ আলি স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বসু মহাশয় তাঁহাকে দক্ষিণদেশীয় রাজা বলিয়াছেন ও তাঁহার সহিত বস

রায়ের অপরিসীম বন্ধুত্ব বা পাগড়ী বদলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তিনি একস্থলে তাঁহাকে হিজলীর অধিপতি বলিয়াছেন। বসুমহাশয় যে ঈশা খাঁর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি হিজলীর মসনদ আলি বংশীয় নহেন। কারণ হিজলীর মসনদ আলি বংশে ঈশা খাঁ নামে কেহই ছিলেন না। কিন্তু বসুমহাশয়ের কথিত ঈশা খাঁ উড়িষ্যার জমীদার বা অধিপতি ছিলেন। ব্লকম্যান্ সাহেব এক স্থলে উড়িষ্যার জমীদার ঈশা খাঁর কথা বলিয়াছেন। "Todar Mall and Cadiq Khan followed Macum i Kabuli to Behar. Macum made a fruitless attempt to defeat Cadiq Khan in a sudden night attack, but was obliged to retreat, finding a ready asylum with Isa Khan, Zamindar of Orisa." (Ain-i-Akbari P. 352.) এই ঘটনা ১৫৮১ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল। আমরা জানিতে পারি যে, দাউদের পতনের পর কতলু খাঁ উড়িষ্যা অধিকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, মোগল সুবেদারগণ তাঁহাকে কোন রূপে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর পাঠানেরা মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাহা হইলে কতলু খাঁর আধিপত্যকালে ঈশা খাঁ উড়িষ্যার জমীদার হইলে কতলু খাঁর সহিত তাঁহার নিকট সম্বন্ধ থাকাই সম্ভব। আমরা জানিতে পারি তাঁহারা উভয়েই লোহানি বংশসম্ভূত ছিলেন, এবং কতলুর মৃত্যুর পর ঈশা খাঁ আফগানদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া উড়িষ্যার অধিপতি হন। ব্লকম্যান্ সাহেব অন্যত্র তাহাও বলিয়াছেন, "Khwajah Usman, according to the *Mokhzani Afgani,* was the second son of Miyan Isa Khan Lohani who after the death of Qutlu Khan was the leader of the Afghans in Orisa and Southern Bengal." (Ain-i-Akbari P. 520) ষ্টুয়ার্ট

সাহেবও বলিতেছেন,—"Fortunately for the royal cause Cuttulu Khan, who had been for sometime much indisposed died a few days after this event ; and as his children were not arrived of the age of manhood, the Afghan chiefs released the son of the Raja, and through him, sued for peace. As the rainy season was not yet terminated, and the Raja, found himself unable to undertake any active measures, he readily listened to their proposals ; in consequence of which the sons of Cuttulu Khan, attended by Khuaji Issa, their minister, visited the Raja and presented him with one hundred and fifty elephants , and many other costly articles." (Stewart) খাজা ইশার্খাঁ লোহানি তোড়রমল্লের সময় উড়িষ্যার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না পাইলেও তিনি যে কতলুখাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে কতলুখাঁর মৃত্যুর পর হইতে ইশা খাঁ উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বাঙ্গলার অধিপতি ও আফগানগণের নেতা হন। আমরা দেখিতে পাই যে, কতলুখাঁর সহিত বিক্রমাদিত্যের অত্যন্ত প্রণয় ছিল; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় খাজা ইশার সহিত যে বসন্ত রায়ের পাগড়ী বদল হইবে ইহাই সম্ভব মনে হয়। সে সময়ে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বাঙ্গলা আফগানগণের অধীনস্থ হওয়ায় যদি তাঁহাকে হিজলীর অধীশ্বর বলা যায় তাহাতে আপত্তি ঘটে না। কিন্তু তিনি হিজলী অপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন, এবং হিজলীর মসনদ আলি বংশসম্ভূত ছিলেন না। (৭৮) টিপ্পনী দেখ। বসুমহাশয় খাজা ইশা লোহানির পরিবর্তে, তাঁহাকে ইশা খাঁ মছন্দরী বলায় সহসা তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ইশা খাঁ মসনদ আলি বলিয়াই বুঝায়। কিন্তু তাঁহার ইশা খাঁ যে

উড়িষ্যার খাজা ইশা তাহাতে সন্দেহ নাই। বসুমহাশয়ের ইছা খাঁ উড়িষ্যার খাজা ইশা লোহানি বা লোণার গাঁয়ের ইশা খাঁ মসনদ আলি হইলেও ১৬০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া স্থির হয়। কারণ ইশা খাঁ লোহানি কতলু খাঁর মৃত্যুর পর ১৫৯৯ বা ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র (ষ্টুয়াটের মতে কতলুর পুত্র) ওসমান আফগানদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং ইশা খাঁর প্রভুত্বকালে যে বসন্ত রায়ের সন্তানেরা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইশা খাঁ মসনদ আলি হইলেও ১৬০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। সুতরাং তৎপূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটা সম্ভব।

(৭৫) সেনাপতি বলবন্ত খোজাকে—বসুমহাশয় বলবন্তকে যেরূপ সাহসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইশাখাঁর একজন প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৭৬) বালকের দিগকে পাঠাইতে স্বীকার করিল—বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের পুত্রদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ইশাখাঁর প্রেরিত বলবন্তখোজা গিয়া প্রতাপাদিত্যকে ভয় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করেন। কিন্তু প্রবাদানুসারে কচুরায় রাণী কর্ত্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়া পরে কোনরূপে পলায়ন করেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কুলাচার্য্যগণও তাহাই বলেন—

বসন্তরায়তনয়ঃ রাঘবঃ শৈশবঃ স্মৃতঃ।
অসৌ কচ্চীবনপ্রান্তে রাজপত্ন্যা সুরক্ষিতঃ।
কচুরায় স্ততঃখ্যাতো বিধিনা জীবিতঃ কিল।"

ভারতচন্দ্রও বলিয়াছেন,—

"তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল।"

আবার রেবতী নাম্নী ধাত্রী কর্ত্তৃকও রাঘবের রক্ষার কথাও প্রচলিত আছে। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে ধাত্রীকর্ত্তৃক কচুরায়ের রক্ষার কথা আছে। "তদ্বংশে তন্নিহতপিত্রাদিস্বজনঃ একঃশিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চীবনে রক্ষিতঃ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়ন্তি।" সম্ভবতঃ রাঘবরায় বসন্তরায়ের হত্যার সময়ে ঐ রূপে কচুবনে পলায়িত হইয়া জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহারা ইশাখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে বাদসাহের দরবারে উপস্থিত হন।

(৭৭) সাত পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় * * * দিল্লী যাইয়া--বসুমহাশয় রাঘব রায়কে বসন্তরায়ের সন্তানদিগের পঞ্চম বলিতে চাহেন। কিন্তু কুলাচার্য্যদিগের বর্ণনায় তাঁহাকে সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (৬৪) টিপ্পনী দেখ। বসন্তরায়ের হত্যার সময় রাঘবরায় যেরূপ শিশু ছিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ হওয়াই সম্ভব। তিনি যে আগরায় গিয়া বাদসাহকে প্রতাপাদিত্যের বিষয় অবগত করাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বাপর প্রচলিত। কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন,—

"বর্ষদ্বাদশমাপন্ন স্তীব্রধীলক্ষণান্বিতঃ।
উপগম্যাতিদুঃখেন দিল্লীশ্বরসমীপতঃ।
নৃপালচেষ্টিতং সর্ব্বং জ্ঞাপয়ামাস বিস্তরাৎ॥"

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে—"কচুরায়েণাপি ইন্দ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্যং গোচরীকৃতং।" ক্ষিতীশ বংশাবলীর মতে বাদসাহ তৎপূর্ব্বে তাঁহার বঙ্গদেশস্থ কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে প্রতাপাদিত্যের দৌর্জন্যের কথা অবগত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল।"

(৭৮) হিজলীর উপরে চড়াই করিল * * * তাহাকে করতল করিল—বসুমহাশয় ইশাখাঁকে মছন্দরী উপাধিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে হিজলীর অধিপতি করিতেছেন, এবং বসন্তরায়ের পুত্রদিগকে প্রতাপের নিকট হইতে কৌশলে লইয়া যাওয়ায় প্রতাপ হিজলী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি যে, হিজলীর মসনদ আলি বংশে ইশাখাঁ নামে কেহই ছিলেন না। হোসেন-খাঁর রাজত্বকালে তাঁজখাঁ মসনদ আলি ও তাঁহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ান হিজলী অধিকার করেন। বাদসাহী সেনাদের সহিত যুদ্ধে তাঁজখাঁ পরাজিত পরে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র বাহাদুরখাঁ আক্রমণকারীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া হিজলীর অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি জাইলখাঁ তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বাহাদুরকে বন্দী করাইয়া কিছুকাল হিজলী অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর বাহাদুর পুনর্ব্বার হিজলীর অধিপতি হন ও ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর অধিকার ভোগ করেন। তাহার পর তাঁহার হিন্দুকর্ম্মচারিদ্বয় দেওয়ান ও সরকার হিজলীকে জালামুঠা ও মাজনামুঠা নামে বিভক্ত করিয়া তাহার অধিকার লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিজলীর মসনদ আলি বংশে ইশাখাঁ নামে কেহই ছিলেন না। তবে কতলুর আত্মীয় খাজা ইশাখাঁ উড়িষ্যার জমিদারী লাভ করিলে যদি তাঁহাকে হিজলীর ইশাখাঁ বলা হয়, তাহা হইলে বিশেষ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইশাখাঁ বসন্তরায়ের সন্তান-দিগকে আশ্রয় দিলে প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে নিহত করিয়া হিজলী অধিকার করেন, বসুমহাশয় এরূপ বলিতে চাহেন। কিন্তু খাজা ইশা তৎকালে পাঠানদিগের সর্দ্দার হওয়ায় প্রতাপাদিত্য যে সহসা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রম-শালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইশাখাঁর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হওয়া

অসম্ভব নহে। কিন্তু সেই সময়ে সুচতুর মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারী আসনে উপবিষ্ট থাকিতে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হিজলী বা উড়িষ্যা বিজিত হইলে, তিনি যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ অসীমক্ষমতাশালী প্রতাপের ক্ষমতাসঙ্কোচের প্রয়াস পাইতেন। এই জন্য প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক ইশাখাঁর পরাজয়ের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়।

(৭৯) **বাঙ্গালা ও বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার**—বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর হইতে যে প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া উঠেন ইহাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। যশোরের ঘটকগণ বলেন।—

"যুগযুগ্মেষু চন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতির্ম্মহান্॥"

কিন্তু তিনি বাঙ্গলার সমস্ত ও বিহার পর্য্যন্ত যে অধিকার করিয়াছিলেন ইহার কোনই ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

(৮০) **প্রতাপাদিত্য একছত্রী রাজা দিল্লীতে কর দেয় না**—আমাদের বিবেচনায় প্রতাপাদিত্য ১৬০৪ খৃঃ অব্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া আগরায় গমন করেন, এবং বিহারের শাসনকর্ত্তা মির্জা জাফরবেগ আসফখাঁর প্রতি বাঙ্গলা শাসনেরও ভার অর্পিত হয়। তিনি বিহারে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া, প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা অবলম্বনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এসম্বন্ধে উপক্রমণিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৮১) **পাটনা অবধি * * * মুরচাবন্দি করিয়া আছে**—এখানেও বসুমহাশয় প্রতাপাদিত্যের পাটনা পর্য্যন্ত অধিকারের কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে পাটনায় মোগল সুবেদার বিদ্যমান থাকায় তাঁহার পাটনা অধিকার সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

(৮২) **দুই স্তন কাটিয়া ফেলিল**—বসুমহাশয়ের মতে রাজ-অন্তঃপুরের কোন দাসীর অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করার জন্য (সম্ভবতঃ তাহার চরিত্র দুষ্ট হওয়ায়) প্রতাপাদিত্য তাহার স্তনদ্বয় কর্ত্তন করার আদেশ দেন। কিন্তু এসম্বন্ধে অন্যান্য প্রবাদও প্রচলিত আছে। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন দরিদ্রা বৃদ্ধা ভিক্ষার জন্য রাজার নিকট উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার ভিক্ষা প্রার্থনা করায় দ্যূতক্রীড়াসক্ত রাজা তাহার কর্কশ রবে বিরক্ত হইয়া ঘাতকের প্রতি তাহার স্তনকর্ত্তনের আদেশ দেন, ঘাতক তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ পালন করিয়াছিল।

"ভিক্ষার্থমগমত্তত্র বৃদ্ধিকা চিরদুঃখিতা।
প্রার্থয়ামাস সা ভোজ্যং বাক্যৈরুচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ॥
তস্যা ঘোরধ্বনিং শ্রুত্বা ক্রীড়ামত্তো নরাধিপঃ।
অনুজ্ঞাং ঘাতিনে প্রাদাৎ ছেদয়াস্যাঃ স্তনদ্বয়ম্॥
ধৃত্বা ঘাতী ততো বৃদ্ধাং শ্মশানমানয়ৎ দ্রুতম্।
অচ্ছিদৎ দুর্ম্মতিস্তস্যাঃ স্তনৌ খড়্গেন তৎক্ষণাৎ॥"

আবার এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, কোন মেথরাণী রাজার সম্মুখে দরবারগৃহ পরিষ্কারকরায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দেন।

Smyth সাহেব তাঁহার চব্বিশ পরগণার বিবরণে ঐ প্রকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—"When he was dispensing his so-called justice, by ordering a sweeper-woman's head to be cut off, for sweeping the Court of the Palace in his presence." (R. Smyth's Report of the 24 Pergs.) ফলতঃ

প্রতাপাদিত্যের আদেশে যে একজন স্ত্রীলোক নির্য্যাতিত হইয়াছিল, এই প্রবাদ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে একটি উদ্ভট কবিতাও আছে।

(৮৩) **রাজার শরীরে কুষ্ঠ ব্যাধি হইল**—বসুমহাশয় ব্যতীত আর কেহ প্রতাপাদিত্যের কুষ্ঠ ব্যাধির কথা উল্লেখ করেন নাই। বসুমহাশয়ের সময় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। প্রতাপাদিত্যের উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া ইহা তিনি নিজে গঠিত করিয়া লইয়াছেন, কি প্রবাদাবলম্বনে লিখিয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

(৮৪) **পরিচিত হইলেন ওজিরজাদার কাছে**—যে সময়ে রাঘব রায় বা কচুরায় আগরায় গমন করেন, সে সময়ে খানি আজম মির্জা আজিজ খাঁ বাদসাহের উজীর ছিলেন। রাঘব আকবর জীবিত থাকিতে আগরায় গিয়াছিলেন কি জাহাঙ্গীর সিংহাসনে উপবেশন করিলে তৎপরেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। যদিও তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তথাপি বসুমহাশয়ের বর্ণনানুসারে তিনি তাহার কিছু পূর্ব্বেই আগরা গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা জানিতে পারি যে, জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের অত্যল্প কাল পরেই অর্থাৎ ১৬০৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে মানসিংহ পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় আগমন করেন ও আট মাস তথায় অবস্থিতি করেন। তাহার মধ্যে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। আকবরের মৃত্যুর সময় খানি আজম উজীর ছিলেন। যদিও তিনি স্বীয় জামাতা ও জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করায় জাহাঙ্গীর তাঁহার উপর বিরক্ত হন, তথাপি তিনি তাঁহাকে ও মানসিংহকে ক্ষমা করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদ প্রদান

করিয়াছিলেন। মানসিংহ বাঙ্গালায় এবং আজিম পরে মালবের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। "Chan Azim the discontented visier, and the Raja Man Singh, were so formidable in the empire, that Jehangire thought it most prudent to accept of the offered allegiance of both, and to confirm them in their respective honours and governments, without animadversion upon their late conduct. Man Singh was dispatched to his subaship of Bengal; Chan Azim to that of Malava." (Dow's History of Hindostan Vol. II P. 5.) আজিমের ক্ষমা সম্বন্ধে ব্রকম্যান সাহেব এইরূপ বলিতেছেন,—"At Akbar's death, Man Singh and M. Aziz were anxious to proclaim Khasrou successor; but the attempt failed, as Shaikh Farid-i-Bukhari and others had proclaimed Jahangir before Akbar had closed his eyes. Man Singh left the Fort of Agrah with Khasrou, in order to go to Bengal. Aziz wished to accompany him, sent his whole family to the Rajah, and superientended the burial of the deceased monarch. He countenanced Khasrou's rebellion, and escaped capital punishment through the intercession of several courtiers, and of Salimah Sultan Begum and other princessess of Akbar's Harem." (Ain-i-Akbari P. 327.) সুতরাং যে সময়ে রাঘব রায় আগরাতে ছিলেন, সে সময়ে খানি আজম মির্জা আজিজই উজীর ছিলেন দেখা যাইতেছে। কিন্তু বসু মহাশয় ইসলাম

খাঁ চিস্তিকে উজীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইসলাম খাঁ চিস্তি উজীর ছিলেন কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ এ সময়ে যে ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। (৯৪) টিপ্পনীতে তাহা আলোচিত হইবে। ইসলাম খাঁ উজীর হইলে তাঁহার পুত্র হোসাঙ্গের সহিত রাঘব রায়ের বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম খাঁ উজীর না থাকায়, আজমখাঁর পুত্রের সহিতই তাঁহার পরিচয় হওয়া সম্ভাবনা। কিন্তু আজমখাঁর মির্জা সামশি, মির্জা সাহমান, মির্জা খরম, মির্জা আবদুল্লা, মির্জা আনোয়ার, আবদুল লতিফ, মর্ত্তাজা, আবদুল গফুর নামে আট পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহার সহিত রাঘব রায়ের পরিচয় হইয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন। রাঘব রায় বা কচুরায় যে পারস্য ভাষাদি পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা ক্ষিতীশবংশাবলীতেও উল্লিখিত হইয়াছে। "কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে।"

(৮৫) আবরাম খাঁ বাহাদুর—আইন আকবরীর মনসবদারদিগের তালিকায় আবরাম খাঁ নামে কোন সেনাপতির উল্লেখ নাই। তবে অনেকগুলি ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন। ইব্রাহিমের স্থানে আবরাম লিখিত হইতেও পারে। বসু মহাশয় আবরাম বা ইব্রাহিম খাঁকে পঞ্চ হাজারী মনসবদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চহাজারী মনসবদারের মধ্যে যে ইব্রাহিমের উল্লেখ হয়, তাঁহার নাম মির্জা ইব্রাহিম। মির্জা ইব্রাহিম আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে বাল্‌খের যুদ্ধে নিহত হন। তিনি কখনও আকবরের দরবারে উপস্থিত হন নাই, কেবল তাঁহার প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশের জন্য মনসবদারদিগের তালিকায় তাঁহার নাম লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং বসুমহাশয়ের লিখিত আবরাম বা ইব্রাহিম কদাচ মির্জা ইব্রাহিম হইতে পারেন না। মির্জা ইব্রাহিম ব্যতীত আকবরের সময় আড়াই হাজারী মনসবদার ইব্রাহিম খাঁ শৈবানি, দোহাজারী মনসবদার সেখ ইব্রাহিম,

তিনশতী মনসবদার ইব্রাহিম কুলি খাঁ ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইতিমাদ্দৌলার পুত্র ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে শেখ ইব্রাহিম ও ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের সহিতই বাঙ্গালার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গ ১৬১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় আগমন করায় প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের অনেক পরে তাঁহার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কাজেই শেখ ইব্রাহিম ব্যতীত আমরা আর কাহাকেও প্রতাপাদিত্যের সময় বাঙ্গালার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। শেখ ইব্রাহিম ফতেপুর শিক্রির সুপ্রসিদ্ধ শেখ সেলিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মির্জা আজিজ বা খানি আজমের ও ওয়াজির খাঁর সময় বিহার, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় পাঠানদিগের বিশেষতঃ কতলু খাঁর বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ৯৯৯ হিজিরী বা ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শেখ ইব্রাহিম সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব এইরূপ বলিতেছেন,—

"Shaikh Ibrahim lived at first at Court, chiefly in the service of the princes. In the 22nd year, he was made Governor of Fathpur Sikri. In the 28th year, he served with distinction under M. Aziz Kokah in Bihar and Bengal, and was with Vazir Khan in his expedition against Qutlu of Orisa. When Akbar, in the 30th year went to Kabul he was made Governor of Agrah, which post he seems to have held till his death in 999 (36th year)." (Ain-i-Akbari P. 403). উপরোক্ত বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সেখ ইব্রাহিম আকবরের রাজত্বের ২৮ তম বৎসর হইতে ৩০তম বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৫৮২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত

হইয়াছে যে, প্রতাপাদিত্য আজিম খাঁর রাজত্ব সময়ে সর্ব্ব প্রথমে স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও আজিম খাঁর সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের কথা আছে। যদিও তাঁহারা ভ্রমক্রমে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক আজিম খাঁর নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বসুমহাশয়ের উক্তি প্রকৃত হইলে আমরা এই স্থির করিতে পারি যে, আজিম খাঁ ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে ইব্রাহিম খাঁকে প্রথমতঃ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ ইব্রাহিম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। কারণ, কুলাচার্য্যদিগের উক্তি অনুসারে ও চাঁচড়ার রাজবংশের প্রামাণ্য কাগজপত্রানুসারে আজিম খাঁ স্বয়ংও প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাহা হইলে এইরূপ অনুমান হয় যে, ইব্রাহিম খাঁ সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, আজিম খাঁ স্বয়ং প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে দমন করিয়াছিলেন। উপক্রমণিকায় এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বসুমহাশয়ের লিখিত আবরাম খাঁ সেখ ইব্রাহিম হইলে তিনি জাহাঙ্গীরের সময়ে কদাচ প্রেরিত হন নাই।

(৮৬) রাজমহালের সেনা—প্রতাপের বিরুদ্ধে সেখ ইব্রাহিমের যুদ্ধ যাত্রা করা স্থির হইলে, প্রতাপের সেনার রাজমহালে উপস্থিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাহার নিকটে টাঁড়ায় তখন বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপিত ছিল। সে সময়ে রাজমহলের নামকরণ হয় নাই, তাহার নাম আগমহল ছিল, মানসিংহ তাহাকে রাজমহল আখ্যা প্রদান করেন। সেখ ইব্রাহিম না হইয়া জাহাঙ্গীরের প্রেরিত কোন সেনাপতি হইলে সে সময়ে বাঙ্গালার রাজধানীতে কোন শাসনকর্ত্তা না থাকায় ও বিহারের শাসনকর্ত্তার প্রতি বাঙ্গালার শাসনভার প্রদত্ত হওয়ায় প্রতাপের কতক সেনা বা লোক রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেও পারে।

কিন্তু তাহার বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বসুমহাশয় সেখ ইব্রাহিমকেই আবরাম খাঁ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে তাঁহার আকবরের সময়ে আসাই স্থির হয়। সে সময়ে রাজমহল পর্য্যন্ত প্রতাপেব লোকজনের অগ্রসর হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

(৮৭) মৌতলার গড়—কালীগঞ্জ হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও ঈশ্বরীপুর হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম পরমানন্দকাটির নিকট মৌতলা অবস্থিত। এখানে প্রতাপাদিত্যের দুর্গ বা গড় ছিল এক্ষণে তথায় কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ আছে। সম্ভবতঃ মৌতলায় প্রথমতঃ যশোহরের ফৌজদারের আবাসস্থান হইয়াছিল। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে মাতলাকে মৌতলা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে।

(৮৮) আবরামকে নিপাত করিল—আবরাম সেখ ইব্রাহিম হইলে তিনি যে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন নাই, তাহা (৮৫) টিপ্পনী দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। কারণ তিনি বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আগরার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপাদিত্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, পরে আজিম খাঁ গিয়া প্রতাপকে পরাস্ত করেন।

(৮৯) এক আমির হপ্ত হাজারি মনসবে—বসু মহাশয় ইব্রাহিম খাঁর পরে একজন হপ্ত হাজারী মনসবদারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাদসাহবংশীয়গণ ব্যতীত আর কেহ হপ্ত হাজারী মনসবদার হইতে পারিতেন না। আইন আকবরীতে কেবল সাজাদা দানিয়ালেরই হপ্ত হাজারী মনসবদারীর কথা লিখিত আছে। ১৬০১ খৃঃ অব্দে আফগানসর্দ্দার ওসমানকে যুদ্ধে পরাজয়ের পর মানসিংহ প্রথমেই হপ্ত হাজারী মনসবদারীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। "After this victry

the Raja paid a visit to the emperor, and was promoted to the command of 7000 horse ; a dignity which before that time, had not been conferred on any subject." (Stewart) মানসিংহের পর আকবরের জামাতা সারুখ ও মির্জা আজিজ হপ্ত হাজারীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। "After this victory, which obliged Usman to retreat to Orisa, M. S. paid a visit to the Emperor who promoted him to a (full) command of seven thousand. Hitherto Five thousand had been the limit of promotion. It is noticable that Akbar in raising M. S. to a command of seven thousand, placed a Hindu above every Muhammadan officer, though, soon after, M. Shahrukh and M. Aziz Kokah were raised to the same dignity." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 341). এই তিন জন ব্যতীত আর কোন হপ্ত হাজারী মনসবদারের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, এবং কেহ সহসা উক্ত সম্মান লাভ করিতে পারিত না। অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তির হপ্ত হাজারী মনসবদার হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং বসুমহাশয়ের লিখিত উক্ত আমীর সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

(৯০) **ক্রমে ক্রমে বাইশ জন আমির * * * কবর দেয়াইল যশোহরে**—এই বাইশ আমীরের আগমনের কথা বরাবর প্রচলিত আছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টং সেনাধিপাজিম স্তথা।
দিল্লীশো দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ॥

বঙ্গাধিপবধার্থায় প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ।
দ্বাবিংশতিতমখানান্ প্রেষয়ামাস সত্বরং ॥"

কুলাচার্য্যগণের উক্তি-অনুসারে তাঁহারা সকলেই প্রতাপাদিত্যের সৈন্যের হস্তে নিহত হন।

"সূর্য্যকান্তো যযুঃ শীঘ্রং চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
জঘান প্রহরার্দ্ধেন সর্ব্বানেব যুদ্ধোত্তমঃ ॥"

বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, বাইশ জন আমীর ক্রমে ক্রমে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কুলাচার্য্যগণের উক্তি-অনুসারে বুঝায় যে, তাঁহারা একসঙ্গেই আসিয়াছিলেন। বসুমহাশয়ের ও কুলাচার্য্যদিগের বর্ণনানুসারে বাইশ জন আমীর মানসিংহের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ইহারা মানসিংহের সহিতই যশোরে উপস্থিত হন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে এই রূপ লিখিত আছে। "অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ।" ভারতচন্দ্রও লিখিতেছেন,—

"বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গলা আইল।"

কচুরায় জাহাঙ্গীরকে প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জানাইলে মানসিংহই তৎপ্রতিকারে প্রেরিত হন, তাহার পূর্ব্বে আর কোন সেনাপতি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রেরিত হন নাই। সুতরাং উক্ত বাইশ ওমরার মানসিংহের সহিত আগমন করাই সম্ভব। ইহাদের সকলে না হইলেও অনেকে যে প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, এবং যশোরে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, ইহাও পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। আজিও ঈশ্বরীপুর বা যশোরের লোক তাঁহাদের সমাধি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। "Tombs—The tradition about these tombs is as follows.—

Raja Pratapaditya of Jessore having declared himself independent of the authorities of the Emperor of Delhi, the Emperor Jahangir successively sent 12 Omrahs with large armies to subdue him, but Pratapaditya defeated them all in battle. Afterwards when Rajah Man Singh, the Hindu General of the Emperor, defeated Pratapaditya and took him prisoner, he erected these three tombs in memory of the 12 deceased Amirs." (Ancient Monuments in Bengal) উপরোক্ত বর্ণনায় ২২ জন আমীর স্থলে ১২ জনের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। বাইশ জনের মধ্যে ১২ জন হত হইয়াছিলেন কি না বুঝা যায় না। আবার ঈশ্বরীপুরের আর এক স্থলে বার ওমরার গোর বলিয়া একটি সমাধি স্থান আছে, তাহা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতিদিগের সমাধি বলিয়া কথিত। "Tombs—The Bara Omra Gor, or the tomb of 12 sepoys. After the Raja of Sagur was dethroned, these 12 sepoys who were his fovourite servants, fought among themselves and were killed; their dead bodies were afterwards collected by the Raja and buried in this tomb." (Ancient Monuments in Bengal) প্রতাপাদিত্যের সেনানীদিগের প্রায় সমস্তই হিন্দু ছিলেন, এবং তিনি মানসিংহ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া আগরাযাত্রাকালে পথিমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করায় তাঁহা কর্ত্তৃক তাঁহার সেনানীদিগের সমহিত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং উক্ত বার ওমরার গোর বাদসাহপক্ষীয় সেনানীদিগেরই হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে এই দুই সমাধি স্থানে উক্ত বাইশ ওমরা সমাহিত হইতে পারেন। তাঁহারা সকলে মৃত না হইলেও যাঁহারা হত হইয়াছিলেন,-

তাহাদিগকেই উক্ত দুই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল বোধ হয়। কেহ কেহ প্রথমোক্ত সমাধিস্থানকে অন্য প্রকার ভগ্নাবশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

(৯১) রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আইলেন—ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হয় যে, মানসিংহ যখন দ্বিতীয় বার বাঙ্গালায় আগমন করেন, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমেই ১৬০৫ খৃঃ অব্দে তিনি পুনর্ব্বার বাঙ্গালার সুবেদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় ৮ মাস অবস্থিতি করিয়া ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আগরা গমন করেন। মানসিংহ ১৬০৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া আগরা গমন করিয়াছিলেন। তথায় আকবরের মৃত্যুসময়ে তিনি ও আজিম খাঁ জাহাঙ্গীরের পরিবর্ত্তে তৎপুত্র খসরুকে সিংহাসনপ্রদানের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু আকবর জাহাঙ্গীরকেই আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খসরু, মানসিংহ ও আজিম খাঁকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। মানসিংহ তাঁহার আদেশে বাঙ্গালায় প্রেরিত হন। পরে তিনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা হইতে আহ্বান করিয়া পাঠান। "When I ascended the throne in the first year of my reign, I recalled Man Singh, who had long been Governor of the Country (Bengal), and appointed my *Kokaltash* Kutub-o-din to succeed him. ("Waki-at-i-Jahangire. Elliot Vol VI P. 327) যদিও জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১০১৪ হিজরী বা ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মানসিংহকে বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দেন, তথাপি তিনি তাহার কয়েক মাস পরে ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দের প্রথমে রাজধানী গমন করেন। "The new emperor, Jahangire, forgave his son, and deemed

it prudent policy to overlook the conduct of the Raja : but in order remove the latter to a distance from the scene of intrigue, he again appointed him to the Government of Bengal, with orders to proceed thither immediately and keep in check the rebellious spirit of the Afgnans. In obedience to the royal orders, Raja Man Sing returned to Bengal ; but at the end of eight months, that is to say, early in the year 1015, he was recalled to the court." (Stewart) এই আফগান বিদ্রোহ দমনের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের দমনও ছিল। "Jahangir thought it prudent to overlook the conspiracy which the Rajah had made, and sent him to Bengal. But soon after (1015) he was recalled and ordered to quell disturbances in Rahtas (Bihar) after which he joined the emperor." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 341) প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের পর মানসিংহ যে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের স্থাপয়িতা ভবানন্দকে কতকগুলি পরগণা দিয়াছিলেন তাহার ফর্ম্মান কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে অদ্যাপি আছে। তাহাতে ১০১৫ হিজরী লিখিত আছে। সুতরাং ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দে যে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৯২) সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল—বসুমহাশয় এই স্থলে সমস্ত প্রবাদ ও ইতিহাসের বিরুদ্ধ কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ ও প্রধান গ্রন্থাদিতে মানসিংহের সহিত অন্তরঙ্গতা হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রতাপাদিত্য

বন্দী ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া বাদসাহ-দরবারে নীত হইতেছিলেন, পরে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, ইহাই উল্লিখিত হইয়া থাকে। (১০০) টিপ্পনী দেখ। মানসিংহের পুত্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের প্রচারিত কন্যার বিবাহের কথা আর কোথায়ও দেখা যায় না, এবং ইহার কোনই মূল নাই বলিয়া বোধ হয়। কারণ, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস সাধন করিলে তাঁহার পুত্রের সহিত প্রতাপের কথিত কন্যার বিবাহ সম্ভবপর নহে। মানসিংহ কেদার রায়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। (৯৮) টিপ্পনী দেখ। সেই প্রবাদের সহিত গোলযোগ করিয়া সম্ভবতঃ বসুমহাশয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য উভয়েই মানসিংহের স'হত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্য উভয়ের সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত প্রবাদের পরস্পর মিশ্রণে নানারূপ গোলযোগও ঘটিয়াছে।

(৯৩) কাশি পৌছিয়া তাহার পরলোক হইল—প্রতাপাদিত্যবিজয়ের অনেক পরে মানসিংহের মৃত্যু হয়। তিনি ১৬১৪ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। "M. S. died a natural death in the 9th year of J's reign whilst in Dakhin." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 341.) এখানে বসুমহাশয়ের উক্তি প্রকৃত নহে।

(৯৪) উজির এছলাম খাঁ চিস্তি—সেথ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ চিস্তি ফতেপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেথ সেলিমের পৌত্র। আবুলফজলের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি কখনও উজীর হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের সময় তিনি যে অধিক মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি উজীর হইতেন, তিনি সুবেদারদিগের অপেক্ষা অধিক

মর্য্যাদা লাভ করিতেন। কিন্তু আমরা জানিতে পারি যে, ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁকে তাঁহার তাৎকালিক পদ হইতে বাঙ্গলার সুবেদারীতে উন্নীত করা হইয়াছিল, এবং সেই পদই বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।" "In the year of Hejira 1017, the Government of Bengal being vacant by the death of the late occupant, the emperor was pleased to promote Islam Khan to that office. * * * Islam Khan continued to govern Bengal with great reputation, and died at Dacca in the year 1022." (Stewart) ইসলাম খা রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, এবং তাঁহার সময়েই গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী প্রবল হইয়া উঠে ও ওসমান খাঁর পরাজয় সংঘটিত হয়। বাঙ্গলার সুবেদারী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ কোন উচ্চপদ না থাকায় তিনি যে উজীর ছিলেন না ইহা বুঝিতে পারা যায়। বসুমহাশয় আবার মান সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার আগমনের কথা লিখিয়াছেন। আমরা (৯৩) টিপ্পনীতে দেখাইয়াছি যে, মানসিংহ ১৬১৪ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। অথচ ইসলাম খাঁ তাহার পূর্ব্বে ১৬১৩ খৃঃ অব্দেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। মানসিংহের সুবেদারীর পর ইসলাম খাঁর সুবেদারী বাঙ্গলায় প্রসিদ্ধ হওয়ায় বসুমহাশয় এইরূপ গোলযোগ করিয়াছেন। ফলতঃ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁর বাঙ্গলায় আগমনের পূর্ব্বে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে যে প্রতাপাদিত্যের পতন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৯৫) **সালিখার থানা**—কলিকাতার পরপারে হাবড়ার নিকট অবস্থিত। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পার প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হওয়ায় তাঁহার রাজ্যের প্রান্তসীমায় প্রথমতঃ মোগল সৈন্যের সহিত তাঁহার সৈন্যের সংঘর্ষ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাহা ইসলাম খাঁর সেনার সহিত না হইয়া

মানসিংহের সৈন্যের সহিত হইলেই যুক্তিযুক্ত হয়। কারণ, ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের দমনে আসেন নাই।

(৯৬) **কমল খোজার মরণের খবর**—বসুমহাশয় কেবল কমল খোজাকেই প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য তাহার মৃত্যুসংবাদে প্রতাপাদিত্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে কমল খোজার উল্লেখই নাই, তাঁহারা অন্যান্য অনেক সেনাপতির কথা লিখিয়াছেন। উপক্রমণিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৯৭) **দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিলেন**—বসুমহাশয়ের মতে এবং সাধারণ প্রবাদানুসারে দেবী যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করার জন্য তাঁহার কোন কন্যার আকার ধারণ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সভাস্থল ও তাঁহার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে বলেন। দেবী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিলে তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে তিনি প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য উক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। Ralph Smyth সাহেবও ঐরূপ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "The goddess Kalee seeing all this, was anxious to revoke her blessing, and to effect this, she one day assumed the resemblance and disguise of the Rajah's daughter, and appeared before him in Court, when he was dispensing his so-called justice, by ordering a sweeper-woman's head to be cut-off, for sweeping the Court of the Palace in his presence. The ministers and

courtiers were amazed to see the impropriety of her conduct in appearing before them. The Rajah also seeing his daughter, (not entertaining an idea that it was the goddess in disguise) ordered her out of court, and to leave his palace for ever." (Smyth's Report of 24 Pergs). কেদার রায়ের কন্যার আকারে তাঁহার দেবতার আগমনেরও ঐরূপ প্রবাদ আছে। (৯৮) টিপ্পনী দেখ। কুলাচার্য্যগণ কিন্তু প্রতাপাদিত্যের কন্যার আকারে দেবীর উপস্থিতি না লিখিয়া কোন ব্রাহ্মণকন্যার বেশে তাঁহার প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, এবং রাজসভার পরিবর্ত্তে রাজার শয়নমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন।—

"দ্যূতক্রীড়াং পরিত্যজ্য গত্বা রাজা স্বমন্দিরম্।
সুখেনোপাবসদ্রাত্রৌ হৃষ্টঃ স্বান্তঃপুরাজিবে॥
স্ত্রীভিশ্চ রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতঃ।
ক্রীড়য়ামাস তত্রৈব মহিষ্যা সহ ভূপতিঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র যুবত্যেকা মনোরমা।
কোমলাঙ্গী কৃশাঙ্গী চ রূপাঢ্যা দিব্যদর্শনা॥
বিম্বোষ্ঠী বিধুবক্ত্রা চ ভাবিনী চোন্নতস্তনী।
কমলা কামরূপা চ কুন্তলোজ্জ্বলমস্তকা॥
মৃগাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী মত্তবারণগামিনী।
চারুহাসা শুভ্রদংষ্ট্রা ষোড়শী মোহদায়িনী॥
দিব্যবস্ত্রপরিধানা গৌরাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা।
অতর্কিতমুপায়াতা প্রতাপাদিত্যসন্নিধৌ॥
অভিবাদ্য চ রাজানমুবাচ বিনয়ান্বিতা।
বঙ্গাধিপ মহারাজ দরিদ্রানাঞ্চ পালক॥

ব্রহ্মবংশোদ্ভবানাথা দুঃখার্ত্তাহমুপাগতা।
ভোজ্যন্তে প্রার্থয়াম্যদ্য দেহি দেহি নরাধিপ॥
মধুপানান্নরাধীশো হতচিত্তোঽতিবিহ্বলঃ।
তস্যা বচনমাকর্ণ্য তামুবাচ মহৎক্রুধা॥
মমাগ্রে কাসি দুষ্টে ত্বং ভাষিতং কিং ন লজ্জসে।
কস্মাদ্ ঘোরতমস্বিন্যাং কেলিমন্দিরমাগতা॥
ইদং জানামি ভিক্ষার্থং নাগচ্ছেৎ ভিক্ষুকো নিশি।
ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য রাত্রৌ ত্বং কথং চরসি পাপিনি।
পতিপুত্রগৃহাদিনী ত্যক্ত্বা কামেন বিহ্বলা।
ভিক্ষাছলমুপাশ্রিত্য ভ্রমসি ত্বং যথেচ্ছয়া॥
মন্যে ত্বাং ধর্ম্মতো ভ্রষ্টাং গচ্ছ গেহাদ্ দ্রুতং মম।
নোচেদ্ ধ্রুবং প্রদাস্যামি তুভ্যং সমুচিতং ফলম্॥
দুশ্চরিত্রাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা কৃত্বালাপং ত্বয়া সহ।
পুমান্ ধর্ম্মাৎ প্রমুচ্যেত প্রোক্তমেতন্মহত্মভিঃ॥
গচ্ছ গচ্ছ তত স্তূর্ণং স্বস্থানং মম রাজ্যতঃ।
তামেব ক্রোধতাম্রাক্ষো বঙ্গেশোঽহ কথয়ৎ পুনঃ॥"

এ সমস্তই প্রবাদ। সুতরাং ইঁহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা।

(৯৮) **দক্ষিণবাহিনী ঠাকুরাণী পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন**—এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য ছদ্মবেশধারিণী দেবী যশোরেশ্বরীকে চলিয়া যাইতে বলিলে তিনি তাঁহার মন্দির দক্ষিণমুখ হইতে পশ্চিমমুখ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে Smyth সাহেব বলিতেছেন,—"The goddess then discovered herself, and reminded him of her former blessing and promised aid, until he drove her from his presence, and to prove to him that

her words were true, and that she would no longer assist such a tyrannical monster, she caused the temple he had built towards the West to be changed from its original position on the South, and that he should henceforth be left to himself." (Smyth's Report of the 24 Pergs.) এ সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোরেশ্বরী মূর্ত্তিকে যশোর হইতে লইয়া গিয়া অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যশোরেশ্বরীর বর্ত্তমান মূর্ত্তি তাহার পরে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু অম্বরের শিলাদেবীর পুরোহিতগণের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে মানসিংহের সহিত অম্বরে গমন করেন। তাঁহাদের নিকট মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত তাঁহাদের যে বংশাবলী আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে নীত হন নাই, কিন্তু কেদার রায়ের নিকট হইতে মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া যান।

"पाछे कोइ दिन पाछे पूरब माह्नं चढ्या। गजनीपुर नीलौद में वा बणारस काशीमें जार अमल कीनू। काशीमें मानमन्दिर बणायो। पाछे पटनामें जा अमल कीनू और उठे वैकुण्ठपुर बणायो। पाछे गयाजीमे पैंतालीस (४५) सराध कीना। फेर उसमान् पठान जगन्नाथजी मांह्न छो। जीका सारा पूरब में अमल छो। जीसूं जार जगड़ो करि। फते पाइ। उंका सारा राज में अमल कीनू। पाछे जगन्नाथजी मे फेरि विधिविधान सूं पूजन करायो। और स्थापन करया। और पाछे उभर छा जींठे गया। सो वाने मारि फते पाइ। पाछे मोरू गया। और मोरूसूं जगड़ो करि। मोरू मे अमल कीनू। इकीमें छा कुनल में, जाने मारि फते पाइ, और

कुतल में अमल कीनू सारी पूरव में अमल कीनू। अर पूरव माइं ईसन् खां पठान छो। जीसूं जगड़ो कीनू, सो भाजि गयो। जाजमें वैठ समुद्र पार गयो। पाछे उठा सूं चढ्या सो कोस साटि का चाल्या, ब्रह्मनपुत्र गया, अर राजा परतापदीप सू जगड़ो कीनू, अर फते पाइ। अर परतापदीपको गढ़ छो जीनें खोस् लीनो। अर वेटो दुरजनसंघजी मानसिंघजी का काम आया। पर जगत्सिंघजी घायल हुया। अर राव परतापदीप का लवाजमा की संख्या—हाथी तो तेरासी—अर फौज सरञ्जाम भौत् छो। जीसूं फते पाइ।

पाछे उठोने केदार कायत को राज छो। सो राजा वाजै छो। सो उकै सिलामाता छो। सो माता का प्रताप से उने कोइ भी जीत् तो नहो सो मानसिंहजी पुछो—इसो कांइको वल छै। जदि अरज करो सो सीलामाता को वल छे। जदि आप माता नै प्रसन्न हांवा वास्ते होम उगरैछ करायो जदि माता प्रसन्न हूइ। अर केदार राजा सूं माताको यो वचन छो—सो तू राजी होय कहसी सो तू जा— जदि जासूं। सो राजा पूजन में वैठ्यो छो। सो राजा को १ वेटी को सरूप करि देवी पूजन में आय वैठी। जदि राजा आपकी वेटी जानी। अर कही तू जा मुने पूजन करवा दे। तू जा—ईयां तीन वार कही। जदि माता वोली—थारी मह्वा को वचन पूरो हो चुक्यो छै। जदि राजा कही मुनैं छल लीयो आपकी मरजी होय सो कीजे। यदि माता नै समुद्र में नाषि दीनो। जदि

राजा मानसिंघजी सो देवी आवाज दीनो—सो सुनै समुद्रमें नाषि दीनो छै। सो उंठा सूं काट लीज्यो मेह तोसूं प्रसन्न हुवा। जदि राजा मानसिंघजी केदार राजा ने दबाव दीयो जदि राजा तो जाजि में वैठ भाज्यो। अर दीवाण नें मानसिंहजी कोठै भेजयो सो दीवाण आप मिल्यो। जदि राजा मानसिंहजी उंकी वेटी मांगी। जदि राजा केदार देणी करी। अर मिलाप हुवो। जदि नीजर करी। जदि आप फुरमाइ सो थारो राज छै सो तोने दीनू। जदि सलाम करी। पाछै समुद्र में माता की जीठा सूं काटि लीनो। अर अरज करी—माता आप फुरमावो जी मांफक पूजन करूं। जदि माता कही—म्हारै वलदान निति हुवा जासी जीतें थारो राज वण्यो रहसी। अर में भी रहस्यों। जीं दिन वलदान रोजीना होतो रहजासी जीं दिन थारो म्हारो वचन पूरो होसी। जदि आप कवूल करी। अर माता नें ले आया। अर वंगालया नें पूजन सोंपो अर उठा सूं कूंच करि आया"।

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্ব্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনীপুর, নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে পাটনায় গিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিলেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠপুর স্থাপন করিলেন। পরে গয়ায় গিয়া তথায় ৪৫টী শ্রাদ্ধ করিলেন। জগন্নাথ (পুরী) অঞ্চলের দিকের সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল উস্‌মান পাঠানের অধিকারে ছিল। তথায় গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও তাহার সমস্ত রাজ্য অধিকার

করিলেন। পরে পুরী (জগন্নাথ) আসিয়া জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও স্থাপন করাইলেন। অনন্তর উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। পরে মীরু গিয়া তথায় যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও মীরু অধিকার করিলেন। অনন্তর কুতল নামক স্থানে হাকীম ছিল, তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার (মানসিংহের) অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্ব্বদেশে ঈশন খাঁ নামক পাঠান ছিল, তাহার সহিত যুদ্ধ হইল এবং সে পলাইয়া গেল।

পরে (মানসিংহ) জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইলেন, এবং তথা হইতে ষাট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে গেলেন। তথায় রাজা পবতাপদীপের সহিত যুদ্ধ হইল ও বিজয় লাভ করিলেন এবং পরতাপ-দীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে মান-সিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎ সিংহ (জ্যেষ্ঠ পুত্র) আহত হয়েন। আর রায় পরতাপদীপের অধীনে তের শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; ইহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করি-লেন। অনন্তর ঐ দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলা-মাতার প্রভাবে তাঁহাকে (কেদারকে) কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার এত প্রতাপের কারণ কি?" নিবেদন করা হইল, "ইহার প্রতাপের হেতু শিলামাতা।" ইহা শুনিয়া মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ হোম প্রভৃতি করাইলেন, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইলেন, কেদার রাজার সহিত মাতার এই অঙ্গীকার ছিল যে, তুমি যখন নিজ হইতে বলিবে "তুই যা" তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী

পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে বলিলেন, "তুই যা, আমাকে পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপ তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা পূর্ণ হইল।" তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা অভিরুচি করুন," পরে মাতাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবী মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখান হইতে আমাকে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়াছিলেন। রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন, দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন। মানসিংহ কহিলেন তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, "মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।" তখন মাতা কহিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হইতে থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্য অটল থাকিবে। আর আমিও থাকিব। যে দিন হইতে নিত্য বলিদান বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমার সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে।" রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং মাতাকে লইয়া আসিলেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।*

* এই বংশাবলীর বঙ্গানুবাদ ১৩১১ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বিদ্যাধর' প্রবন্ধে প্রথমে প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় মূল ও সম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। (পরিশিষ্ট দেখ।)

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের নিকট ছিলেন না কিন্তু কেদার রায়ের নিকটেই অবস্থিতি করিতেন। উক্ত বংশাবলীর বর্ণনায় কোন কোন অংশ ইতিহাসবিরুদ্ধ আছে, যথা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধে দুর্জ্জন সিংহের মৃত্যু ইত্যাদি। দুর্জ্জন সিংহ ইশা খাঁর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। প্রতাপাদিত্যের পর কেদার রায়ের পরাজয়ও প্রকৃত নহে। কেদার রায় ১৬০২-৩খৃঃ অব্দে পরাজিত, আহত, বন্দী ও অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সহিত মানসিংহের সন্ধিও প্রকৃত নহে, সুতরাং তাঁহার কন্যার সহিত মানসিংহের বিবাহ কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না, তবে কেদার রায়ের পতনের পর যদি তাহা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। প্রতাপাদিত্য ১৬০৬ খৃঃ অব্দে পরাজিত হন। এখানেও শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের কন্যার ন্যায় কেদার রায়ের কন্যার আকার ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। এক্ষণে শিলাদেবী ও যশোরেশ্বরী এক কি না তাহাই বিবেচ্য। ভারতচন্দ্রের উক্তি হইতে শিলাদেবী ও যশোরেশ্বরীকে এক বলিয়াই বোধ হয়। যথা—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া তাহারে অকৃপা করি॥"

অথচ শিলাদেবীর বঙ্গদেশ হইতে গত পুরোহিতবংশীয়গণ আপনাদের বংশাবলীতে তাঁহাদের দেবতাকে কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। উক্ত পুরোহিত বংশীয়গণ পাশ্চাত্য বৈদিক, কিন্তু যশোর প্রদেশের পাশ্চাত্য বৈদিকেরা কদাচ পৌরহিত্য বা পূজারীর কার্য্য করেন না। ইহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন ঘটককারিকা, বসুমহাশয়ের গ্রন্থ, ক্ষিতীশবংশাবলী, এমন কি অন্নদামঙ্গলেও যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ কর্ত্তৃক লইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গই নাই। ঘটককারিকায় প্রতাপাদিত্য ব্রাহ্মণ-

কন্যাবেশধারিণী দেবীকে চলিয়া যাইতে বলিলে তিনি এই বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—

"ভূপবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ প্রহৃষ্য সা।
স্থিতাহং শক্তিরূপেন সর্ব্বভূতেষু নিত্যশঃ॥
স্ত্রিয়াঃ শক্ত্যাঃ ন ভেদোঽস্তি ন হি জানাসি দুর্ম্মতে।
স্তনাবস্থ ত্বয়া ছিন্নৌ দরিদ্রয়াশ্চ যোষিতঃ॥
পূর্ব্বং কৃতা প্রতিজ্ঞা ভো ত্বয়া সার্দ্ধং মহীপতে।
ত্যক্ষামি ত্বাং তদা রাজন্ যদা মাং যাহি ভাষসে॥
প্রতিজ্ঞা মেঽভবৎ পূর্ণা ত্বাং ত্যক্ত্বা যামি নিশ্চিতম্।
ইত্যুক্ত্বা চ ততো দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

তাহার পর প্রতাপাদিত্য তাঁহার মন্দিরে গিয়া পূজার্চ্চনাও করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্যগণ কিন্তু তাঁহার পশ্চিমবাহিনী হওয়ার বিষয়ও উল্লেখ করেন নাই। বসুমহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, যশোরেশ্বরী ঠাকুরাণী অদ্যাপি আছেন। বাস্তবিক আজিও যশোরেশ্বরী বিদ্যমান আছেন। যদিও প্রবাদানুসারে তিনি প্রতাপাদিত্যের পরে স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে লইয়া গিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের স্থাপিত নহেন। তন্ত্রাদিতে যশোরেশ্বরীর কথা লিখিত আছে—

তন্ত্রচূড়ামণিতে যথা—

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরব স্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—

"কলেঃ সায়ং যশোরে চ যবনানাঞ্চ রাজ্যকে।
যশোরেশী মহাদেবী চান্তর্বানং ভবিষ্যতি॥

তত্রৈব পতিতৌ দেব্যাঃ হস্তপাদৌ পুরা দ্বিজ।
রুরুভৈরবো হস্তীতি চেশ্বরীপুরমধ্যতঃ॥”

দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে যে, এখানে মহাদেবের মস্তক হইতে সতীদেবীর বাহু ও পদ পতিত হইয়াছিল, তাহাই যশোরেশ্বরী নামে খ্যাত। অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ বনমধ্যে শতদ্বারযুক্ত দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে গোকর্ণকুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিম হইতে আসিয়া বন কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর নিকটে ইষ্টকরচিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন যশোরস্থ সেনহট্ট গ্রাম পত্তন করিয়া যশোরেশ্বরীর নিকট একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রতাপাদিত্যের বহুপূর্ব্বে যশোরেশ্বরী বিদ্যমান ছিলেন। পীঠস্থানে প্রায় দেবীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। কোন কোন স্থানে আধুনিক মূর্ত্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু যশোরেশ্বরীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল কিনা সন্দেহ। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য তাঁহার মুখ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তাহাই দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সব কারণে শিলাদেবী যশোরেশ্বরী কি না তাহা স্থির করা সুকঠিন। বিশেষতঃ মানসিংহ বহু প্রাচীন কালের পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে সহসা যে লইয়া যাইতে সাহস করিয়াছিলেন ইহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, এবং কচুরায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। অম্বরের শিলাদেবী অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি, কিন্তু যশোরেশ্বরী কালিকামূর্ত্তি বলিয়া কথিত। এই সব কারণে আমরা যশোরেশ্বরী ও শিলাদেবী এক কিনা স্থির করিতে সক্ষম নহি। শিলাদেবী যে বঙ্গ দেশ হইতে অম্বরে গিয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, অদ্যাপি তাঁহার পুরোহিতবংশীয়গণ আপনিদিগকে

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভব বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং জয়পুরে এইরূপ একটি গাথাও প্রচলিত আছে।—

"সাঙ্গানের কা সাঙ্গা বাবা জয়পুরকা হনুমান্।
আমেরকা সল্লাদেবী লায়া রাজা মান।"

শিলাদেবী বঙ্গদেশ হইতে যে অম্বরে গমন করেন সে বিষয়ের কোনই তর্কবিতর্ক নাই। ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি যশোরেশ্বরী আছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি নাই। কেবল মুখাংশ মাত্র দেখা যায়। তাঁহার মন্দির এক খানি সামান্য গৃহমাত্র। সম্মুখে নাটমন্দিরের চিহ্ন আছে।

(৯৯) **আমরা আর লড়াই করিব না**—বসুমহাশয় লিখিতেছেন যে, প্রতাপাদিত্য শেষে আর যুদ্ধ করেন নাই, উজীরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটককারিকা, ক্ষিতীশবংশবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতিতে শেষ পর্য্যন্ত মানসিংহের সহিত প্রতাপের ঘোরতর যুদ্ধের কথা আছে।

(১০০) **পিঞ্জারায় কয়েদ করিয়া**—প্রতাপাদিত্য যে পরাজিত হইয়া পিঞ্জরমধ্যে বন্দী হইয়াছিলেন, ইহা সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে—

"জিত্বাতু সমরং মানঃ হর্ষেণ মহতাবৃতঃ।
দিল্লীশাদেশতো রাজ্যং রাঘবায় দদৌ মুদা।
লৌহপিঞ্জরমধ্যেতু প্রতাপমবরুধ্য চ।
ত্বরিতং প্রেষয়ামাস দিল্লীশস্য চ সন্নিধিং॥"

ঘটককারিকা।

"ক্ষণেন তদুপমর্দ্য প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা লৌহময়পিঞ্জরে নিক্ষিপ্য পুনরিন্দ্রপ্রস্থস্থং যবনাধিপং নিবেদিতুং চলিতঃ।"

(ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতম্)

"শেষে ছিল যারা পলাইল তারা মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া প্রতাপাদিত্যে লৈল।"

ভারতচন্দ্র।

অবশ্য প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্ত্তৃকই পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক নহে।

(১০১) **প্রতাপাদিত্যের রাণী নাগঝি**—প্রতাপাদিত্য জিতামিত্র নাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারই কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

(১০২) এক শত ক্রোর নগদ টাকা—প্রতাপাদিত্য যে বহুধনরত্নের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক শত ক্রোর নগদ টাকা তাঁহার রাজ্য হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছিল কি না বলা যায় না।

(১০৩) বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইল—প্রতাপাদিত্যের কাশীতে মৃত্যু হয়, ইহা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। "অথ বদ্ধস্য পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বমভবৎ।" (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্) ঘটককারিকার লিখিত আছে যে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়—

"পথিমধ্যে হভবন্মৃত্যুঃ প্রতাপস্য মহীপতেঃ ॥
স্থাপয়িত্বা মহাকীর্ত্তিং স জগাম সুরালয়ম্ ॥"

(১০৪) **খেতাব যশহরজীত**— ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও যশোহরজিৎ উপাধি প্রদানের কথা লিখিত আছে। "শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূর্ব্বপরিচিতং প্রতাপাদিত্যদায়াদং কচুরায়নামানং যশোহরজিতিতি নামরূপপ্রসাদঞ্চ দদৌ।" অন্নদামঙ্গলে যথা—

"কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম।"

(১০৫) **রাঘব রায়ের কয় ভ্রাতাই একত্তর আছেন**—বসুমহাশয় বসন্ত রায়ের অবশিষ্ট সাতপুত্রের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কুলাচার্য্যগণ নয় পুত্রের কথা বলেন। কেবল গোবিন্দ ও চাঁদরায় প্রতাপ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। "নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা।"

(১০৬) **বিক্রমাদিত্যের সন্তানের প্রধানের প্রায় জাতি গেল**—সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্য পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া যবনসৈন্যসহ নীত হওয়ায় বসু মহাশয় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১০৭) **রাজা চাঁদরায়**—কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, পূর্ব্বে চাঁদরায় প্রতাপ কর্ত্তৃক নিহত হন। তিনি, রাঘব ও গোবিন্দরায় এই তিন জন কুলপতি হইরাছিলেন। তন্মধ্যে রাঘব ও গোবিন্দ নিঃসন্তান হওয়ায় চন্দ্রের সন্তানেরা গোষ্ঠীপতি হন।

"বভূবু র্মানিন স্তেষাম্মধ্যে ত্রয়ো মহাবলাঃ।
গোবিন্দো রাঘবশ্চৈব তথা চন্দ্রঃ কুলেশ্বরাঃ।
নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা॥
গোবিন্দস্য সুতো নাসীৎ রাঘবস্য তথৈবচ।
চন্দ্রস্য তনয়ো জাতো রাজারামো মহাতপাঃ॥
বসন্তো নিহতো যস্মিন্ স্থিতোহসৌ মাতুলালয়ম্।" (ঘটককারিকা)

চাঁদরায়ের বংশধরেরা বলিয়া থাকেন যে, চাঁদরায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন নাই, রাঘবের পর তিনিই রাজ্যেশ্বর ও সমাজপতি হইয়াছিলেন।

(১০৮) **খোড়গাছি পরগণা**—বসু মহাশয় খোড়গাছিকে একটী পরগণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু খোড়গাছি একটী গ্রাম

বা মৌজা। খোড়গাছি সরফরাজপুর পরগণার অন্তর্গত। এইখানে রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের বংশধরেরা বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা সরফরাজপুর পরগণার কতক অংশের অধিকারী। সরফরাজপুর পরগণার প্রধান গ্রামের নাম পুঁড়া। পুঁড়া আবার সরফরাজপুর পরগণার অন্তর্গত আমীরাবাদের মধ্যে অবস্থিত। সরফরাজপুর পূর্ব্বে যশোর এবং নদীয়ার অধীন ছিল, এক্ষণে ২৪ পরগণার অন্তর্গত। সরফরাজপুর পরগণার সম্বন্ধে মেজর Smyth সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন।—"Pergunnah Surfrajpoor is situated on the left bank of the Echamuttee River, which forms its boundary to the West and South between it and Pergunnah Balleah, to the north it is bounded by Disctric Nuddeah, and to the East by Pergunnah Boorun. Poorah is the principal village. There are markets in several of the villages, the principal of which are Sainguuge, Shurifnuggar, Gokulpur, Khoorgatchee, and Shibhatee. Small Indigo factories, exist in Surifnuggur, Tetoliya, Poorah, Khoorgatchee, Gundharbpoor. The chief zemindar is Kistopersad Roy.* The Pergunnah is thickly populated on the bank

* Smyth সাহেব পুঁড়ার প্রসিদ্ধ জমীদার কৃষ্ণদেব রায়কে কৃষ্ণপ্রসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদেবের সময় তিতুমীরের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। তিতুমীরের হাঙ্গামার বর্ণনায় সাহেব তাঁহাকে পুঁড়ার জমীদার বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। "The Mussalman ryots resisted this oppression and communicated it to Tetoo Meer, who commenced with his followers a pillaging tour on all the Hindu Zemindars about, especially on one Kisto Persad Roy, zemindar of Poorah in Pergunnah Surfrajpoor, whom

of the river, contaning a population of 765 souls per square mile, over nearly 38 square miles. Its produce is paddy and indigo and the usual cold weather crops. The only road or track, in the Pergunnah is that leading from Badooreah, in Pergunnah Balleah, towards Shatkira, in Pergunnah Boorun. There are two large lakes called the Palta and Bakrachundra Baours, being the old beds of the Echamuttee—the former is being brought gradually into cultivation, but the latter has deep water in it. The Pergunnah contains.

4	villages	of Pergunnah	Hilkee,
4	,,	,,	Ameerabad,
1	,,	,,	Balleah,
2	,,	,,	Boorun,
3	,,	,,	Kullara Hosseinpoor,

Distric Nuddeah.

and has outstanding three villages in Pergunnah Hilkee and five in Pergunnah Boorun. There are 41 village circuits comprising 47 Mouzas." (Ralph Smyth's Report of the 24 Pergs. 1857). হণ্টার এইরূপ বলিতেছেন,—"Sarfrazpur : area, 27,043 acres, or 42. 25 square miles ; 36 estates ; land revenue, £ 4104, 6*s*. 0*d*. ; Subordinate

they looted." (Ralph Smyth's Report of the 24 Pergs.) কৃষ্ণপ্রসাদ যে কৃষ্ণদেব উপরোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

Judge's court at Satkhira.* This fiscal Division is situated on the left bank of the Jamuna river, which forms its boundary to the west and south, dividing it from Balia Fiscal Division; on the north it is bounded by fiscal Divisions recently transferred from Nadiya District; and on the east by Buran fiscal Division. The principal villages and market-places are Pura, Sengunj, Sharifnagar, Gokulpur, Kurgachhi, and Sibhati. In 1857 the only road or track in the fiscal Division was one leading from Baduria in Balia, towards Satkhira in Buran. Two lakes, the Palta and Bakrachandra Baors, which are portions of the old bed of the Jamuna which the channel has deserted, are situated within this fiscal Division. The produce consists of paddy, indigo, and the usual cold weather crops." (Hunter's Statistical Account of 24 pergs 1875). আইন আকবরীতে পুঁড়াই একটী মহাল বা পরগণা বলিয়া লিখিত আছে। তাহার পর সরফরাজপুর পরগণার সৃষ্টি হয়। পুঁড়ার নিকট সরফরাজপুর নামে এক-খানি গ্রামও আছে।

(১০৯) নুরনগর—ইহা খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা উপবিভাগের অধীন একটী পরগণা। প্রথমে উহা যশোরের অধীন ছিল, পরে ২৪ পরগণার অধীন হয়, এক্ষণে খুলনা জেলার অধীন।

* সরফরাজপুর পরগণা কখনও সাতক্ষীরার অধীন ছিল না। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ও বর্ত্তমান সময়েও উহা বসিরহাট উপবিভাগেরই অধীন।

নুরনগর পরগণা নীলকণ্ঠ রায়ের ছোট রাণীর সন্তানদের ও শ্যামসুন্দর রায়ের সন্তানদের জমিদারী। তাঁহারা ইহার প্রধান গ্রাম রামনগরে বাস করিয়া থাকেন। রামনগরকেও সাধারণে নুরনগর বা নূননগর বলিয়া থাকে। ভবিষ্যপুরাণেও ন্যূননগরের কথা আছে যথা—

"উপপত্তনমেকঞ্চ নগরং ন্যূনপূর্ব্বকম্।"

নুরনগর পরগণা সম্বন্ধে Smyth সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—' Pergunnahs Dhooleapoor, Noornugur, and Shahpoor.—These Pergunnahs adjoining one another, are situated within the belt of land between the Jaboonah and Kalindee Rivers, which separate at Bussntupoor, in the Northern Part of Pergunnah Dhooleapoor, finding their way into the Soonderbunds at Puranpoor, on the southern extrimity of Pergunnah Noornuggur. About a mile below this point, the two rivers again approach one another, within a mile, after which they separate finally, finding different courses through the Soonderbunds. There is a passage through the Haldar Khal at Puranpoor for small boats from the Jaboonah to the Kalindee. The principal village in Pergunnah Dhooleapoor is Bussantpoor, situated at the confluence of the Kalindee and Jaboonah Rivers. It contains 109 houses and 224 adults. Bussantpoor, from its position, is of importance to the extensive traffic carried on with the Eastern Districts, as all boats put in here for provisions

and fresh water, as also for repairs. It affords good anchorage for country boats of any burden. In Pergunnah Noornuggur, the principal village is Ramnuggur, generally known in the Mofussil as "Noornuggur," and is the residence of the present proprietor of the Pergunnah. There is no village of note in Pergunnah Shahpoor. Markets are held at Bussuntpoor, Kassessurpoor, Husaimkattee, and Mukoondpoor. In Pergunnah Dhooleapoor, and at Ramnuggur and Mahamoodpoor, in Pergunnah Noornuggur. In Bangalkatee Pergunnah Dhooleahpoor, there is a good Bazar. At Bussuntpoor is a Salt Chawkey, in charge of a Darogah, under the supervision of the Superintendent at Bagundee, Pergunnah Balleah (North). The only road in these Pergunnahs is one said to have been made by one Rajah Pertab Audit, from Bussuntpoor to Ramnuggur, the present residence of the descendants of the Rajah, and known as the Rajaki Bund. In many places, however, this road, from want of repairs, is hardly distinguishable from the surrounding fields. There are several minor roads or footpaths, leading from one village to another, but they are only temporary, and no vestige of them remains after the rains. The rivers of note are the Jaboonah and

Kalindee, varyiny from 150 to 350 yards in breadth, the former is the channel for the consequence of fire-wood from the Soonderbunds to Calcutta. There are numerous tidal streams running inland from these rivers. * * * Pergunnah Noornuggur contains 54 halkas and 69 villages or mouzas. It has out-lying four halkas in Pergunnah Boorun and two in Pergunnah Agarparah, and within its boundary has 11 halkas of Pergunnah Dhooleapoor and two of Pergunnah Nokeepoor. Its area is 26·78 square miles, with a population of 266 per square mile and 5·21 per house." (Ralph Smyth's Report of the 24 Pergs.) হণ্টার বলিতেছেন,—"Nurnagar : area, according to the Board of Revenue's return, 7144 acres, or 11·16 square miles ; 10 estates; land revenue, £ 781, 2*s*. 0*d*. ; Subordinate Judge's court at Satkhira. In 1857 this fiscal Division had a much larger area, and was returned by the Revenue Surveyar as comprising 26.78 square miles. It is situated within the tract of land formed by the Kalindi and Jamuna rivers, which separate at Basantpur in the south-east of the District, and again approach each other, and nearly meet, in the Sunderbans. The principal villages are Ramnagar and Mahmudpur." (Hunter's Statistical Account of 24 Pergs.) আইন আকবরীতে পরগণা ধুলিয়াপুরেরই

উল্লেখ আছে। তাহার পর পরগণা নূরনগরের সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ এই রূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, যশোরের প্রসিদ্ধ ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর নামানুসারে উক্ত পরগণার নূরনগর নামকরণ হইয়াছে। যশোর বা ঈশ্বরীপুর নকীপুর পরগণার অন্তর্গত।

(১১০) তাহারাই যশোহর সমাজের গোষ্ঠীপতি—বসুমহাশয় শ্যামসুন্দর রায়ের সন্তানদিগকে কেবল গোষ্ঠীপতি বলিয়াছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠের সন্তানগণও গোষ্ঠীপতি এবং তাঁহারাই আদি গোষ্ঠীপতি। বসন্তরায়ের সন্তানদিগের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হইলে, যশোর সমাজে নানা রূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নুরউল্লা খাঁ যশোরের ফৌজদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ রামভদ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের কাঁচাবেলিয়া গ্রাম হইতে যশোরে আগমন করিয়া অন্যান্য অনেক স্থানে বাসের পর অবশেষে পুঁড়ায় আপন আবাসস্থান স্থাপন করেন। * রামভদ্র ফৌজদারের দেওয়ান হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি অনেক পরগণা হইতে কতকগুলি ভাল ভাল মৌজা গ্রহণ করিয়া আমীরাবাদ নামক পরগণার সৃষ্টি করিয়া তাহারই অধিকারিত্ব লাভ করেন। আমীরাবাদ পরগণা সরফরাজপুরেই একাংশ। বিপুল অর্থশালী হইয়া তিনি একটি নূতন সমাজ গঠনে উদ্যোগী হন, এবং তজ্জন্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থদিগকে আনাইয়া পুঁড়ায় বাস করাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু খোড়গাছিস্থ নীলকণ্ঠ রায়ের সন্তানদিগের অনুরোধে তিনি নূতন সমাজ গঠনে ক্ষান্ত হন।

* "রমাকান্ত গুহশ্চৈব রামভদ্রাখ্যরায়কঃ।
বিশ্বেশ্বরগুহ এতে শ্রীকৃষ্ণগুহপুত্রকাঃ।
যশোহরে পুরানামগ্রাম আসীন্নিবাসনং ॥"
(কুলাচার্য্যকারিকা। কায়স্থবংশাবলী।)

তৎকালে নীলকণ্ঠবংশীয়গণ জ্যেষ্ঠ-ধারা হওয়ায় তাঁহাদিগকে গোষ্ঠীপতি স্থির করিয়া রামভদ্র রায় যশোর সমাজের পুনঃসংস্কার করেন, এবং তিনি গোষ্ঠীপতির নিম্নে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া নায়েব গোষ্ঠীপতি নামে অভিহিত হন। সে সময়ে শ্যামসুন্দরবংশীয়েরা গোষ্ঠীপতির সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, এবং অন্য কোন নায়েব গোষ্ঠীপতিরও সৃষ্টি হয় নাই। নীলকণ্ঠের সন্তানেরা সমস্ত যশোর সমাজের গোষ্ঠীপতি ও রামভদ্র নায়েব গোষ্ঠীপতি হন। রামভদ্রের পুত্র রুদ্রদেবের সময় টাকীর বড় চৌধুরীগণ প্রবল হইয়া সমাজে আধিপত্যলাভের জন্য সচেষ্ট হন, এবং তাঁহারা শ্যামসুন্দরের বংশধরদিগকে গোষ্ঠীপতির মর্য্যাদাপ্রদানে ইচ্ছুক হইলে, রুদ্রদেব অস্বীকৃত হন। তদবধি শ্যামসুন্দরের সন্তানদিগকে গোষ্ঠীপতি করিয়া টাকীর বড় চৌধুরীগণ নায়েব গোষ্ঠীপতি হইয়া নূতন দলের সৃষ্টি করেন। শ্রীপুর প্রভৃতি পুঁড়ার দলেরই অন্তর্ভূত থাকে। এইরূপে যশোর সমাজ প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হয়। তাহার পর চন্দ্রদ্বীপের ইদিলপুর হইতে আগত মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরনিবাসী দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন কোম্পানীর নিমক মহালের দেওয়ানী করিয়া বিপুল ধনশালী হইয়া উঠিলে, যশোরসমাজে প্রবেশলাভের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি বড় চৌধুরী দলের সকলকে রীতিমত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া সেই দলে প্রবেশলাভ করেন। কিন্তু টাকীর মুন্সীবংশের স্থাপয়িতা রামকান্ত মুন্সীও সে সময়ে অর্থে ও ক্ষমতায় প্রবল ছিলেন। তিনি কৃষ্ণকান্তের যশোর সমাজপ্রবেশে সন্তুষ্ট না হইয়া বড় চৌধুরীদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নীলকণ্ঠবংশীয় আনন্দচন্দ্র রায়কে হস্তগত ও তাঁহাকে গোষ্ঠী-পতিত্বে বরণ করিয়া টাকীতে আর এক নূতন দলের প্রতিষ্ঠা করেন। রামকান্তের দলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই যোগদান করিয়া-ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত সম্ভ্রান্ত কুলীনদিগকে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান

ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করায় বড় চৌধুরীর দল, তাঁহার নামে খ্যাত হইয়া 'কৃষ্ণকান্তী দল' নাম ধারণ করে, ও রামকান্তের দল 'রামকান্তী' নামে অভিহিত হয়। এইরূপে যশোর সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিন নায়েব গোষ্ঠীপতির অধীন হয়। এক্ষণে বসন্তরায়ের সন্তানেরা সাধারণতঃ গোষ্ঠীপতি, এবং এই তিন বংশের সন্তানেরা নায়েব গোষ্ঠীপতি বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। সুতরাং নীলকণ্ঠের সন্তানেরা যে আদি গোষ্ঠীপতি তাহাতে সন্দেহ নাই। পুঁড়ার নায়েব গোষ্ঠীপতিগণ তাঁহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আপনারা স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছেন। পুঁড়ার নায়েব গোষ্ঠীপতি রামভদ্রের বংশেই কৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। টাকীর মুন্সীবংশীয় কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ ও মথুরানাথের নাম বাঙ্গলার অনেকেই অবগত আছেন।

অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের অর্থ।

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
অন্তরঙ্গতা	৬২	১১	আত্মীয়তা
অন্তাপত্য	২০	১	গর্ভ
অম্লান	৪২	২২	পরিষ্কার
অসাঙ্গত্য	৮	২৪	অসুবিধা
অস্পষ্ট	১২	২০	গুপ্ত
আওয়াস	৬৩	১৫	প্রকোষ্ঠ
আকিঞ্চন	১	১০	ইচ্ছা
আখের	২২	১৬	শেষ
আচানক	১০	২৪	অকস্মাৎ
আঞ্জাম	৩	১৮	নির্ব্বাহ
আঞ্জাম	২৭	১৫	সুবিধা
আদব	২৬	৫	সম্মান
আরজ	৬১	১	আবেদন
আরজদাস্ত	৩	৯	প্রার্থনা
আশরূপি	৫০	২৩	মোহর
আসোয়ার	৫	২৪	অশ্বারোহী
ইনাম	১২	২১	পারিতোষিক
ইনাম একরাম	১২	২১	পারিতোষিক
উত্তরিয়া	১৪	২২	উপস্থিত হইয়া
উষ্মান্বিত	২৫	৯	বিরক্ত, রুষ্ট

উস্থুল	১২	৬	যথার্থপ্রাপ্ত
একজাই	২৪	২৩	একসঙ্গে
একরাম	১২	২১	সম্মান
এক্তিয়ার	১৩	১২	অধিকার
এৎলা	৯	৫	নিবেদন
এমারত	৭	১৪	অট্টালিকা
এলবাস	৬৩	২০	পরিচ্ছদ
ওগএরহ	২৬	২০	প্রভৃতি
ওফাত	২	১৭	মৃত্যু
ওসোয়সমান	২৪	৪	উদ্বিগ্ন
ওয়াকিফ	১২	৬	জ্ঞাত
কবজ	৫৫	১	অধিকার
কমরবন্ধি	৫৮	২০	সম্মুখ যুদ্ধ
করার	১২	১১	প্রতিজ্ঞা
কবুল	১৩	২১	স্বীকার
কাকুতি	৫০	১	বিনয়
কাগজাত	১২	৫	কাগজপত্র
কাজিয়া	২	২০	বিবাদ
কাবু	৫৫	৬	আয়ত্ত
কারোয়ান	৩৪	২	দলবদ্ধ ব্যবসায়ী
কাঙ্কালি	৫০	২	দরিদ্র, কাঙ্গালী
কুণ্ঠ	২৯	৮	সঙ্কুচিত
খয়রাত	১৯	২০	বিতরণ
খাতিরজমা	১৩	৪	স্থিরচিত্ত

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
খাতিরদারি	১৩	৬	সসম্মান
খালিসা	২	১১	রাজস্ব বিভাগ
খেতাব	৪	১৭	উপাধি
খেদমত	৬০	১৫	পরিচর্য্যা
খেলাত	৩	৪	রাজসম্মান, পোষাক
গারত	৯	২	নিমজ্জিত
গুলগুলা	১৪	১৬	গুজব
গের্দ্দ	৯	৭	অঞ্চল
গোষ্ঠীপতি	৬৫	১৯	সমাজপতি
ঘরগারি	৮	১৫	গৃহাদি
চবুতরা	২৫	১৬	চাতাল
চাতর	৭	১৫	চত্বর
চিনার	৩৬	১১	চীনদেশীয়
চৌকি	৬	৩	পাহারা
জলজলাট	৩৮	৪	সমারোহময়
ঝাবা	৪৩	১৪	ঝালর
তকসির	৫০	৩	অপরাধ
তক্ত	২	১৬	সিংহাসন
তফসিল	১২	৬	তালিকা
তবকি	৫	২৪	পদাতিক
তরফ	১৫	১৮	পক্ষ
তহফা	২৫	৫	উপঢৌকন
তহসিল	১২	৬	আদায়

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
তত্ত্ব	২১	২১	অনুসন্ধান
তাহুত	২৩	১৯	এলেকা
তাঁই	৮	১২	নিযুক্ত, প্রেরিত
তুম্বুরগায়ক	২১	১	সুগায়ক
তেলাকারি	৪৩	৮	সোনালী কাজ
তোবচিন	৫	২৪	গোলন্দাজ
থানাজাত	৫	১৫	সৈন্যের ছাউনি
দরপেষ	২৫	৬	পরিচিত
দরোবস্ত	৭	১০	সমস্ত
দুর্লিত	১৫	২২	দুরবস্থা
দেলাসা	১৪	২৩	আদর
দেহড়	১৭	৭	শব্দ
নমুদ	৭	১১	পত্তন
নাকারা	৫৬	২১	জয়ঢক্কা
নায়েব	৪	৭	প্রতিনিধি, সহকারী
নিরাকরণ	১	৩	সিদ্ধান্ত, স্থিরতা
নিরাকরণ	৯	১৫	নিবৃত্তি
নিরামোদ	২২	২০	নিরানন্দ
নেজা	২১	৩	বর্ষা
পচার	৬২	৯	প্রচার
পটী	৬৫	৪	জমী
পট্টাদার	৪৬	৫	জমীদার
পাদার্পন	৩	৪	নিযুক্ত

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
পরখাই	৩৮	৪	পরীক্ষা
পসিও	৩৬	২৪	প্রবেশ করিও
পাতি	১৩	৩	পত্র
পাঁচিয়া	৬	২	সজ্জিত করিয়া
পূরিতে	২৫	২২	পূরণ করিতে
পেষকবজ	৫৮	২১	তরবারিবিশেষ
প্রতুল	১১	১১	মঙ্গল
প্রত্যবকার	২৫	১০	প্রতিকার
প্রত্যাক্ষ	১৩	১৪	পালন
প্রসঙ্গ	১৮	৬	প্রস্তাব
প্রষ্ঠে	২	৭	পৃষ্ঠে, সঙ্গে
ফরমান	৮	১৪	আজ্ঞাপত্র
ফ্রোক্ত	৩২	১১	বিক্রয়
বজাজ	৩৩	২২	বস্ত্রব্যবসায়ী
বদস্তর	১৩	২০	নিয়মমত
বনি (বনা)	২৮	৫	সরঞ্জাম, জিনিষপত্র
বরকন্দাজী	২১	২	বন্দুকক্রীড়া
বরকরারি	১৪	১০	মঙ্গল, সুবিধা
বরাবরি	৯	২২	বাদপ্রতিবাদ
বরাহুত	৪১	২	অনিমন্ত্রিত
বন্দ্রীয়	৩৩	১৫	বন্দরজাত
বাদ	৫৯	৯	মোকর্দ্দমা, বিচার
বাহুড়িলেন	৩	৫	গেলেন

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
বিকিকিনি	৩৩	৪	বেচাকেনা
বিগ্রহ	৫৮	৪	বিপদ
বিঘটিত	২৩	১	বিপদঘটনা
বিচার	৮	৬	সঞ্চয়
বিদ্যান্ত	১৯	১৩	বিদ্বান
বিপরীত	৬২	১৪	বিরুদ্ধে
বেএক্তিয়ার	১৫	১৩	ধৈর্য্যহীন
বেওয়ারিস	৭	৩	অস্বামিক
বেওরা	৯	৫	ব্যাপার
বেতণ্টা	৩০	১৪	বিতণ্ডা, বিবাদ
বেহন্দ	৭	১৪	চত্বর
ব্যাজ	২	১৮	বিলম্ব
ব্যাপক	৪	৯	অধিক
ব্যামহ	১৫	৮	বিঘ্ন
ভাণ্ডারা	১৯	২০	ভাণ্ডার
মকতবথানা	১৯	১০	পারস্যভাষাশিক্ষালয়
মজবুতিতে	৫	১৬	ক্ষমতাবলে
মনছব	১৬	২৩	পদবী
মহাত্রাণ	১৯	১	নিস্কর
মহামারী	১০	২৩	মহাক্রমণ
মহাল	১৩	২২	রাজ্য
মালগুজারী	১৭	১৭	খাজানা
মালখানা	২৮	৯	ধনাগার

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
মুরচাবন্দি	৫	১৬	ব্যূহরচনা
মুহমেল	৬১	৮	পরস্পর সাক্ষাৎ
যাচয়মান	১৬	১৬	প্রার্থী
যেব্ধ	৫৩	২১	জেদ
বসদ	১০	৪	আহার্য্যাদি
রঞ্জিত	১১	২৩	উপস্থিত
রাজোড়া	২৫	১৩	রাজা
রাহি	৯	১৪	অগ্রসর
রেকতা	৩১	১১	পাকারূপে
রেয়ায়ত	২৮	৩	ছাড়
লওয়াজমা	৬১	৫	সজ্জা
লস্কর	১১	২১	লোক, সৈন্য
শওগাত	৩	২	উপঢৌকন
শক্তাই	৬১	১৪	দৃঢ়
শাত্রবতা	২৫	৮	শত্রুতা
শুলপি	২১	৩	সড়কি
শৈকার	২১	২৩	স্বীকার
শোকিৎ	২৯	৪	শোকাকুল
সমধ্যা	৪০	৪	নির্ব্বাহ
সম্রাটপূর্ব্বক	৩৯	২০	সমারোহপূর্ব্বক
সরবরা	২৭	২১	সংকুলান
সরবসর	৬২	১৬	ক্রমান্বয়ে
সরহদ্দ	৮	১৮	সীমা

শব্দ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অর্থ
সঙ্গস্থা	১৮	৪	উপায়
সম্ভাষরূপে	১৯	৮	বিশেষরূপে
সরঞ্জাম	৯	১৬	সজ্জা
সাধনা	১৬	২০	প্রার্থনা
সহিলি	৬০	৩	দাসী
সাঙ্গত্য	১০	১৮	সুবিধা
সিক্কা	৫	১৩	মুদ্রা
সুমার	১২	৬	নিকাস
সোর	৯	১০	কোলাহল
হুঁশিয়ার	৬২	৪	সতর্ক
হামরা	২৪	২৩	একসঙ্গে
হিসা	৬২	১৫	ভাগ
হেম্মত	২৪	৭	বল

সমালোচনা।

বঙ্গ সাহিত্য-কানন পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাভিনম্রা কবিতা-বল্লরীর দ্বারা সুশোভিত হইয়া বহুযুগ পর্য্যন্ত আনন্দ বিতরণ করিয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র আপনাদিগের হৃদয়-প্রস্রবণনিঃসৃত রসধারাসেচনে যে সকল মনোহারিণী কবিতা-লতাকে রোপিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা গৌরবভরে বঙ্গসাহিত্য-কানন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কবিতা-লতার মনোজ্ঞ কুসুমনিচয় অক্ষুণ্ণভাবে সৌরভ বিতরণ করিত। সে সময়ে সেই সুশোভিত উদ্যানে দুই একটি ক্ষুদ্র কণ্টকাকীর্ণ গদ্য-তরু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। কবিতার দিগন্ত-প্রসারিণী শাখার ছায়াতলে তাহারা নীরবে কালযাপন করিত। সে ছায়া ভেদ করিয়া তাহারা উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইত না। এই সময়ে রাজা রামমোহনের রোপিত দুই একটী শিশু-তরু বঙ্গ সাহিত্য-কাননে আশ্রয় লাভ করিতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালায় মুসল্‌মান রাজত্বের অবসান হইলে ব্রিটিশ-গৌরব-তপন দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হয়। তাহার কিরণ-লহরী বঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক জগতে আবদ্ধ না থাকিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-কাননেও বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, কবিতা-শাখা-আচ্ছাদিত সাহিত্য-কাননে আলোকমালা প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য-তরুগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া নব নব তরুসাহচর্য্যে তাহাদিগকে এক অভিনব জগতে স্থাপন করিতেছে। বঙ্গ সাহিত্য-কাননে

আলোকবিতরণের জন্য যে স্থানে ব্রিটিশ-গৌরব-সূর্য্যের কিরণ-লহরী কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

মহীশূর ও মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজনীতি-বিশারদ মার্ক্ইস্ অব্ ওয়েলেস্লি ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব বদ্ধমূল করিবার জন্য অনেক প্রকার যত্ন অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজস্থাপন অন্যতম। শাসন ও সমর বিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে যথারীতি সুশিক্ষিত করিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।* ইহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহুবিধ ভাষাশিক্ষার সহিত নানা প্রকার শাস্ত্রশিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।† প্রাচ্য ভাষা সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষাও স্থান পাইয়া-

* "A College is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the junior Civil Servants of the Company, in such branches of literature, science, and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices constituted for the administration of the Government of the British possessions in the East Indies." (Minute in Council of the Fort William; by His Excellency the most noble Marquis Wellesley K. P.)

† "Professorships shall be established as soon as may be practicable, and regular course of lectures commenced in the following branches of literature, science, and knowledge :

Arabic,
Persian,
Sanskrit,
Hindoostanee,
Bengalee, } Languages.
Telinga,
Mahratta,
Tamool,
Kunara,

Moohummudan Law,

Hindoo Law,

ছিল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষাশিক্ষার সহিত প্রাচ্য প্রাচীন ভাষাসমূহ ও প্রতীচ্য প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা এবং দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া যাহাতে ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারিগণ যথারীতি জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ইহাই মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ফলবতী না হইলেও যে পরিমাণ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্দারাই রাজকর্ম্মচারিগণ যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষারও নানা প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অন্ততঃ বাঙ্গলা ভাষার যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। লর্ড ওয়েলেস্লি তাঁহার সমগ্র প্রস্তাব কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহারা তৎসমুদায়ের অনুমোদন করেন নাই, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ দেন। পরে তাঁহারা সে আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু

Ethics, civil jurisprudence, and the law of nations.

English Law,

The regulations and laws enacted by the Governor-General in Council, or by the Governors in Council at Fort St. George and Bombay, respectively, for the Civil Government of the British territorries in India.

Political economy, and particularly the commercial institutions and interests of the East India Company, geography and mathematics.

Modern languages of Europe, Greek, Latin and English Classics.

General History and antiquities of Hindoostan and the Dekhan.

Natural history.

Botany, chemistry and astronomy. (Minute in Council &c.)

এই সকল বিষয়ের সমস্ত না হউক অধিকাংশই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পঠিত হইত।

গার্ডেন রিচে ইহার যে বিরাট্ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যাহা হউক, ওয়েলেস্লি যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্ঞান বিতরণ করিয়া ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণকে সুশিক্ষিত করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দের ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু ১৮ই আগষ্ট হইতে ইহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়।* বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং যে স্থানে রহিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথায় অবস্থিত ছিল। † রেভারেণ্ড ডেভিড্ ব্রাউন ইহার প্রভোষ্ট বা অধ্যক্ষ, এবং রেভারেণ্ড ক্লডিয়স বুকানন ইহার ভাইস প্রভোষ্ট বা সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। স্বয়ং গবর্ণর জেনেরাল ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, এবং স্যার্ জর্জ বার্লো, লম্‌সডেন, কোলব্রুক, হ্যারিংটন, এডমনষ্টন প্রভৃতি ইহার তত্ত্বাবধানে ব্রতী হন। অধ্যাপকগণের মধ্যে আমরা স্যার্ জর্জ বার্লো, কোলব্রুক, হ্যারিংটন, গ্ল্যাডউইন্, এডমনষ্টন, গিল্‌ক্রাইষ্ট, ষ্টুয়ার্ট ও রেভারেণ্ড কেরীকে দেখিতে পাই। ইঁহাদের মধ্যে কেরীই বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ‡ তাহার পর আমরা রুবক, উইল্‌সন, মার্শম্যান ও লিডেনের সম্বন্ধও দেখিতে পাই।§ এই সকল অধ্যাপকগণ

* "On the 18th of August 1800, the College of Fort William, which had been virtually in operation since the 4th May, was formally established by a Minute in Council, &c. (Memoirs of Dr. Buchanan. Vol. I. P. 202).

† বিহারীলালের বিদ্যাসাগর দেখ।

‡ Buchanan's College of Fort William.

§ "Let us look at the names connected with its internal administration, whether as members of the council or as actual lecturers on the subject tought. There in a short space of years, we see the learning and piety of Buchanan and Brown ; the time-

কেবল অধ্যাপনায় ব্রতী থাকিতেন না, তাঁহারা কলেজের ছাত্রগণের জন্য নানা ভাষায় নানা প্রকার গ্রন্থপ্রণয়নেও ব্যাপৃত ছিলেন। যে সমস্ত ইউরোপীয়গণ প্রাচ্য ভাষার ব্যুৎপত্তির জন্য চিরবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, সেই লম্‌সডেন, রুবক, কোলব্রুক, উইল্‌সন, গিলক্রাইষ্ট, কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি আপনাপন কীর্ত্তিস্তম্ভ দ্বারা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।* এই সমস্ত অধ্যাপকগণের নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মুন্সী ও পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও অধ্যাপনা ও গ্রন্থপ্রণয়নে ক্ষমতা প্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গলা ভাষার পণ্ডিতগণ সেই সময়ে বাঙ্গলা গদ্যে পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে রামরাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রই প্রথম, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

honoured name of Colebrooke ; the indefatigable energy of Gilchrist : the jurisprudence and legal knowledge of Harrington : the oriental scholarship of Gladwin the varied talents of Edmonstone, Carey, Malcolm, and Lumsden.........and the annals of the College of Fort William within the six years of its foundation could point with pride to the now well-remembered name of Leyden." (Calcutta Review Vol V 1847).

* "There we see Lumsden working at his Persian grammer, and Roebuck deep in his dictionary. Colebrooke engaged in the Amarkosha, and Wilson first giving to the world an evidence of his powers as a translator in the poetical version of Meghaduta, since then reprinted and revised : crowds of Munshis and Pundits striving against each other under the careful supervision of the unwearied Gilchrist, and the jointly honoured name of Carey and Marshman extending their literary travels *usque ad Seres et Indos*, the Sanskrit, the Mahratta, the Bengali and the Chinese !" (Calcutta Review, Vol. V.)

এই সমস্ত অধ্যাপক, পণ্ডিত ও মুন্সীগণের নিকট শিক্ষিত এবং ইহার সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষের দ্বারা চালিত হইয়া যুবক ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ কেবল জ্ঞানলাভ মাত্র করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অনেক পরিমাণে নৈতিক উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল।* যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ শাসন ও বিচার বিভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সেই ম্যাগনাটন, বেলী, জেঙ্কিন্স, হটন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে উন্নতির সূচনা আরম্ভ করেন।† লর্ড ওয়েলেস্‌লি যে উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি বদ্ধমূল করিবার জন্য তাহার রাজকর্ম্মচারীদিগকে সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান্ ও নীতিপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত যুবক রাজকর্ম্মচারীদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। ইংলণ্ডে হালিবরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গৌরব হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তর্ধান

* "The excitements to exertion in the College of Fort William were of the highest and most effective nature, and its moral, economical, and religious discipline, such as was admirably calculated, to promote all that is virtuous, dignified and useful in civil society". (Memoris of Dr. Buchanan Vol I. P. 208.)

† "Several of those who attained the highest posts in the empire, and many, who, if they did not reach such a proud eminence, yet departed with the esteem of the high and the confidence of the lowly—laid the foundation of future success within the precincts of the College. The wellknown names of Macnaghton, Baylay, Jenkins, Haughton, Prinsep and others, are sufficient to prove the justness of the observation." (Calcutta Review Vol V.)

ঘটে। এক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার পরীক্ষার্থিগণ এদেশের ভাষা, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি শিক্ষায় সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হন বলিয়া বোধ হয় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ন্যায় কলেজের অন্তর্ধান হওয়া আমরা আমাদের ও রাজকর্ম্মচারিগণের পক্ষে শুভকর বলিয়া মনে করি না। তাৎকালিক রাজ-কর্ম্মচারিগণের সহিত সে সময়ে দেশীয় লোকদিগের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক পরিমাণে অভাব লক্ষিত হয়। যদি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ন্যায় কলেজ এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা বোধ হয় সে অভাব অনুভব করিতাম না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কেবল রাজ-কর্ম্মচারিগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় ভাষারও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গভাষাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নিকট অধিক পরিমাণে ঋণী। এই স্থান হইতে প্রথমে বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থপ্রণয়নের সূত্রপাত হয়, এবং সেই গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রামরাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রই প্রথম। যদিও বাঙ্গলা গদ্য রচনা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তাঁহার একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রথমে লিখিত হয়, কিন্তু তাহা অমুদ্রিত ও অপ্রচারিত থাকায় জনসাধারণে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যত্নে রামরাম বসু যে রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রথমে জন-সাধারণের মধ্যে বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থরূপে প্রচারিত হয়। রামরাম বসু মহাশয়ও এই গ্রন্থ রচনায় রাজা রামমোহনের নিকটও ঋণী ছিলেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। রাজা রামমোহন যে বাঙ্গলা গদ্যের স্রষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্বে রূপগোস্বামীর কারিকা,

কৃষ্ণদাসের রাগময়ীকণা প্রভৃতি দুই চারি খানি বিক্ষিপ্ত গদ্য পুঁথি থাকিলেও * তাহারা লোকসমাজে তাদৃশ আদৃত হয় নাই। রামমোহন যে গদ্যরচনা আরম্ভ করেন তাহাদের প্রতি প্রথমে লোকের দৃষ্টি নিপতিত হয়। কিন্তু তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র রামরাম বসু প্রভৃতি প্রথমেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামরাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রকে বাঙ্গলার প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা প্রথমে বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া পরে তাঁহার গ্রন্থসম্বন্ধে যথাযথ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রপ্রণেতা রামরাম বসুমহাশয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নিমতাগ্রামে তাঁহার বাল্যশিক্ষা শেষ হয়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় ছিলেন। প্রতাপাদিত্যচরিত্র হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বসুমহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। রেভারেণ্ড কেরী মহোদয় তাঁহার অমুদ্রিত কাগজপত্রে বসুমহাশয় সম্বন্ধে যাহা কিছু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত কাগজপত্র শ্রীরামপুরের পাদরী মহাশয়গণের পুস্তকালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। † সেই অমুদ্রিত কাগজপত্রে আমরা বসুমহাশয় সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। বসুমহাশয় বাল্যকাল হইতে ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতে তিনি

* দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দেখ।

† শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ যত্নে আমরা শ্রীরামপুরের পাদরী মহোদয়গণের নিকট হইতে কেরী সাহেবের লিখিত রামরাম বসুসম্বন্ধীয় অমুদ্রিত কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

উক্ত দুই ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানও নিতান্ত অপ্রশংসনীয় নহে।* বসুমহাশয়ের এই সকল ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকট পরিচিত হন। রাজা রামমোহন তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে যে বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, † তাহাই পাঠ করিয়া রামরামের বাঙ্গলা গদ্যরচনায় প্রবৃত্তি হয়। বসুমহাশয়ের এই সমস্ত ভাষায় অপরিসীম ব্যুৎপত্তির জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ইহার অন্যতম পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বসুমহাশয় সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষারই অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার ফারসী ভাষার জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। তিনি ফারসী রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন, এই ফারসী রচনাও তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজার নিকট হইতে তিনি ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইয়া তিনি পঠনোপযোগী বাঙ্গলা গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। এই সময়ে যুবক রাজকর্ম্মচারিগণের শিক্ষার জন্য

* "Ram Bose before he attained his 16th year became a perfect master of Persian and Arabic. His knowledge of Sanskrit was not less worthy of note." (Carey—Original papers in the care of Serampoor Missionary Library.)

† কেরীসাহেবের লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, রাজা রামমোহন রায় ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে একেশ্বরবাদগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়সে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয়। তাহা হইলে কেরীসাহেবের মতে খৃষ্টীয় ১৭৮২ অব্দে রাজার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রাজা ১৭৮০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে একেশ্বরবাদগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা ভাষায় কথোপকথনের উপযোগী দুই একখানি গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামরাম বসু বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই সময়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রণয়ন করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র লিখিত হইলে তিনি গুরুকল্প রাজা রামমোহন রায়ের নিকট উক্ত পুস্তক লইয়া উপস্থিত হন, এবং তাঁহার দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক সংশোধিত করিয়া লন।* রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ১৮০১ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়াছিল। † ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে তিনি লিপিমালা নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত হয়। শিক্ষার্থীদিগকে পত্র লিখন শিক্ষা দেওয়ার জন্য লিপিমালা লিখিত হয়। ‡ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত তাঁহার মতপার্থক্য ঘটায় বসু মহাশয় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। §

এতদ্ব্যতীত কেরী সাহেব তাঁহার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। কেরী সাহেব বলেন যে, যদিও আচার ব্যবহারে তাঁহাকে মধুরস্বভাব ও সরল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইত, তথাপি কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় করিলে তিনি তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ত্রুটি

* কেরী সাহেব ঘনশ্যাম বসুমহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত তথ্য অবগত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের বঙ্গ ভাষায় লিখিত সম্মুখ পৃষ্ঠায় ১৮০১ খৃঃ অব্দই আছে, কিন্তু ইংরেজী সম্মুখ পৃষ্ঠায় ১৮০২ আছে। অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দেই রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।

‡ "Lipimala ; or the Bracelet of writing ; an original composition in Bengalee prose, in the epistolary form ; by Ram Ram Bose Pundit." (Buchanan's College of Fort William)

§ "It was through difference of opinion that led him resign his appointment in the Fort William College." (Carey)

করিতেন না*। বসুমহাশয় স্বীয় জীবনে অনেক বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কেরী সাহেব বলেন যে, তাঁহার এই বদান্যতাশিক্ষাও রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে হইয়াছিল। বসুমহাশয় অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন, বন্ধুবান্ধবসহ তিনি সময়ে সময়ে শিকার করিতে গমন করিতেন। তিনি যথেষ্ট ভোজন করিতেও পারিতেন। তাঁহার একটু পানদোষও ছিল। † তাঁহার ন্যায় রসজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হইত। কেরী সাহেব তাঁহার জ্ঞানগরিমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত তিনি কখনও দেখেন নাই। ‡ কেরী ব্যতীত বুকাননের বর্ণনায়ও বসুমহাশয়ের পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়।§ রেভারেণ্ড কেরী মহোদয় বসুমহাশয়ের সম্বন্ধে দুই একটী গল্পেরও উল্লেখ করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় উল্লিখিত হইল না। বসুমহাশয়ের লিখিত দুই একখানি পত্রও কেরীমহোদয়ের কাগজপত্রের সহিত গ্রথিত আছে। কেরী ও রামরাম বসু এক সময়েই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করিতেন, এই জন্য তাঁহার লিখিত বিবরণ বিশ্বাস্য বলিয়াই বোধ

* "He was of a peculiar turn of mind. Though amiable in manners and honest in dealings, he was a rude and unkind Hindoo if anybody did him wrong." (Carey)

† রাজা রামমোহন রায়েরও প্রথম জীবনে একটু পানদোষ ছিল বলিয়া শুনা যায়।

‡ "A more devout scholar like him I did never see." (Carey)

§ "The History of Rajah Pritapadityo, the last Rajah of the island of Saugur; an original work in the Bengalee language, composed from authentic documents, by a *learned native* in College." (Buchanan's College of Fort William.)

হয়। কেরীর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বসুমহাশয়ের জীবনে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবিম্ব অল্প বিস্তর স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশ্য ও দৈনন্দিন জীবন রাজা রামমোহনের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। রামমোহনের নিকট তিনি আপনার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি করেন; তাঁহারই নিকট তিনি বাঙ্গলা গদ্যরচনা শিক্ষা করেন; তাঁহারই দৃষ্টান্তে তিনি দানশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই আদর্শে তিনি সৎসাহস অবলম্বন করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদত্যাগ করিয়াছিলেন। যে মনীষীর অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ আজিও বঙ্গদেশে ও বঙ্গভাষায় সজীব ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, বাঙ্গলার প্রথম গদ্য-ইতিহাসলেখকের জীবন যে তাঁহার আদর্শে চালিত হইয়াছিল, ইহা আনন্দের বিষয়ই বলিতে হইবে। যে কেহ রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহার লৌহময় জীবন যে চুম্বুকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিভাসম্পন্ন লোকের প্রভাবই অদ্ভুত!

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মতপার্থক্য ঘটায় রামরাম বসুমহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন্ অব্দে তিনি পদত্যাগ করেন তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। রেভারেণ্ড বুকাননের লিখিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামক গ্রন্থ ১৮০৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বসুমহাশয়কে কলেজের অন্যতম পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। * কিন্তু ১৮১৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত টমাস রুবকের লিখিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তকে ১৮১৮ অব্দের বাঙ্গলা পণ্ডিতদিগের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে

* "The History of Rajah Pritapadityo..... by a learned native in College."

"Lipimala......by Ram Ram Bose Pundit." (Buchanan)

বসুমহাশয়ের নাম দৃষ্ট হয় না। † সুতরাং ১৮১৮ অব্দের পূর্ব্বে বসুমহাশয় যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলীর তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ১৮০১ খৃঃ অব্দের মে মাসে নিযুক্ত হন। সুতরাং রামরাম বসু মহাশয় যে, তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে। বসুমহাশয়ের দৃষ্টান্তে অপর কেহ কেহও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষার্থীদিগের জন্য গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র প্রভৃতি প্রধান। বসুমহাশয় পদত্যাগ করিলেও তাঁহার গ্রন্থদ্বয় ফোর্ট

1818.

Bengalee Department.

HEAD PUNDIT.

রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি	May 1801.

SECOND PUNDIT.

রামজয় তর্কালঙ্কার	July 1816.

PUNDITS.

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	May 1801.
কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত	Sept. 1801.
পদ্মলোচন চূড়ামণি	May 1801.
শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার	Sept. 1801.
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	Nov. 1805.
রামকুমার শিরোমণি	Sept. 1801.
গদাধর তর্কবাগীশ	Nov. 1805.
রামচন্দ্র রায়	March 1803.
নরোত্তম বসু	March 1806.
কালীকুমার রায়	March 1803.

(Roebuck's Annals of the College of Fort William.)

উইলিয়ম কলেজে সমভাবেই অধীত হইত। আমরা বসুমহাশয় সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনার চেষ্টা করিতেছি।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি যে, এই সময় হইতে বাঙ্গলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু রামরাম বসুমহাশয় রাজার পূর্ব্বেই সেই পথে প্রকাশ্যভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। যে সময়ে বাঙ্গলা গদ্যরচনার সূচনা হয়, সে সময়ে বাঙ্গালী সাধারণে ফারসী ও আরবী ভাষাকেই আদর্শ মনে করিতেন, এবং ঐ সকল ভাষা শিক্ষার জন্য যত্ন লইতেন। সংস্কৃত শিক্ষা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কেবল যে সাধারণে ফারসী ও আরবী শিক্ষা করিতেন এমন নহে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় বহুল পরিমাণে ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতেন। ছয় শত বৎসর মুসলমান্‌দিগের সংস্পর্শে থাকিয়া জনসাধারণে তাঁহাদের আচার ব্যবহার সম্যক্‌রূপে অনুকরণ না করিলেও রাজভাষার আলোচনায় আপনাদিগের মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অগাধভাণ্ডার সংস্কৃত বা প্রাকৃতের আলোচনা যেন সাধারণের মধ্য হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের অধিকার দিন দিন খর্ব্ব হইয়া ফারসী ও আরবীর আধিপত্য বর্দ্ধিত হইতেছিল। এইরূপে ছয়শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়। এই ছয়শত বৎসরের মধ্যে সাধারণ বাঙ্গলা ভাষা ফারসীর ও আরবীর শব্দবাহুল্যে আপনার কলেবর পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। হবিরন্ন পরিত্যাগ করিয়া পলান্নই তাহার প্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-কাননে তখন যে সমস্ত কবিতালতা শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল, তাহারা সেই দেবভাষার অমৃতক্ষরণে সঞ্জীবিত

হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফারসী ও আরবীর দুই একটি ক্ষুদ্র জলকণা তাহাদের শাখা প্রশাখায় যে নিপতিত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু তাহারা যে অমৃতক্ষরণে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, ও সঞ্জীবিত হইয়াছিল, তাহারই পুনঃ পুনঃ সেচনে তাহারা নবকিসলয় ও কুসুমস্তবকে অপূর্ব্ব শোভশালিনী হইয়া উঠে। বঙ্গসাহিত্য-কাননের গদ্যতরু কিন্তু এই অমৃতসেচন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার কমনীয় হস্তে গদ্যতরু প্রথমে বঙ্গসাহিত্য-কাননে আশ্রয় লাভ করিতে আরম্ভ করে, তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাকে অমৃতক্ষরণে সঞ্জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হন। রাজা রামমোহন রায়ের রচিত যে সমস্ত গ্রন্থ পরিশেষে মুদ্রিত হয়, তাহাতে আমরা সংস্কৃতবাহুল্যই দেখিতে পাই, কিন্তু বাঙ্গলা গদ্য তখনও ফারসীর আদর্শ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

রাজা রামমোহন রায় ফারসী ও আরবীতে বিশেষরূপ দক্ষ ছিলেন, সংস্কৃতেও তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রথমে ফারসী রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে বাঙ্গলা গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই জন্য তাঁহার গদ্য ফারসীর আদর্শ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি তাহাকে সংস্কৃতশব্দবহুল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল, তাঁহার ছাত্র বসুমহাশয়ের সেরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যদিও কেরী মহোদয় তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি আরবী ও ফারসী যে তাঁহার প্রিয় ছিল ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্যে এক বিচিত্র বাঙ্গলা ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। বসুমহাশয় এরূপ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়ন আরম্ভ করিলেন কেন? এই বিষয়ের আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমতঃ তৎকালে সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে অনেক ফারসী ও আরবী

শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল। গদ্য গ্রন্থ বাঙ্গলায় ছিল না। গদ্য রচনা প্রথমে আরম্ভ করিলে সাধারণের ভাষা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, নতুবা তাহা ক্ষিপ্র-বোধ্য হয় না। দ্বিতীয়তঃ তিনি যাঁহাদিগের জন্য উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসী ও আরবীতে অধিক অভ্যস্ত ছিলেন, সহজে তাঁহাদের বোধগম্য হওয়ার জন্য বসুমহাশয়কে ফারসী ও আরবীর শব্দসমূহ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত অপেক্ষা তাঁহার ফারসী ও আরবীতে বিশেষরূপ পারদর্শিতা থাকায় স্বভাবতঃ তাহাদেরই প্রাধান্য তাঁহার রচনার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের কথা স্বতন্ত্র, তিনি যেমন ফারসী আরবীতে দক্ষ ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃতেও তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, তাঁহার আলোচ্য বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্র, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষার ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিই বিশেষ ভাবে আলোচ্য ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণের জন্য তাঁহার অনুমোদিত শাস্ত্রার্থ প্রচার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে সংস্কৃতবাহুল্যই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি যখন বাঙ্গলা গদ্যের স্রষ্টা, তখন যাহা হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রাধান্য বিস্তারে তিনি যে সচেষ্ট হইবেন ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে আমরা ফারসী ও আরবী শব্দেরই বাহুল্য দেখিতে পাই। নিম্নে রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

"বহুকাল ক্ষেপনের পরে ঠাওরাইল আপন নামে শিক্কা মারে ও বাদসাহি তক্ত গৌড়ে নির্ম্মান করে। তাহার সামিগ্রি নানাবর্ণের প্রস্তর পুঞ্জ ২ আনাইল এবং বহু সামন্ত এক-ত্তর করিল একয়াই তিন লক্ষ। আসোয়ার লক্ষার্দ্ধ তবকি তোবচিন ইত্যাদি দেড় লক্ষ এই তিন লক্ষ শেনার পতি।"

"সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল সে স্থানে লোক পাঠাইয়া

বরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্য স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইরা পুরির আরম্ভ হইল সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলগঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থানে অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল।"

উদ্ধৃত অংশ দুইটিতে ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্য যে অধিক তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু বসুমহাশয় যেখানে কোন কোন বিষয় আবেগসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যে স্থলে আমরা ফারসী আরবীর প্রয়োগ অল্পই দেখিতে পাই, যথা—

"পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গের্দ্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরশ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদম্ভে দম্ভয়-মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারিদিকে নানাপ্রকার শব্দ হইতে লাগিল ধা ২ শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তড়াতড়ে বন্দুক জয়ঢাক ইত্যাদি নানাবিধি বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণরোধ হওনের গোছ এইরূপে সামন্তেরা সর্জ্জ মান হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল।"

"চতুর্দ্দিগেতে কোকিলেরা সুনাদ করিয়া বুলিতেছে আর আর পক্ষিরা ডালে ডালে বেড়াইতেছে মউর পেকম ধরিতেছে খঞ্জনেরা নৃত্য করে সহস্রাবধি আর আর পক্ষি চারি-দিগে কলধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর উদ্যান।"

বসু মহাশয়ের গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট রূপে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার গ্রন্থে ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্য ছিল, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষ দিকে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ফারসী ও আরবী অপেক্ষা সংস্কৃত প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

"শুভক্ষণানুসারে যশহর পুরীর সমস্ত রাণীগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য

অম্লান বস্ত্র কেহ বা পট্টবস্ত্র কেহ বা কামতাই কেহ বা লক্ষ্মীবিলাস কেহ বা নীলাম্বর নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশবিন্যাস করিয়া বহুবিধি সুগন্ধি আতর পৃভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণে ধুমঘাটের পুরীতে আগমন করিতেছেন।"

"সকলের আগে দ্বিজগণ বেদ উচ্চারণ করি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। এই মতে প্রফুল্ল মনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ হইলে রাণীরদের আজ্ঞায় সেবকীরা তৈল পান ভক্ষ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন পৃভৃতি দ্রব্য গরিব লোকের দিগকে বিতরণ করিতেছে। এই ২ মতে সকলেই আনন্দিত। পুরীর মধ্যে চারিদিগে জয় জয়কার ধ্বনি হইতেছে।"

রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র রচিত হওয়ার পর বসুমহাশয় লিপিমালা রচনা করেন। লিপিমালার অনেক স্থলে ফারসী বা আরবী শব্দের প্রয়োগ আদৌ দৃষ্ট হয় না, তদ্দ্বারা বোধ হয়, বসুমহাশয় রাজা রামমোহনের উপদেশপালনে ক্রমেই সক্ষম হইতেছিলেন। নিম্নে লিপিমালা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল।

"তোমাদিগের মঙ্গলাদি সমাচার অনেক দিবস পাই নাই, তাহাতেই ভাবিত আছি; সমাচার বিশেষরূপ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।" *

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা গদ্যকে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রাম রাম বসুমহাশয় তাঁহার নিকট হইতে গদ্য রচনা শিক্ষা করায় ও রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র তাঁহার দ্বারা সংশোধিত করিয়া লওয়ায় গ্রন্থের শেষ ভাগে আমরা ফারসী ও আরবী অপেক্ষা অনেক স্থলে সংস্কৃত শব্দবাহুল্য দেখিতে পাই। তাঁহার লিপিমালায় তিনি উক্ত বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বসুমহাশয় সংস্কৃত অপেক্ষা আরবী ও ফারসীতে অধিকতর পারদর্শী হওয়ায়, একেবারে ঐ সমস্ত ভাষার শব্দপ্রয়োগে নিরস্ত

* বিহারীলালের বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সন্ধান অধ্যায় দেখ।

হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তিনি প্রথমতঃ সাধারণ ভাষা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে এমন কি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী কথাবার্ত্তায় অনেক ফারসী ও আরবী শব্দ মিশ্রিত হইয়া আছে। বসুমহাশয়ের গ্রন্থ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, তিনি অনেক শব্দের সংস্কৃত প্রয়োগ স্থির করিতে না পারিয়াই তাহাদের স্থানে ফারসী ও আরবী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তখন জনসাধারণে সহজে যে সমস্ত শব্দ বুঝিতে পারিত, তিনি তাহাই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে মস্যাধার অপেক্ষা যত শীঘ্র দোয়াত বুঝিয়া থাকি, লেখনী অপেক্ষা যত শীঘ্র কলম বুঝিয়া থাকি, তাৎকালিক লোকেরা সেইরূপ অশ্বারোহী অপেক্ষা শীঘ্রই সওয়ার বা আসেয়ার বুঝিতে পারিত, অঞ্চল অপেক্ষা গের্দ্দ বুঝিত। এইরূপ ফারসী ও আরবী শব্দবাহুল্যে যে বঙ্গভাষা অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বসুমহাশয়ের নিজের দোষ নহে কালের দোষই বলিতে হইবে। মুসল্মানদিগের সহিত বহুকালের সংস্পর্শে বঙ্গভাষা ঐরূপ ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫০ সালের কলিকাতা রিভিউ পত্রে আদিম বঙ্গসাহিত্য আলোচনায় রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"The life of Raja Pratapaditya, "the last King of Sagur", published in 1801, at Serampur, was one of the first works written in Bengali prose. Its style, a kind of Mosaic, half Persian, half Bengali, indicates the pernicious influence which the Mahamadans had exercised over the Sanskrit-derived languages of India." ইহার পর গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও যে দুই চারিটি কথা উক্ত হইয়াছে, আমরা তাহাও উদ্ধৃত করি-

লাম। "Raja Pratapaditya lived in the reign of Akbar at Dhumghat near Kalna in the Sunderbunds; his city, now abondoned to the tiger and wild boar, was then the abode of luxury, and the scene of revelry. Like the Seir Mutakherin, this work throws some light on the phases of native society, and enables us to look behind the curtain." তৎপরে পুস্তকের লিখিত বিবরণের একটি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করা হইয়াছে। প্রয়োজনাভাবে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

রেভারেণ্ড লং সাহেবও A Descriptive Catalogue of Bengali Works নামক পুস্তিকায় রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রের ভাষাসম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। "The first Prose Work and the first Historical one that appeared, was the *Life of Pratapaditya* the last king of Sagur Island, by Ram Bose, Ser. P., 1801, pp 156. A work the style of which a kind of mosaic shewed how much the unjust ascendency of the Persian language had in that day corrupted the Bengali." বাস্তবিক রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রের ভাষা যে mosaic বা চিত্রবিচিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। লং সাহেব রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রকে বাঙ্গলার প্রথম গদ্য ও প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়াছেন। রামরামের প্রতাপাদিত্যচরিত্রই প্রথমেই পুস্তকাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা বারম্বার তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এবং ইহা যে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থও ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে, তথাপি ইংরেজীতে যাহাকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে, রাজা প্রতাপা-

দিত্যচরিত্র সেই আদর্শেই লিখিত হইয়াছিল। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

ফারসী, আরবী শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে অনেক সংস্কৃত বা বাঙ্গলা শব্দ নূতন নূতন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই চারিটির উল্লেখ করা যাইতেছে। 'নিরাকরণ' শব্দ আমরা এক স্থলে সিদ্ধান্ত অর্থে ও আর এক স্থলে নিবৃত্তি অর্থে দেখিতে পাই। 'পদার্পিন' শব্দে নিযুক্ত 'অম্লান' শব্দে পরিষ্কৃত, 'প্রত্যক্ষ' শব্দে পালন, 'প্রতুল' শব্দে মঙ্গল, 'রঞ্জিত' শব্দে উপস্থিত ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত 'আচাম্বক,' 'পরথাই', 'পসিও', 'বাহুড়িলেন' প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দেরও প্রয়োগ আছে। ফলতঃ তৎকালীন সাধারণ বঙ্গভাষাকে যথাসাধ্য সংস্কৃত করিয়া বসু-মহাশয় স্বীয় গ্রন্থের উপাদানে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যে ভাষায় সে সময়ে কোন আদর্শ গ্রন্থ ছিল না, আপনার চেষ্টায় নূতন গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল, সে সময়ে সাধারণ ভাষাকে অবলম্বন ব্যতীত অন্য কি উপায় থাকিতে পারে? বসুমহাশয় সেই ভাষা অবলম্বন করিয়া তাহাকে যে গ্রন্থের উপযোগী করিয়াছিলেন, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা গদ্যের স্রষ্টা হইলেও রামরাম বসুমহাশয় যে বাঙ্গলার প্রথম গদ্য গ্রন্থকার সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান যে অতি উচ্চে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের ভাষা সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম, এক্ষণে ইহার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, পারস্য ভাষার কোন কোন গ্রন্থে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু বিস্তৃত ভাবে

না থাকায় তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের স্বজাতি ও স্বশ্রেণী হইয়া পিতৃ-পিতামহ প্রমুখাৎ তাঁহার বিবরণ যাহা শুনিয়াছেন, তদনুসারে গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ইতিহাস ও প্রবাদ এই উভয়ের আলোচনা করিয়াই তিনি রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র লিখিয়াছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিতে গেলে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, বসু মহাশয় তাহার ত্রুটি করেন নাই। এইজন্য রেভারেণ্ড বুকানন রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।—"The History of Rajah Pritapadityo the last Rajah of the island of Saugur ; an original work in the Bengalee language, composed from authentic documents, by a learned native in College." বসুমহাশয়ের ফারসী ভাষায় অসীম ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি উক্ত ভাষায় লিখিত ইতিহাসাদি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধীয় বিশ্বস্ত প্রবাদগুলি আলোড়ন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবরণ লিখিয়াছেন। লং সাহেব তাঁহার গ্রন্থকে যে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের প্রথম ভাগে যে যে স্থানে সুলেমান ও দায়ুদের বিবরণ এবং মোগল সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইতিহাসসম্মত। দুই এক স্থানে ইতিহাসের সহিত সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বিবরণ তিনি যে ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু গ্রন্থের শেষভাগে যেখান হইতে বসু-মহাশয় প্রতাপাদিত্যের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থানেই

তিনি প্রবাদেরই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ রূপে দোষী স্থির করা যায় না। কারণ, সে সমস্ত স্থানের বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত ইতিহাস না থাকায় তাঁহাকে প্রবাদেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক যুগেও সেই সেই স্থানের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আজিও স্থির হয় নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে বসুমহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া সাধারণের মধ্যে গৃহীত হইতেছে। সুতরাং তজ্জন্য বসুমহাশয়কে দোষ দেওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত আমরা যখন প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলাম না, তখন সেই প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থরচয়িতাকে আমরা কোন্ সাহসে দোষী স্থির করিতে অগ্রসর হইব?

যদিও বসুমহাশয় প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস না পাওয়ায় প্রবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি দুই এক বিষয়ে যে প্রবাদ চিরপ্রচলিত ছিল, তিনি তাহারও অনুসরণ করেন নাই, এবং সেই প্রবাদই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রাজা মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিতেছি। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে, প্রতাপ মানসিংহের সহিত সন্ধি ও কোন একটি সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় কন্যা প্রচার করিয়া মানসিংহের এক পুত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। কিন্তু ইহা সাধারণ প্রবাদ ও ঐতিহাসিক তথ্য যে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। বসুমহাশয়ের গ্রন্থের পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হইয়া বাঙ্গলার গৃহে গৃহে পঠিত হইত। তাহাতেই লিখিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। এতদ্ভিন্ন

ঘটক কারিকায়ও উহার উল্লেখ আছে, এবং তাহাই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া এক্ষণে স্থির হইয়াছে। কিন্তু বসুমহাশয় ঐরূপ প্রবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলিতে পারি না। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, উজীর ইস্‌লাম খাঁ চিস্তি কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য বন্দী হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। কিন্তু ইস্‌লাম খাঁ চিস্তি কখনও উজীর হন নাই, এবং তিনি প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের অনেক পরে বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। এ সমস্ত বিষয় আমরা টিপ্পনীতে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। যদিও ইতিহাসের সহিত শেষভাগে তাঁহার গ্রন্থের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি সেই সমস্ত বিবরণ হইতেও তাঁহার ইতিহাসালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাসের সহিত কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ঘটিলেও তাঁহার গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ তাহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং ইহাই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। যদিও পূর্ব্বে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি চরিত্র-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা ঐতিহাসিক গ্রন্থ অপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থরূপেই চিরপ্রসিদ্ধ। ঐ সকল পুস্তকে ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা ধর্ম্মমতের প্রাধান্যই বিস্তৃত ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ আমাদের পুরাণাদির অনুকরণে লিখিত, সুতরাং তাহাদিগকে প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। তবে সেই সেই গ্রন্থে তাৎকালিক সমাজাদির যে চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য ভাষা সমূহে যে প্রণালীতে ইতিহাস বা চরিত-গ্রন্থ লিখিত হয়, রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র সেইরূপ ভাবেই লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য লং সাহেব প্রভৃতি ইহাকে বঙ্গভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বসুমহাশয়ও প্রাচ্য প্রথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ধূমঘাটের পুরী

বর্ণনা প্রভৃতিতে তিনি যথেষ্ট অতিরঞ্জনের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বসুমহাশয় তাঁহার গ্রন্থকে প্রকৃত ইতিহাস করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎকালে রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহার এক অনুবাদ হইয়াছিল।* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গলা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের সহিত সে অনুবাদও অধীত হইত। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিলে আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রই বঙ্গভাষার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ, এবং রামরাম বসু মহাশয়ই বাঙ্গলার প্রথম ঐতিহাসিক। প্রথম গদ্য গ্রন্থকার ও প্রথম ঐতিহাসিক হওয়ায় বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার স্থান যে অতি উচ্চে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার গদ্য বা ঐতিহাসিক তথ্য দোষশূন্য না হইতে পারে, তথাপি যিনি সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারময় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গুহায় ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইলেও সেই ক্ষীণ বর্ত্তিকা যে পরম আদরণীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ ভাষার ঐতিহাসিকগণ বসুমহাশয়কে তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বার্লিন নগর হইতে প্রকাশিত ডবলিউ, পার্শের সম্পাদিত সংস্কৃত

"MARHATTA LANGUAGE.

History.

'The History of Rajah Pratapaditya translated from original Bengalee by Vaidya Nath Pundit. Serampoor 1816." (Roebucks Annals of the College of Fort William.)

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের টীকায় তিনি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বিবরণ প্রদান করার চেষ্টা করায় তৎসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হন নাই। পার্শমহোদয় বসুমহাশয়ের গ্রন্থের কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দেখিতে পান নাই, তৎকালে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কেবল ১৮৫০ খৃঃ অব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রে উক্ত পুস্তকের যে উল্লেখ দেখিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আপনার টিপ্পনী লিখিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে জর্ম্মানিতে প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর জন কলভিনের অনুরোধে রেভারেণ্ড লং সাহেব বসুমহাশয়ের গ্রন্থ খানিকে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা তাৎকালিক বঙ্গভাষায় পরিণত করিয়া ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে মহারাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রকাশ করেন, উক্ত গ্রন্থ তাঁহার গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তকাবলীর অন্তর্ভূত হয়। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ তাহার এক দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বসু মহাশয়ের গ্রন্থের সহিত ঐ গ্রন্থও মুদ্রিত হইল। শত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ ভাষার সহিত অর্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বের ভাষার তুলনা উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। বসুমহাশয়ের রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ও লিপিমালা ব্যতীত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে আরও কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে তালিকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রাজীবলোচন কৃত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকৃত রাজাবলি এবং রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের অনূদিত হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের অনূদিত বত্রিশ সিংহাসন, চণ্ডীচরণের অনূদিত তোতা ইতিহাস ও হরপ্রসাদ রায়ের অনূদিত পুরুষ পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কেরী সাহেবের বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান বঙ্গ ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের বাসুদেব-চরিত * ও বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লিখিত হয়। †

এইরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে বাঙ্গলা গদ্যরচনার সূত্রপাত ও প্রচার আরব্ধ হয়, এবং সেই সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীও প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে দিন দিন পরিপুষ্ট করিতে আরম্ভ করে। রামমোহন ও রামরাম বসু প্রভৃতি কুঠার কুদ্দাল হস্তে যে পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আজ ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, রজনীকান্ত ও পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের বর্ষিত কুসুমস্তবকে তাহা কোমল ও সুখগম্য হইয়া উঠিয়াছে। আজ বাঙ্গলা সাহিত্য-কাননে ঐ সমস্ত মনীষিগণের রোপিত নবকিসলয় ও কুসুমপুঞ্জশোভিত গদ্যতরুনিকর বহুযুগজাতা কবিতা লতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। শত বৎসরে বঙ্গ সাহিত্য-কানন যেরূপ নবীনশ্রী লাভ করিয়াছে, তাহা জগতের অনেক সাহিত্য-কাননে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সহিত সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষার শিক্ষা প্রচার

* বাসুদেব চরিত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় তাহা পঠিত হয় নাই। (বিহারীলালের বিদ্যাসাগর দেখ)

† এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে বসু মহাশয়ের লিপিমালা পুস্তক আমরা দেখিতে পাই, উহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বসু মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের উপদেশেই চালিত হইতেন। লিপিমালার প্রথমে যাহা লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের ওদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।" পরম ব্রহ্মের কথা যে রাজা রামমোহন হইতে এদেশে প্রচারিত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে লিপিমালা লিখিত হয়, তৎসম্বন্ধে বসু মহাশয়ের উক্তি এই—

"শতাদিত্য বসু বর্ষ পশু শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।—"

লিপিমালাতে পত্র লিখনচ্ছলে অনেক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

হওয়ায় বঙ্গভাষার এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা এক্ষণে বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। যদিও অনেক আবর্জ্জনা তাহার অঙ্গে পতিত হইতেছে, তথাপি তাহা যে স্রোতোবলে অদৃশ্য হইয়া যাইবে ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে। অনন্তকাল ধরিয়া অবিরাম গতিতে বঙ্গভাষা-স্রোতোস্বিনী প্রবাহিত হউক ইহাই যেন আমাদের হৃদয়ের একমাত্র ইচ্ছা হয়।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

Bengali Family Library :—

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তকসংগ্রহ ।

THE HISTORY
OF
Raja Pratapaditya.

"The last King of Saugur Island".

BY

HARISH CHANDRA TARKALANKAR.

Ex-Student of the Sanskrit College.

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ।

SECOND EDITION.

CALCUTTA.

Printed for the Varnacular Literature society and sold by Messrs. D' Rozario and Co ; and at The Tattwabodhini Press.

1856.

PREFACE.

Raja Pratapaditya lived in the reign of Akbar in the Jessore District and founded a splendid city in a place which is now part of the Sunderbunds. His Biography, one of the few historical ones we have in Bengali, was compiled 50 years ago as a text book for the College of Fort William. The present Memoir retains the subject of the former but in a totally different style. The work has been sought after in Germany as throwing some light on the condition of a Hindu Raja under the Musalmans.

It mentions that the Raja's immediate ancestors lived at *Satgan* then a great emporium of trade, now an obscure village. They went to Gaur, obtained influence there with the king; Raja Pratapaditya received a grant of land in what is now the Sunderbunds, then a fertile populous district, but refusing subsequently to pay tribute, the Emperor Akbar sent an army against him; he was taken prisoner and carried in an iron cage to Benares where he died.

মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রদেশে রামচন্দ্র নামে একজন বঙ্গজ কায়স্থ বসতি করিতেন। লোকে অধিক উপার্জ্জনের বাসনায় দেশ দেশান্তরে যাইয়া থাকে। তিনিও তদাশয়ে বশীভূত হইয়া তথা হইতে পাঠমহল পরগণায় যাইয়া অবস্থিতি করেন। পরে তথাকার এক সরকারের আগ্রহাতিশয়ে সাতিশয় বাধিত হওত তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমুদায় বাণিজ্য, ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় আবাসে বাস করিয়া রহেন তাঁহার শ্যালকেরা সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরি কর্ম্ম করিত। তিনি তাহাদিগের সহিত তথায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে২ ক্রমশঃ সকলের নিকট পরিচিত ও সকল কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী হইয়া পবিশেষে সেখানকার এক মুহরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন এবং স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ কারতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ও দশম মাসে পুত্রবতী হয়েন। নাবীগণ অভিনব কুমারের অপরূপ রূপ সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া প্রতিবাসিদিগকে পুত্র জন্ম সংবাদ প্রদানার্থ শুভ সংসূচক শংখধ্বনি আরম্ভ করিল। তদাকর্ণনে গ্রামস্থ সকলে অবগত হইল যে সরকারের একটী দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। দীন দরিদ্র দুঃখি ব্রাহ্মণাদি তাবতেই বিবেচনা কবিল আমরা সরকারের বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগকে অবশ্য কিঞ্চিৎ২ দিবেন সন্দেহ নাই কিন্তু অগ্রে যাইলে কিছু অধিক পাইব এই বোধে সকলে সত্বর হইয়া তাঁহার বাটীতে আগমন করিতে

লাগিল এবং বাদ্যকরেরা আসিয়া স্ব ২ যন্ত্রে তালে মানে বাদ্য আরম্ভ করিল, প্রতিবাসিরাও অনেকে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র সন্তানের মুখ সন্দর্শন করিয়া সন্তোষার্থ সকলকেই কিঞ্চিৎ ২ দিয়া বিদায় করিলেন। তাহারা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে ২ গমন করিল।

রামচন্দ্র কুলাচার অনুসারে একাদশ দিবসে মহাসমারোহপূর্ব্বক বিধি বোধিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পুত্রের নাম ভবানন্দ রাখিলেন। পরে তাঁহার আর দুই সন্তান হয় মধ্যমের নাম গুণানন্দ এবং কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ রাখিয়াছিলেন। ঐ তিন সহোদর বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য বাল্যকালেই সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পারসীকাদি বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েন বিশেষতঃ কনিষ্ঠ অতি কর্ম্মঠ ছিলেন। তিনি আপন পিতার অধীনে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। কার্য্যবশতঃ সেই দপ্তরের সিরিস্তাদার কায়স্থ কুলোদ্ভব কান্তারের সহিত তাঁহার অপ্রণয় হওয়াতে রামচন্দ্র নানা প্রকারে উত্যক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌড় রাজধানীতে গমন করিলেন।

তৎকালে ঐ রাজধানীতে কেবল বাদশাহের এক দুর্গ আর বাঙ্গালা ও বেহারের কর আদায় কারণ এক দপ্তরখানা মাত্র ছিল। ঐ দুইয়ের অধ্যক্ষ নবাব শোলেমান গররাণী নামক একজন পাঠান ছিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় ধনাঢ্য ছিলেন না, হুমায়ুন বাদশাহের হিন্দুস্থান শাসনকালে ঐ তুচ্ছ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। রামচন্দ্রের তথায় গমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের সুবাদার হইয়া অসীম ধন উপার্জ্জন করত সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।

হুমায়ুনের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার পুত্রেরা রাজ্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে পরস্পর ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং সিংহাসন কিয়ৎ দিবস শূন্য

থাকে কাহারও ঈদৃশ সামর্থ ছিল না যে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনাদিরূপ রাজনীতির অনুসারে প্রজাগণের হিতাহিত চিন্তা এবং দেশ দেশান্তর হইতে রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধারণ করেন; সুতরাং তৎকালে বিদেশীয় প্রধান ২ কর্ম্মচারিরা দিল্লীর প্রতি হতাদর হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে লাগিল।

শোলেমান সেই সময়ে কতিপয় সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং সেনাপতি হওত উড়িষ্যা জয় করেন। দিল্লীতে কিছুমাত্র কর প্রেরণ করেন নাই কেবল তিন দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া স্বীয় কোষ পরিপূর্ণ করত হস্তগত দেশ সকল শাসন করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর বিবাদের পর হুমায়ুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর ভ্রাতাদিগের অভিমতিতে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া বাদশাহ হইলেন। শোলেমান তৎশ্রবণে অনুপম উপঢৌকন লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। সময়ক্রমে বাদশাহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে বাদশাহ শোলেমানের শীলতায় ও তদ্দত্ত উপঢৌকনে পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বাঙ্গালা প্রভৃতি তিন প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব পদে স্থিরতর থাকনের লিপি প্রদানে অনুমতি করিলেন, শোলেমান ঐ লিপি এবং সম্ভ্রমসূচক পরিচ্ছদ পাইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করত স্বরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ সুবাদারি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র গৌড় রাজধানীতে সপরিবারে উপস্থিত হইয়া এক গৃহস্থের বাটীতে অবস্থিতি করেন। পরে একদিন কোন সুযোগে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর তিনি তাঁহার পুত্রদিগের নিবেদন অনুসারে তাঁহাকে কাননগো দপ্তরে মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। রামচন্দ্র সেই কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় গৃহাদি নির্ম্মাইয়া বাস করিলেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অতি চতুর, কোন কার্য্য উপলক্ষ করিয়া অনুক্ষণ

নবাবের নিকট যাইতেন ইহাতেই তিনি তাঁহাকে কর্ম্মঠ জানিয়াছিলেন। কাননগো দপ্তরের অধ্যক্ষের মৃত্যু হইলে পর নবাব তাঁহাকে তৎপদে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিযুক্ত করিয়া এবং পরিচ্ছদ দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন। শিবানন্দ রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করাতে নবাব তাঁহাকে অতি সমাদর করিতে লাগিলেন তদবধি তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ পাঠশালায় পারসীকাদি বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিবানন্দ আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুত্র শ্রীহরিকে এবং মধ্যম ভ্রাতার পুত্র জানকীবল্লভকে নবাব তনয়ের সমান বয়স্ক দেখিয়া ঐ তিন জনের গাঢ়তর প্রণয় জন্মাইবার নিমিত্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে সেই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত করিয়া দেন। তাঁহারা দুইজন নবাবের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। সমান বয়স্ প্রযুক্ত তিনজন মিলিত হইয়া বাল ক্রীড়া এবং নগর পরিভ্রমণ করিতে ২ তাঁহাদিগের ঈদৃশ অলৌকিক প্রণয় জন্মিয়াছিল যে কেহ কাহাকে না দেখিয়া ক্ষণকাল সুস্থির থাকিতে পারিতেন না।

একদিন দায়ুদ কথা প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন যে আমি যে কর্ম্ম পাইব তাহারি নায়েব তোমাদিগকে করিব; আর যদি বাদশাহ হই তবে উজীর করিয়া নিকটে রাখিব, সত্য কহিতেছি ইহার অন্যথা কদাচ হইবেক না; তিনি বিদ্যাভ্যাস কালে কখন ২ এইরূপে কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করিতেন।

গৌড়েশ্বর শোলেমানের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিদ পিতৃশাসিত তিন প্রদেশের ঈশ্বর হয়েন, পরে মৃত নবাবের জামাতা হসো তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া এক সপ্তাহ স্বাধীন ছিলেন। শোলেমানের ভক্ত সেনাপাত আমীর লুদি দক্ষিণ দেশে থাকিত সে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিক্রোধান্বিত হইয়া রাজধানী আক্রমণ কালে যুদ্ধে হসোকে বিনাশ

করে। পরে নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া পূর্ব্ব প্রভুর ন্যায় তাঁহাকে সন্মান করত স্বীয় কর্ম্মে আপনি রত হইয়াছিল।

দায়ুদ নবাব হইয়া প্রজাগণের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-কৃত অঙ্গীকার অনুসারে ঐ দুই ভ্রাতাকে অনুগ্রহ সূচক পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুখ্যপাত্র এবং কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্ত রায় উপাধি দিয়া ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম্মে অধ্যক্ষ করিলেন। দুই ভ্রাতা দুই প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহারা যাহা ২ করিতেন নবাব তাহাতে অসম্মত করিতেন না।

দায়ুদ নবাব হইয়া আত্মসুখে পরাঙ্মুখ হওত প্রজাদিগের অন্যায় ন্যায়ের বিচার ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে অপক্ষপাতে করিতেন এবং সদা শাস্ত্র অনুশীলন, সদালাপ, আশ্রিত প্রতিপালন ও অতিথি অভ্যাগত দীন দরিদ্র প্রভৃতিকে, তাহাদিগের ইচ্ছামত দানাদিদ্বারা সর্ব্বত্র এমত বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত।

নবাব এইরূপে যশঃসঞ্চয় করত দুই বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে সমস্ত প্রজ ও সৈন্য সামন্ত অনুগত রাখিয়া রাজকর দিল্লীতে প্রেরণপূর্ব্বক কয়েক বৎসর সুনিয়মে সমুদায় দেশ শাসন করিলেন। পরে গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ দুষ্টমতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হতবুদ্ধি করিল, তাহাতে তাঁহার মনোমধ্যে কত প্রকার কুমন্ত্রণার উদয় হইতে লাগিল। তিনি একদিন মনে ২ বিবেচনা করিলেন যে আপামর সাধারণ লোকেই আমার সুখ্যাতি করিয়া থাকে এবং সমস্ত সৈন্য ও প্রজাগণ বশীভূত, কেহ কোন প্রতিকূলতাচরণ করিবেক এমত সম্ভাবনা নাই। তবে কেন দিল্লীশ্বর বাদশাহের অধীন থাকিয়া কর প্রদান করি বরং সেই ২ ধনদ্বারা সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া স্বাধীন হওয়া উচিত। আমার ধনের ভাবনা নাই কোষ পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য

সৈন্যও আছে। যে ধন বৎসর ২ দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া থাকি, তাহা আর দিব না। ইহাতে যদি বাদশাহ আমার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন আমিও তদনুযায়ী কর্ম্ম করিব ইহাতে ক্ষতি কি। এ কিছু অসঙ্গত কর্ম্ম নহে, এ হিন্দুর দেশ পূর্ব্বে তাহাদিগেরই অধিকার ছিল। মুসলমানেরা নিজ বাহুবল ও পরাক্রমে তাহাদিগকে জয় করিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছে। দিল্লীর অধিপতি মুসলমান, আমিও সেই জাতি, তবে তিনি কেন আমার নিকট কর গ্রহণ করেন, আমিই বা কি জন্য দি। তাঁহার নামে মুদ্রা মুদ্রিত করা যায় এবং তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অসংখ্য মানবগণের উপর প্রভুত্ব করেন। আমি একজন সামান্য দাসের মত তাঁহার অধীন হইয়া আছি, এ কি অন্যায়। আমি তাঁহাকে আর কব দিব না স্থানে ২ উপযুক্ত সেনা নিবেশ করিয়া স্বদেশে নির্ব্বিঘ্নে কর্তৃত্ব করিব তিনি আমার কি করিবেন।

দায়ুদের আসন্ন কালে এই মত বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। তিনি দিল্লীতে যে কর প্রদান করিতেন তাহা এককালে রোধ করিলেন এবং নিজ অধিকারোৎপন্ন ধন দ্বারা সুশিক্ষিত প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করত দিল্লার পথিমধ্যে স্থানে স্থানে শিবির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্থাপন করিতে লাগিলেন। আট দশ বৎসর ঐরূপ করাতে তাঁহার বিপুল ধন সঞ্চয় ও অসীম সৈন্য সংগ্রহ হইল পরে তিনি বোধ করিলেন এখন আমাকে আর কে পায় আমার কোন বিষয়ের অপ্রতুল দেখি না তবে কেন মিথ্যা কাল-ক্ষেপ করি প্রকৃত কর্ম্মের চেষ্টা দেখা যাউক। এই স্থির করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচার করণের ও গৌড়ে অপূর্ব্ব রাজ সিংহাসন নির্ম্মাণের :আয়োজনে অতি ব্যস্ত হইয়া শ্বেত রক্ত পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের বিবিধ প্রকার প্রস্তর রাশি স্থান ২ হইতে আনাইলেন।

পঞ্চাশ হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং তদনুরূপ গুলন্দাজ ও পদাতিক

ইত্যাদি প্রায় তিন লক্ষ সৈন্যগণের সেনাপতিদিগকে নবাব আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে তোমরা শীঘ্র যাও, সকলে আপন ২ সৈন্য সহ থাকিয়া উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণের পথ এমত সাবধানে রক্ষা করিবে যে বিপক্ষ পক্ষের কেহ দেশের মধ্যে কোন মতে প্রবেশ করিতে না পারে। তোমরা সেই ২ স্থানে থাকিয়া আমার ভাণ্ডার হইতে সৈন্যগণের খাদ্যদ্রব্য অনায়াসে পাইবা এমত উপায় করিয়া দিতেছি বলিয়া তাহাদিগের সমক্ষে কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন এবং কহিয়া দিলেন যে ইহাঁকে যখন যে ২ দ্রব্যের নিমিত্ত সংবাদ পাঠাইবেন, তুমি সে সমুদায় সামগ্রী অবিলম্বে পাঠাইবা আমাকে আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই।

ভবানন্দ মজুমদার নবাবকে বিষয়মদে মত্ত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন ইহার উন্নতি এই অবধি, কবে কখন দিল্লীশ্বরের কোপে পতিত হইবেন তাহার স্থির দেখি না। এক্ষণে সপরিবারে ইহার নিকটবর্ত্তী থাকা কোন মতে উচিত নহে।

আপন ভ্রাতার সহিত এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া মজুমদার মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে নির্জনে ডাকিয়া কহিলেন বাপু শ্রীহরি এদিকে আইস, আমার একটী পরামর্শ শুন, দায়ুদের হতবুদ্ধি ঘটিয়াছে ইনি এক্ষণে দুর্বৃত্ত হইয়াছেন ইহাঁর আর নিষ্কৃতি নাই। রাজ্যমদে ইহাকে জ্ঞানশূন্য করিয়াছে ইনি অল্পকালের মধ্যেই রাজ্যচ্যুত হইবেন ইহার সন্দেহ নাই। দেখ হিন্দুস্থানে দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহকে না মানে এমন লোক নাই। গড় চিতোর প্রভৃতি দেশের রাজারা তাঁহার বশীভূত, তিনি ইহাকে নিপাত করিবেন ইহাতে কি সংশয় আছে? সপরিবারে ইহার নিকট থাকিলে বিপদ ঘটিবেক। এদেশে তোমাদিগের কর্তৃত্ব থাকিতে থাকিতেই গোপনে কোন রম্যস্থান অন্বেষণ করিয়া তথায় এক পুরী নির্ম্মাণ করহ যে বন্ধু বান্ধব সহিত যাইয়া থাকা যাউক। পরে কার্য্যের গতিক বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়

করিতে পারিবা নতুবা ইহার পরে সপরিবারে বিপদ সাগরে মগ্ন হইতে হইবেক।

ভবানন্দেরা তিন সহোদর, শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের সহিত এই পরামর্শ স্থির করিয়া নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে দেশ বিদেশে লোক পাঠাইলেন তাহারা দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্রের নিকট একস্থান মনোনীত করিয়া আইল। ঐ স্থান পূর্ব্বে চাঁদ খাঁ মশন্দরির অধিকার ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে ঐ দেশ ক্রমশঃ এমত দুর্গম জঙ্গল হইয়াছে যে তথায় যাতায়াত কঠিন, ভয়ানক অরণ্য দিয়া নৌকা ব্যতীত যাইবার কোন উপায় নাই। ঐ বনে ব্যাঘ্র, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তু আছে এবং নদী সকল বৃহৎকায় কুম্ভীরপূর্ণ, ঐ ভয়ঙ্কর বনের নাম বাদাবন তাহার দক্ষিণাংশ অদ্যাবধি সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ আছে ঐ স্থানের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সকলের তাহাই মনোনীত হইল।

বিক্রমাদিত্যের পিতা তৎপর হইয়া তথায় পুরী নির্ম্মাণের নিমিত্ত একজন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিলেন। সে যাইয়া নগরের উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া তথাকার বন কাটাইল এবং নদীতে সেতু বন্ধ করত প্রথমে এক প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। পরে দীর্ঘ প্রস্থে ছয় ক্রোশ এমত স্থলের মধ্যস্থলে চারিদিকে গড় কাটাইয়া অপূর্ব্ব সাতমহল বাটী নির্ম্মাণ করিল এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে হাট বাজার বসাইয়া ঐ স্থান অতি সুশোভিত করিলে ভবানন্দ স্বয়ং মন্ত্রিগণ সহিত যাইয়া দেখিলেন রম্য স্থান হইয়াছে। তথায় বাস করিতে সকলেরই মনন হইল।

ভবানন্দ সেই স্থানে থাকিয়া গৌড়ে যে কিছু ছিল, সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী নৌকাযোগে ঐ নূতন বাটীতে লইয়া গেলেন। এবং শুভক্ষণে পরিজন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ করিয়া মনের সুখে রহিলেন কোন উপদ্রবের ভাবনা রহিল না। শ্রীহরি জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ কাননগো এই তিন

জন বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় গৌড় রাজধানীতে রহিলেন আর সকলে ঐ নূতন বাটীতে যাইয়া রহিল।

এই প্রকারে ছয় সাত বৎসর হয়। পরে দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইল যে গৌড়ের সুবাদার দায়ুদ অনেক কাল অবধি কর দেয় না। এখান হইতে যে কেহ রাজস্ব আনীতে যায় তাহাকে মারিয়া ফেলে কি, কি করে তাহার কিছুই অন্বেষণ পাওয়া যায় না। বিস্তর সৈন্য ও ধন সংগ্রহ করিয়াছে। কর না দিয়া সেই স্থানের বাদশাহ হইতে এবং আপন নামে টাকা মুদ্রিত করিতে মানস করিয়াছে এই কথা শুনিবামাত্র বাদশাহ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় জলিয়া উঠিলেন কাহার সাধ্য তাঁহার সন্মুখে যায় সকলের বিষয়কর্ম্ম করা ভার হইল। আকবরের তুল্য পরাক্রান্ত রাজা হিন্দুস্থানে কখন হয় নাই ও হবে না।

বাদশাহের আজ্ঞানুসারে রাজা তোড়লমল দায়ুদের শিরশ্ছেদন ও সমুদায় দ্রব্য দিল্লীতে প্রেরণের নিমিত্ত দুই লক্ষ সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া মহাদম্ভে হিন্দুস্থান হইতে বহির্গত হইল। ঐ সংবাদ দায়ুদের দিল্লীস্থ উকীল পূর্ব্বে পাঠাইয়াছিল তাহাতে তিনি ভীত হইয়া স্বীয় সমুদায় সৈন্য পশ্চিমের পথে স্থানে ২ রাখিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন যে কোন মতে বাদশাহের সৈন্যগণকে গঙ্গা পার হইতে না দেয় তোড়লমল গৌড় লক্ষ করিয়া আসিতে ২ দুই মাসে কাশীর নিকট পৌছিয়া দেখিলেন যে সুবাদারের সৈন্য গঙ্গাতীরে শিবির করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া বাদশাহের সৈন্যগণ কেহ সহসা নদীপারে যায় এমত সাহস করিতে পারিলেক না। কএক দিবস পরে সকলে একবার সসজ্জ হইয়া যে ২ পারে আগমনে উদ্যত তাহারা তীরে না আসিতে আসিতেই দায়ুদের সৈন্যেরা কামান মারিয়া নৌকা সমেত তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেয়, উপরে কেহ উঠিতে পারে নাই। ঐ প্রকারে দিল্লীশ্বরের অনেক সৈন্য মারা পড়িল।

তোড়লমল কোন উপায় করিতে না পারিয়া প্রভুর গোচর কারণ ঐ সমস্ত বিবরণ সম্বলিত এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বাদশাহ পত্রের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়া ক্রোধভরে সকল সৈন্য সামন্ত সসজ্জ হইতে আদেশ করিলেন।

দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত সৈন্য সামন্ত একত্র হইলে প্রধান ২ সেনা-পতিদিগকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা গৌড়ে যাইয়া দায়ুদের মুণ্ড নিশানের কলস করিয়া দাও এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্রে সকলে হর্ষে পুলকিত হইয়া কেহ বা লম্ফ কেহ বা ঝম্প কেহ বা হুঙ্কার শব্দ করত সজ্জমান হইতে লাগিল। জয়ঢক্কা তূরী ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের শব্দ কেহ কাহার কোন কথা শুনিতে পান না। সেনাপতিরা স্ব ২ সৈন্য লইয়া বাহু আস্ফালন করত গৌড়ে গমন করিল। বাদশাহ তাহাদিগের পশ্চাৎ ২ মৃগয়া করিতে ২ আসিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া দায়ুদের উকীল বিবেচনা করিল যে, আমাদিগের প্রভুর আর রক্ষা নাই, যাহা হউক সংবাদ পাঠান অতি কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া লোক দ্বারা সমুদায় বৃত্তান্ত দায়ুদকে জ্ঞাত করাইল।

বাদশাহ সকল সৈন্য সামন্ত লইয়া মহাক্রোধে আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া দায়ুদ মূর্চ্ছিত হইলেন কিঞ্চিৎকাল পরে চেতনা পাইয়া, কি করি, কোথা যাই, প্রাণ রক্ষার কোন উপায় দেখিনা, এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া, মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায়কে ডাকিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, আমার আর জয়ের সম্ভাবনা নাই, দিল্লীশ্বর স্বয়ং সৈন্যগণের অধ্যক্ষ হইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, পৃথিবীতে এমন কে আছে যে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করে। বুঝি আমার শেষ দশা উপস্থিত, নতুবা কেন এমন কুবুদ্ধি ঘটিল, আমি শৃগাল হইয়া দুর্দ্দান্ত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সকলি সময়ে করে, এক্ষণে আর কোন উপায় দেখি না, যাহা হউক যাহা করা-গিয়াছে সেইরূপ তোমরা করহ আমার

কোন বিষয়ে কিছু বুদ্ধি আইসে না। আমার বল,বুদ্ধি,ভরসা সকলই তোমরা, যুদ্ধ বিষয়ে যাহা হয় করহ, আমার মত গ্রহণের কোন আবশ্যক নাই।

দায়ুদ ঐ দুই ভ্রাতাকে সমস্ত জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন, এক্ষণে আর কোন উপায় নাই, আমার সৈন্য যে কিছু আছে সমস্তই দিল্লীশ্বরের পথ রোধ করিতে প্রেরণ করহ, আর তোমরা দুই ভাই আমার নিকট থাকহ। আমরা পশ্চাতে থাকিয়া সৈন্যগণের খাদ্য আহরণ ও প্রজাগণের কোন ক্লেশ না হয় এমত করিতে চেষ্টা পাই। গৌড়ে আমার যে কিছু ধন সম্পত্তি আছে সমুদায় একাদিক্রমে তোমাদিগের নূতন বাটীতে পাঠাইয়া দাও, সময়ানুসারে আনা যাইবেক।

দুই ভাই অতি বিশ্বাস পাত্র ছিলেন একারণ নবাব সোণা রূপা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ও মণি মুক্তা প্রবালাদি বহুমূল্য যাবদীয় সামগ্রী তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং নগরবাসী লোকেরা ভয়ে পুরাতন বস্ত্র অবধি তাঁহাদিগের নিকট রাখিলেক,দুই ভাই নৌকাযোগে সমুদায় আপন নগরে পাঠাইলেন, গৌড়ের শোভা আর কিছুই রহিল না কেবল সকলে সামান্য লোকের ন্যায় বাস করিয়া রহিল। গৌড়ের সমুদায় সামগ্রী ঐ নূতন নগরে লইয়া যাওয়াতে তথাকার সকল লোক ঐ নগরের নাম যশোহর রাখিল, অদ্যাবধি সেই স্থানকে যশোহর কহে তথাকার নানাজাতীয় মৎস্য কলিকাতায় আনে সেই মাছের নাম যশুরিয়া।

বাদশাহ সকল সৈন্য সহিত প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হওনের আদেশ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। তৎকালে প্রয়াগে যে দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি আছে। দিল্লীশ্বরের সৈন্যগণ এক বৎসরের মধ্যে কোন ক্রমে পর পারে আগমনের উপায় না পাইয়া হতাশ প্রায় হইয়াছিল। দৈবের নির্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে। এক দিবস রাত্রিযোগে দায়ুদের শিবিরে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়াতে সকলে পরস্পর

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিপক্ষগণের আক্রমণ নিবারণের প্রতি কাহারও মনো-যোগ রহিল না। এই অবকাশে দিল্লীশ্বরের সৈন্যগণ পার হইয়া দায়ূদের সেনা সকল ছিন্নভিন্ন করিল। অকস্মাৎ আহত হইয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করিল আর২ সকলে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শিবাগণের ন্যায় সত্বর গতিতে কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহাদিগের আর অনুসন্ধান হইল না।

বাদশাহের সৈন্যগণ নদী পার হইয়া শিবিরে প্রবেশ করাতে সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণমাত্রে দায়ূদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি দুই প্রিয় বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, ভাইরে আমি এখন নিরুপায় হইয়াছি, পরে যাহা হউক এক্ষণে কি করা যায়। যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ, বাদশাহের এখানে আগমন হইলে মঙ্গলের চেষ্টা পাবে, কিন্তু এক্ষণে তোমরা দুই ভাই ছদ্মবেশে থাকহ এবং আমি সপরি-বারে রাজমহলের পর্ব্বতে প্রস্থান করি; মধ্যে২ আমার তত্ত্বানুসন্ধান করিও। তোমাদিগের সংবাদ না পাইলে কদাচ তথা হইতে নীচে আসিব না। প্রিয়তম বান্ধবেরা বিদায় হই আর সাক্ষাৎ হয় বা না হয়। এইরূপ কহিতে২ গৌড়াধিপ দায়ূদের নেত্রজলে পৃথিবী ভাসিয়া গেল। দুই ভ্রাতা বন্ধুবিচ্ছেদ শোকে আবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতিত হইলেন। পরে দায়ূদ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কিঞ্চিৎ ধন ও এক বৎসরের খাদ্য সামগ্রী লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যেরা দুই ভাই বৈরাগি বেশধারী হইয়া বরেন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।

বাদশাহের সেনাপতি রাজা তোড়রমল ও রাজা ওমরায়ো সিংহ সকল সৈন্য লইয়া যে২ স্থানে দায়ূদের সৈন্য ছিল সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া লুট করিতে২ আসিয়াছিলেন। রাজমহলের নিকট উপস্থিত হইয়া তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিতে তৎপর হইলেন। অনায়াসে সেস্থান হস্তগত হইল। সেনাপতিরা গৌড় রাজধানী লক্ষ করিয়া তথা হইতে সকল সৈন্য সসর্জ্জ করিয়া গমন করিল।

সকলে গৌড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে দায়ূদ কি তাহার আমাত্যগণ কেহই নাই, দুর্গ শ্মশান ভূমি হইয়াছে গৃহ সকল শূন্য কিঞ্চিৎ দ্রব্য মাত্র তথায় নাই। তিন সুবার হিসাবের কোন কাগজপত্র না পাওয়াতে তাঁহারা দুই জন কি প্রকারে রাজস্ব আদায় আদির সুশৃঙ্খল নিয়ম স্থির করিবেন, এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া বিমর্শমনে দুই তিন দিন সে স্থানে থাকিলেন পরে পুনর্ব্বার রাজমহলে যাইয়া তথায় এবং গৌড়ে ও তাহার চারিদিকের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ঘোষণা দিলেন, দায়ূদ পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান২ কর্ম্মচারির মধ্যে যদি কেহ তিন সুবার বিষয়জ্ঞ নিকটে থাকেন তবে তিনি রাজমহলে আসিয়া রাজগণের নিকট সমস্ত বিবরণ জানাইলে রাজারা তাঁহার প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিবেন তিনি পূর্ব্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যেং মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন তাহা সঙ্গত বোধে গ্রাহ্য করা যাইবেক। রাজারা অভয় দিতেছেন কদাচ তাঁহাদিগকে প্রাণে নষ্ট করিবেন না বরং সমাদর করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ ঘোষণার অনুসন্ধান পাইয়া ছদ্মবেশী দুই ভাই রাজমহলে উপস্থিত হইলেন এবং বাদশাহের সেনাপতিদিগের নিকট চর পাঠাইলেন। রাজারা চরের প্রমুখাৎ দায়ুদের দুই প্রিয়পাত্রের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং চরকে কহিলেন, তুমি যাও, তাঁহাদিগকে আন, তাঁহারা হিন্দুলোক আমরাও তাহাই। তুমি যাইয়া বল আমরা সত্য করিয়া কহিতেছি, তাঁহাদিগের হিংসা কোন মতে হইবেক না, আমাদিগের সহিত যথেষ্ট আনুগত্য এবং অধিক সম্ভ্রম হইবেক, যেমন তাঁহারা দায়ুদের নিকট ছিলেন আমাদিগের কাছেও সেইরূপ থাকিবেন। ইহা স্থির জানিও কোন ক্রমে তাহার অন্যথা হইবেক না।

রাজারা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চরকে এইরূপ কহিয়া তদনুরূপ পত্র লিখিলেন। তাঁহারা দুই ভাই সেই পত্রে বিশ্বাস পাইয়া তাঁহাদিগের নিকট

গমন করিলেন। সাক্ষাৎ হইলে পর রাজারা অতিশয় সন্মান পুরঃসর দুই ভ্রাতাকে উত্তম খেলাত্ দিয়া সে দিবস বিদায় করিলেন। পর দিবস বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ হইলে রাজারা সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দায়ুদ কোথায় আপনারা জানেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন না মহারাজ আমরা স্থির কহিতে পারি না যে তিনি কোথায় গিয়াছেন, কিন্তু শুনিয়াছি রাজমহলের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত আর কিছু জানি নাই। রাজারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাগজ পত্রের কিছু সন্ধান জান কি না। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হাঁ মহারাজ তিন সুবার পৃথক২ সমস্ত কাগজ আমাদিগের নিকটে আছে। আর যে ২ বিষয় আমরা অবগত আছি পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। অগ্রে আপনারা যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করুন। রাজারা কহিলেন তোমরা লিখন দ্বারা স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলে তদনুসারে অবশ্য আজ্ঞা করা যাইবেক।

বিক্রমাদিত্যেরা দুই ভাই পত্রদ্বারা জানাইলেন যে বঙ্গদেশে গঙ্গা নদীর পূর্ব্ব ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম যশোহর নামে যে রাজ্য আছে তাহা আমাদিগের অধিকার; আপনারা এ দেশে যাবৎ থাকিবেন ঐ রাজ্যে আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব ভার এবং খুড়া মহাশয়ের উপর পূর্ব্বমত কাননগো দপ্তরের সমুদায় ভার থাকে এই আমাদিগের প্রার্থনা। রাজারা ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া প্রয়াগ হইতে জমিদারির শনন্দ আনাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকেই সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ করিয়া তিনপ্রদেশে সুনিয়ম সকল সংস্থাপন করিতে গৌড় রাজধানী গমন করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কাননগো, দেশে কর আদায়ের রীতি প্রচার করিবার পূর্ব্বে রাজা বসন্ত রায়কে পূর্ব্ব দেশের রাজা করিয়া মহারাজ বসন্ত রায় এই উপাধি দিয়া যশোহরে পাঠাইলেন এবং

আপনারা গৌড়ে থাকিয়া কর আদায় প্রভৃতি সকল কর্ম্ম নিস্পাদন করিতে লাগিলেন।

এখানে দায়ুদের খাদ্য দ্রব্য অপ্রতুল হওয়াতে তাঁহার ভৃত্য মাশুম খাঁ পর্ব্বত হইতে নামিয়া সামিগ্রী ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল এবং যাইয়া দায়ুদকে সবিশেষ জানাইল যে বাদশাহের প্রেরিত রাজারা মহাশয়ের বিস্তর অন্বেষণ করিয়া অনুসন্ধান না পাইয়া অবশেষে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত রাজাদিগকে পূর্ব্বমত কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছেন, মহাশয়কে পাইলে তাহাদিগকে বোধ হয় এমত করিতেন না যাহা হউক, এক্ষণেও যদি মহাশয় যাইয়া তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন তবে মহাশয়ের পক্ষে অনেক সুযোগ হইতে পারে।

দায়ুদ কহিলেন তোমার কথায় আমাব বিশ্বাস হইতেছে না তাহা হইলে বিক্রমাদিত্য আমাকে অবশ্যই সংবাদ করিত। চাকর কহিল মহাশয় যাহা কহিতেছেন ইহা সপ্রমাণ বটে, কিন্তু এক্ষণে শঠের কাল পড়িয়াছে তাহারা হিন্দুলোক অতি দুষ্ট স্বভাব তাহাতে আবার নিজে কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছে, এক্ষণ মহাশয়ের সহিত আর সম্পর্ক কি? আপনি বাদশাহের লোকের নিকট গমন করিলে আপনাকে তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেক না অবশ্যই পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত করিবেক। আমি এই সমাচার শুনিয়া আসিতেছি। দায়ুদ কহিলেন তুমি পুনর্ব্বার নীচে যাইয়া কোন লোক দ্বারা অনুসন্ধান লইয়া আইস, যদি কিছু উপকার দর্শে তবে আমি যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

মাশুম খাঁ দায়ুদের কথায় পর্ব্বত হইতে পুনর্ব্বার নামিয়া ওমরায়ো সিংহের চাকরের সহিত মিলিয়া তাহাকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিল। সে যাইয়া আপন প্রভু সিংহরাজের নিকট ঐ কথা উপস্থিত করিলে রাজা স্বয়ং গোপনে গৌড় হইতে রাজমহলে আসিয়া মাশুমখাঁকে কিঞ্চিৎ

পারিতোষিক দিয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র যাইয়া দায়ুদকে লইয়া আইস, কোন মতে বিলম্ব করিও না, পুনর্ব্বার তোমাকে উত্তম পারিতোষিক দিব, আর তিনি আইলে, তাঁহারও ভাল হইবেক। নির্ব্বোধ মাশুম খাঁ সিংহের কথায় তুষ্ট হইয়া মহা আনন্দে পর্ব্বতে যাইয়া দায়ুদকে সমুদায় বিবরণ নিবেদন করিল। কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে, দায়ুদের নিয়ত কাল উপস্থিত সুতরাং নীচে আসিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল।

বেগম এ বিষয় জ্ঞাত হইয়া নবাবকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন আপনি সহসা এমত কর্ম্ম কদাচ করিবেন না। সহসা কোন কর্ম্ম করিলে অবিবেচনা প্রযুক্ত হঠাৎ কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে। বিক্রমাদিত্য আপনকার অতি বিশ্বাসি পাত্র সে যদি এমত বুঝিত তবে কি কোন লোকদ্বারা এ বিষয়ের সমাচার পাঠাইত না অবশ্যই পাঠাইত অথবা আপনারা একজন আসিত। আপনি মূর্খ লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন না সে কি বুঝে?

দায়ুদ কহিলেন আমার নিতান্ত মন টানিতেছে, নীচে যাই, গেলে আমার সুপ্রতুল হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। বেগম নানা মতে নিষেধ করিলেন, নবাবের মৃত্যু উপস্থিত, তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না বিধির লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। তিনি স্ত্রীলোক কি করিতে পারেন, নিরুপায় হইয়া অদৃষ্টে নির্ভর করত তাঁহার পশ্চাতে ২ সপরিবারে রোদন করিতে২ পর্ব্বত হইতে রাজমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন মাশুম খাঁ যাইয়া দায়ুদের আগমন বার্ত্তা ওমরায়ো সিংহকে কহিবামাত্র তিনি স্বীয় বশীভূত লোক দ্বারা দায়ুদকে ধৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক ছেদন করত মুণ্ড রণপতাকার অগ্রভাগে সংলগ্ন করিয়া দিলেন, এবং প্রতি নগরে জয় ঘোষণা প্রচার করাইলেন।

দায়ুদকে ঐরূপ দেখিয়া সকল সঙ্গিলোক কে কোথায় পলায়ন করিল বাদশাহের প্রেরিত রাজা তাহাদিগের অনুসন্ধান পাইলেন না। বেগম

প্রথমতঃ বিষণ্ণবদনা খিন্নমানা ও অতি কাতরা হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মানা পরে শোকে কাতরা হইয়া ধরাতলে পড়িয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে উচ্চৈঃস্বরে হে নাথ ২ কি করি কোথায় যাই কি হইবে এই প্রকারে রোদন করিতে লাগিলেন। সান্ত্বনা করে এমত কেহ কাছে নাই বেগমের বিলাপে সকল লোক হায় ২ করিতে লাগিল। ওমরাও সিংহের এমত কঠিনান্তঃকরণও কোমল হইল তিনি ছল ২ আঁখিতে রোদন করিলেন। বিক্রমাদিত্য কার্য্যান্তরে সে দিবস রাজমহলে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হওত কেবল অতি শোকাবৃত হইলেন কোন উপায় নাই কি করিতে পারেন কেবল সিংহরাজের নিকট হইতে দায়ুদের শরীর ভিক্ষা লইয়া লোক দ্বারা কবর দেওয়াইলেন। ওমরাও সিংহ বাদশাহের আজ্ঞামত বেগম ও আর ২ স্ত্রীলোকদিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দায়ুদের মুণ্ড সমেত প্রয়াগে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য কএক মাসের মধ্যে শীঘ্র তিন প্রদেশের সমুদায় কাগচ বাদসাহের অধীন রাজাদিগকে জ্ঞাত করাইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগের মানসে তাঁহাদিগকে কহিলেন। আজ্ঞা হইলে আমি গৃহে গমন করি খুড়া মহাশয় মহাশয়দিগের নিকট থাকেন। দায়ুদ অতি প্রিয় প্রভু ছিলেন তাঁহার রাজ্যে অন্যের অধীনে কর্তৃত্ব করিয়া কর্ম্ম করি এমত ইচ্ছা নাই কর্ম্ম আর করিব না। মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে রাজ্য দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট আর আবশ্যক নাই। মহাশয়েরা যাবৎ এই দেশে থাকিবেন খুড়া মহাশয় কাননগো দপ্তরের কর্ম্ম করেন এই আমার প্রার্থনা।

রাজারা বিক্রমাদিত্যের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া প্রয়াগ হইতে আজ্ঞাপত্র আনাইয়া দিলেন এবং সকলে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে যশোহরে পাঠাইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য গমন কালে গৌড়ে অবশিষ্ট যে কিছু বহুমূল্য প্রস্তরাদি ছিল সকল সঙ্গে লইয়া গেলেন। শুভক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়া

ঘাটে বাদ্যধ্বনি করিতে আজ্ঞা করিলেন। সকল যন্ত্রিরা স্ব২ যন্ত্রে তালে মানে বাদ্য আরম্ভ করিল এবং সহচর সৈন্যগণ বন্দুকের শব্দে সকলকে বধির করিল। ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রথমতঃ নগরবাসি লোকেরা চমকিত হইল পরে তদন্ত জানিয়া মহাহর্ষে রাজবাটীতে সংবাদ দিল। রাজা বসন্ত রায় হর্ষে পুলকিত হইয়া সকল মন্ত্রিগণ সহ নদী তটে উপস্থিত হইয়া বিক্রমাদিত্যকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া পুরী মধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় প্রবেশের সময়ে কুলবধূরা আসিয়া বিবিধ প্রকার মঙ্গলাচরণ করিল রাজা বসন্ত রায় দীন দরিদ্রদিগকে ধন বিতরণ করিতে ভৃত্যবর্গকে অনুমতি করিয়া কহিয়াদিলেন দেখ সকলে যেন তুষ্ট হইয়া যায়, আর কেহ পাইলাম না এই কথা না বলে। এই আজ্ঞা পাইবামাত্র সকল ভৃত্যেরা ধন দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এক দণ্ডের মধ্যে লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য সকল দেবালয়ে যাগ যজ্ঞ পূজা ও প্রতিদিন দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি মহামহোৎসবে যশোহরে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বসন্ত রায় রাজকর্ম্মের ও আর২ সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ হইয়া থাকিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভ্রাতার অনুমতি ব্যতিরেকে কিছুই করেন না, বাদশাহের নিকট কর প্রেরণার্থ দিল্লীতে একজন উকীল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। প্রজা সকল, রাজা বসন্ত রায় অতি শান্তমতি সুপ্রকৃতি এবং মহারাজার অনুগত আমাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার নাই, এই মতে মহাসুখে কাল যাপন করিত।

রাজা বসন্ত রায় এক দিবস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন মহাশয় অবধান করুন আমরা এস্থানে সকল বিষয়েই সুখী আছি, কেবল এক দুঃখ এই যে আমাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ এখানে নাই, অনুমতি হইলে বাকলা ও অন্যান্য স্থান হইতে স্বশ্রেণীয় কায়স্থগণকে পরিবার সহিত আনাইয়া যশোহরে বাস

করাই, এবং তাঁহাদিগকে জীবিকার উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করি তাহা হইলে এস্থান এক বিশিষ্ট সমাজ হইবেক। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কহিলেন উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তুমি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, সচ্চরিত্র প্রিয়বাদি বিবেচক লোকদিগকে স্থানে২ প্রেরণ করহ, তাঁহারা যাইয়া আমাদিগের স্বশ্রেণীয় লোকদিগকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করুন। এবং তাঁহারা সপরিবারে এখানে আইলে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক২ পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া দাও আর এমত বৃত্তি প্রদান কর যাহাতে তাঁহাদিগের কোন ক্লেশ না থাকে ইহাতে আমার অতিশয় আহ্লাদ জানিবে।

রাজা বসন্ত রায়, স্বীয় জ্ঞাতি বঙ্গজ কায়স্থদিগকে আনয়ন করিতে বিশ্বস্ত জ্ঞাতিদিগকে পাঠাইলেন, তাঁহারা নানাস্থানে যাইয়া অনেক কায়স্থকে নৌকাযোগে যশোহরে পাঠাইতে লাগিলেন। এখানে তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা বসন্ত রায় ব্রাহ্মণীগণকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগের স্ত্রীলোককে সমাদর পূর্ব্বক নৌকা হইতে উঠাইয়া অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে সুশোভিতা করাইয়া রম্যস্থানে অবস্থিতি করিতে দিলেন, এবং সময়ে২ সেই২ কায়স্থদিগকে সঙ্গে লইয়া অধিকারের মধ্যে নানা স্থান দেখাইয়া আনেন যাহারা যে স্থান মনোনীত হয় তাঁহাকে সেই স্থানে বাস করাইয়া বহু ভূমি প্রদান করিতে লাগিলেন, এই মতে অনেক২ বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যশোহরে আসিয়া বসতি করিল। এবং অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কায়স্থ প্রভৃতিরা ভূমি বৃত্তি পাইয়া নিজ২ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া তথায় বাস করিলেন। ঢাকা অবধি হালিশহর পর্য্যন্ত সকল স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতির বাস হইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সমাজপতি হইলেন। এমত সমাজ বঙ্গদেশে কখন ছিল না। ঐ সমাজস্থ বিজ্ঞলোক সকলে রাজার নিকটে থাকিতেন, আর২ সকলে নিজ২ বাটীতে থাকিয়া নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিত।

মহারাজ প্রত্যেক গ্রামে বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা স্থাপনা করিয়া উপযুক্ত অধ্যাপক ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, রাজার এইরূপ যত্নে সকল লোকেই প্রায় বিদ্বান্ হইয়াছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সকলকে পরিতুষ্ট রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং মাসে২ সকলকেই পরিবারের ভরণ পোষণার্থ উপযুক্ত মত কিঞ্চিৎ২ টাকা দিতেন, যেন কেহ দুঃখ না পায়। রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ অধিকার মধ্যে স্থানে২ দেবালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার নিকটে অতিথি অভ্যাগতদিগের উত্তরণ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় তাহাদিগকে ভোজ্য দ্রব্য প্রদানার্থ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পান্থ ব্যক্তিরা পথিশ্রান্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইবা-মাত্র পাদোদকাদি পাইয়া শ্রান্তি দূর করিত, পরে আহারাদি করিয়া পরম সুখে বিশ্রাম করিত।

মহারাজের সন্তান না হওয়াতে, সকলেই ক্ষোভিত, রাজা নানা প্রকার দৈব কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রাজ্ঞীর গর্ব্ভসঞ্চার হইল। ক্রমে২ নবম মাস অতীত হইয়া দশম মাসে প্রসব কালে রাজা জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদগণকে আহ্বান করিয়া সময় নিরীক্ষণে রহিলেন। কার্ত্তিকের ন্যায় পরম রমনীয় এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা সন্তান মুখ সন্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সকল যন্ত্রিকে স্ব২ যন্ত্রে বাদ্য করিতে ও দরিদ্রদিগকে যাহাতে তাহাদিগের পরিতোষ হয় এমত সামগ্রী দান দিতে আদেশ করিলেন। পরে জৌতিষিক পণ্ডিতদিগকে অনুমতি করিলেন যে আপনারা জ্যোতিগ্রন্থের মর্ম্মানুসারে কুমারের জন্ম-কালীন গ্রহগণের গতি দেখিয়া শুভাশুভ ফল বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া আমাকে শ্রবণ করাউন; পণ্ডিতেরা সকলে নানা গ্রন্থ লইয়া রাজকুমারের জন্মলগ্ন স্থির করত তদীয় ফল অবগত হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ আপনকার পুত্র যে লগ্নে জন্মিয়াছেন তাহাতে তিনি সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া-

ছেন, কেবল পিতৃদ্রোহী হইবেন, ইহা শুনিয়া মহারাজের হর্ষে বিষাদ হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্য মহা সমারোহপূর্ব্বক নিয়মিত কালে পুত্রের অন্ন-প্রাসন কর্ম্ম সমাপন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য এই নাম রাখিলেন। মহা-রাজ ও রাজা বসন্তরায় কুমারের রূপলাবণ্য দর্শনে অতিপ্রীত হইয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাযোগী ছিলেন। ইষ্ট দেবতা কালী সুপ্রসন্না হইয়া কন্যাভাবে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতেন; তাহার বিরুদ্ধ দশার সময়ে সেই দেবতাই প্রতিকূলা হইয়াছিলেন। ইহার নিদর্শন তাঁহার রাজধানীর অনতিদূরে এক মন্দির অদ্যাপি আছে তাহাতে প্রতিষ্ঠিতা, দেবীর মুখ পশ্চিমদিকে এবং ঐ মন্দিরের প্রাঙ্গণ দক্ষিণে, তাহাতে সকলে অনুমান করেন যে দেবী প্রতাপাদিত্যের প্রতি প্রতিকূলা হইয়া ঐরূপ হইয়াছেন।

মহারাজ রাজকুমারের বিবাহ দিয়া কিছুকাল পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন পরে কুমারের যৌবনাবস্থায় পরাক্রম দেখিয়া সশঙ্কিত হওত মনে২ বিবেচনা করিলেন যে আমাদিগের কুলে এক কুলাঙ্গার অসুর জন্মিয়াছে, ইহা হইতেই কুলে কলঙ্ক হইবেক সন্দেহ নাই। ইহার প্রতীকারের কোন উপায় দেখি না এই চিন্তায় সতত চিন্তিত থাকেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য এক দিবস স্নান করিতেছেন এমত সময়ে একটা চিল বাণবিদ্ধ হইয়া আকাশ হইতে তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। রাজা তাহার পতনকালে প্রথমতঃ চমকিত পশ্চাৎ অবগত হইলেন যে একটা বাণবিদ্ধ পক্ষী, পরে ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন ইহাকে কে তীর মারি-য়াছে, ইহার অনুসন্ধান করহ,তাহারা অনুসন্ধান করিয়া রাজসমীপে আসিয়া

নিবেদন করিল, মহারাজ এ পক্ষী রাজকুমার শিকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নৃপতি স্বীয় ভ্রাতা রাজা বসন্তরায়কে ডাকাইয়া দেখাইলেন যে এই পক্ষী তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র হত করিয়াছে। রাজা বসন্তরায় তাহা দেখিয়া রাজকুমারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যে প্রতাপাদিত্য সকল বিষয়ের পারদর্শী হইয়াছে, আমি তাহার সদৃশ সুশীল ও গুণজ্ঞ বালক আর দেখি নাই, এইরূপ ভ্রাতার প্রশংসায় মহারাজ তৎকালে কোন কথা কহিলেন না।

মহারাজ স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া পূজাগৃহে গমন সময়ে ভ্রাতাকে সঙ্গে লইলেন এবং নিভৃত স্থানে পূজাচ্ছলে বসিয়া তাঁহাকে কহিলেন যে আমার পুত্রকে তুমি কি জ্ঞান করহ? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মহারাজ লক্ষণে বোধ হয় যে রাজকুমার মহাবলপরাক্রান্ত এক বীরপুরুষ হইবেক। রাজা কহিলেন তাহা সত্য বটে আমিও জানিতে পারিতেছি ইহা ভাবিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নহে, রাজকুমার লগ্নদোষে পিতৃহন্তা হইবেক আমার শেষাবস্থা হইয়াছে বোধকরি তাহা হইতেই আমার নাম লোপ হইবেক, আর তোমাকে যে সে সংহার করিবেক ইহার সন্দেহ নাই, অত-এব আমার কথা শুন, চিত্তে অবধারণ কর, কুমারকে বধ করিলেই সকলের আপদ যায়। এ কথায় অবহেলা করিও না তাহার ক্রিয়াতে যথেষ্ট ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবেক।

রাজা বসন্তরায় মহারাজের কথা শুনিয়া শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুঃ হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন। মহারাজ কি আজ্ঞা করিতেছেন। আপনকার কুমার তাহাতে আবার প্রতাপাদিত্য শান্ত, দান্ত, ধীর ও সুপণ্ডিত তাহাকে নষ্ট করা কোনক্রমেই হইতে পারে না। তাহার কোন বিঘটিত হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। রাজা

বসন্তরায়ের ঈদৃশ কাতরোক্তিতে মহারাজ বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন যে আমি বুঝিলাম রাজকুমার তোমার অন্তক হইবেক তুমি স্নেহে দোষ গুণের কিছুই বিবেচনা করিলে না পরে সকল জানিতে পারিবে, তোমার ভালের নিমিত্তেই এরূপ কহিলাম, ইহা কহিয়া অদৃষ্টে নির্ভর করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তাহাতেই রাজা বসন্তরায় রাজকুমারের মঙ্গল জানিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য কএক বৎসর পরে এক দিবস রাজা বসন্তরায়কে নির্জ্জনে ডাকাইয়া কহিলেন ভাই আমি যাহা কহি শুন। অবহেলা করিও না তোমার প্রিয়োত্তম ভ্রাতুষ্পুত্র এক্ষণে প্রায় যুবা হইল তাহার সহিত কার্য্যোপলক্ষে তোমার কখন২ বাক্ বিতণ্ডা হয় দেখিতে পাই, আমি যাহা কহিয়াছিলাম দেখ তাহা মিলিতেছে এক্ষণে তাহাকে আর কিছু করিতে পারহ না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে কিন্তু প্রতাপাদিত্য নিকটে থাকিলে অতি ত্বরায় বিপদ ঘটিবেক অতএব তাহাকে দিল্লীতে কোন ছলে প্রেরণ করহ দূরে থাকিলে কিছু কাল সুস্থির থাকিতে পারিবে। রাজা বসন্তরায় জ্যেষ্ঠের কথা পুনঃ পুনঃ অবহেলন করা অসঙ্গত বোধে অতি কষ্টে কুমারের দূরদেশ গমন স্বীকার করিলেন।

মহারাজ সভায় যাইয়া সকলের সমক্ষে আপন পুত্রকে আনয়ন করাইয়া কহিলেন যে,বৎস প্রতাপাদিত্য তুমি এক্ষণে সকল কার্য্যে পারদর্শী হইয়াছ বিশেষতঃ রাজকার্য্যে তোমার অতিশয় অভিনিবেশ দেখিতেছি, অতএব আমাদিগের মত হয় যে তুমি দিল্লীতে যাইয়া বাদসাহের নিকট সর্ব্বদা থাকহ। সে স্থানে আমাদিগের যে সকল উকীল আছে তাহারা অতিশয় অপব্যয় করিতেছে। আমাদিগের বহুল্যরূপে ব্যয় করণের সময় নহে। তোমার পিতৃব্য মহাশয় বিদেশে যাইলে এখানকার সকলকর্ম্ম তোমা হইতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবেক সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহার বিদেশযাত্রা কোনক্রমে

সম্ভবে না, আর তোমার এখানে থাকা উত্তম বটে কিন্তু না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। শুনা যাইতেছে যে সে স্থানে অনেক বিপক্ষ হইয়াছে। আপনারা একজন তথায় না থাকা অনুচিত, অন্য লোকের প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে না। অতএব তুমি শুভক্ষণে যাত্রা করহ কোনমতে কাল-বিলম্ব করিও না।

প্রতাপাদিত্য তৎক্ষণাৎ পিতৃ আজ্ঞায় সম্মত হইয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেন যে ইহা কেবল পিতৃব্য মহাশয়ের শঠতাক্রমে হইয়াছে যাহা হউক ইহার প্রতিফল তাঁহাকে না দিলে মনের মালিন্য দূর হইবেক না। পর দিবস প্রাতে রাজা বসন্তরায় প্রধান প্রধান জ্যোতিঃ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক যাত্রিক দিন স্থির করিয়া নিরূপিত দিবসে শুভলগ্নে রাজকুমারকে যাত্রা করাইয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সহিত অনুচর প্রভৃতি অনেক লোক গমন করিল। রাজা বসন্তরায় স্বয়ং পদ্মাবতী নদীর নিকট পর্য্যন্ত রাজকুমারের সহিত যাইয়া অতি শোকাতুর হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। প্রতাপাদিত্য চারি মাসে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া উকীলেরা পূর্ব্বে রাজকুমারের আগমনবার্ত্তা পাইয়া যে এক উত্তম অট্টালিকা তাঁহার বাসের নিমিত্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে অবস্থিতি করিলেন, পরে নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট প্রতিদিন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইল। দৈবের ঘটনা কে খণ্ডাইতে পারে, প্রতাপাদিত্য মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে রাজা বসন্তরায় শত্রুতা করিয়া আমাকে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতেই সর্ব্বদা অন্তরে রাগান্বিত হইয়া অনুক্ষণ কেবল প্রত্যপকারের কারণ অন্বেষণ করিতে থাকেন বাদসাহের নিকট প্রতি দিন যাতায়াত করেন; অপর সাধারণ সকলেরি সহিত বিশেষ আলাপ হইয়াছিল কিন্তু বাদসাহের সমীপে

সবিশেষ পরিচিত হয়েন নাই কেবল নাম মাত্র পরিচিত ছিলেন।

এক দিবস বাদসাহের বাটীতে অপূর্ব্ব সভা হয় তাহাতে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত সকল লোকের আগমন হইয়াছিল বিশেষতঃ ধনী, মানী, রাজা, পণ্ডিত এবং সৎকবি প্রভৃতি সকলে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা প্রতাপাদিত্য ঐ সভায় গমন করেন। সকলে স্ব ২ উপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট আছেন এমত সময়ে বাদসাহ তথায় উপস্থিত হইলেন। আকবর বাদসাহ অতি বিদ্বান সুকবি ছিলেন তিনি সভায় আসিবামাত্র এক সমস্যা জিজ্ঞাসা করিলেন কবি লোকেরা সকলে এ কিরূপ সমস্যা ইহার পূরণ কি প্রকারে করিব এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ ২ পূরণ করিয়া বাদসাহকে শুনাইলেন কিন্তু কিছুই তাঁহার মনোগত হইল না, পরে প্রতাপাদিত্য সমস্যা পূরণ করিয়া সমীপস্থ হওত রীতিপূর্ব্বক সেলাম করিয়া বাদসাহকে নিবেদন করিলেন দৈবক্রমে তাহার সমস্যা পূরণ বাদসাহের মনোনীত হইল। আকবর বাদসাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ ব্যক্তি কে ? উজীর সবিশেষ কহিয়া বাদসাহের সহিত রাজা প্রতাপাদিত্যকে আলাপ করাইয়া দিলেন। এবং বাদসাহের আজ্ঞানুসারে সুপরিচ্ছদ পারিতোষিক দিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত করিলেন।

প্রতাপাদিত্য বাদসাহের নিকট পরিচিত হইয়া মনে ২ স্থির করিলেন যে কোন ক্রমে পিতার রাজ্য স্বনামে লেখাইয়া বাদসাহের আজ্ঞাপত্র লইয়া দেশে যাইতে পারিলে মনোগত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে অতএব আমার ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিয়া তথায় যে প্রধান উকীল অনেক দিবসাবধি ছিল তাহাকে স্বদেশে প্রেরণ করিলেন এবং বাদসাহের প্রাপ্য কর প্রেরণার্থে বাটীতে পুনঃ ২ পত্র লিখিতে লাগিলেন বাটী হইতে যে রাজস্ব

আইসে তাহার এক কড়াও বাদসাহের ভাণ্ডারে দেন না কোষাধ্যক্ষ রাজস্ব চাহিলে প্রতারণা পূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে তাহাকে তুষ্ট করিয়া রাখেন, প্রতা- পাদিত্যকে সকলে মান্যমান করেন কেহই এ বিষয়ের কোন কথা বাদসাহকে জানান না। তিন বৎসর গত হইলে পর বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায় না হওনের কথা বাদসাহের কর্ণগোচর হইল।

রাজা প্রতাপাদিত্য বাদসাহের নিকট দরখাস্ত দ্বারা নিবেদন জানাইলেন যে মফঃস্বলে রাজা বসন্তরায় কর্ত্তা তিনি দুষ্টতা করিয়া কর প্রেরণ করেন না আমি কি করিতে পারি। ইহাতে বাদসাহ রাগান্বিত হইয়া উজীরকে আদেশ করিলেন যে একজন মনসফদার যাইয়া বিক্রমাদিত্যকে দূর করিয়া তৎপদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া আইসে। ইহা শুনিয়া প্রতাপা- দিত্য বাদসাহের নিকট পুনঃ এক দরখাস্ত করিলেন যে এ অধীনকে যদি ঐ রাজ্যের ভার সমর্পণ করেন আর তাহার আজ্ঞাপত্র যদি এখানে দেন তবে অধীন কোন লোকের নিকট ঋণ করিয়া তিন বৎসরের কর এককালে দিয়া দেশে গমন করে। বাদসাহ প্রতাপাদিত্যের দরখাস্তে সম্মত হইয়া তাঁহাকে যশোহর রাজ্যের ভার প্রদান পূর্ব্বক তাহার আজ্ঞাপত্র অর্পণ করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য তদ্দণ্ডে তিন বৎসরের সঞ্চিত রাজস্ব বাদসাহের নিকট উপস্থিত করাতে তিনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহা হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং নানাবিধ পরিচ্ছদ দিয়া সম্ভ্রান্ত করত যশোহরে পাঠাইলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য তথায় উকীল নিযুক্ত করিয়া বাইস হাজার সৈন্য সহ হিন্দুস্থান হইতে বহির্গত হইয়া ডঙ্কা করিতে ২ যশোহরে আগমন করি- লেন। তিন চারি মাসে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া যশোহরের নিকট পৌঁছিয়া কোষ অবরোধ করিলেন এবং পুরী মধ্যে না প্রবেশিয়া নগরান্তে স্থিতি করিয়া রহিলেন। পিতা, মাতা, খুড়া প্রভৃতি কোন গুরুজনের সহিত

সাক্ষাৎ করিলেন না। রাজা বিক্রমাদিত্য পুত্র রাজ্য ভার লইয়া আসিয়াছে শুনিয়া রাজা স্বয়ং, বসন্তরায় ও কএকজন মন্ত্রিবরকে সঙ্গে লইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট গমন করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য অবনত শিরঃ হওত যথাক্রমে পিতা পিতৃব্য মন্ত্রিদিগকে প্রণাম করিয়া উত্তম ২ আসনে অতি সমাদর পূর্ব্বক বসাইলেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য তিনজন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া একাসনে উপবিষ্ট হওত পরস্পর বহুতর কথোপকথনের পর বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস কি কারণ আসিবামাত্র এতাদৃশ কুব্যবহার করিলে? আমরা তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়া চাতকের মেঘ দর্শনের ন্যায় তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি তোমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই হর্ষে শরীর পুলকিত হইয়াছিল পরে অসদ্ব্যবহারে এমত ক্ষুব্ধ ছিলাম যে তাহা কহিতে অক্ষম, এক্ষণে তোমার মুখ সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাব গমনাবধি বসন্তরায়ের দুঃখের পরিসীমা নাই ইনি সর্ব্বদাই নিরানন্দ থাকেন কোন কার্য্যে আমোদ কবেন না, আর ইহার পূর্ব্বমত আহার নিদ্রা নাই তুমি এস্থান হইতে গমনাবধি ইনি খিদ্যমান আছেন। আমি তোমাকে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলাম এজন্য অদ্যাপি ইনি আমার সহিত উত্তমরূপ আলাপ করেন না। বৎস এক্ষণে তোমার সবিশেষ বিবরণ আমাদিগকে অবগত করহ তবে সুস্থির হই।

রাজা প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বে রাগান্ধ হইয়া ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, পিতা প্রভৃতির মুখ দর্শনে রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইল। তাহাতে তিনি অতি কুণ্ঠিত হইয়া প্রত্যুত্তর না করত ক্রন্দন করিতে ২ পিতা ও পিতৃব্যের চরণে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন পিতঃ আমি অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি এক্ষণে তাহা কি প্রকারে নিবেদন করি।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যকে ক্রোড়ে করিয়া

অঙ্গে হস্তস্পর্শ করিতে ২ কহিলেন বৎস তোমার লজ্জা বা ভয় কি ? যাহা তুমি করিয়াছ তাহাই আমাদিগের সম্মত ; আমরা তোমার দুর্জ্জনতা গণনা করিব না।

এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে প্রতাপাদিত্য বাদসাহের আজ্ঞাপত্র পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজা বসন্তরায় তাহা পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন তুমি কি কারণে লজ্জিত হইতেছ ইহাতো লজ্জার কর্ম্ম নহে রাজলক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা চিরকাল একজনের নিকট থাকেন না; দেখ মান্ধাতা, সগর, ভরত প্রভৃতি সকলে রাজ্যেশ্বর হইয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে কে কোথায় আছেন ? সন্তান রাজা হইবে এ অতি ভাগ্যের কথা ইহাতে আমাদের কোন ক্ষোভ নাই বরং আহ্লাদ আছে; তুমি আইস রাজ্য করহ আমরা রাজার পিতা পিতৃব্য হইয়া নিরুদ্বেগে পরম সুখে ইষ্ট দেবতার চিন্তা করত কালযাপন করি। এইরূপ কহিয়া দুই জনে রাজা প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে পুরী মধ্যে লইয়া গেলেন। পরে রাজা বসন্তরায় পূর্ব্ববৎ সমস্ত রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। প্রতাপাদিত্য কেবল নামমাত্র রাজা হইয়া রহিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য মনে ২ বিবেচনা করিলেন যে পুত্র অতি দুর্জ্জন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তদনুরূপ শিষ্ট এবং আমার শেষাবস্থা, এই সময় সকল বিষয়ের একটা নির্ধারণ করিয়া রাখিলেই ভাল হয় নতুবা পরে কলহ হইয়া আত্মবিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা সুতরাং আমি থাকিতে থাকিতেই অংশের নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া উচিত ইহা স্থির করিয়া এক দিন প্রতাপাদিত্যকে ডাকাইয়া কহিলেন বৎস আমার শেষ দশা উপস্থিত আমি তোমার পিতৃব্যের সন্তানদিগকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি আমি অবর্ত্তমানে তোমার সেইরূপ প্রতিপালন করা আবশ্যক অতএব জিজ্ঞাসা করি আমার পরে তুমি কি তাহাদিগকে স্ববশে রাখিতে পারিবা ?

প্রতাপাদিত্য করপুটে নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি থাকিয়া ইহার একটা নিষ্পত্তি করিয়া রাখেন, নতুবা পরে মহা বিষম হইবে। মহারাজ রাজা বসন্তরায়কে সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ জ্ঞাত করাইয়া সকল বিষয়ে দশ আনা ছয় আনা বিভাগের কাগজ পত্র লেখাইয়া আপন নিকট রাখিলেন।

ক্রমশঃ সকলের সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি হইতে লাগিল সুতরাং বৃহৎ গোষ্ঠী হইলেন। একদিন রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার পিতাকে নিবেদন করিলেন যে আমার ইচ্ছা হয় আর একখানা পুরী নির্ম্মাণ করি, কারণ এস্থানে কিছুকাল পরে বাসের অতি কষ্ট হইবেক, মহাশয়ের অনুমতি হইলে তাহাতে প্রবৃত্ত হই। মহারাজ আনন্দিত হইয়া কহিলেন ইহা সৎ পরামর্শ বটে, কিন্তু তোমার খুড়া মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া তোমরা দুই জনে তাহার স্থান নিরূপণ করহ। যশোহরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ধূমঘাট নামক স্থান প্রতাপাদিত্যের মনোনীত হইল তথায় তিনি হাট বাজার সমেত এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার স্থাপিত অতিথিশালায় অদ্যাপি অতিথিগণ আসিয়া অবস্থিতি করে। পুরী প্রস্তুত হওন কালে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়, তিনি পুত্রকে নূতন পুরীতে প্রবেশ করিতে, কি রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে দেখেন নাই। সঙ্গতি অনুসারে মহারাজের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের নিকট জানাইলেন মহাশয় এক্ষণে আমাকে নূতন বাটী গমনে অনুমতি করুন আর আপনি তথায় যাইয়া এ দাসকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। রাজা বসন্তরায় বিবেচনা করিলেন যে এক্ষণে দাদা মহাশয়ের কাল হইয়াছে আর এব্যক্তি অতিশয় দুর্দান্ত, অতএব সম্প্রতি অন্তর হইয়া থাকা উচিত, ইহা বিবেচনা করিয়া কহিলেন বৎস আমি এক্ষণে তাহার উদ্যোগ করি, তুমি কিছুদিন স্থির হও ঐ বিষয়ে বিশেষ সমারোহ করিব এমত মানস আছে, কিরূপ কর্ত্তব্য মন্ত্রিদিগের সহিত ইহার পরামর্শ করা যাউক।

রাজা বসন্ত রায় আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে প্রতাপাদিত্যকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে কোটি টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য, ইহা ধার্য্য করিয়া বৈশাখীয় পূর্ণিমায় গৃহ প্রবেশ ও রাজ্যাভিষেকের দিন নির্ণয় করতঃ তদনুসারে গৌড়ে এবং রাঢ়ে প্রধান২ ব্যক্তি ও অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, আর বঙ্গের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলের সম্বর্দ্ধনা ও ভক্ষ্য দ্রব্য আয়োজন এবং অবস্থিতির স্থান নিরূপণ প্রভৃতি কর্ম্মের ভার স্বয়ং রাজা বসন্তরায় গ্রহণ করিলেন।

নিমন্ত্রিত ও অতিথি অভ্যাগত সকলেরই বাসা নূতন পুরীর মধ্যে হইল। তাঁহারা নিজ গৃহে যেরূপ থাকিতেন সেইরূপ তথায় রহিলেন, বিদেশ নিমিত্ত কোন ব্যক্তির কিছুই ক্লেশ জন্মে নাই। বাসুদেব রায় প্রভৃতি আটজন সকল সামগ্রী আয়োজনের ভার লইয়া সহস্র২ লোককে গ্রামে২ প্রেরণ করিলেন। তাহারা সর্ব্বত্র যাইয়া নানাপ্রকার সরু মোটা আতপ ও সিদ্ধ তণ্ডুল এবং মুগ, অরহর, মাষ, মসূরী, মটর ইত্যাদি বিবিধ কলাই এবং তৈল, ঘৃত, লবণ, মধু, গুড়, চিনি, মিচিরী ও আর২ চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয়, মিষ্টান্ন আনয়ন করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত জনগণের আগমনের পূর্ব্বেই দেশস্থ সকল লোক দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, নবনী যাহার যত হইত সেই সকল প্রতিদিন রাজবাটীতে আনিয়া উপস্থিত হইত। তাহারা যে২ দ্রব্য আনয়ন করিত তাহার মূল্য তৎক্ষণাৎ পাইয়া তুষ্ট হইয়া যাইত কাহার কিছু পাওনা থাকিত না। সকল প্রজার প্রতি আদেশ ছিল যে যাহার যত আম, জাম, কাঁটাল, নারিকেল, যত হয় সকল আনিয়া দেয় আর তৎক্ষণাৎ মূল্য লইয়া যায়। এইরূপ আয়োজন হইতে লাগিল কর্ম্মের ১০।১২ দিন পূর্ব্বে রবাহূত, ভাট, ফকির, কাঙ্গালি লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে অন্যান্য লোকের সমাগম হইতে লাগিল, উপস্থিত

হইবামাত্র পরিচারকেরা পাদোদক দিয়া তাহাদের শ্রান্তিদূর করিত, পরে তাহারা বাসায় যাইয়া স্নান পূজা ভোজন করিয়া উত্তম২ খট্টোপরি দুগ্ধফেন-নিভশয্যায় শয়ন করত সদা সদানন্দে থাকিত; স্ত্রীপুত্রদিগকে কাহারও স্মরণ হইত না। রাজা বসন্ত রায় কর্ম্মের পূর্ব্ব দিন রাত্রিকালে প্রতাপাদিত্যের অধিবাস ক্রিয়া আচার মত নির্ব্বাহ করিলেন।

রাত্রি শেষে যন্ত্রিগণ স্ব২ যন্ত্রে দ্বারে২ বাদ্য করিতে লাগিল তাহাতেই সকল লোক রাত্রির অবসান জানিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। স্ব২ ক্রিয়ার অভিনয় দ্বারা নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ সভার একদেশে থাকিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। সমস্ত জনগণ আনন্দ সাগরে মগ্ন আছেন এমত সময়ে যশোহর পুরীর সমস্ত নারীগণ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কেহ বা পীতাম্বর কেহ বা নীলাম্বর কেহ বা পট বস্ত্র কেহ বা শুভ্র সূক্ষ্ম সূত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ধূমঘাটে আগমন করিল। সর্ব্বাগ্রে শুভক্ষণে রাজা রাণীর সহিত এক চতুর্দ্দোলে আরূঢ় হইয়া নূতন পুরী প্রবেশ করিলেন পরে রাজবাটীর প্রাচীনেরা নবীনা ও বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া পাল্‌কীতে গমন করিলেন।

রাজ্ঞীরা পুরিতে প্রবেশ করিয়া দাসীদিগকে আদেশ করিলেন যে তোমরা এক্ষণে দীন দরিদ্রদিগের নারীগণকে উত্তম ২ শংখ শাটী বিতরণ করহ। তাহারা রাজ্ঞীদিগের অনুমতি পাইয়া অবিরত দান করিতে লাগিল। এইরূপ মহা মহোৎসবে শুভলগ্নে দ্বিজবরেরা রাজা প্রতাপাদিত্যকে অভিষেক করিয়া রত্নসিংহাসনে বসাইলেন, ও রাজ্ঞী মহিষী হইয়া তাঁহার বামে বসিলেন। পরিচারকেরা ছত্র ধারণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। ঠাকুর তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য রাজার মস্তক মুকুটে ভূষিত করিয়া হস্তে রাজদণ্ড প্রদান করিবামাত্র জয়২ ধ্বনিতে গগনমণ্ডল এককালে পরিপূর্ণ হইল। নৃপতিরা ক্রমে ক্রমে যৌতুক প্রদান পূর্ব্বক পরিচিত হইতে লাগিলেন,

তদনন্তর আর২ প্রধান লোক সকলে যৌতুক প্রদানচ্ছলে রাজার সহিত আলাপ করিলেন। এইরূপ কুটুম্ব অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব সকলেই করিল, পরিশেষে প্রধান২ কর্ম্মচারি ও ভৃত্যেরা করপুটে স্ব২ নিরূপিত স্থানে দণ্ডায়মান হইলে রাজা সকলকেই প্রণয় সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণ সভায় গমন পূর্ব্বক পণ্ডিতগণকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সমাদরে বাসায় পাঠাইলেন। পরে স্ব২ শ্রেণীয়দিগের সভায় যাইয়া পিতৃব্য মহাশয়কে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনি যুবরাজকে ক্রোড়ে বসাইয়া সমাদর করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য বিনীত হইয়া সকলের সহিত শিষ্টালাপ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নারীগণ রাজাকে লইয়া রাণীর দক্ষিণে শিলায় দণ্ডায়মান করিয়া দুই জনকে বরণ প্রভৃতি নারীব্যবহার্য্য মঙ্গলাচার করিয়া গৃহের মধ্যে মনোহর আসনে বসাইলেন, পরে সমস্ত সীমন্তিনী একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে মঙ্গল আরতি করিয়া যৌতুক দিতে লাগিলেন। রাজা ও মহিষী সকলকে যথা বিহিত প্রণামাদি করিয়া তাঁহাদিগের সন্মান রক্ষা করিলেন। রাজা বসন্ত রায় বরাহূত প্রভৃতি সমস্ত অপর সাধারণ লোককে অতি যত্ন পূর্ব্বক চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে এক বৎসরের ভরণ পোষণের উপযুক্ত টাকা দিয়া বিদায় করিলেন, পরে যথেষ্ট সন্মান পূর্ব্বক ভূপতি এবং পণ্ডিত ও আর২ ব্রাহ্মণগণকে উপযুক্ত ধন দিয়া বিদায় করিলেন, কায়স্থদিগের এক দিবস পংক্তি ভোজন হইলে তাহারা পংক্তি ভোজের পৃথক২ বিদায় পাইয়া স্ব২ বাটী গমন করিল। সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করণের পর এক মাস পর্য্যন্ত যশোহর নগরবাসী লোকের ধূমধাটে অবস্থিতি করিল পরে তাঁহারা স্ব২ স্থানে গমন করে। এইরূপ মহাসমারোহে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া বঙ্গভূমি অধিকার করত কিয়ৎকাল পরমসুখে

ক্ষেপণ করেন, এক দিবস মনে২ বিবেচনা করিলেন, যে আমি এদেশে একচ্ছত্রী রাজা হইব, কিন্তু খুড়া মহাশয় বর্ত্তমান থাকিতে কিরূপে হইতে পারে; তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্রদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া একাধিপত্য করিব এক্ষণে কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনার পর তিনি ক্রমেং ক্ষুদ্রং গ্রামাধিপতিদিগকে ছিন্নভিন্ন করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।

রাজা স্থির করিলেন যে আমার ধনের আর কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট এক্ষণে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একাদশ ভূপতিকে আপন বশীভূত কেন না করি ইহাতে আমি অপারক নহি।

তৎকালে বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা ও আশাম দেশের কিয়ৎ অংশ দ্বাদশ জন রাজার অধিকার ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্য অতি প্রতাপশালী হইয়া সকলকে অধীন করিয়া রাখেন। এমত জনশ্রুতি আছে যে যশোহরেশ্বরীদেবী সদয় হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করেন তাহাতেই তাঁহার ঈদৃশ প্রাচুর্ভাব হয়, ঐ দেবীর মূর্ত্তি অদ্যাপি তথায় বিরাজমান আছে।

সেই দেবী প্রকাশিতা হওনের কথা লোক পরম্পরায় শুনা যায় যে রাজার প্রিয়তম বহির্দ্বার রক্ষক কমল খোজা নামক মহাবল পরাক্রমশালী এক ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ অবধান করুন আমি দুই তিন দিবস দেখিতেছি রাত্রি দুই প্রহরের সময় সকল লোক নিদ্রিত হইলে ঐ জঙ্গলে প্রচণ্ড অনলের ন্যায় উদ্দীপ্ত একটা আলো উদিত হয়, প্রথম দিবস অনুমান করিলাম কোন রাখাল বনে আগুন দিয়া থাকিবে, তাহাই প্রজ্বলিত হইয়াছে, পর দিন প্রত্যুষে অশ্বারোহণে তথায় যাইয়া দেখিলাম বন পূর্ব্ববৎই আছে বরং অধিকতর সতেজ, প্রত্যহ এইরূপ দেখিতেছি মহারাজ আমার অসম্ভব কথায় অবহেলা করিবেন এতদ্ভয়ে নিবেদন করি নাই।

অদ্য সেই স্থানে এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম হইয়াছে, রাখাল বালকেরা ঐ মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যহ ক্রীড়া করে ঐ স্থানে এক ঢিপী আছে তাহার উপর অদ্য পুষ্প দিয়া এক কালী নিরূপিত করত ঐ বালকদিগের মধ্যে কেহ কর্ম্মকর্ত্তা কেহ পুরোহিত কেহ বা ছাগ হইয়াছিল। একজন এক গাছা হোগলা আনিয়া খড়্গ করিয়া ছাগরূপী বালককে বলিদানে উদ্যত হওত তাহার গলদেশে ঐ খড়্গ দ্বারা প্রহার করিবামাত্র সেই বালকের মস্তক দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া অন্য স্থানে পতিত হইল তাহার গলদেশ হইতে রক্তপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সকল বালক ভয়ে পলায়ন করিল, পরে তাহার মাতা পিতা আমাকে জ্ঞাত করাতে আমি সেই সকল বালককে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা সেইরূপ কহিল এবং সেই শব তথায় পতিত আছে।

রাজা খোজার কথা শ্রবণমাত্র বিস্মিত হইয়া সমস্ত সভাস্থ সহ স্বং যানে তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন, সেই স্থানে বিবিধ প্রকার পুষ্প ও রক্ত মিশ্রিত তাহাদিগের খড়্গ পতিত আছে, আর মৃত বালকের দেহে কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই, তাহার শরীর জীবিত শরীরের ন্যায় ঐ শব স্ফীত কি পচিয়া দুর্গন্ধ কিছুই হয় নাই, কেবল গলা কাটা মাত্র। রাখাল বালক-দিগের নিকট সমুদায় সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন, কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া এক সিন্দুকে ঐ শব রাখিয়া তাহার চাবী আপনার কাছে রাখিলেন এবং সকলকে কহিলেন ইহার বিচার কল্য প্রাতে হইবে অদ্য তোমরা সকলে গমন কর।

সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে রাজা রাত্রি কালে বহির্দ্বারে আসিয়া ঐ দ্বারপালের নিকট অবস্থিতি করিলেন, পরে নিশীথ সময়ে দেখিলেন যে একটা জ্যোতিঃ গগনমণ্ডল হইতে ঐ বনে পতিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওত প্রলয়ানলের ন্যায় হইয়া উঠিল। সাহসিক রাজা খোজাকে

সঙ্গে লইয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ ঐ স্থানে অশ্বারোহণে গমন করিলেন।

খোজা রাজার পশ্চাৎ ২ গমন করত ঐ তেজে অভিভূত হইয়া ঘোটক হইতে নিপতিত হইল। ঘোটক তথা হইতে দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল। রাজা অগ্রগামী ছিলেন ঐ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই পরে তাঁহার ঘোটক আলোক প্রভায় চেতনা শূন্য হইয়া ভূতলে পড়িল, কিন্তু তিনি তথাপি নির্ভয়ে জ্যোতির্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে তাহা ঐ বনের শূন্যস্থানে আছে তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে২ সন্দর্শন করিলেন যে সিংহাসনস্থ এক সুন্দরীর শরীর হইতে ঐ জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে।

কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হওত আকাশবাণী শুনিলেন যে প্রতাপাদিত্য অবলোকন কর, আমি তোমার ইষ্ট দেবতা সুপ্রসন্না হইয়া তোমাকে নিকটে রাখিয়াছি। এই ঢিপী খননে যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিবে তাহাতে আমি অধিষ্টান করিব। তোমার প্রজা রাখাল মরে নাই সে তাহার মাতার ক্রোড়ে নিদ্রিত আছে। এ সমুদয় প্রদেশ তোমার হস্তগত হইবে। তুমি পিতৃ পিতামহ অপেক্ষা ধনবান হইয়া পরমসুখে রাজ্য করহ। আমি কন্যাভাবে তোমার গৃহে অবস্থিতি করিলাম যাবৎ তুমি আমাকে বিদায় না করিবে তাবৎ অন্যত্র যাইব না, আমার এই আজ্ঞা মান্য করিও যে স্ত্রীলোককে প্রহার কি দুঃখ কদাচ দিওনা তাহা হইলে তোমার বিপদ ঘটিবে।

রাজা চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন ঘোরতর অন্ধকার আপনি ধূলায় পড়িয়া আছেন; কোথায় ঘোটক আর কোথায় বা কমল খোজা যে২ কথা শুনিয়াছিলেন তাহা স্বপ্নের ন্যায় কেবল স্মরণ হইতেছে। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া খোজাকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন সে মূর্চ্ছিত

হইয়া পতিত আছে পরে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে পড়িয়া আছ কেন? সে কহিল মহারাজ আমি ইহার কিছুই জানি না, কেবল সেই তেজঃ দেখিতেছিলাম এই মাত্র স্মরণ হয়। রাজা কহিলেন ভাল২ এক্ষণে আমার সহিত আইস সিন্দুক কোথায় আছে দেখি গিয়া। দুই জনে তৎক্ষণাৎ সিন্দুকের নিকট যাইয়া দেখিলেন তাহা খোলা রহিয়াছে মৃত বালক তাহার মধ্যে নাই। রাজা খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সেই রাখালের বাটী কোথায় জান? সে উত্তর করিল হাঁ মহারাজ জানি, তাহার পিতার গৃহ এই গড়ের অতি নিকট। রাজা ঐ খোজার সহিত শীঘ্র তাহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন গৃহের দ্বার খোলা কিন্তু সকলে নিদ্রিত আছে।

খোজা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে২ সেই বালকের পিতা জাগৃত হইয়া দেখিল মহারাজ দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। সে অতিত্রস্ত হইয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিল মহারাজ আমার কি অপরাধ হইয়াছে? এ ঘোরতর নিশা সময়ে এ দুঃখির কুটীরদ্বারে মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত কেন। রাজা কহিলেন কিছু ভয় নাই তোমার সেই পুত্রটী কোথায়? রাজার এই কথা শ্রবণ মাত্রে বালকের পিতা ক্রন্দন করিতে২ উত্তর করিল মহারাজ আর কেন কাটা ঘায় লোণের ছিটা দেন, সে মহাশয়ের সিন্দুকের মধ্যে নিদ্রা যাইতেছে। রাজা কহিলেন ভালোই একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দেখ সে তোমার গৃহে শয়ন করিয়া আছে। সে দীপ প্রজ্বালন করিয়া দেখিল বালক স্বীয় জননীর ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছে। রাজা ঐ বালক ও তাহার পিতাকে সেই সময় আপন ভবনে আনয়ন করিলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য পর দিন প্রাতঃকালে সভাস্থ হইয়া সেই বালককে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উত্তর করিল, মহারাজ আমরা সকল রাখালে একত্র হইয়া বনের ফল পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক কালী পূজা আরম্ভ

করি, তাহাতে আমি ছাগ নিরূপিত হই, অন্যেরা আমাকে বলি প্রদানার্থ স্নান করাইয়া শয়ন করায় এই মাত্র জানি, পরে পিতা ডাকিলে মাতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া আসিলাম আর কিছু জানি না। রাজা তাহাকে বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া বিদায় করিলেন। এবং ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন যে তোমরা যাইয়া সেই ঢিপী খনন কর আমি তথায় যাইতেছি, তাহারা আজ্ঞামাত্র সসজ্জ হইয়া সেই স্থান খনন করিতে লাগিল এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি গলদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশিতা হইলে, আকাশবাণী হইল আর খনন করিওনা, তৎশ্রবণে রাজা সকলকে খননে ক্ষান্ত করিয়া ঐ মুণ্ডের চতুর্দ্দিগ বেষ্টিত এক মন্দির প্রস্তুত করিলেন। ঐ দেবী প্রথমে দক্ষিণমুখী ছিলেন রাজার দুর্দশার সময়ে পশ্চিমমুখী হন।

দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর শাহ বাদসাহ হয়েন। তৎকালে এই প্রথা ছিল যে যখন যে দিল্লীতে বাদসাহ হইতেন তাঁহাকে হিন্দুস্থানের রাজারা এক২ পরম সুন্দরী কন্যা উপঢৌকন দিতেন বাদসাহ যাহাকে মনোনীত করিতেন সেই খাশ-বেগম হইত বাদসাহ তাহার সহিত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্য করিতেন।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ কালে হিন্দুস্থানের রাজারা তাঁহাকে এক২ কন্যা উপঢৌকন প্রদান করেন; তাহার মধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত কন্যা ও চিতোরের রাজার দত্ত কন্যাকে বাদসাহ মনোনীত করেন। তাহাতে ঐ দুই কন্যা পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করে। চিতোরের রাজার কন্যা কহিলেক, আমি রাজার পোষ্যপুত্রী আমার পিতা চিতোরের রাজা তাঁহার তুল্য হিন্দুস্থানে দাতা ও সম্ভ্রান্ত রাজা কে আছে? অতএব আমার সহিত বাদসাহের অভিষেক হইবেক। রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রী কহি-লেন আমার পিতা বঙ্গদেশের রাজা তাঁহার তুল্য বিদ্যাবান, দয়ালু, দাতা

কোন রাজা হিন্দূস্থানে কি অন্য কোন প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সুখ্যাতি আমি কি প্রকাশ করিব, তাহা ভূমণ্ডলে সকল লোক সুবিদিত আছেন অতএব আমিই খাশবেগম হইব।

বাদসাহ কাহাকে বেগম করিবেন ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, সকল রাজার আচার, ব্যবহার, চরিত্র যে সবিশেষ অবগত আছে; এমত এক ভাটকে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সকল রাজাকে জান হিন্দুস্থানের মধ্যে কোন্ রাজা প্রধান আমাকে যথার্থ কহ।

ভাট করপুটে নিবেদন করিল মহাশয় এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তিন রাজা আছেন; স্বর্গে ইন্দ্র, পাতালে বাসুকি এবং পৃথিবীস্থ ভূপতি সমূহের মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য। সকল নৃপতির দ্বারে আমার গমনাগমন আছে চিতোরের রাজা আমাকে পাঁচ হাজার টাকা আর এক ঘোটক দিয়াছেন। ধূমঘাটে রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট গিয়াছিলাম; তিন মাসের মধ্যে রাজার সহিত একবারও সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, আমার সংবাদও রাজ গোচর হয় না। এক দিবস রাজা মৃগয়ায় গমন করেন; তৎকালে আমি দূরদেশ হইতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে ও কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন? ইহাতে উত্তর করিলাম আমি হস্তিনাপুরের রাজভাট, মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি। রাজা কহিলেন আমি প্রত্যাগমন করিয়া আপনাকে বিদায় করিব, এক্ষণে এই নগরে অবস্থিতি করুন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, মহারাজ আমি এ স্থানে আসিয়া ছয় মাসের পর মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম, পরে আর সাক্ষাৎ হওন দুষ্কর হইবেক, ইহাতে আপনার যেরূপ অনুমতি হয়। রাজা কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন এই ভাটকে লক্ষমুদ্রা, এক হস্তী আর পাঁচ ঘোটক দিয়া বিদায় করহ। হঠাৎ এইরূপ দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তথায় কিছুকাল বিলম্ব করিলে কত অধিক পাইতাম তাহার স্থির করিতে

পারি না। তাঁহার তুল্য রাজা হিন্দুস্থানে কি অন্য প্রদেশে কোন স্থানেই নাই।

তথায় শুনিয়াছি এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হইয়াছিলেন, রাজা মহিষী সহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে যাহা যাচ্ঞা করিতেছে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে মধ্যাহ্ন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার সাত্বিক দান কিনা তৎপরীক্ষার্থ কহিলেন, মহারাজ আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না; কেবল এই মহিষী আমাকে প্রদান করুন; ইহার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়াছি।

রাজা তৎশ্রবণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কহিলেন রাজ্ঞি অদ্য তোমাকে ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি অকিঞ্চিৎকর সংসার সুখে বিমুখী হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষণপরা হইয়া থাকহ, অন্তে পরম সুখলাভ করিতে পারিবে। মহিষী তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ সমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, অদ্য প্রভৃতি আমি মহাশয়ের অধীনা হইলাম, যথায় ইচ্ছা আমাকে লইয়া চলুন। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলে চমকিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ রাজার দানে পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ইহাঁতে আমার প্রয়োজন নাই আপনার সাহস পরীক্ষার্থ ঈদৃশ অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনি ইহাঁকে লইয়া পরমসুখে রাজ্যশাসন করত প্রজাদিগের হিতাহিত চিন্তা করুন। রাজা কহিলেন আমি দত্তাপহারী কেন হইব? মহাশয় ইহাকে গ্রহণ করুন্। পরে ব্রাহ্মণের আগ্রহে বাধিত হইয়া মহিষীর সমস্ত আভরণে ভূষিতা তদীয় হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া রাজ্ঞীকে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ঐ সমস্ত দ্রব্য সভাস্থদিগকে বিতরণ করিয়া গমন করেন। অতএব তাঁহার সমান এ জগতে আর কে আছে? বাদসাহ ভাট মুখে এইরূপ রাজা প্রতাপা-

দিত্যের গুণপ্রশংসা শুনিয়া তৎ কর্ত্তৃক প্রদত্তা কন্যাকে খাশবেগম করিলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য বহুকালে প্রচুর সৈন্য ক্রমেং সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ সকল ভূম্যধিকারিকে অর্থাৎ ভূঁইয়াদিগকে রণে পরাভব করত বশীভূত করিতে মানস করিলেন, এবং মনেং স্থির করিলেন, এক্ষণে খুড়া মহাশয় বর্ত্তমান আছেন, একচ্ছত্রী কিরূপে হই তাহার কোনই সম্ভাবনা দেখি না, যাহা হউক ; পরে বিবেচনা করা যাইবেক কিন্তু এক্ষণে দিল্লীতে কর প্রদান না করাই শ্রেয়ঃ ইহা স্থির করিয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যের অধিপতি কমল খোজাকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি তাবৎ সৈন্য সহ সুসজ্জ হও ; আমি স্বয়ং সমরে গমন করিব।

কমল খোজা আজ্ঞামাত্র সমর সাগরে সন্তরণার্থ সুসজ্জিত হইল। রাজা স্বয়ং সেনাপতি হইয়া প্রথমে রাজমহল গমন করিলেন, তথাকার নবাব রণে পরাজিত হইয়া ঢাকার কেল্লায় পলয়ন করত আত্মরক্ষা করিলেন রাজা রাজমহল লুঠে দশ কোটি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উত্তরো-ত্তর সকল স্থান জয় করিয়া পাটলীপুত্র অর্থাৎ পাটনা পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়া এবং অধিকৃত দেশে নিরুদ্বেগে প্রভুত্ব করত দিল্লীতে কর প্রেরণ রহিত করিয়াছিলেন। পরে কেদারনাথ রায় প্রভৃতি জমিদারদিগকে নিপাত করিয়া তাঁহাদিগের অধিকার সকল গ্রহণ করত সর্ব্বত্র স্বীয়ং লোক-দিগকে নিযুক্ত করেন। তাহারা নিয়মিত কর আদায় করিতে লাগিল।

বাকলার জমিদার রামচন্দ্র রায় স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয় অধিকার কালে কো[ন] বিবাদ উপস্থিত হয় নাই, তাহা অনায়াসে রাজার হস্তগত হইয়াছিল তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন। রাজা তাঁহার প্রতি কো[ন] অত্যাচার না করিয়া নিমন্ত্রণচ্ছলে তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনাইয়া এ

অভিপ্রায়ে পুরীর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে যখন ইচ্ছা কোন একটা কৌশলে তাঁহাকে সংহার করিবেন।

রাজা এক দিবস বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে জামাতাকে সংহার করিয়া তাঁহার রাজ্য লইলে সর্ব্বত্র অখ্যাতি হইবে, কিন্তু তাঁহাকে গোপনে সংহার করত তদীয় মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাজ্য লইলে আমার কোন অপযশঃ হইবেক না, অতএব ইহাই কর্ত্তব্য। এই অবধারণ করিয়া অনুচরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে কল্য প্রাতে রামচন্দ্র যখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবেন, তখন তোমরা একজন যে হউক তাঁহাকে সংহার করিবে।

এই কথা সকলে ক্রমশঃ পুরীর মধ্যে কাণাকাণি করাতে রাজকন্যা তাহা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন, দিবাভাগে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া, অতি কষ্টে দিন কাটাইলেন, পরে নিশাযোগে অতি সঙ্গোপনে স্বামিকে সকল নিবেদন করিলেন, তিনি ঐ কথা শ্রবণমাত্র প্রথমতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানোদ্রেক হইলে কহিলেন প্রিয়তমে এক্ষণে এস্থান হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিতে পারি? রাজকন্যা কহিলেন প্রাণনাথ তাহার উপায় কিছু দেখিনা, বুঝি বিধাতা আমাকে বৈধব্য-দশা ঘটাইলেন, ইহা কহিয়া শিরে করাঘাতপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র পুরী হইতে পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া পরিশেষে কহিলেন, তোমার ভ্রাতা উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে, তাঁহাকে কোন সুযোগে এস্থানে আনিতে পারিলে যদি তিনি কিছু উপায় করিতে পারেন, নতুবা আর জীবন আশা দেখিনা। রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন সংবরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে সেই গৃহে অতি গোপনে আনয়ন করিলেন। রায় তাঁহাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় শয়ন শয্যায়

উপবেশন করাইলেন এবং সবিনয় সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজপুত্র কহিলেন ভাই এক্ষণে অন্য কোন উপায় দেখিনা, কেবল একটী অদ্য উপস্থিত হইয়াছে, আপনি সেই অপকৃষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে বোধ হয় এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারি। রায় তাঁহার কথায় সানন্দ হইয়া কহিলেন, আমি যে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি ইহাতে কোন্ কর্ম্ম করিতে অশক্ত? আমা হইতে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে যাহাতে আমার প্রাণ রক্ষা হয় আপনি তাহাতে সত্বর হউন্।

রাজপুত্র কহিলেন অদ্য যশোহরের বাটীতে নৃত্য দর্শনের নিমন্ত্রণ আছে। আমি তথায় যাইব ভাই আপনি মশালধারির বেশ ধরিয়া আমার সহিত চলুন, পরে ঈশ্বর যা করুন্। রায় প্রাণরক্ষার্থে রাজকুমারের মতা-বলম্বী হইয়া পালকীর অতি নিকটে ২ মশাল ধরিয়া পুরী হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভাতে জামাতার পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া, অনু-সন্ধানে অবগত হইলেন যে রাজা বসন্তরায় নিমন্ত্রণচ্ছলে রামচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্রের প্রতি কুপিত হইয়া কমল খোজাকে তদীয় রাজ্য হস্তগত করিতে প্রেরণ করিলেন। খোজা সসৈন্যে সজ্জমান হইয়া তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া প্রত্যাগমন করে।

রাজা স্বয়ং রাজা বসন্তরায়ের দোষানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এইরূপে কিছুকাল গত হয়, পরে রাজা বসন্তরায়ের মন্ত্রিরা প্রতাপাদিত্যের দুষ্ট আচরণ অবগত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, তিনি স্বয়ং অনুচর-দিগকে সাবধান করিয়া দিয়া প্রাণনাশ শঙ্কায় গঙ্গাজল নামক অস্ত্র সর্ব্বক্ষণ ধারণ করেন। ঐ অস্ত্র হস্তে থাকিলে পঞ্চাশ জন বীর পুরুষ আক্রমণ করিয়াও কিছু করিতে পারেনা। মহাবল পরাক্রান্ত রাজকুমার গোবিন্দ রায় পিতার রক্ষার্থ স্থানে ২ ও দ্বারে ২ সেনাগণ নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং

সাবধানে থাকেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সংহারের কোন উপায় না পাইয়া এক প্রকার নিবৃত্ত হইয়া রহিলেন।

রাজা বসন্তরায়ের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন অবারিত দ্বার, সকলেই পুরী মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, ঐ সুযোগে রাজা প্রতাপাদিত্য এক অস্ত্র সঙ্গোপনে লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন বসন্ত রায় স্নান করিতে গিয়াছেন, তথায় অতি বেগে গমন করিলেন। ভৃত্যেরা বসন্ত রায়কে কহিল, মহারাজ! রাজা প্রতাপাদিত্য অতি সত্বর হইয়া আপনকার নিকট আসিতেছেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, গঙ্গাজল আন। তাহারা তাঁহার বাক্যের অর্থ ভাগীরথী বারি আনয়ন ইহা বুঝিয়া অস্ত্র না আনিয়া এক পাত্রে গঙ্গাজল আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া রাজা বসন্তরায় বুঝিলেন আমার পরমায়ুঃ এই পর্য্যন্ত আর রক্ষা নাই। ইতিমধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বেগে নিকটস্থ হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পুরী মধ্যে হাহাকার শব্দ উঠিল।

তৎপরে গোবিন্দ রায়কে উদ্দেশ করিয়া গমন করিলেন। তিনি আপন ধনুতে গুন দিয়া এক তীর রাজা প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ করিয়া নিঃক্ষেপ করেন ঐ তীর তাঁহার শরীরে না লাগিয়া কেবল পাকড়ীটা উড়াইয়া লইয়া যায়, এবং তৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় তীর তাঁহার কুণ্ডলে লাগিল ইত্যবকাশে রাজা প্রতাপাদিত্য আসিয়া গোবিন্দ রায়ের মস্তক ছেদন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী গর্ব্ভবতী ছিল, তিনি তাঁহাকে কাটিয়া ও রাজা বসন্তরায়ের কাটা মুণ্ড লইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

রাণী সহগামিনী হওনের বাসনায় পুরোহিতদ্বারা রাজা বসন্ত রায়ের মুণ্ড আনয়ন করিয়া চিতারোহণের পূর্ব্বে রাজা প্রতাপাদিত্যকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, যে ব্যক্তি বিনা দোষে আমার স্বামিকে সংহার করিয়াছে তাহার স্ত্রী পুত্র সকলে অন্ত্যজগ্রস্ত হইবে, এই অভিশাপ দিয়া জ্বলৎ চিতায়

প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাঘবরায় প্রভৃতি রাজা বসন্ত রায়ের সাত পুত্র রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিকূল ছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

রূপ বসু নামে একজন, রাজা বসন্ত রায়ের অতি আত্মীয় ছিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাঁহারা অতিশয় ক্লেশ পাই-তেছেন, উদ্ধার করা কর্ত্তব্য কিন্তু উপায় কিছু দেখিতে পাইনা যাহা হউক, রাজার পাকড়ী বদল বন্ধু হইতে অবশ্য ইহার কোন প্রতীকার হইবে, এই অবধারণ করিয়া দক্ষিণ দেশীয় ইচ্ছা খাঁ মসন্দরীর নিকট যাইয়া আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বৃত্তান্ত কহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার, বিশেসতঃ রাজকুমারদিগের দুঃখে কাতর হইয়া কহিলেন, আমি তাহা-দিগকে উদ্ধার করিব। আপনি কোন মতে উদ্বিগ্ন হইবেন না; এই কথা কহিতে ২ ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল, পরে তিনি সেনাপতি বলবন্ত খোজাকে সুসজ্জ হইতে কহিলেন।

খোজা করপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ যুদ্ধে তাঁহার প্রতীকার করা দুষ্কর হইবে। আমি একাকী তাঁহার নিকট যাইয়া রাজকুমারদিগকে উদ্ধারের উপায় করিব, ইহা কহিয়া কেবল এক খান পেষকবজ হস্তে লইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট গমন করে, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া জানাইল, যে মহারাজের সহিত বিরলে কোন নিবেদন আছে। রাজা কিঞ্চিৎ কাল পরে খোজাকে নির্জ্জনে আনাইলেন। বলবন্ত তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাজার কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়া পেষকবজ তাঁহার গল-দেশে প্রদান পূর্ব্বক কহিল, রাজা বসন্তরায়ের তনয়দিগকে আমার প্রভুর নিকট এইক্ষণে প্রেরণ কর, নতুবা তোমাকে নষ্ট করি। রাজা নিরুপায় হওত ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শপথ করিয়া রাজকুমারদিগের মোচনের অঙ্গীকার করিলেন। তখন খোজা রাজা প্রতাপাদিত্যের চরণে নিপতিত

হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। রাজা তাহার সাহসে তুষ্ট হইয়া নৌকাযোগে রাজকুমারদিগকে মছন্দরীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

রাজকুমারেরা তথায় কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন পরে ঐ অবশিষ্ট সত কুমারের জ্যেষ্ঠ রাঘবরায় রাজা প্রতাপাদিত্যকে প্রতিফল প্রদানার্থ রূপবসুকে সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লী গমন করিলেন, তথায় যাইয়া উজীরপুত্রের শিক্ষকের নিকট বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। রূপ-বসু অতি কষ্টে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। এইরূপে অনেক দিন গত হয়।

এখানে রাজা প্রতাপাদিত্য রাঘবরায় প্রভৃতির গমনে খিদ্যমান হইয়া মনে ২ চিন্তা করিলেন, তাহাদিগকে ইচ্ছাখাঁ মছন্দরী শঠতাদ্বারা লইয়া গিয়াছে অতএব তাঁহাকে নিপাত করিয়া তদীয় রাজ্য গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতিফল দেওয়া হয়; এই রূপ স্থির করিয়া পরে সৈন্যসহ হিজলী আক্রমণ করত অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধের পর তাঁহাকে সংহার করিয়া দেশ হস্তগত করিলেন।

সমস্ত বাঙ্গলা ও বেহার প্রদেশ রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকার হইয়া-ছিল। তিনি ঐ অধিকারে একচ্ছত্রা চক্রবর্ত্তী হইয়া দিল্লীর কর নিবারণ করেন এবং পাটনা অবধি স্থানে ২ সেনা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিয়া দিয়াছিলেন, যে দিল্লী হইতে নবাব কি সেনাপতি প্রভৃতি যে কেহ আইসে, তাহাকে আসিবার সময় নিবারণ করিবে না, সে মোতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলে দুই দিক্ হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া সংহার করিবে।

রাজা প্রতাপাদিত্য প্রজাদিগকে পুত্রসম প্রতিপালন পূর্ব্বক রাজ্য করেন। একদিন তাঁহার এক সহচরী পলায়ন করিয়া কোন্ স্থানে গমন করে, তাহার অনুসন্ধান হয় নাই, পরে চৌকীতে ধৃতা হইলে রাজা

দুষ্ক্রিয়ার দণ্ডার্থে তাহার স্তনদ্বয় ছেদন করিলেন। দাসী তাহার জ্বালায় অতি কাতরা হইয়া প্রাণত্যাগ কালে কহিল, মহারাজ আপনি যশোহরেশ্বরী দেবীর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত আমাকে অতি যন্ত্রণা দিয়া নষ্ট করিলেন। আপনকার আর বিস্তর কাল অপেক্ষা নাই; অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইবেন এই কথা কহিতে২ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তদবধি রাজার উত্তোরোত্তর শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। সকলে কহিয়া থাকেন সহচরীকে ঐরূপে যন্ত্রণা দেওনের পর রাজা প্রতাপাদিত্যের কুষ্টব্যাধি হইয়াছিল।

রাঘবরায় দিল্লীতে থাকিয়া উজীরতনয়ের শিক্ষকের নিকট পারসীক বিদ্যা অভ্যাস করেন এবং তাহার কর্ম্ম কার্য্য করেন। তাহাতে তিনি রাঘবরায়ের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন, যখন তিনি উজীরের পুত্রকে পড়াইতে যাইতেন, রাঘবরায় তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিত। এইরূপ যাতায়াত করিতে২ উজীরপুত্রের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। পরে উজীরপুত্রের অনুমতিক্রমে তিনি তাঁহার সহিত একত্র পড়িতে লাগিলেন। এক দিবস রাঘবরায় উজীরের পুত্রকে আত্মবিবরণ নিবেদন করিলে তিনি অতি দুঃখিত হইয়া ঐ সকল কথা স্বীয় পিতাকে বিদিত করিলেন। উজীর রাঘবরায়কে সঙ্গে লইয়া বাদসাহকে রাজা প্রত্যাপাদিত্যের দৌরাত্ম্য জানাইলেন এবং কাননগোরাও তৎকালে নিবেদন করিল, অনেক কাল অবধি রাজা প্রতাপাদিত্য কর প্রেরণ করে না তাহার হস্তে বাঙ্গালা ও বেহার আছে।

বাদসাহ দুই পক্ষের কথায় প্রতাপাদিত্যের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, যে একজন আমীর যাইয়া তাহাকে দমন করে। সেই আজ্ঞানুসারে আবরাম খাঁ বাহাদুর প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে পাঁচ হাজার সৈন্য সহ বঙ্গদেশ প্রতি যাত্রা করিয়া চারি মাসে পাটনায় পঁহুছিলেন। তথায় রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাগণ সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে,

তাহারা কহিল আমরা এ স্থানে যুদ্ধ করিতে আসি নাই, কোন বিপক্ষ দেশে প্রবেশ করিতে না পারে এ কারণ রক্ষার্থ আছি। তোমরা বাদসাহের লোক বিপক্ষ নহ স্বচ্ছন্দে গমন করহ তোমাদিগকে নিবারণ করি এমত সাধ্য কি।

আবরাম খাঁ সমস্ত সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া যশোহরে যাত্রা করিলেন। পাটনাস্থ রাজসেনাগণ গুপ্তভাবে তাঁহার পশ্চৎ২ আসিতে লাগিল। তিনি মৌতলার গড়ের নিকট পৌছিবামাত্র দুই দিক্ হইতে রাজ-সৈন্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। তাঁহার সঙ্গি-সেনারা প্রাণভয়ে রাজ-সৈন্যের সহিত মিলিয়া গেল। পরে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া বাদসাহ আমীর হপ্ত হাজারিকে প্রেরণ করেন। এইরূপে বাইশ জন আমীর বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিল, সকলেরই একদশা হয়।

পরে রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। পাটনা অবধি রাজা প্রতাপাদিত্যের সৈন্যেরা পূর্ব্ব আগত আমীরদিগের ন্যায় তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিল। তিনি রাজমহাল ছাড়িয়া আসিতে২ দেখেন যে পশ্চাৎ-বর্ত্তী সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিতেছে তাহাতে কিঞ্চিৎ সশঙ্কিত হইয়া যশোহর গমন পরিত্যাগ করত বর্দ্ধমানে অবস্থিত করিলেন।

প্রতাপাদিত্য প্রধান২ লোক পাঠাইয়া তাহাকে যশোহরে লইয়া গেলেন। তিনি তথায় যাইয়া মৌতলার কোঠে বাসা করেন। পরে রাজা প্রতাপাদিত্য অসংখ্য অপরিমিত সামগ্রী তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং উপঢৌকনে প্রাপ্ত এক সীমন্তিনীকে স্বীয় কন্যা প্রচার করিয়া রাজা মানসিংহের পুত্রকে বিবাহার্থ প্রদান করেন। তাহাতে মানসিংহের সহিত রাজার অন্তরঙ্গতা হইল শত্রুতা থাকিল না।

কিছুদিন পরে রাজা মানসিংহ হিন্দুস্থানে গমন করিয়া কাশী-ক্ষেত্রে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। ঐ সমুদায় সমাচার দিল্লীতে পৌহুছিলে,

উজীর স্বয়ং বাদসাহের তৃতীয়াংশ সৈন্যসহ রাজা প্রতাপাদিত্যের দমনার্থ বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। তিনি বিপক্ষ সৈন্য সংহার করিতে২ শালিকায় আসিয়া উপস্থিভ হইলে প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতি তাঁহার সম্মুখীন হওত সাত দিন অনাহারে অবিরত সংগ্রাম করিয়া শমন সদনে গমন করে।

রাজা প্রতাপাদিত্য সেনাপতির মৃত্যু শুনিয়া, কি করিবেন, কি হইবে এইরূপ পরামর্শ করিতেছেন; এমত সময়ে যশোহরেশ্বরী দেবী তাঁহার মধ্যমা কন্যার রূপ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে২ সেই স্থানে আসিয়া কহিলেন, বাবা তবে আমি যাই। রাজা স্বীয় যুবতী কন্যাকে সর্ব্বসমক্ষে আসিতে দেখিয়া মহা ক্রোধে দূর২ বাক্যে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন, এবং সকল সৈন্যকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি সকলে পাগল হইয়াছ, অদ্য আমার কন্যা সভায় গমন করিয়াছিল কেন? রাজমহিষী উত্তর করিলেন, সে কি আমার কোন কন্যাতো অন্তঃপুর হইতে বাহিরে যায় নাই। তখন রাজা শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন সর্ব্বনাশ হইল বুঝি তবে যশোহরেশ্বরী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই কথা কহিয়া ঠাকরুণ বাটী যাইয়া দেখেন দক্ষিণমুখী দেবী পশ্চিমমুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহাকে আর প্রণামও করিলেন না।

রাজা প্রতাপাদিত্য আপনার আসন্ন কাল জানিয়া সমরে নিরুৎসুক হওত স্বয়ং যাইয়া উজীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, উজীর তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, যুদ্ধ করিবে কি বাদসাহের আজ্ঞায় বশীভূত হইবে? রাজা উত্তর করিলেন আমি আর যুদ্ধ করিব না; আপনি দিল্লীশ্বরের আজ্ঞানুসারে আমাপ্রতি

যাহা করিতে হয় করুন্। উজীর তাঁহাকে পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া পুরী লুণ্ঠ করিলেন্।

উজীর ঐ লুণ্ঠনে এক শত কোটি নগদ টাকা আর মণি মুক্তা প্রবালাদি বিবিধ বহুমূল্য রত্ন পাইলেন। তিনি সকল স্ত্রীলোকদিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী নাগঝীর পুরীমধ্যে, কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং তিনি বদ্ধ হয়েন নাই; লুঠের পূর্ব্বে রাঘবরায় যাইয়া ঐ পুরীর দ্বারে দণ্ডাইয়া রহিয়াছিলেন এ কারণ তথায় কেহ যায় নাই। উজীর সকলকে লইয়া দিল্লী গমন করেন, পথি মধ্যে বারাণসীতে রাজা প্রতাপাদিত্যের লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। আর২ সকলকে ও সমুদয় ধন দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহের সমীপে উপস্থিত করেন।

বাদসাহ উজীরের অনুরোধে রাঘবরায়কে যশোহরজিৎ উপাধি দিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্য সমর্পণ করিলেন। রাঘবরায় দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া প্রথমে ইছাখাঁ মছন্দরীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে সকল ভ্রাতাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাসমারোহে যশোহরে আসিয়া দেখেন পুরী শশ্মান ভূমি হইয়াছে তদ্দর্শনে রাঘবরায়ের মনে ঔদাস্য জন্মিল।

তিনি সর্ব্ব সমক্ষে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন দেখ, এই রাজ্যের নিমিত্ত আমার পিতার শিরচ্ছেদন হইয়াছে এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সন্তানের প্রায় জাতি যায়। অতএব রাজ্যমদে মত্ত হওয়া অতি নরাধমের কর্ম্ম ইহাতে যে রত থাকে সে অতি অজ্ঞান ইহা কহিয়া সকল রাজ্য বন্ধুবান্ধবদিগকে অংশ করিয়া দেন স্বয়ং কেবল স্বীয় পরিবার ভরণ পোষণার্থ কএক খানি গ্রামমাত্র অধীনে রাখিয়া যশোহরজিৎ নাম মাত্র রাজা ছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। রাজা বসন্তরায়ের তনয়েরা নিঃসন্তান ছিলেন। কেবল রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের এক তনয়

হইয়াছিল, তাঁহার সন্তানেরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বৃহৎ গোষ্ঠী হইয়া অদ্যাবধি যশোহরে বাস করিতেছেন।

সম্পূর্ণ।

Calcutta :—Printed by D'Rozario & Co. Tank Square.

মন্তব্য।

পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারকৃত মহারাজ প্রতাপাদিত্যচরিত্র রামরাম বসুমহাশয়ের গ্রন্থেরই অনুবাদ। বসুমহাশয়ের ভাষাকে আধুনিক বঙ্গভাষায় পরিণত করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হয়; এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাহা সুস্পষ্ট রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। বসুমহাশয়ের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইলে রেভারেণ্ড লং সাহেবের যত্নে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এবং ইহা তাঁহার গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তকাবলীর অন্তর্ভূত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় দৃষ্ট হয় যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত জানিবার জন্য জর্ম্মানি হইতে অনুসন্ধান হইয়াছিল। কি কারণে প্রতাপাদিত্যের জীবনীসম্বন্ধে জর্ম্মানি হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ডবলিউ, পার্শ মহোদয় ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বার্লিন হইতে সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত টীকাটিপ্পনী ও অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে বিবরণ থাকায় তিনি বসুমহাশয়ের রচিত প্রতাপাদিত্যচরিত্র জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হন নাই। পার্শ মহোদয় লিখিয়াছেন,—"There exists a biography of this king written in Bengali, which has been printed in India, but of which it was impossible to me to obtain a copy. Yet there is an extract from it given in the Calcutta Review XIII. 1850. p. 135." তাহার পর তিনি কলিকাতা রিভিউ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করেন। উক্ত গ্রন্থ যে রামরাম বসুমহাশয়ের রচিত প্রতাপাদিত্যচরিত্র, তাহা কলিকাতা রিভিউতে সুস্পষ্টরূপেই উল্লিখিত আছে। আমরা

প্রতাপাদিত্যচরিত্রের সমালোচনায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পার্শ মহাশয়ও অন্যত্র তাহাই বলিয়াছেন। ইহার পর আমরা দেখিতে পাই যে, ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে লং সাহেবের যত্নে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক মহারাজ প্রতাপাদিত্যচরিত্র লিখিত হইয়া প্রকাশিত হয়। লং সাহেব উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর জে, কলভিনের অনুরোধে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে Asiatic Societyর অধিবেশনে লং সাহেবের মন্তব্যে এইরূপ লিখিত আছে। "At the request of the Hon'ble J. Colvin, late Lieutenant Governor of the North West Provinces, he (J. Long.) had published 16 Years ago, in Bengali the life of Raja Pratapaditya, called in the original 'the last king of Sagur island'." (Proceedings of the Asiatic Society for December 1868.) সম্ভবতঃ জে, কলভিন মহোদয় জর্ম্মানি হইতে প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রকাশে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তিনিই লং সাহেবকে তাহা প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের কৃত মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র যে প্রথমে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়, তাহা লং সাহেবের A descriptive Catalogue of Bengali Works নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। উক্ত পুস্তিকায় এইরূপ লিখিত আছে,— "Pratapaditya Charita, Last king of Sagur Island, Life, by Harish Tarkalanker. pp. 63. Roz & Co 2 as 1853." ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমরা তাহাই মুদ্রিত করিয়াছি। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই নাই।

কি কারণে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারকৃত মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয় তাহা উল্লিখিত হইল, এবং উহা যে বসুমহাশয়ের গ্রন্থের

আধুনিক ভাষার পরিণতি তাহা উহার ভূমিকা প্রভৃতি হইতে সকলেই অবগত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন এই দুই গ্রন্থ আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হইবে। এই জন্য আমরা ইহার কোন নূতন টীকাটিপ্পনী প্রদান করি নাই। আধুনিক ভাষায় লিখিত হইলেও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ভাষার সহিত বর্ত্তমান ভাষার যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। 'বাস করিয়া রহেন' 'স্থির থাকন', 'হতবুদ্ধি ঘটিয়াছে,' 'থাকহ,' 'করহ,' 'হয়েন,' 'হওন,' 'করণ,' 'পাওত,' 'হওত,' 'করত,' 'কহিলেক,' 'বসিলেক,' 'হইবেক,' 'করিবেক,' ইত্যাদি প্রয়োগ বর্ত্তমান ভাষায় দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এই গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাষা যে তৎসময়ানুযায়ী মার্জ্জিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তখনও ভাষার যেরূপ স্রোত বহিতেছিল, তর্কালঙ্কার মহাশয় তদ্দ্বারা যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাসমান হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই গ্রন্থ বসুমহাশয়ের গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র, তজ্জন্য আমরা ইহার কোন নূতন টীকাটিপ্পনী করি নাই। তথাপি দুই একটি স্থানের বিষয় আমরা উল্লেখ করিতেছি। তর্কালঙ্কার মহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, গৌড়ের যশোহরণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত রাজধানীর যশোহর নাম হয়। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে যশোহরের অস্তিত্ব ছিল. তাহা যশোর নামেই অভিহিত হইত, যশোহর নামে নহে। তদ্ভিন্ন তিনি যশোর জেলার সদর ষ্টেশনের সহিত প্রাচীন যশোরের অভিন্নতা অনুমান করিয়া তথা হইতে অনেক মৎস্য আনীত হয় ও তাহা-দিগকে যশুরিয়া কহে বলিয়াছেন। বর্ত্তমান যশোর হইতে প্রাচীন যশোহর যে পৃথক্ তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আর একস্থলে লিখিয়াছেন যে,

প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তাঁহার ধনরত্নাদি আকবর বাদসাহের নিকট নীত হয়। কিন্তু তৎকালে জাহাঙ্গীর যে বাদসাহ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের কথাও পূর্ব্বে উল্লেখও করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থে স্থলে স্থলে দুই একটি নূতন কথা আছে। তাহার কোন বিশেষত্ব না থাকায় আমরা তাহার আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

অন্নদামঙ্গল ।

অন্নদামঙ্গল। *

বিদ্যাসুন্দর।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা † হাতি অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ‡॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায় ¶
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পাদিত অন্নদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থ কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

† হলকা = যূথ, দল।

‡ কালী অর্থে বাবু সতীশচন্দ্র মিত্রপ্রভৃতি কালিদাস মিত্র অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঘটক-কারিকায় কালিকাদেবীরই কথা আছে।

¶ ঘটক-কারিকায় রাণী কর্ত্তৃক কচুরায়ের রক্ষার কথাই আছে। সংস্কৃত ক্ষিতীশ-বংশাবলীর মতে কোন ধাত্রী কর্ত্তৃক কচুরায়ের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

ক্রোধ হইল পাতশায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে * কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥
কেবল যমের দূত সঙ্গে কত রজপূত
নানাজাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥
দেবীদয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই ভার। †
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালী লয়ে
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥ ‡
মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥
* * * *

---

* ভারতচন্দ্রের মতে মানসিংহের সহিতই বাইশ জন আমীর আসেন।

† মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্যবিজয়ের অনেক পরে ভবানন্দ মজুন্দার কাননগো ভার প্রাপ্ত হন। ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস হয়। ভবানন্দ ১০২২ হিজরী বা ১৬১৩ খৃঃ অব্দে কাননগো ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার কাননগো কার্য্যের ফর্ম্মান অদ্যাপি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আছে। (কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত ২১৯ পৃষ্ঠা দেখ) সংস্কৃত ক্ষিতীশ বংশাবলীতেও অন্নদামঙ্গলের ন্যায় ভ্রম আছে। মানসিংহের সময় ভবানন্দ কাননগো দপ্তরের মুহুরী ছিলেন।

‡ সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলীতে চাপড়া নামক গ্রামের নিকট মানসিংহের সহিত ভবানন্দের সাক্ষাৎ হয় বলিয়া লিখিত আছে।

মানসিংহ।

বৰ্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান।

* * * * *

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূৰ্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিল মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥
মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥

তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।
বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥
ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি হও॥
ভাবাইর * ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি।
শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে।
ঝড়বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥
দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি। †

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে॥
দশ দিক আন্ধার করিলা মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকী।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥

* ভবানন্দের।

† মানসিংহের সৈন্যের ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার কথা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও আছে।

থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মাল মাত্তা উকদ্ * বাজার॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া।॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাষে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥

* * * * *

ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কান্দে লোক প্রাণ যায় যায়॥

* উরুদু — বাজার বা শিবির।
† কুজড়া — তরকারীবিক্রেতা।

কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হইল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইলা সৃষ্টি॥
গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥
নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত॥
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্য্যোগে।
বাচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে॥
বাচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায়॥
এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত॥ *
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার॥

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও ভবানন্দের রসদপ্রদানের কথা আছে।

দৈব বল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা মানসিংহ রায়।
দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায়॥
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দ দেবে * মহানন্দময়॥
আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দ দেবে কব তাহা কত॥
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা॥

মানসিংহের যশোর যাত্রা।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা॥
পয়দল কলবল ভূতল টলমল।
সাজল দলবল অটল সোয়ারা।

* ভবানন্দের ভবনেও এক গোবিন্দদেব ছিলেন।

দামিনী তক তক জামকী * ধক ধক।

ঝক মক চক মক খর তরবারা॥

ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত

মোগল মাহুত রণঅনিবারা।

ভাঁড় কলাবত নাচত গ্যায়ত।

ভারত অভিমত গীত সুধারা॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান॥
হাতীর আমারী † ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুচু বাজার॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥
ধাড়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥

* জামকী — বন্দুক।
† আমারী — আচ্ছাদিত হাওদা।

আগে পাছে দুই পাশে দু সারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারিদিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥ *
প্রতাপাদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ।

ধূধু ধূধুধু নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দামামা দম দম
ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥

* ঘটক-কারিকায় বেড়ী তলবার প্রেরণের কথাও আছে।

কত নিশান ফর ফর নিনাদ ধর ধর
কামান গর গর গাজে ॥
সব যুবান রজপূত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে ॥
ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিফাইগণ রণমাজে ॥
পরি করাইবথতর পোশাক বহুতর
সুশোভি শির পর তাজে ॥
বসি অমারি ঘর পর আমীর বহুতর
হুলায় গজবররাজে ॥
পুর যশোর চমকত নকীব শত শত
হুঁশার ফুকরত কাজে ॥
হয় গজের গরজন সেনার তরজন
পয়োধি ভরছন লাজে ॥
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহি পর
প্রতাপদিনকর সাজে ॥

জুঝে প্রতাপআদিত্য জুঝে প্রতাপআদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার সংসার সব অনিত্য ॥
শিলাময়ী নামে* ছিলা তাঁর ধামে অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া তাহারে অকৃপা করি ॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত মিলে মানসিংহরাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া প্রতাপআদিত্য সাজে ॥

* শিলাময়ী ও যশোরেশ্বরী সম্বন্ধে (৯৭) টিপ্পনী ও ঘটক-কারিকা দেখ।

ধূধূ ধম ধম ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম দামামা দম দম বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড় কামানের গোলা গাজে॥
সিন্দূর সুন্দর মণ্ডিত মুদ্গর ষোড়শ হলকা হাতি।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবান অযুতেক ঘোড়া সাতি॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে কষিয়া দুই দলে গালাগালি॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুঝে পায় পায় গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে॥
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে পাইকে পাইকে জুঝে।
কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে আত্ম পর নাহি সুঝে॥
তীর শনশনি গুলী ঠনঠনি খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে ক্রোধে হান হান হাঁকে॥
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া গুলীতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥
পাতশাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া প্রতাপআদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া প্রতাপআদিত্যে লৈল॥
দল বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে রায়গুণাকর গায়॥

মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন।

* * * * *

প্রতাপআদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত * নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণমনস্কাম॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হুজুরে আমার সঙ্গে চল॥
পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায়॥
নানামতে অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া॥
অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহ সংহতি চলিলা দরবার॥

* * * * *

ইতি বৃহস্পতিবারের দিবাপালা।

* * * * *

---

* যশোরজিৎ উপাধির কথা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও রামরাম বসুর গ্রন্থেও আছে।

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি।

* * * * *

প্রতাপআদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপআদিত্যে ভেট দিলা।
কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপআদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥
মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥

* * * * *

সারতত্ত্ব-তরঙ্গিণী।

সারতত্ত্বতরঙ্গিণী।*

প্রতাপাদিত্য।

অতঃপর শুন রাজনামা (১) বিবরণ।
পূর্ব্ব পুরুষের কিছু করিব বর্ণন॥
কলিতে প্রতাপাদিত্য নামে নরপতি।
যশোর নগরে (২) ধাম বীর্য্যবন্ত অতি॥
প্রচণ্ড প্রতাপে যথা ছিল দুর্য্যোধন।
ভয়ে যত রাজগণ লইলা শরণ॥

* রাজা বসন্তরায়ের বংশে জাত ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট সব ডিভিসনের অন্তর্গত খাড়গাছি গ্রামস্থ রামগোপাল রায় মহাশয় সারতত্ত্বতরঙ্গিণী নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রায় ৭২ বৎসর পূর্ব্বে সারতরঙ্গিণী লিখিত হয়। ১৭৬০ শকে গ্রন্থ শুদ্ধি হয়। তাঁহার পৌত্র জয়পুর মহারাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরকৃষ্ণ রায় মহাশয় এই কবিতা দুইটি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

(১) যে সমস্ত পারস্য গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ নাই। কিন্তু আমরা জানিতে পারিতেছি যে, রাজনামা নামক পারস্যগ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ লিখিত আছে। স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয়ের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় মহাশয় সে গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। গৃহদাহে উক্ত গ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়া যায়, নরকৃষ্ণ বাবুও সে কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা রাজনামা গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। ইহার অনুসন্ধান হইলে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, সুতরাং ইহার অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। রামরাম বসু মহাশয়ও স্বীয় 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' প্রতাপাদিত্যের বিবরণ-যুক্ত কোন কোন পারস্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ রাজনামাও তাঁহার লক্ষ্য হইতে পারে।

(২) প্রতাপাদিত্যের যশোর যে বর্ত্তমান যশোর জেলার সদর ষ্টেশন হইতে স্বতন্ত্র স্থান ও

বরপুত্র ভবানীর বিজয়ী ভুবনে।
যশঃ কীর্ত্তি জগতে বিখ্যাত সর্ব্বজনে॥
নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে (৩) আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশ ঘোষয়ে ধরণী॥
মারহাট্টা সনে ৪) তাহে যুদ্ধ বহুতর।
কতেক লিখিব সেই লিখিতে বিস্তর॥
জলেশ্বর পাটনায় (৫) হইল সংগ্রাম।
জিনি মহারাষ্ট্রীগণে রাখিলেক নাম॥
দিল্লী হইতে ক্রমে ক্রমে দ্বাবিংশতি জন (৬)।
আসিলেক আমীরান্ করিবারে রণ॥
স্বজ্ঞি হইল বাদসার হুজুর হইতে।
বাহিনী লস্কর সঙ্গে বাঙ্গলা মারিতে॥
মোগল পাঠান ও চৌহান রাজপুত।
নানাজাতি চলিল যুদ্ধেতে যমদূত॥
অসংখ্য পদাতিসৈন্য সঙ্গে দলবলে।
বেড়িল বাঙ্গলা আসি চতুরঙ্গ দলে॥

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা সবডিভিসনের অন্তর্গত, তাহা প্রতাপাদিত্য-আন্দোলন হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিয়াছেন।

(৩) প্রতাপাদিত্য যে উড়িষ্যা হইতে গোবিন্দজীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, এই প্রবাদ চিরদিনই প্রচলিত। (৪৬) টিপ্পনী দেখ।

(৪) সে সময়ে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীন হয় নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত তৎকালীন উড়িষ্যাবাসীদিগেরই যুদ্ধ হইয়াছিল।

(৫) সম্ভবতঃ জলেশ্বর পত্তন।

(৬) প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিবার জন্য যে ২২ জন আমীর প্রেরিত হইয়া-

বাওয়ান্ন হাজার ঢালি সঙ্গে সৈন্যদল।
সাজে বঙ্গাধিপতি দ্বিতীয় আখণ্ডল॥
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গে।
সাজিল বাজিল রণবাদ্য নানারঙ্গে॥
গজবাজী আরোহণে হাজারে হাজার।
কাতারে কাতারে চলে যত অসোয়ার॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি কামানের ধ্বনি।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ কাঁপিল মেদিনী॥
দেবীবরপুত্র রাজা কে বা আঁটে তাঁকে।
যুদ্ধে যাঁর সেনাপতি আপনি কালিকে॥
মারি শত্রু ভেট দিলা শমন ভবনে।
অদ্যাবধি আছে সেই চিহ্ন নিদর্শনে॥
নাহি মানে বাদসায় কেবা আঁটে আর।
একছত্রে ভূঞ্জে রাজ্য ত্রিসপ্ত বৎসর (৭)॥

ছিলেন, ইহা অনেক গ্রন্থে আছে। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত, অন্নদামঙ্গল, ঘটককারিকা, রামরাম বসুর গ্রন্থ প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত ২২ জনের মধ্যে অনেকে হত হইলে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে যে তাঁহাদিগের সমাধি হইয়াছিল, ইহাও শুনা যায়। সেই জন্য অদ্যাপি কোন স্থান 'বার ওমরার' কবর বলিয়া প্রচলিত আছে। (৯০) টিপ্পনী দেখ।

(৭) রায় মহাশয়ের মতে প্রতাপাদিত্য ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার পতন হয়, তাহা হইলে রায় মহাশয়ের মতে, ১৫৮৫ খৃঃ অব্দ হইতে প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব আরম্ভ হইতেছে। যশোহরে কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রতাপাদিত্য ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব-কালের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাঁহাদের মতে প্রতাপাদিত্য ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়া ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৬৪৭ অব্দে তাহার অবসান ঘটে। ১৬৪৭ খৃঃ অব্দ সাহ জাহানের রাজত্ব-কালের মধ্যে পড়ে। সুতরাং কুলাচার্য্য মহাশয়দিগের উক্তি যে ভ্রমাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা উক্ত ৪৫ বৎসর রাজত্ব কালকে তাঁহার জীবন-কাল অনুমান করিয়া

নগর রাজার কত ছিল গড় থানা (৮)।
হস্তি ঘোড়া শকটাদি সৈন্য অগণনা ॥
হাতিয়াগড়েতে (৮) রাজহস্তির মকাম।
সেই হৈতে হইল হাতিয়াগড় নাম ॥
জগদ্দলে (৯) মেদন্মল্লে (১০) আদি পাটমহলে (১১)।
আছিল সৈন্যের ঠাট সিন্ধুসম বলে ॥
কীর্ত্তিযশ তাঁহার কি করিব বর্ণনা।
কতস্থানে কতরূপ কে করে গণনা ॥

থাকি। (উপক্রমণিকা দেখ) ১৫৮২-৮৩ খৃঃ অব্দে আজিমখাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সুতরাং তৎপূর্ব্বে যে প্রতাপের রাজত্ব আরম্ভ তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৮) হাতিয়াগড় সরকার সাতগাঁর শেষ দক্ষিণ পরগণা ও মূল ২৪ পরগণার অন্যতম। ডায়মণ্ডহারবর হইতে সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত। মথুরাপুর প্রভৃতি স্থান হাতিয়াগড়ের অন্তর্গত। এই সমস্ত স্থান যে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হাতিয়াগড়ের নিকটস্থ সাগরদ্বীপই জেসুইট পাদরীগণের লিখিত চ্যাণ্ডিকান বা সায়াণ্ডিকা (উপক্রমণিকা দেখ)। কিন্তু হাতিয়াগড়, প্রতাপাদিত্যের হস্তিশালার অবস্থিতির জন্য উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না বলা যায় না।

(৯) মেদন্মল সরকার সাতগাঁয়ের একটি পরগণা ও মূল ২৪ পরগণার অন্যতম। কলিকাতায় দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে ইহার আরম্ভ। বর্ত্তমান মাতলা রেলওয়ের দুই পার্শ্বে উক্ত পরগণা অবস্থিত। বারুইপুর প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

(১০) জগদ্দল ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত, চন্দননগরের পরপারে অবস্থিত। এইখানে আজিও প্রতাপাদিত্যের গড়ের চিহ্ন আছে।

(১১) পাটমহল পরগণায় প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র আসিয়া বাস করেন। পাটমহল হুগলী ও বর্দ্ধমানের মধ্যে অবস্থিত (৪ টিপ্পনী দেখ)।

স্বীয় কর্ম্মদোষে ভবানী বিমুখ হৈল।
রাজা মানসিংহ হস্তে পরাভব পাইল (১২)।
রাজ্যলোভে হয়ে মূঢ় নিদারুণ চিত।
কাটি খুল্লতাত মাথা পাপে হৈল হত (১৩)॥

বসন্তরায়।

তাঁর খুড়া আছিল বসন্তরায় নামে।
মহারাজা পরমধার্ম্মিক অনুপমে
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মশীল অতি।
যশ অনুরাগে বশ কৈলা বসুমতী॥
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য নলসম ধীর।
প্রজার পালনে যথা ছিল যুধিষ্ঠির॥
মানে দুর্য্যোধন দানে কর্ণের সমান।
যোগেতে পরমযোগী ছিলা মহাজন (১৪)॥
দাউদের বাদসাহী প্রাপ্ত সে কারণ (১৫)।
রাজনামা তাহে সব আছে বিবরণ (১৬)॥

(১২) জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্ব কালে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে মানসিংহ ২য় বার সুবাদার হইয়া আসেন, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে।

(১৩) রায় মহাশয়ের মতে পিতৃব্যহত্যাই প্রতাপের পতনের কারণ।

(১৪) কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও বসন্তরায় সম্বন্ধে ঐরূপই বর্ণনা আছে।

(১৫) রায় মহাশয়ের মতে বসন্তরায়ের উচ্চ চরিত্রের জন্য দায়ুদ বাদসাহী পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(১৬) রায় মহাশয়ের এই সমস্ত বিবরণ সম্ভবতঃ রাজনামা হইতে গৃহীত রাজনামা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

পরে কহি শুন রাজসভা বিবরণ।
সভাস্থ পণ্ডিতে কিছু করিব বর্ণন॥
কমল নামেতে তর্কপঞ্চাননোপাধি। *
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণনিধি॥
ছিলা রাজসভাসৎ পণ্ডিত অতি মান্য।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাখ্যাত্যাপন্ন॥
দিগ্বিজয় অর্থে এক পণ্ডিত দুর্জ্জয়।
দ্রাবিড় হইতে সে আইলা বাঙ্গলায়॥
বিজয়েতে সর্ব্বত্রেতে করিয়া গমন।
যশর নগরে আসি দিলা দরশন॥
জয়পত্র শিরেতে তেজস্বী মহামানী।
নানাশাস্ত্রে বিশারদ জ্ঞানে মহাজ্ঞানী॥
প্রথমতঃ রাজসভা বর্ণন করিলা।
গর্ব্বে খর্ব্ব জ্ঞান করি শ্লোক পঠিলা॥

"রাজা কিশোরঃ সচিবঃ কিশোরঃ
পুরোহিতো দম্ভময়ঃ কিশোরঃ।
এতেহি সভ্যাঃ সকলাঃ কিশোরাঃ
করোমি তর্কং সহকেন চাত্র॥"

শ্রুতিস্মৃতি দরশনে আগম পুরাণে।
বাজিল বিতর্ক তর্কপঞ্চানন সনে॥

* তর্কপঞ্চানন এতদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নামে অভিহিত। রায় মহাশয় কিন্তু কমল বলিতেছেন।

দুহে পণ্ডিত সোসর কেহ নহে ন্যূন।
দুহে দুহাকার কোটি কাটে পুনঃ পুনঃ ॥
দুই সিংহে যুঝে দুহে তর্ক অাঁটা অাঁটি।
করে কোটি বিতণ্ডা বিতর্কে কাটা কাটি ॥
সপ্তদিন পর্য্যন্ত সুবিচার হইল।
পরাস্ত হইয়া এই শ্লোক পঠিল ॥

"যশোহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো বসন্তঃ কালভৈরবঃ ॥

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং ।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং।*

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

*　　*　　*　　*　　*

তদানীঞ্চ বঙ্গাদিবিষয়েষু প্রতাপাদিত্যপ্রধানা দ্বাদশ রাজানো নিষ্করং পৃথিবীমুপভুঞ্জতে স্ম। তেষ্বপি প্রতাপাদিত্যো মহাসত্ত্বো বিজিতারিবর্গো মহাধনসম্পন্নঃ ক্ষিতিতলবিখ্যাত আসীৎ। ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরোঽপি করং গ্রহীতুং বহুসৈন্যান্যাদিশ্য একাদশ নৃপতীন্ স্ববশমানিনায় প্রতাপাদিত্যস্তু পুনঃ পুনঃ প্রেষিতেন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরবহুসৈন্যানি নির্জিত্য দ্বিতীয়েন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ। অস্মিন্নেব সময়ে জাঁহাগীরনগরাধিকৃতামাত্যেন † হুগলিসং-স্থিতামাত্যেন চ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং বহুবিধং লিপিদ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থপুরে-শ্বরং বিজ্ঞাপয়ামাস যথা প্রতাপাদিত্যো বহুবলসম্পন্নঃ যস্য দ্বারি দ্বাপঞ্চাশৎ-সহস্রচর্ম্মিণঃ একপঞ্চাশৎসহস্রধন্বিনঃ অশ্ববোহা অপি বহবঃ মত্তহস্তিনাং বহুযুথাঃ সন্তি অন্যে চাসংখ্যা মুদ্গরপ্রাসাদিহস্তাঃ এভিবলৈঃ স ক্ষুদ্রান্নৃপান্ বাধতে। কিং বহুনা স্ববংশ্যানপি প্রায়ো নিঃশেষয়ামাস। তদ্বংশে তন্নিহত-পিত্রাদিস্বজন একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চীবনে রক্ষিতঃ ‡ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়ন্তি। কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে দয়ালুর্নপলক্ষণ-

* ১৮৫২ খৃঃঅব্দে বার্লিনে মুদ্রিত W. Pertsch সম্পাদিত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং হইতে উদ্ধৃত।

† প্রতাপাদিত্যের সময়ে ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর নাম বা তথার রাজকর্ম্মচারীর আবাস সংস্থাপিত হয় নাই। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সেখ ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন ও তাহার জাহাঙ্গীর নগর নাম দেন।

‡ ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গলে রাণী কর্ত্তৃক কচুরায়ের রক্ষার কথা আছে।

-শীলশ্চ প্রতাপাদিত্যস্তং হস্তমস্মুদিনং মৃগয়তে। অস্মানপি বাধিতুং প্রবর্ত্ততে। অতো গজাশ্বাদিপরিবারিতবহুসেনাপতিভিঃ সহ যদি কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমায়াস্যতি তদা বয়ং তদনুচরীভূয় প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা প্রেষয়িষ্যাম ইত্যাদি। অনন্তরমিন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং সমধিগচ্ছন্ কচুরায়েণাপি ইন্দ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্যং গোচরীকৃতং। অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ * মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ যথা মানসিংহ ভবান্ মহতা সৈন্যেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং দুরাত্মানং ঝটিতি বদ্ধা সমানয়তু। ততো মানসিংহো মহাপ্রসাদোঽয়ং দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃতো নির্জগাম নির্গতশ্চ যত্র যত্রোবাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলয়াঞ্চক্রিরে রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদ্বভূবুঃ। অথ কতিপয়দিনানন্তরং চাপড়াখ্যগ্রামসমীপবর্ত্তিনদীতটো তৎসৈন্যং সমাজগাম। তৎসমীপস্থরাজানঃ সপরিবারাস্তদ্ভয়াত্তিরোহিতা বভুবুঃ ভবানন্দমজমুদারশ্চ মহাসাহসিক এক এব সাক্ষাদ্ভূয় সমুচিতাশীর্নিবেদনাদিপুরঃসরং করবিনিহিতহৈমমুদ্রাদিকং সাক্ষাৎকারয়ন্ সৎকৃত্য মানসিংহং বহু পরিতোষয়ামাস জগাদ চ। প্রভো মহাবলপরাক্রম ভবতামাগমনেনৈতদ্দেশীয়াঃ সকলরাজানঃ পলায়িতা অহমেকঃ কতিপয়গ্রামাধিপো ধর্ম্মবিনেতারং ভবন্তং নিরীক্ষিতুমিহাসং ময়াশীর্বাদকেন যদি কিঞ্চিৎ কার্য্যমস্তি তদাজ্ঞাপয়তি। ততো মানসিংহো মজমুদারমুবাচ। ভো মজমুদার নদীমুত্তরিতুং সমুচিতোদ্যোগঃ ক্রিয়তাং যথা সুখেন সৈনিকাঃ পারং যান্তি। মজমুদারঃ পুনরাহ।

* ঘটককারিকা ও রামরামবসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্রে মানসিংহের পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে ২২জন আমীরের আগমনের উল্লেখ আছে। অন্নদামঙ্গলে মানসিংহের সহিতই তাঁহাদের আগমনের কথা আছে। (৯০). টিপ্পনী দেখ।

+ অন্নদামঙ্গলে বর্দ্ধমানে মানসিংহের সহিত ভবানন্দের সাক্ষাতের কথা আছে।

প্রভো যদ্যপ্যহমল্পপরিবারস্তথাপি ভবদাজ্ঞয়া সর্ব্বং নিষ্পাদয়িষ্যামীতি। ততো বহুবিধনৌকাবাহকাদিসমবধানেন করিতুরগাদিসমাকুলং তৎসৈন্যং সুখেনোত্তারয়ামাস। অনন্তরং মানসিংহোঽপি প্রাপ্তনদীপারো মজমুদারং প্রশশংস। অথ প্রাপ্তনদীপারে সপরিবারে তস্মিন্ নিরন্তরপতদম্বুধারা-সিক্তধরণীমণ্ডলপ্রবলতরঝঞ্ঝানিলসংমর্দ্দিতদিগন্তরালতিরোহিতদিনকরতারা-গণতয়া দিননিশাবিশেষোপলব্ধিরহিতং দুর্দ্দিনং * সপ্তাহাত্মকং প্রবর্ত্ততে স্ম। কুত্রাপি গন্তুমসমর্থং সমস্তসৈন্যঞ্চ চিন্তাব্যগ্রং বভূব। তস্য চ নাতি-পূর্ব্বং মজমুদারোঽপি লক্ষ্মীপ্রতিময়া সহ গোবিন্দপ্রতিমায়া বিবাহমহোৎসবং কারয়িতুং বহুবিধভক্ষ্যদ্রব্যাদিসমুপচিতং মহাসম্ভারমাসাদিতবান্ তাদৃশমহা-বৃষ্টিসময়ে চ তদ্বিবাহস্য শাস্ত্রতোঽকর্ত্তব্যতয়া ততো নিবৃত্তমনাস্তেন সম্ভারেণ তদানীং ক্রীতভূরিভক্ষ্যদ্রব্যাদিনা চ করিতুরগপাদাতসেনাপতিবন্দিমাগধ-প্রভৃতীনাং মানসিংহস্য চ যথোচিতাহারদ্রব্যদানেন পরমতৃপ্তিকরমাতিথ্যং সম্পাদয়ামাস। সপরিবারো মানসিংহস্তাদৃশদুর্দ্দিনমপি সুখেনৈবাতিবাহয়া-মাস। ততঃ সপ্তাহানন্তরং দুর্দ্দিনাবসানতয়া প্রকাশিতদিঙ্মণ্ডলে পরম-তোষপরায়ণঃ পুনর্মজমুদারমুবাচ। ভো মজমুদার ইতঃ প্রতাপাদিত্য-নগরং কিয়তা দিনেন গন্তুং শক্যতে কস্মিন্ দিনে বা কুত্র সেনানিবেশঃ কর্ত্তব্য ইতি লিখিত্বা দেহি। শ্রুত্বা চ মজমুদারঃ সবিশেষং সর্ব্বং লিখিত্বা সমর্পয়ামাস মানসিংহোঽপি বহুভিঃ সাধুবাদৈর্মজমুদারং সৎকৃত্য সপ্রসাদ-মাহ। ভো মজমুদার মহামতে ময়া প্রতাপাদিত্যং সপরিবারং বিনির্জ্জিত্য পুনরাগমনসময়ে ভবতাভিলষিতং বক্তব্যং শ্রুত্বা তৎসর্ব্বমবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্বমপি ময়া সার্দ্ধং প্রতাপাদিত্যপুরমাগচ্ছ। ইত্যুক্ত্বা বিররাম। ততঃ কতি-পয়ৈর্দিবসৈর্মানসিংহো বহুবলপরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যনগরীং পরিপ্রাপ্তঃ।

* অন্নদামঙ্গলেও এই দুর্দ্দিনের উল্লেখ আছে।

অনন্তরং চরপ্রমুখাৎ বিদিতমানসিংহাগমনবৃত্তান্তো বিরচিতদুর্ভেদ্যদুর্গান্তর বিন্যস্তসেনাসমুদায়োঽনধিগতমানসিংহসৈন্যপ্রক্ষিপ্তাস্ত্রশস্ত্রপ্রহারো মানসিংহ-সৈন্যং বহুভিঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্দ্বাপঞ্চাশৎসহস্রচর্ম্মিভিরেকপঞ্চাশৎসহস্রধন্বিভির্মহা-বলৈরশ্বারূঢ়ৈশ্চ পরিবৃতো বহু জর্জ্জরীচকারঃ। এতৎসর্ব্বং শ্রুত্বা সিংহঃ সক্রোধঃ সেনাপতীনাহ। ভো সেনাপতয়ঃ শীঘ্রং বহুভির্বলৈর্মিলিত্বা দুর্গং ভেদয়ত নোচেদ্ভবতাং সমুচিতং দণ্ডং বিধাস্যামি। ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বানেকদা দুর্গভেদেন নিযোজয়ামাস তে চ মানসিংহাজ্ঞয়া দ্বিগুণপরাক্রমা ইব ক্রোধ-কষায়িতনেত্রান্তা যুগপৎ কৃতবহুসংপ্রহারা দুর্গং নির্ভেদয়ামাসুঃ। অথ বিনষ্টদুর্গপ্রতাপাদিত্যসৈন্যং মানসিংহসৈন্যঞ্চ পরস্পরপ্রাপ্তসমক্ষং বহুধা বহু-দিবসং যুদ্ধপরায়ণং বভূব উভয়সৈন্যমেব কিয়ৎ কিয়ৎ ননাশ। অথ প্রতাপা-দিত্যবলং স্বল্পাবশিষ্টতুরগসমাকীর্ণমবলোক্য মজমুদারেণ সহ মন্ত্রয়িত্বা * মানসিংহো বহুবিধবহুকরিতুরগগণসঙ্কীর্ণ একদৈব সহস্রসহস্রতুরগাদিভিরু-পেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং পরিপ্রাপ্তঃ ক্ষণেন তদুপমর্দ্দ্য প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা লৌহময়পিঞ্জরে নিক্ষিপ্য। পুনরিন্দ্রপ্রস্থস্থং জবনাধিপং নিবেদিতুং চলিতঃ। অথ কিয়তা কালেন চাপড়াখ্যগ্রামমাগত্য পুরোঽবস্থিতং মজমুদারমুবাচ। ভো মজমুদার ভবতো ব্যাপারেণাস্মিন্ সংগ্রামে মহান্ সন্তোষো বৃত্তঃ অবিরল-সপ্তাহদুর্দ্দিনে চ মম সৈন্যস্য প্রাণরক্ষা কৃতা অতস্তব সমীহিতং ব্রূহি ময়া তদবশ্যং কর্ত্তব্যং। ইত্যেবং সমাদিষ্টো মজমুদারো ভট্টনারায়ণস্য আদিশূর-নগরাগমনবংশপরম্পরারাজ্যশাসনকাশীনাথরায়পলায়নযবনাধিপকর্তৃকতন্নিধ-নাধিকং + সর্ব্বং কথয়ামাস বাগোয়ানাখ্যপ্রভৃতি চতুর্দ্দশপ্রদেশরাজ্যার্থং স্বাভিলাষং চোদ্ঘাটয়ামাস। এতৎ সর্ব্বং সমাকর্ণ্য ময়ৈতদবশ্যং কর্ত্তব্যমিত্যু-

* ঘটককারিকায় এই স্থলে কচুরায়ের সহিত মন্ত্রণার কথা আছে।

+ কাশীনাথ ভবানন্দের পিতামহ। তিনি ত্রিপুরা হইতে দিল্লীতে প্রেরিত বাদসাহের কতকগুলি হস্তীর মধ্যে একটি মত্ত হস্তী নিহত করার আদেশ দেওয়ায় বাদসাহ-সৈন্যকর্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন।

ামজমুদারেণ সহ ইন্দ্রপ্রস্থাধিপং জবনেশ্বরং দ্রষ্টুং চলিতঃ। অথ বদ্ধস্য থগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বমভবৎ॥ অনন্তরং মানসিংহ ন্দ্রপ্রস্থং গত্বা তত্র জবনাধিপং সর্ব্বং জয়বৃত্তান্তং বিজ্ঞাপয়ামাস মজমুদারস্য হাদুর্দ্দিনসপ্তাহে সমস্তসৈন্যস্যাতিথ্যং প্রতাপাদিত্যজয়ে সহকারিত্বঞ্চ বিস্ত-রণ জবনাধিপং শ্রাবয়ামাস। শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূর্ব্বপরিচিতং প্রতাপা-ত্যদায়াদং কচুরায়নামানং যশোহরদেশরাজ্যং শাসিতুমাজ্ঞাপয়ামাস। শোহরজিদিতি নামরূপপ্রসাদঞ্চ দদৌ। পূর্ব্বনিহতস্বায়হস্তিককাশীনাথরায়স্য তো মজমুদার ইতি পরিচয়ং জানন্ তথাবিধাতিথ্যাদিশ্রবণেন চ পরম-রিতুষ্টো জবনেশ্বরো মানসিংহমাহ। অরে মানসিংহ কাশীনাথসুতো জমুদারো মহানুভাবঃ প্রতাপাদিত্যজয়ে চ মাহাপকর্ত্তা তস্মৈ কশ্চিদভি-ষিতপ্রসাদো দত্তো ন বা। মানসিংহ আহ। বাগোযানাখ্যচতুর্দ্দশপ্রদেশ-াজ্যার্থী মজমুদারোঽত্রৈব সমাগতো বর্ত্ততে রাজ্যপ্রসাদশ্চ দেবস্যাজ্ঞাং বনাহস্মাভির্দাতুং ন শক্যতে। ইতি শ্রুত্বা জবনাধিপঃ পুনরাহ। ভো মানসিংহ মজমুদারং তদভিলষিতরাজ্যপ্রকাশকলিপিঞ্চানয়। ততো মানসিংহো মজমুদারেণ জবনাধিপস্য সাক্ষাৎকারং কারয়ামাস মজমুদারশ্চ কৃতপ্রণামো জবনাধিপেন বহু সম্ভাষ্য স্বাবাসং জগাম। অনন্তরং জবনাধিপো মানসিংহেন সহ মন্ত্রয়িত্বা মজমুদারায় অভিলষিতং রাজ্যং দাতুমঙ্গীচকার তৎপ্রেষিতপত্রার্থং রাজেতিপ্রসিদ্ধখ্যাতিঞ্চ স্বাক্ষরেণানুমোদয়ামাস।*
অনন্তরমভিলষিতরাজ্যসম্পাদকাশেষব্যাপারং ঝটিতি সম্পাদ্য মানসিংহেন কৃতবহুবিধসৎকারঃ স্বদেশং মজমুদারঃ প্রস্থিতঃ। * * *

ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ॥

* ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃঃ অব্দে এই ফর্ম্মান দেওয়া হয়। ইহাতে মহৎপুর প্রভৃতি ১৪ পরগণা প্রদানের উল্লেখ আছে। মানসিংহের এই ফর্ম্মান অদ্যাপি কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে আছে। তবে তাহার অনেক স্থল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অনুবাদ।

তৎকালে বঙ্গপ্রভৃতি দেশে প্রতাপাদিত্যপ্রধান বারজন রাজা বিনা করে রাজ্যভোগ করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রতাপাদিত্য মহাবল, জিতশক্র, ধনশালী ও জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। দিল্লীর বাদসাহ করগ্রহণের জন্য অনেক সেনা প্রেরণ করিয়া একাদশজন নৃপতিকে স্ববশে আনয়ন করেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য বাদসাহপ্রেরিত সৈন্যগণকে বারম্বার পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়দিল্লীশ্বররূপে বিরাজ করিতেছিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরনগর ও হুগলীতে অবস্থিত বাদসাহের কর্ম্মচারী প্রতাপাদিত্যের দুর্ব্যবহার অনেকানেক পত্র দ্বারা বাদসাহের নিকট নিবেদন করিয়া পাঠান। তাহাদের অর্থ এই, প্রতাপাদিত্য বিপুল বলশালী, তাহার নিকট বায়ান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দাজ, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, বহুযূথ হস্তী ও অসংখ্য মুদ্গরধারী প্রভৃতি সৈন্য আছে। এই সমস্ত সৈন্যের সাহায্যে প্রতাপাদিত্য অন্যান্য রাজাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। অধিক কি স্ববংশীয়দিগকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে। তাহার বংশে একজন শিশু পিতা ও অন্যান্য স্বজনের হত্যার পর পলায়িত হইয়া ধাত্রী কর্ত্তৃক কচুবনে লুক্কায়িত হয়। সেই হেতু তাহাকে কচুরায় বলিয়া থাকে। কচুরায় পারস্যাদি ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সে দয়ালু ও রাজলক্ষণযুক্ত বটে। প্রতাপাদিত্য তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বদা তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। আমাদিগকেও বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব যদি গজাশ্বাদিপরিবৃত অনেক সেনাপতির সহিত কোন একজন প্রধান অমাত্য আগমন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া পাঠাইতে পারি। দিল্লীশ্বর এই সকল পত্র হইতে প্রতাপাদিত্যের দুর্ব্যবহার অবগত হইলে

কচুরায়ও সেই সময়ে দিল্লী উপস্থিত হইয়া বাদসাহকে প্রতাপাদিত্যের কুব্যবহার কথা নিবেদন করেন। বাদসাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাইশ জন আমীর সহ মানসিংহ নামক প্রধান অমাত্যকে এইরূপ আদেশ দিলেন যে, মানসিংহ, তুমি বহু সৈন্যপরিবৃত হইয়া দুরাত্মা প্রতাপাদিত্যকে শীঘ্র বন্দী করিয়া আনয়ন কর। মানসিংহ বাদসাহের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বহু সৈন্য সহ দিল্লী হইতে নির্গত হইলেন। তিনি যথায় যথায় উপস্থিত হন, তথা হইতে সমস্ত লোক পলাইয়া যায়, রাজারা কেহ সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হন না। কিছুদিন পরে চাপড়া গ্রামের নিকট নদীতীরে তাঁহার সৈন্য উপস্থিত হইলে, তাহার নিকটস্থ রাজগণ তাহার ভয়ে সপরিবারে তথা হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু মহাসাহসী ভবানন্দ মজুমদার একাকীই উপস্থিত হইয়া স্বর্ণ মোহরাদির দ্বারা নজর ও আশীর্ব্বাদাদি প্রদান করিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভবানন্দ তাঁহাকে জানাইলেন যে, আপনার আগমনে এতদ্দেশের সকল রাজাই পলায়ন করিয়াছেন। কতিপয় গ্রামপতি এক মাত্র আমি ধর্ম্মাবতারকে দেখিতে আসিয়াছি, এই আশীর্ব্বাদকের দ্বারা যদি কিছু কার্য্য হইতে পারে, আজ্ঞা করুন। মানসিংহ মজুমদারকে কহিলেন যে, নদী পার হইবার জন্য সমুচিত আয়োজন কর, যাহাতে সৈন্য সকল সুখে নদী পার হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর। মজুমদার বলিলেন আমার লোকসংখ্যা অল্প হইলেও আপনার আদেশ পালন করিব। তাহার পর নানা প্রকার নৌকা বাহকাদির সাহায্যে গজাশ্বাদিযুক্ত বাদসাহী সৈন্য পার করিয়া দিলেন। মানসিংহও নদী পার হইয়া মজুমদারকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নদী পারে আসিলে সপ্তাহ ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে বসুন্ধরা প্লাবিত ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে দিঙ্‌মণ্ডল মর্দ্দিত হইলে এবং সূর্য্যতারকার তিরোধানে দিবানিশার কোন পার্থক্য না থাকায় সমস্ত সৈন্য চিন্তাকুল হইয়া উঠিল।

ইহার কিছু পূর্ব্বে মজুমদার লক্ষ্মীপ্রতিমার সহিত গোবিন্দপ্রতিমার বিবাহমহোৎসব সম্পাদনের নিমিত্ত বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐরূপ দুর্দ্দিনে শাস্ত্রে বিবাহোৎসব নিষিদ্ধ হওয়ায় মজুমদার সেই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, সৈন্য, সেনাপতি ও স্বয়ং মানসিংহেরও যথারীতি আতিথ্য সম্পাদন করিলেন। সমস্ত লোকজনসহ মানসিংহ অতিসুখে সেই দুর্দ্দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরে সপ্তাহ শেষে দুর্দ্দিনের অবসান ও আকাশ পরিষ্কৃত হইলে মানসিংহ আনন্দিত হইয়া মজুমদারকে বলিলেন যে, এখান হইতে প্রতাপাদিত্যনগর কত দিনে যাওয়া যাইতে পারে, এবং কোন্ দিনে কোথায় বা সেনানিবেশ কর্ত্তব্য, এই সমস্ত লিখিয়া দেও। মজুমদার তাহা শুনিয়া সমস্ত লিখিয়া মানসিংহকে দিলেন। মানসিংহ মজুমদারকে অনেক সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন যে প্রতাপাদিত্যকে লোকজন সহ জয় করিয়া পুনরাগমনসময়ে তোমার অভিলষিত বক্তব্য শুনিয়া তাহা অবশ্যই পালন করিব, তুমিও আমাদের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের নগরে আইস। তাহার পর কয়েক দিবসে বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া মানসিংহ প্রতাপাদিত্যনগরে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপাদিত্যও চরমুখে মানসিংহের আগমনবৃত্তান্ত শুনিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা ও তথায় সমুদায় সৈন্য স্থাপন করিয়া মানসিংহসৈন্যনিক্ষিপ্ত অস্ত্রপ্রহারে অক্ষত শরীর থাকিয়া অসংখ্য অস্ত্র শস্ত্র ও বায়ান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দাজ ও বহুসংখ্যক অশ্বারোহী দ্বারা মানসিংহ সৈন্যগণকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন। এই সমস্ত অবগত হইয়া মানসিংহ সক্রোধে অন্যান্য সেনাপতিদিগকে বলিলেন যে, তোমরা বহুসৈন্য একত্র করিয়া দুর্গ ভেদ কর, নতুবা তোমাদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। ইহা বলিয়া সকলকে একবারে দুর্গভেদে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা মানসিংহের আজ্ঞায় দ্বিগুণ পরাক্রমে

একসঙ্গে বহু আঘাতের পর দুর্গ ভেদ করিয়া ফেলিল। দুর্গভেদের পর প্রতাপাদিত্যের ও মানসিংহের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেক প্রকারে যুদ্ধ করিল। উভয় পক্ষের কতক কতক সৈন্য বিনষ্ট হইল। অনন্তর প্রতাপাদিত্য সৈন্যের অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া মজুমদারের সহিত মন্ত্রণার পর মানসিংহ অসংখ্য গজাশ্ব লইয়া একেবারে সহস্র সহস্র অশ্বাদির সাহায্যে প্রতাপাদিত্যের সৈন্য আক্রমণ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যে তাহাদিগকে মর্দ্দিত এবং প্রতাপাদিত্যকে বন্দী ও লৌহময় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া দিল্লীশ্বর বাদসাহকে নিবেদন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিছুদিন পরে চাপড়া গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া মজুমদারকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, মজুমদার তোমার চেষ্টায় এই যুদ্ধে অত্যন্ত আনন্দ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি বল, আমি অবশ্য তাহার পূরণ করিব। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মজুমদার ভট্টনারায়ণের আদিসুরনগরে আগমন হইতে তাঁহাদের বংশের সমস্ত বৃত্তান্তসহ রাজ্যশাসন ও কাশীনাথ রায়ের পলায়ন, যবনসেনাপতি কর্ত্তৃক তাঁহার নিধনাদি সমস্তই নিবেদন করিয়া বাগোয়ান প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামীত্বলাভের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সমস্ত শুনিয়া মানসিংহ বলিলেন যে অবশ্য আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। অনন্তর মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া বাদসাহদরবারে গমন করিলেন। পথিমধ্যে বারাণসীধামে পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইল। মানসিংহ দিল্লী উপস্থিত হইয়া বাদসাহকে সমস্ত জয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সপ্তাহব্যাপী দুর্দ্দিনে মজুমদার কর্ত্তৃক সমস্ত সৈন্যের আতিথ্য ও প্রতাপাদিত্যজয়ে সাহায্যের কথাও শুনাইলেন। এই সমস্ত শুনিয়া বাদসাহ পূর্ব্বপরিচিত প্রতাপাদিত্যবংশীয় কচুরায়কে যশোহর রাজ্য শাসনের আদেশ ও যশোহর-জিৎ উপাধি প্রদান করিলেন। মজুমদারকে বাদসাহী হস্তীনিহন্তা·কাশী-

নাথের পুত্র জানিয়া তাহার দ্বারা বাদসাহী সৈন্যের এইরূপ আতিথ্য শুনিয়া মানসিংহকে বলিলেন যে কাশীনাথপুত্র মজুমদার মহানুভব, প্রতাপাদিত্যজয়ে সরকারে অনেক উপকার করিয়াছে, ইহাকে উহার অভিলষিত কিছু পারিতোষিকাদি দেওয়া হইয়াছে কি না? মানসিংহ বলিলেন যে মজুমদার এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি বাগোয়ান প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার প্রার্থী, জঁাহাপনার আদেশ ব্যতীত আমরা তাহা প্রদানে অশক্ত। বাদসাহ তাহা শুনিয়া মানসিংহকে মজুমদারের অভিলষিত রাজ্যের সনন্দ আনিতে আদেশ দেন। তাহার পর মানসিংহ মজুমদারকে বাদসাহের নিকট লইয়া যান। মজুমদার বাদসাহকে যথারীতি অভিবাদন করিলে বাদসাহ তাঁহাকে নানা প্রকারে সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় আবাসে যাইবার অনুমতি দেন। তাহার পর মানসিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া বাদসাহ মজুমদারকে তাঁহার অভিলষিত রাজ্য প্রদানে স্বীকৃত হন, এবং সনন্দে রাজা উপাধির উল্লেখ করিয়া তাহা স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া দেন। মজুমদার ঈপ্সিত রাজ্যলাভের সমস্ত ব্যাপার শীঘ্র সম্পাদন করিয়া মানসিংহ কর্ত্তৃক সৎকারের পর স্বদেশে গমন করেন।

ঘটক-কারিকা ।

ঘটক-কারিকা। *

ছকড়ীতনয়ঃ শ্রেষ্ঠো রামচন্দ্রো মহাকৃতী।
মহামানী মহাশূরো নবভির্গুণকৈর্যুতঃ॥
রামচন্দ্রস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতাঃ জগতীতলে।
ভবানন্দো গুণানন্দঃ শিবানন্দো মহীভূজঃ॥
শিবানন্দো মহাজ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী কন্দর্প ইব রূপবান্॥
দিল্লীশ্বরস্য মন্ত্রিত্বং তথা তেন হি লভ্যতে।
দানে কর্ণসমঃ সোঽপি গুণে চ বাসবোপমঃ॥
ভবানন্দো মহাপ্রাজ্ঞো গৌড়মন্ত্রী বভূব হ।
শ্রীহরিস্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্যসংজ্ঞকঃ॥
পুরং যশোহরং রম্যং গজবাজীসমন্বিতম্।
স্থাপয়ামাস স প্রাজ্ঞ স্তত্রোবাস প্রযত্নতঃ॥
চন্দ্রদ্বীপপুরাৎ তস্মিন্ কায়স্থান্ ব্রহ্মণান্ তথা।
বৈদ্যকানানয়ামাস সমাজেশো বভূব সঃ॥

* ইহা চন্দ্রদ্বীপের ঘটক-কারিকা। শশিভূষণ নন্দী মহাশয় তাঁহার কায়স্থকারিকা গ্রন্থে ইহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার প্রতাপাদিত্যের প্রথম সংস্করণে ইহা প্রকাশ করেন। এই উভয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা ঘটক-কারিকা প্রকাশ করিলাম। এই কারিকার সহিত অন্নদামঙ্গলের অনেক স্থলের ঐক্য আছে। কোন্ গ্রন্থ অগ্রে, এবং কোন্ গ্রন্থ পরে লিখিত তাহা স্থির করা কঠিন। ঘটক-মহাশয়গণের রচিত কারিকায় অনেক স্থলে শুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। তাহা শুদ্ধ করিতে গেলে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এইজন্য কারিকা মূলাকারেই প্রদত্ত হইল। দুই এক স্থলে সামান্য বর্ণাশুদ্ধিমাত্র সংশোধিত হইয়াছে।

তন্মাতুলো মহাপ্রাজ্ঞো নাগবংশসমুদ্ভবঃ।
জীতমিত্র ইতি খ্যাতো মধ্যলোত্বেন ভাষিতঃ॥
গুণানন্দঃ পুণ্যবাংশ্চ শান্তচেতা দ্বিজার্চ্চকঃ।
সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভঃ স্মৃতঃ॥
বভূব খালিশাধীশঃ গৌড়কোষাধিপস্তথা।
দিল্লীশ্বরপ্রসাদেন প্রচণ্ডবলবিক্রমঃ॥
বসন্তরায়সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈব চ।
প্রাপ্নুয়াৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
বিপ্রভক্তো গুণানন্দঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহ।
রাজবিপ্লবনে গৌড়াৎ যশোহরং সমাগতঃ॥
ভ্রাত্রা সহ ততো বাসং কৃতোঽসৌ শান্তমানসঃ *।
যশোহরস্য রাজশ্রীস্ততঃ সমুজ্জ্বলাঽভবৎ॥
ভবানন্দগুণানন্দৌ কুলীনৌ কুলদীপকৌ।
তয়োঽস্ত কুলমাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুম্॥
মার্ত্তণ্ডস্য যথা তেজো ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
কুলভাবাস্তয়োস্তেন প্রকাশো ভবতি ধ্রুবম্॥
বিক্রমাদিত্যপুত্রশ্চ প্রতাপাদিত্যসংজ্ঞকঃ।
রাজরাজেশ্বরো বীরো মহাধনুর্দ্ধরঃ স চ॥
উদ্ধারিতো বঙ্গদেশঃ যবনস্য করাৎ বলাৎ।
তস্য বীর্য্যপ্রভাবেন দিল্লীশঃ কম্পিতঃ সদা॥
যুদ্ধে অর্জ্জুনতুল্যশ্চ জ্ঞানে চ শঙ্করো যথা।
প্রতিজ্ঞায়াং যথা ভীষ্মঃ দানে কর্ণসমঃ স চ॥

* শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্যের প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে ‘শান্তচেতসঃ’ পাঠ আছে।

অক্ষৌহিণীপতির্বীরো মহাদর্পান্বিতোঽভবৎ।
কালিকাচরণাসক্তো রক্ষিতোঽপি তয়া কিল॥
ফেরঙ্গমগবীর্য্যঞ্চ যবনস্য বলং তথা।
খর্ব্বং চকার শূরোঽসৌ মহাকালসমো রণে।
জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্।
আসমুদ্রকরগ্রাহী বভূব নৃপশার্দ্দূলঃ॥
তৎপিতৃব্যো মহাজ্ঞানী বসন্তরায়ভূপতিঃ।
মহাতেজাঃ মহামানী সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥
প্রতিজ্ঞায়াং যথা ভীষ্ম যুদ্ধে চ বাসবোপমঃ। *
সরস্বতীসমো বাগ্মী সোঽপি বুদ্ধৌ বৃহস্পতিঃ॥ †
মহাশাক্ত ইষ্টভক্তঃ সর্ব্বগুণৈস্তু সংযুতঃ।
অধ্যাত্মজ্ঞানবিৎ সোঽপি ব্রাহ্মণস্য প্রিয়ঃ সদা॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিদাম্বরঃ ‡ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদঃ।
প্রতাপাদিত্যভূপেন নিহতোঽয়ং সপুত্রকৈঃ॥
বসন্তরায়তনয়ঃ রাঘবঃ শৈশবঃ স্মৃতঃ।
অসৌ কচ্চীবনপ্রান্তে রাজপত্ন্যা সুরক্ষিতঃ॥
কচূরায় স্তুতঃ খ্যাতো বিধিনা জীবিতঃ কিল।
বর্ষদ্বাদশমাপন্ন স্তীব্রধীলক্ষণান্বিতঃ।
উপগম্যাতিদুঃখেন দিল্লীশ্বরসমীপতঃ।
নৃপালচেষ্টিতং সর্ব্বং জ্ঞাপয়ামাস বিস্তরাৎ॥

* শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্ধৃত কারিকায় এই চরণ নাই।
† 'বুদ্ধৌ সাক্ষাৎ বৃহস্পতিঃ' (শাস্ত্রী)
‡ "সর্ব্বশাস্ত্রবিদাম্ শ্রেষ্ঠঃ' (শাস্ত্রী)

সংবাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গিরো মহীপতিঃ।
প্রেষয়ামাস সেনানীমাজিমখানসংজ্ঞকং ॥
প্রতাপাদিত্যভূপালো যবনারী রণপ্রিয়ঃ।
দশাননসমো দর্পে সব্যসাচীসমো রণে ॥
আজিমাগমনবার্ত্তাং শ্রুত্বাপি স নৃপোত্তমঃ।
অধাবৎ সিংহনাদেন স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥
নির্জগাম তদা তূর্ণমাজিমোহি স্থিতো যথা।
নিঃশব্দং ঘোরযামিন্যামাক্রম্য তদ্বলং বলাৎ ॥
প্রগৃহ্য বিবিধানস্ত্রান্ স ববর্ষ মুহুর্মুহুঃ।
অদ্ভুতং সমরং ঘোরং কৃত্বাসৌ শমনোপমঃ ॥
বিংশসহস্রসৈন্যানি ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা।
আজিমং পাতয়ামাস * তীব্রাঘাতেন ভূতলে ॥
শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টং সেনাধিপাজিম স্তথা।
দিল্লীশো হু থসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ ॥
বঙ্গাধিপবধার্থায় প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ।
দ্বাবিংশতিতমাখানান্ † প্রেষয়ামাস সত্বরং ॥
তেষাং ভীষণনাদেন প্রকম্পয়ন্ ‡ বসুন্ধরাম্।
অধাবংশ্চ মহাযোধাঃ সার্দ্ধং পঞ্চাযুতৈর্বলৈঃ ॥
আযযুর্বঙ্গদেশে চ যমুনায়াস্তটে ততঃ ॥

* আজিম যে নিহত হন নাই তৎসম্বন্ধে উপক্রমণিকা দেখ।

† বাইশআমীর মানসিংহের সহিত প্রেরিত হন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, উপক্রমণিকা ও (৯০) টিপ্পনী দেখ।

‡ 'চ কম্প চ' (শাস্ত্রী)

দূতঞ্চ প্রেষয়ামাসু সংবাদার্থায় সত্বরং ॥
উপসংগম্য দূতস্তু বঙ্গাধিপপুরং কিল।
কৃত্বাভিবাদনং ভূপং বিনয়ৈঃ স উবাচ হ ॥
হে রাজেন্দ্র মহাতেজা বঙ্গাধিপ মহামতে।
শৃণু ধীর প্রবক্ষ্যামি যদর্থমহমাগতঃ ॥
সম্রাট্ জাহাঙ্গিরঃ শ্রেষ্ঠো দিল্লীশ্বরো মহাদ্যুতিঃ।
জানাতি ত্বাং মিত্রদ্রোহং রাজবিদ্রোহকস্তথা ॥
প্রেষয়ামাস সেনানীং দমনার্থায় ভূপতে।
ত্বয়া বধঃ কৃতস্তস্য সার্দ্ধং সৈন্যাদিভী রণে ॥
তস্মাৎ দ্বাবিংশ সেনান্যঃ সম্রাজোহনুমতাঃ পুনঃ।
সমাগতা বঙ্গদেশে শান্তিসংস্থাপনায় চ ॥
পশ্যত্বিমমসিং রাজন্ লৌহবন্ধমিদন্তথা।
যথামতিং গৃহাণার্য্য নোচেদ্ যথাবিধিং কুরু ॥
শ্রুত্বৈতৎ বঙ্গভূপালঃ ক্রোধেনারক্তলোচনঃ।
তদোত্তরং প্রদানার্থমিঙ্গিতং ভট্টকে কৃতং ॥
তস্মিন্ ভট্ট স্তমুবাচ আদেশো নৃপতেরয়ং।
বার্ত্তাবহস্ত্ববধ্যো হি * তস্মাত্ত্বং স্থিতজীবিতঃ ॥
ত্বরিতং গচ্ছ হে দূত সেনানী যত্র তিষ্ঠতি।
তচ্ছকাশে তু বক্তব্যং যথাসাধ্যং রণং † কুরু ॥
কায়স্থানামসিঃ ধর্ম্মঃ স্বর্গস্তপোব্রতাদিকঃ।
গৃহ্ণামি দেহি তং দেহি অসিঃ প্রাণ স্বসিধনঃ ॥

* 'বার্ত্তাবহস্তু বধ্যো ন' (শাস্ত্রী)
† 'যথা সাধারণং' (শাস্ত্রী)

পশ্চেমং যমুনাতোয়ং নীলকান্তমণিপ্রভং
শক্রুরক্তে রক্তবর্ণং ভবিষ্যত্যমুনাসিনা ॥
জানামি যবনান্ ক্লীবান্ দস্যুবলসমন্বিতান্ ।
বিড়ালব্রতিকাস্তেঽপি ছাদ্মিকা লোকদম্ভকাঃ ॥
ধর্ম্মধ্বজিনঃ ক্রূরাস্তে হিংস্রাঃ সর্ব্বাভিসন্ধিকাঃ ।
প্রাপ্নুর্যুর্ভারতং তস্মাৎ কলৌ তে প্রবরা ভবন্ ॥
বঙ্গাধিপো মহাতেজা যবনস্য যমোপমঃ ।
যবনানাং বধার্থায় প্রাপ্তেয়ম্ মানবী তনুঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা কেশবোভট্টঃ গৃহীত্বাসিং তদা মুদা ।
চুম্বয়িত্বা ততস্তূর্ণং প্রদদৌ নৃপসন্নিধৌ ॥
দূতঃ শ্রুত্বা নৃপাদেশং গতোঽসৌ স্বীয় মন্দিরে ।
প্রত্যুবাচ যদুক্তং হি সেনাধিপতিসন্নিধিং ॥
সূর্য্যকান্তো মহাশূরঃ গুহকুলস্য ভূষণং ।
প্রতাপাদিত্যসেনানী হয়গ্রীবোপমঃ কিল ॥
তং প্রত্যাজ্ঞাং নৃপবরঃ প্রাকরোৎ হৃষ্টমানসঃ ।
যুদ্ধার্থং কুরু সজ্জাঞ্চ চতুরঙ্গবলৈঃ সহ ॥
অথ সেনাধিপো বীরঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমঃ ।
কৃত্বা যথাবিধিং সজ্জামাগতো রাজসন্নিধিং ॥
কালীং প্রণম্য রাজেন্দ্রঃ সার্দ্ধং সৈন্যাধিপৈঃ কিল ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং নানাবলসমন্বিতঃ ॥
নানাপ্রকারবাদ্যঞ্চ দুন্দুভিং মুরজাদিকং ।
বাদয়ামাস সহসা প্রবিবেশ রণাজিরং ॥
প্রগৃহ্যাগ্নেয়মস্ত্রঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশং মহৎ ।
শত্রুসৈন্যং সমালোক্য ববর্ষ স মুহুর্মুহুঃ ॥

দশসহস্রসৈন্যঞ্চ পাতয়ামাস ভূতলে।
প্লাবয়ামাস ধরণীং শোণিতেন মহাবলঃ॥
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রণং ঘোরং সেনান্যশ্চ মহাশূরাঃ।
আগতাঃ সমরে সর্ব্বে কালকেয়সমাঃ কিল॥
ত্বরিতং রচয়ামাস ব্যূহঞ্চ পরমাদ্ভুতং।
জঘ্নুঃ মুহূর্ত্তমাত্রেণ তুরঙ্গান্যযুতানি চ॥
সূর্য্যকান্তো যযৌ শীঘ্রং চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
জঘান প্রহরার্দ্ধেন সর্ব্বানেব শূরোত্তমঃ * ॥
দিল্লীশ্বরস্তথা শ্রুত্বা খানাঃ সর্ব্বে হতা রণে।
ক্রোধানলেন সন্তপ্তঃ প্রলয়াগ্নিসমোঽভবৎ॥
প্রেরয়ামাস রাজেন্দ্রং মানসিংহং মহাবলং।
তথাচাক্ষৌহিণীং সৈন্যং মানসিংহানুগামিনং॥
জয়পুরেশ্বরো † বীরঃ ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভবঃ।
চচাল সিংহনাদেন প্রকম্পিতবসুন্ধরঃ॥
চতুরঙ্গবলৈঃ সার্দ্ধমাগতঃ স রণোৎসবে।
রাঘবেন তথা বীরো জলদাগ্নিশরোপমঃ॥
প্রেরয়ামাস শূরেন্দ্রো দূতং বঙ্গেশমানবৌ।
আদায় শৃঙ্খলাখড্গৌ নিগড়ঞ্চ দ্রুতং যযৌ
রাজ্ঞঃ পুরং সমাগত্য দূতস্ত বিনয়ান্বিতঃ।
কৃত্বাভিবাদনং ভূপং নিগড়ং প্রদদৌ ততঃ॥

* 'শূরোত্তমান্' (শাস্ত্রী)

† মানসিংহকে জয়পুরেশ্বর বলিয়া বর্ণনা করায় অনুমান হয় যে জয়সিংহ কর্ত্তৃক জয়পুর নগর স্থাপনের পর এই কারিকা লিখিত হইয়াছিল।

পঠিত্বা লিখনং রাজা ক্রোধেনারক্তলোচনঃ।
তদোত্তরপ্রদানার্থং ভট্টস্তেনেঙ্গিতোঽভবৎ॥
ভট্টো দূতমুবাচেদং মূর্খস্তে নৃপতি র্ধ্রুবং॥
সম্বন্ধং যবনৈঃসার্দ্ধং কৃতবান্ ক্ষত্রপুঙ্গবঃ॥
অনিত্যদেহসুখার্থং দূষিতং প্রাকরোৎ কুলং।
গৌরবং ভারতস্যাপি নাশয়ামাস দুর্ম্মতিঃ॥
অসিজীবী ক্ষত্রিয়শ্চ বিদ্যাহীনঃ সুখপ্রিয়ঃ।
পশুবদ্ধর্ম্মসংযুক্তো বিলাসাতিপ্রিয়ঃ সদা॥
অভবৎ বীর্য্যহীনশ্চ উদ্যোগরহিতস্তথা।
তস্মাত্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং ন বেত্তি জড়বুদ্ধিমান্॥
অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যা তৎ স্থাপনং কৃতং।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভুমৌ খ্যাতৌ মহাশূরৈঃ॥
মৃত্যো র্ভয়াৎ ক্ষত্রিয়ো যো বিপক্ষানুগতোঽভবেৎ।
ইহাকীর্ত্তিং সমাপ্নোতি পরত্র নরকং ব্রজেৎ॥
ত্বরিতং গচ্ছ হে দূত যত্র তিষ্ঠতি ভূপতিঃ।
তচ্ছকাশে তু বক্তব্যং যথাসাধ্যং রণং কুরু॥
ইত্যুক্ত্বা কেশবভট্টো গৃহীত্বাসিং ততো মুদা।
চুম্বয়িত্বাতু তং তূর্ণং প্রদদৌ নৃপসন্নিধৌ॥
নৃপাদেশং ততঃ শ্রুত্বা গতোঽসৌ স্বীয়মন্দিরে।
প্রত্যুবাচ যথাবৃত্তং মানসিংহস্য সন্নিধৌ॥ *
শ্রুত্বা তদ্বচনং মানঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ।
মন্ত্রণাং কৃতবান্ রাজা শিবিরে মন্ত্রিভিঃ সহ॥

* শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে শেষোক্ত দুই চরণ নাই।

বৈরনির্য্যাতনার্থায় ছিদ্রজ্ঞো রাঘবো বলী।
তমেব জ্ঞাপয়ামাস ভ্রাতুর্বীর্য্যং পরাক্রমং ॥
শৃণু জয়পুরাধীশ সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবল। *
সামান্যং ন বিজানীহি বঙ্গরাজ্যাধিপং ধ্রুবং ॥
জানামি ত্বাং মহাশূরং শস্ত্রাস্ত্রগ্রাহিনাং বরং। †
তথাপি বঙ্গভূপালঃ সামান্যো ন হি মন্যতে ॥
যৈঃ সার্দ্ধং সমরং পূর্ব্বং ত্বমকার্ষী নৃপোত্তম।
বিদ্যাহীনাস্তু তে সর্ব্বে পশুবদ্বলসংযুতাঃ ॥
কায়স্থোঽসৌ নৃপঃ শূরঃ। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। ‡
তেন সার্দ্ধং সদা যোদ্ধুং সাবধানো ভবিষ্যসি ॥ §
তস্য সেনাধিপো রাজা সূর্য্যকান্তো মহারথঃ।
যোদ্ধা বলবতাং শ্রেষ্ঠো মেঘনাদোপমোরণে ॥
যশোহরং তু সম্পশ্য লঙ্কায়াঃ সদৃশং নৃপ।
রক্ষিতং যোদ্ধৃভিঃ সর্ব্বৈর্ব্বেষ্টিতং যমুনাম্ভসা ॥
দুর্ভেদ্যেন চ দুর্গেন সংশ্লিষ্টং রক্ষিতং বলৈঃ।
সততং ভীষণং রাজন্ শতঘ্নৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥
অগ্নিচূর্ণৈঃ সমাপূর্ণঃ সুরঙ্গোভীষণঃ কিল।
গুপ্তং রণাজিরঞ্চান্তে প্রতীচ্যাং পুরতো দিশি ॥

* শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে এ শ্লোক নাই।
† 'মহাশূরঃ' (শাস্ত্রী)
‡ 'সর্ব্ববিদ্যাবিদাম্বর' (শাস্ত্রী)
§ ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত কারিকায় এই দুই চরণ দৃষ্ট হয়।
"অস্য মন্ত্রী মহাবীরঃ শঙ্করঃ" শঙ্করোপরঃ।
নীতিশাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো যুদ্ধবিদ্যাবিশারদঃ।"

আমাদিগের উল্লিখিত কারিকায় ইহার কোনই উল্লেখ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় ইহার অস্তিত্বসম্বন্ধে বলিতে পারেন।

তস্যোত্তরে ক্ষেত্রমেকং ক্রোশমাত্রপ্রমাণকং।
রক্ষিতান্যগ্নিচূর্ণানি তদধস্তাৎ নৃপোত্তম ॥
দক্ষিণস্যাং বলং চাস্তে তত্র পর্ব্বতসম্ভবাঃ।
আমমাংসাশিনঃ সর্ব্বে বলাস্তিষ্ঠন্তি দুর্জ্জয়াঃ ॥
পূর্ব্বাস্যাং দিশিচৈবাস্তে দুর্ভেদ্যং দুর্গমদ্ভুতং।
ফেরঙ্গবলিভিঃ সম্যক্ রক্ষিতং কূটযোদ্ধৃভিঃ ॥
গজবাহাযুতাঃ সন্তি পশ্চিমং দ্বারমাশ্রিতাঃ।
উত্তরদ্বারি তিষ্ঠন্তি সাশ্ববাহাঃ সপত্তয়ঃ ॥
তিষ্ঠন্ত্যযুতসঙ্খ্যাস্তু প্রাচ্যামপি তথৈব চ।
রক্ষিণো বঙ্গজা বীরাঃ দ্বারং দক্ষিণমাশ্রিতাঃ ॥
ঢালিনোহপি মধ্যকক্ষে গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
নানাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বে সংরক্ষন্তি সশোভনং ॥
পুনরুড্যান্তরং ক্ষেত্রং নৈর্ঋতে যৎ প্রপশ্যসি।
তত্র সৈন্যং সমাস্থাপ্য ব্যূহং রচয় সত্বরং ॥
মানসিংহস্ততো বীরঃ কচুরায়শ্চ বীর্য্যবান্।
আজগাম রণক্ষেত্রং চতুরঙ্গবলৈঃ সহ ॥
মানো বিরচয়ামাস ব্যূহং তত্রার্দ্ধচন্দ্রকং।
সৈনিকান্ স্থাপয়ামাস বৈর্য্যাক্রমণহেতবে ॥
ব্যূহস্য দক্ষিণে তস্থুশ্চাশ্ববাহাঃ সপত্তয়ঃ।
বৃহন্নালীকাশ্চ বামে গজবাহাস্তু সম্মুখে ॥
পৃষ্ঠে মহারথাঃ সর্ব্বে পার্শ্বয়োশ্চাপপাণয়ঃ। *
তেষাং পৃষ্ঠে সমুত্তস্থুঃ ক্ষুদ্রনালীকধারিণঃ ॥

* 'চাপযোধয়' (শাস্ত্রী)

খড়্গাশূলগদাপাশশক্তিতোমরধারিণাং।
যথাস্থানং সমাবেশং কৃতবান ভীমবিক্রমঃ॥
পৃতনাদিবলাধীশমনিকিনীপতীন্তথা।
পত্তিসেনামুখান্ গুল্মগণানাং নায়কানপি॥
দূতৈস্তুবাদকৈশ্চৈব পাত্রমিত্রাদিভিঃ সহ।
স্থাপয়ামাস শস্ত্রজ্ঞঃ যথাস্থানং নরাধিপঃ॥
মানসিংহো ব্যূহস্যাগ্রে মধ্যদেশে তু রাঘবঃ।
পৃষ্ঠে চৈবামিরাঃ সর্ব্বে বাহিনীপঃ ভবস্তথা॥
এতে বলবতাং শ্রেষ্ঠা নানাস্ত্রকুশলাস্তথা।
যথাস্থানং সমাসাদ্য রণভূমাবুপস্থিতাঃ॥
জয়স্তু মানসিংহস্য দিল্লীশস্য জয়স্তথা।
ইত্যেবং গর্জ্জয়ামাসুর্ঘোররবৈশ্চ সৈনিকাঃ॥
কালিকা পূজনার্থায় বঙ্গাধিপ সুতঃ পরং।
পূজোপকরণৈঃ সার্দ্ধং দেব্যা মন্দিরমাযযৌ॥
অর্চ্চয়িত্বা মহামায়াং বিধিনা ভক্তিপূর্ব্বকং।
তুষ্টাবাপদনাশার্থং শিবাং মহিষমর্দ্দিনীং॥
নমঃ শঙ্করকান্তায়ৈ সারায়ৈ * তে নমোনমঃ।
নমো দুর্গতিনাশিন্যৈ মায়ায়ৈ তে নমোনমঃ॥
নমোনমো জগদ্ধাত্র্যৈ জগৎকর্ত্র্যৈ নমোনমঃ। +
প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি॥
ত্বৎপদে শরণং যামি রক্ষ মাতর্যশোহরং।
ত্বং প্রসন্না ভব শুভে মাং ভক্তং ভক্তবৎসলে॥

* 'দুর্গায়ৈ' (শাস্ত্রী)
+ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে এ চরণ নাই।

গিরিজেঽষ্টভুজে মাতর্মহিষঘ্নি ত্রিলোচনি।
যবনানা· বধং কৃত্বা রক্ষ মাং শরণাগতং॥
বঙ্গেশ্বরস্তবং শ্রুত্বা প্রসন্না ভবদম্বিকা।
মাভৈরিত্যেবমুক্ত্বাতু * তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
ততো লব্ধবরো রাজা প্রবিশ্য শিবিরং দ্রুতং।
আজুহাব বলান্ সর্ব্বান্ সমরার্থায় সত্বরং॥
সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ রঘুঃ প্রাচ্যপতিস্তথা।
ফেরঙ্গপতি রুডাখ্যো বিড়ালাক্ষকুলোদ্ভবঃ॥
গুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ।
সামন্তো মদনশ্চৈব ঢালীনাং পতি মল্লজঃ॥
দত্তঃ প্রতাপসিংহশ্চ মহারথীগণাধিপঃ।
এতে সৈন্যগণৈঃ সার্দ্ধমাজগ্মুর্নৃপসন্নিধিং॥
কৃত্বাতু মন্ত্রণাং রাজা যোদ্ধৃভিঃ সহিতং তদা।
অধাবৎ সিংহনাদেন প্রবিবেশ রণাজিরং॥
ব্যূহং বিরচয়ামাস খগাখ্যং ভীমদর্শনং।
তত্র সংপ্রেষয়ামাস নিযোদ্ধুং সর্ব্বসৈনিকান্॥
রুডা নৃপাজ্ঞয়া তূর্ণং সার্দ্ধং ফেরঙ্গসৈনিকৈঃ।
আক্রম্য ব্যূহপার্শ্বঞ্চ নিজঘানামিরান্ দশ॥
দত্তপ্রতাপসিংহোঽপি স্বসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
আগত্য বামকক্ষে চ ছেদয়ামাস সৈনিকান্॥
সূর্য্যকান্তো মহাশূরঃ চতুরঙ্গবলৈঃ সহ।
আক্রম্য মানসিংহঞ্চ চকার ঘোরসংযুগং॥

* 'ইত্যেবমুক্তঃ সন্'' (শাস্ত্রী)

অদ্ভুতং কৌশলং দৃষ্ট্বা মানসিংহো মহাবলঃ।
বিস্ময়ং তত্র সম্প্রাপ্য মহাক্রোধান্বিতোঽভবৎ ॥
কোপেন যুযুধে শূরঃ কালান্তকযমোপমঃ।
বিপক্ষান্ বারয়ামাস স্বসৈন্যৈস্ত মহাকষা ॥
কৃত্বাঽথ তুমুলং যুদ্ধং পরস্পরং জয়ার্থিনৌ।
চক্রতুঃ * শরজালঞ্চ মহাঘোরতরং তদা ॥
নালীকেভ্যঃ বর্ত্তুলানি চাপেভ্যশ্চ শরস্তথা।
নিপেতুঃ সৈন্যগাত্রেষু সমাচ্ছাদ্য রণস্থলং ॥
বঙ্গরাজবলাঃ সর্ব্বে দিব্যসন্ধানপুরঃসরং।
লীলয়া ছেদয়ামাসুর্মানসিংহস্য সৈনিকান্ ॥
সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ সেনানীসংশো রণে।
সৈন্যং দশসহস্রন্তু জঘান বলিনাং বরঃ ॥
তূর্ণং রুড়া স্ততঃ পৃষ্ঠাৎ সার্দ্ধং সৈন্যৈঃ মহাবলঃ।
মানসিংহং সমাক্রম্য কালকেযোসমো রণে ॥
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা কূটযুদ্ধবিশারদঃ।
বিংশসহস্রসৈন্যঞ্চ জঘানাথাবলীলয়া ॥
মানসিংহ স্তথা দৃষ্ট্বা বলং নষ্টং মহার্ণব।
আমিরান্ প্রেষয়ামাস দশহাবসীবলৈঃ সহ ॥
স্থলৌষ্ঠান্তে কৃষ্ণবর্ণাঃ শরাশ্চ বিরক্তাননাঃ।
ভীষণাঃ রক্ষসাং তুল্যাঃ সর্ব্বে কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ ॥
রুড়াং প্রতি সমাধাবন্ যুদ্ধমত্তা যমোপমাঃ।
ভল্লান্যস্ত্রানি চিক্ষেপু র্গর্জ্জয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ ॥

* 'চক্রঞ্চ' (শাস্ত্রী)

চমূভঙ্গং ততঃ কৃত্বা নিজঘ্নুস্তে বহূন্ বলান্।
পৃথ্বীং সংপ্লাবয়ামাসুঃ শূরাঃ সৈনিকশোনিতৈঃ॥
রাজপুত্রাস্তপগণাঃ * যুদ্ধে বিংশসহস্রকাঃ।
গাজিনা রক্ষিতাঃ সূর্য্যকান্তং চক্রমিরে তদা॥
তীক্ষ্ণাণ্যস্ত্রানি সংগৃহ্য চিক্ষেপুস্তে মূহুর্মূহুঃ। +
লীলয়া ছেদয়ামাসু র্বলানযুতসঙ্খ্যকান্॥
ত্যক্ত্বা প্রাণভয়ং সর্ব্বে সংগ্রামে বঙ্গসৈনিকাঃ।
তানেব বারয়ামাসুর্দ্দিব্যাস্ত্রেণ পুনঃপুনঃ॥
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
যশোহরং সমাবক্ষ যবনেভ্যঃ পরম্পরং॥
ইত্যুক্ত্বা রিপুভিঃ সার্দ্ধং যুযুধু র্ভীমবিক্রমাঃ।
জঘ্নুস্তেহ ‡ পগণানীকং তীব্রাঘাতেন লীলয়া॥
বভূব সমরো ঘোরঃ মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ।
নিজঘ্নু রাজপুত্রাংশ্চ সৌক্ষ্মা বঙ্গা মহাবলাঃ॥
সূর্য্যকান্তো মহাশূরঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদঃ।
পাতয়ামাস গাজিঞ্চ সর্পিঘাতেন § ভূতলে॥
তুরস্কাঃ বিংশসাহস্র্যা মামূদেন ¶ বিচালিতাঃ।
সদর্পেণ সমাগম্য প্রতাপস্যান্তিকে তদা॥

* 'রাজপুত সৈন্যগণাঃ' (শাস্ত্রী)

\+ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে 'চমূভঙ্গং ততঃকৃত্বা নিজঘ্নুস্তে বহূন্ বলান্' এই চরণের পুনরুল্লেখ আছে।

‡ 'জগ্মুস্তে' (শাস্ত্রী)

§ 'অসিঘাতেন' (শাস্ত্রী)

¶ মামুদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না।

গৃহীত্বা ক্ষুদ্রনালীকান্ ববৃষুর্বর্ত্তুলান্ চ।
রথিনঃ পঞ্চসাহস্র্যান্ নিজঘ্নুস্তে রণাজিরে॥
অধাবংস্তে ততস্তূর্ণং বঙ্গসেনাপতিং প্রতি।
তৎচক্রং ঘাতয়ামাস দিব্যৈরস্ত্রপ্রহরণৈঃ॥
দৃষ্ট্বা যুদ্ধে বলং নষ্টং প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ।
জজ্বাল ক্রোধতাম্রাক্ষঃ প্রলয়াগ্নিসমো বলী॥
পার্ব্বতীয়গণৈঃ সার্দ্ধং ঢালিভিশ্চাপিসত্বরং।
মানসিংহং মহাবীরং চক্রমে শমনোপমঃ॥
চর্ম্মাসিফলকৈঃ সার্দ্ধং পার্ব্বতীয়গণাস্তথা।
বিবিশুর্ব্যূহমধ্যে তু গর্জ্জয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ॥
যুদ্ধমত্তা মহাশূরাঃ আমমাংসপ্রিয়াঃ সদা।
ঘোরাঃ শোণিতভোক্তারো হৃষ্টা রণদুর্ম্মদাঃ॥
বিনিবার্য্যাবিসন্ধানং চর্ম্মণামিততেজসঃ।
চিচ্ছিদুঃ খড়্গাঘাতেন মানসিংহস্য সৈনিকান॥
জয়েতি নিনাদৈঃ সর্ব্বে হুঙ্কারৈশ্চ পুনঃপুনঃ।
কম্পয়িত্বা রিপুগণাননৃতুস্তে রণাজিরে॥
পৃথক্ ভূত্বা ক্বচিৎ সর্ব্বে সমবেতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
কদাচিৎ বামতো গত্বা কদাচিচ্চৈব দক্ষিণে॥
ব্যূহমধ্যে কদা স্থিত্বা ভূত্বা দশ্যা অপি ক্বচিৎ।
গত্বা বীরাঃ ক্বচিদ্দূরং কদাপিচ্চ সমীপগাঃ॥
অদ্ভুতং সমরং চক্রুঃ রিপুসৈন্যগণৈঃ সহ।
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মানসিংহো ভয়ং যযৌ॥
দেবীযুদ্ধে যথা ভূতাঃ পিশাচাঃ ভৈরবাদয়ঃ।
অসুরান্ ঘাতয়ামাসুর্ন্নৃতুস্তে যথা রণে॥

তথৈব চরণোদ্ঘাতৈঃ মুষ্ট্যাঘাতৈস্তথা ভৃশং।
খড়্গচর্ম্মপ্রহারৈস্ত সমাজঘ্নুর্বহূন্ বলান্॥
পঞ্চবিংশসহস্রাণি সৈন্যানাং বিনিহত্য চ।
হসন্তো নৃত্যমাচক্রুঃ রণোন্মত্তা স্তদাহবে॥
ঢালিনস্ত ততঃ সর্ব্বে মদনেনাভিরক্ষিতাঃ।
অধাবন্ ভীমনাদেন জয়পুরেশ্বরং প্রতি॥
তস্যান্তিকে সমাগত্য সংযুক্তা ঋষ্টিসর্পিভিঃ।*
চিচ্ছিদুর্বাহনং তস্য কুঞ্জরং ঘোরদর্শনং॥
উল্লম্ফনেন নৃপতিঃ পপাত ধরণীতলে।
মহাবাহু র্মহাশূরঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ॥
খড়্গমেকং সমাদায় তীক্ষ্ণসূর্য্যসমপ্রভং।
জঘান ক্ষিপ্রহস্তোঽসৌ ঢালিনঃ সুবহূন্ রণে॥
দৃষ্ট্বা চ বিপদং ঘোরং হাহাকাররবৈ স্তদা
বঙ্গসেনাপতিং ত্যক্ত্বা সৈন্যপা মামুদাদযঃ॥
মানস্য প্রাণরক্ষার্থং জগ্মুঃ সন্ত্রস্তমানসাঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণভয়ং বীরা শ্চক্রু র্ঘোরতরং রণং॥
সূর্য্যকান্ত স্তথা রুড়াঃ প্রতাপশ্চৈব বীর্য্যবান্।
তেষামনু প্রধাবন্তো ববৃষু র্বিবিধাযুধং॥
মানো জর্জ্জরিতঃ ক্ষুণ্ণঃ সর্পিঘাতেন সত্বরং।
ত্যক্ত্বা রণং সমাকার্ষীৎ স্বসৈন্যেন পলায়নং॥
স্থাপয়ামাস সৈন্যানি গত্বাঽসৌ ক্রোশপঞ্চকং।
মহাদুঃখেন সন্তপ্তো নির্জগাম স্বমন্দিরং॥

* 'ঋজুসার্পিভি' (শাস্ত্রী)

সন্ধ্যাসময়মালোক্য বঙ্গাধীশো মহাবলঃ।
শত্রূণাং গতিবোধায় স্থাপয়ামাস সৈনিকান্॥
বাদয়ন্ বিজয়ং বাদ্যং শিবিরং স্বং সমাগমৎ।
মহাহ্লাদেন সংযুক্তো রাত্রিঞ্চৈবাতিবাহয়ৎ॥
ততো রাত্র্যবসানে তু প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ।
প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্যাথ প্রহৃষ্টমনসা তদা॥
উপচারং গৃহীত্বা তু দেব্যা মন্দিরমাগমৎ।
দেবীং সংপূজ্য ভক্ত্যাসৌ তুষ্টাব ত্রিপুরেশ্বরীং॥
বিপক্ষবিজয়ার্থং হি দেব্যাঃ লব্ধং বরং বলী।
আজগাম ততো রাজা যত্রাসংস্তস্য সৈনিকাঃ॥
উভয়োঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে রণক্ষেত্রমুপাগতাঃ।
চক্রু র্ঘোরতরং যুদ্ধং জঘ্নুশ্চৈব বলান্ বলন্॥
অধাবংস্তুরগা অশ্বান্ হস্তিনশ্চ গজান্ প্রতি।
রথিনোঽপি তথা ধাবন রথিনঃ প্রতি সংযুগে॥
পদাতয়ঃ পদাতীংশ্চ পরস্পরজয়েচ্ছয়া।
সংচক্রু র্ঘোরসংগ্রামং শস্ত্রাস্ত্রৈ রোমহর্ষণং॥
ব্যূহাক্রম্য বিনির্গত্য তুরঙ্গা ভীমবিক্রমাঃ।
বিপক্ষান্ প্রত্যধাবংস্তে ক্ষুদ্রনালীকপাণয়ঃ॥
প্রলয়াগ্নিসমানানি ববর্ষু র্বর্ত্তুলানি চ।
ধূমৈঃ পরিবৃতং সর্ব্বং সংবভূব রণস্থলং॥
তে সর্ব্বে কূটযোদ্ধারো মামুদেনাভিরক্ষিতাঃ।
সৈন্যান্যযুতসংখ্যানি নিজঘ্নু রণদুর্ম্মদাঃ॥
দত্তং প্রতাপসিংহঞ্চ নিন্যুস্তত্র যমক্ষয়ং।
দৃষ্ট্বৈতৎ বঙ্গজা বীরা র্বভূবু র্বিমুখা রণে॥

সৈন্যভঙ্গং সমালোক্য রুডাঃ স্ববলসংযুতঃ।
বারয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ মাভৈর্মাভৈর্গদন্নিদং॥
নাসীৎ দিগ্বিদিশাং ভেদো ঘাতয়ামাস সৈনিকান্।
মামুদঞ্চ বলাধীশং শেলঘাতেন চাবধীৎ॥
তুরস্কান্ দশসাহস্র্যান্ বিনিহত্যাবলীলয়া।
সন্নিধৌ মানসিংহস্য স বীরো দ্রুতমভ্যগাৎ॥
মামুদং হতমালোক্য মানো দুঃখেন পীড়িতঃ।
রুডামাক্রম্য বলিভির্হাব্সীসৈন্যসমাবৃতঃ॥
রাজপুত্রৈরপগণৈর্দ্দশভিশ্চামিবৈর্যুতঃ।
রুডাঃ সৈন্যগণান্ শূরো নিজঘান বহূন্ রণে॥
প্লাবিতা প্রাভবত্তত্র কাশ্যপী সৈন্যশোণিতৈঃ।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণং॥
মদনঃ সূর্য্যকান্তশ্চ সুখাখ্যশ্চ* তথা রঘুঃ।
এবং দৃষ্ট্বা তু তে বীরা রুডাসন্নিধিমাযযুঃ॥
মানং প্রত্যাযুধান্যেতে রুষা শশ্বৎ প্রচিক্ষিপুঃ।
চিচ্ছিদুস্তদ্দলান্ তত্র বলিনো ঘোরসংযুগে॥
হাব্সীসেনাস্ততস্তূর্ণং ব্যূহান্নির্গত্য দুর্জ্জয়াঃ।
প্রবিশ্য বঙ্গসৈন্যেষু মমন্থুস্তানি গর্ব্বিতাঃ॥
গর্জ্জয়িত্বা মুহুঃ সর্ব্বে মহাকায়া মহাবলাঃ।
ভল্লাস্ত্রৈ র্ঘাতয়ামাসু র্বঙ্গজানযুতার্দ্ধকান্॥
তেঽপিকৃত্বা মহাযুদ্ধং বাণখড়্গাদিভিস্ততঃ।
প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসুর্হাবসীসৈন্যং মহাবলং॥

* 'শঙ্করশ্চ' (শাস্ত্রী)

মদনেন হতাঃ কেচিৎ স্থখাখ্যেন* তথা পরে।
কড়ারযুদ্ধহতাঃ কেচিৎ সূর্য্যকান্তেন চাপরে॥
হাবস্থাখ্যা দশসাহস্র্যা ভীষণা রাক্ষসোপমাঃ।
কৃত্বা তু তুমুলং যুদ্ধং নিপেতুস্তে রণাজিরে॥
রাজপুত্রায়ুতৈঃ সার্দ্ধং তথৈবাপগণৈঃ সমং।
তুরস্কদশসাহস্রৈঃ সংবৃতো মানসিংহকঃ॥
দৃষ্ট্বা তৎ ক্রোধসন্তপ্তঃ প্রাধবৎ বঙ্গসৈনিকান্।
রঘুং নিপাতয়ামাস তীব্রাঘাতেন ভূতলে॥
অবধীদ্দশসাহস্র্যং প্রাচ্যসৈন্যং মহাবলঃ।
বঙ্গাধীশস্ততোঽধাবৎ সিংহঃ সিংহং যথা রণে॥
মানমাগতমালোক্য সূর্য্যকান্তো বলৈঃ সহ।
কৃত্বা ঘোরতরং যুদ্ধং রোধয়ামাস তদ্গতিং॥
পার্ব্বত্যৈর্ঢালিভিঃ সার্দ্ধং প্রতাপোঽপি মহীপতিঃ।
অধাবৎ সিংহনাদেন মানসিংহবধেচ্ছয়া॥
সর্প্যস্ত্রানি বিনিক্ষিপ্য ঢালিনো যুদ্ধকৌশলাঃ।
চিচ্ছিদুস্তস্য চক্রঞ্চ পত্তীংশ্চৈব তথা বহূন্॥
পার্ব্বতীয়বলাশ্চাপি খড়্গাচর্ম্মাদিভিঃ সহ॥
শক্রব্যূহং সমাবিশ্য চক্রু ঘোরতরং রণং॥
কৃত্বা সর্ব্বেঽদ্ভুতং যুদ্ধং ঘাতয়িত্বামিরান দশ।
সৈনিকান্ পাতয়ামাসুস্তত্রাযুতসঙ্খ্যকান্॥
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মানঃ প্রাপ্য ভয়ং তদা।
চক্রে স্বপ্রাণরক্ষার্থং রণং ত্যক্ত্বা পলায়নং॥

* "শঙ্করেণ" (শাস্ত্রী)

সন্ধ্যাং সমাগতাং দৃষ্ট্বা বঙ্গাধীশো মহাবলঃ।
বাদয়ন্ বিজয়ং বাদ্যং স্বীয়ং মন্দিরমাযযৌ ॥
কৃত্বা দেবং নমস্কৃত্য সায়ং সন্ধ্যামুপাস্য চ।
দ্যূতক্রীড়াং চকারাসৌ পাত্রমিত্রাদিভিঃ সহ ॥
ভিক্ষার্থমগমত্তত্র বৃদ্ধৈকা চিরদুঃখিতা।
প্রার্থয়ামাস সা ভোজ্যং বাক্যৈরুচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ ॥
তস্যা ঘোরধ্বনিং শ্রুত্বা ক্রীড়ামত্তো * নরাধিপঃ।
অনুজ্ঞাং ঘাতিনে প্রাদাৎ ছেদয়াস্যা স্তনদ্বয়ং ॥
ধৃত্বা ঘাতী ততো বৃদ্ধাং শ্মশানমানয়ৎ দ্রুতম্।
অছিদদ্ দুর্মতি স্তস্যা স্তনৌ খড়্গেন তৎক্ষণাৎ ॥
দ্যূতক্রীড়াং পরিত্যজ্য গত্বা রাজা স্বমন্দিরম্।
সুখেনোপবসদ্রাত্রৌ হৃষ্টঃ স্বান্তঃপুরাজিরে ॥
স্ত্রীভিশ্চ রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতঃ।
ক্রীড়য়ামাস তত্রৈব মহিষ্যা সহ ভূপতিঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র যুবত্যেকা মনোরমা।
কোমলাঙ্গী কৃশাঙ্গী চ রূপাঢ্যা দিব্যদর্শনা ॥
বিম্বোষ্ঠী বিধুবক্ত্রা চ ভাবিনী চোন্নতস্তনী।
কমলা কামরূপা চ † কুন্তলোজ্জ্বলমস্তকা ॥
মৃগাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী মত্তবারণগামিনী।
চারুহাসা শুভ্রদংষ্ট্রা ষোড়শী মোহদায়িনী ॥

* "ক্রীড়ামানো" (শাস্ত্রী)
† 'কামজপ্যাচ' (শাস্ত্রী)

দিব্যবস্ত্রপরিধানা গৌরাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা।
অতর্কিতমুপায়াতা শতাপাদিত্যসন্নিধৌ॥
অভিবাদ্য চ রাজানমুবাচ বিনয়ান্বিতা।
বঙ্গাধিপ মহারাজ দরিদ্রাণাঞ্চ পালক॥
ব্রহ্মবংশোদ্ভবাহনাথা দুঃখার্ত্তাহমুপাগতা।
ভোজ্যন্তে প্রার্থয়াম্যত্র দেহি দেহি নরাধিপ॥
মধুপানান্নরাধীশো হতচেতোহতিবিহ্বলঃ।
তস্যা বচনমাকর্ণ্য তামুবাচ মহদ্রুষা॥
মমাগ্রে কাসি দুষ্টে ত্বং ভাষিতুং কিং ন লজ্জসে।
কস্মাদ্ ঘোরতমিস্রায়াং কৌলমন্দিরমাগতা॥
ইদং জানামি ভিক্ষার্থং নাগচ্ছেৎ ভিক্ষুকো নিশি।
ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য রাত্রৌ ত্বং কথং চরসি পাপিনি॥
পতিপুত্রগৃহাদিনী ত্যক্ত্বা কামেন বিহ্বলা।
ভিক্ষাচ্ছলমুপাশ্রিত্য ভ্রমসি ত্বং যথেচ্ছয়া॥
মন্যে ত্বাং ধর্ম্মতো ভ্রষ্টাং গচ্ছ গৃহাদ্ দ্রুতং মম।
নোচেদ্ ধ্রুবং প্রদাস্যামি তুভ্যং সমুচিতং ফলং॥
দুশ্চরিত্রাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা কৃত্বালাপং তয়া সহ।
পুমান্ ধর্ম্মাৎ প্রমুচ্যেত প্রোক্তমেতন্মহাত্মভিঃ॥
গচ্ছ গচ্ছ তত তূর্ণং স্বস্থানং মম রাজ্যতঃ।
তামেবং ক্রোধতাম্রাক্ষো বঙ্গেশোহকথয়ৎ পুনঃ॥
ভূপবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ প্রহৃষ্য সা।
স্থিতাহং শক্তিরূপেণ সর্ব্বভূতেষু নিত্যশঃ॥
স্ত্রিয়াঃ শক্ত্যা ন ভেদোহস্তি ন হি জানাসি দুর্ম্মতে।
স্তনাবত্র ত্বয়া ছিন্নৌ দরিদ্রায়াশ্চ যোষিতঃ॥

পূর্ব্বং কৃতা প্রতিজ্ঞা ভো ত্বয়া সার্দ্ধং মহীপতে।
ত্যক্ষ্যামি ত্বাং তদা রাজন্ যদা মাং যাহি ভাষসে॥
প্রতিজ্ঞা মেঽভবৎ পূর্ণা ত্বাং ত্যক্ত্বা যামি নিশ্চিতম্। *
ইত্যুক্ত্বা চ ততো দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
বিচিত্রং নৃপতি র্দৃষ্ট্বা সমাধিস্থ স্ততোঽভবৎ।
ধ্যানাজ্জজ্ঞে ছলার্থং হি সর্ব্বং মায়াবিচেষ্টিতম্॥
জ্ঞাত্বাঽসৌ মৃত্যুমাসন্নং রাজ্যে চ বিপদং তথা।
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢাত্মা মহাচিন্তাপরোঽভবৎ॥
জীবো নিত্য বিদং জজ্ঞে আবদ্ধঃ কর্ম্মণা স চ।
তাস্মাদ্ধি প্রাপ্নুযাদ্দেহং দেহান্তরং পুনঃ পুনঃ॥
ভ্রমতে কর্ম্মসূত্রেণ সংসারেষু পুনঃ পুনঃ।
সদসদ্ব্যক্তরূপাণি কর্ম্মণা হি লভেদ্ ধ্রুবম্॥
স্বর্গোমোক্ষনরকাদিস্থ কর্ম্মবৈশেব নিশ্চিতম্।
কর্ম্মণা রচয়ামাস ত্রিদিবং নরকং বিধিঃ॥
সৎকর্ম্ম দিবমাখ্যাতং সৎকীর্ত্তিশ্চাপি তৎ ফলং।
সৎকীর্ত্তিং স্থাপযেদ্ যোহি চিরজীবী ভবেৎ স চ॥
দুষ্কর্ম্মং নরকং প্রোক্তং দুর্গতি স্তৎফলং স্মৃতম্।
দুষ্কৃতং স্থাপিতং যেন মরণং তস্য তদ্ভবেৎ॥
কর্ম্মণো জীবনং শাস্ত্রং ধর্ম্মো দেহ উদাহৃতঃ।
সদ্‌গুণাংশ্চেন্দ্রিয়াণ্যাহু তস্যাত্মা জীব উচ্যতে॥
অনিত্যদেহভোগার্থং ধর্ম্মস্ত্যাজ্যো ময়া কথম্। †
শত্রোর্দাস্যং কথং কার্য্যং রাজধর্ম্মং বিহায় চ॥

* শাস্ত্রী মহাশযের গ্রন্থে এ চরণ নাই।

† অন্নদামঙ্গলেও প্রতাপাদিত্যের এইরূপ ভাবের কথা আছে।

জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং পশ্যামি জগতো যদা।
ত্যক্ষ্যামি জীবনং চাত্র রণং কৃত্বা রণাজিরে॥
কৃত্বা স্থিরমিদং গত্বা ভূপাতি যোগমন্দিরে।
প্রহৃষ্টমনসা তত্র সমাধিস্থ স্ততোহভবৎ॥
মানঃ পরাজিতো ভূত্বা সমরে বিপ্রাভস্তথা।
কিং কর্ত্তব্যং ময়েদানীমিতি চিন্তাপরোহভবৎ॥
ততোহসৌ মন্ত্রণার্থায় আনয়ামাস বাঘবম।
অবদদ্ দুঃখসন্তপ্তো রাঘবায় নৃপোত্তমঃ॥
কৃত্বা চ সমরং ঘোরং যবনেন সহ ধ্রুবম।
কাবুলশ্চ ময়া জিতো মল্লদ্বীপাধিপস্তথা*॥
মদ্বীযস্য প্রভাবেন কম্পিতো ভারতঃ সদা।
অহং পরাজিতো বঙ্গে কর্ম্মদোষেণ কেবলম্॥
অক্ষৌহিণ্যর্দ্ধসৈন্যঞ্চ জঘান লীলয়া বলী।
তথা সেনাপতীন্ সর্ব্বান্ প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ॥
নৃপোহসৌ সমরে প্রাজ্ঞঃ কালান্তকযমোপমঃ।
বীরোহি তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥
নিহতা মে প্রধানা যে সৈনিকা স্তেন সংযুগে।
বীরো নাস্তি রথী নাস্তি সেনানী নাস্তি রাঘব॥
মৃত্যুর্ব্বঙ্গেঽপি মে বীর বিধিনা লিখিতঃ পুরা।
রণে ত্যক্ষ্যামি দেহঞ্চ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং শূরো রাঘবশ্চাভিসন্ধিকঃ।
নীতিসারং হিতং বাক্যং প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ॥

* 'দক্ষিণাপথমেবচ' (শাস্ত্রী)

যদুক্তং হি ত্বয়া সত্যং সত্যং বঙ্গাধিপো বলী।
তত্তুল্যঃ সমরে প্রাজ্ঞো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥
পিতৃদ্বিট্ পতিতো যশ্চেৎ বিনা দণ্ডেন জীবতি।
ধর্ম্মশূন্যা ভবেৎ পৃথ্বী সৃষ্টিনাশ স্তদা ভবেৎ ॥
কথং চিন্তয়সে রাজন্ ধর্ম্মহীনা ন চ ক্ষিতিঃ।
ভবিষ্যসি নিশান্তে ত্বং সংগ্রামে বিজয়ী ধ্রুবম্ ॥
যশোহরেশ্বরী ত্র্যক্ষা চাগত্য মম সন্নিধিং।
প্রোবাচ কৃপয়া যুদ্ধে বঙ্গাধীশঃ পতিষ্যতি ॥
বৃদ্ধায়াস্তু স্তনদ্বন্দ্বং চিচ্ছেদ মদগর্ব্বিতঃ।
তস্মাত্তু ত্যজতাং দেবী বঙ্গেশং পাপচারিণং ॥
মহিষঘ্নী মহামায়া ঘোররূপা ঘনপ্রভা।
সেনাধিপতিরূপা সা যশোহরসুরক্ষকা ॥ *
তৎপ্রসাদাৎ বভূবাসৌ নৃপতির্ভীমবিক্রমঃ।
তত্যাজ তম্ যদা দেবী কা চিন্তা সমরে নৃপ ॥
বিস্ময়ং প্রাপ্য মানস্তু শ্রুত্বা রাঘবভাষিতং।
তুষ্টাব বহুধা দেবীং ভক্ত্যা বাস্পযুতেক্ষণঃ ॥
সহস্রদলপদ্মস্থা পদ্মনাভপ্রিয়া সতী।
পদ্মালয়া পদ্মবক্ত্রা পদ্মপত্রাভলোচনা ॥
পদ্মপুষ্পপ্রিয়া পদ্মপুষ্পতল্পবিশায়িনি। †
পদ্মিনী পদ্মহস্তা চ পদ্মমালাবিভূষিতা ॥

* অন্নদামঙ্গলের 'সেনাপতিকালী' শব্দে দেবী কালিকাকেই বুঝাইতেছে

† 'পদ্মা পদ্মপুষ্পবিচারিণী' (শাস্ত্রী)

প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি।
ত্বৎপদে শরণং যামি জয়ং দেহি বরাননে ॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে ॥
মহিষাসুরনির্ণাশী মধুকৈটভঘাতিনী।
যশো দেহি জয়ং দেহি শত্রূন্ জহি জনার্দ্দনি ॥
ত্বয়ি মে বিমুখায়াঞ্চ কো মাং রক্ষিতুমীশ্বরীঃ।
প্রসন্না ত্বং ভব শুভে মাং ভক্তং ভক্তবৎসলে ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো দেবী সমাশ্বাস্য নৃপোত্তমং।
দদৌ বরং প্রহৃষ্টা সা বিজয়ী ত্বং ভবিষ্যসি ॥
এবমাকাশবাণীঞ্চ শ্রুত্বা মানো নরাধিপঃ।
সমাধিস্থোঽভবৎ প্রাণান্ সংযম্য শান্তমানসঃ ॥ *
ততো নিশাবসানেতু বঙ্গাধিপঃ প্রহৃষ্টধীঃ।
ত্যক্ত্বা পুনঃ সমাধিং স দেবীমন্দিরমভ্যগাৎ ॥
বিবিধোপচারৈস্তু স বিধিনা ভক্তিসংযুতঃ। +
অর্চ্চয়িত্বা মহামায়াং চকার স্তবমুত্তমং ॥
নমস্তে ত্রিজগদ্বন্দ্যে সংগ্রামে জয়দায়িনী।
প্রসীদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে ॥
ত্বৎপাদপঙ্কজাদন্যন্নমেঽস্তি শরণং শিবে।
বিনাশয় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥

* 'হৃষ্টমানসঃ' (শাস্ত্রী)

\+ 'বিবিধোপচারৈর্বিধিনা স রাজা ভক্তিসংযুতঃ' (শাস্ত্রী)

যে ত্বাং স্মরন্তি দুর্গেষু দেবীং দুর্গার্ত্তিহারিণীং।
নাবসীদন্তি তে দুর্গে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥
মহিষাসৃক্‌প্রিয়ে সংখ্যে মহিষাসুরমর্দ্দিনি।
শরণ্যে গিরিকন্যে মে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥
তবৈবৈতৎ জগৎ সর্ব্বং ত্বং পালয়সি সর্ব্বদা।
রক্ষ বিশ্বমিদং মাতর্যবনেভ্যঃ মহাসুরী ॥
অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা মোহাদ্‌ যদি দোষো ময়া কৃতঃ।
ক্ষমস্ব ক্ষমদে * কালী ত্বং সুরাসুরবন্দিতে ॥
কাত্যায়নি জগন্মাতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরে শিবে।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ভয়েভ্যঃ পাহি সর্ব্বদা ॥
শ্রুত্বা শৈলময়ী দেবী প্রতাপস্য স্তবং তদা।
স্মৃত্বা তস্যাপরাধং সা বিমুখাভূন্মহেশ্বরী ॥ +
দৃষ্ট্বৈবং বঙ্গভূপালঃ কৃতাঞ্জলিপুরঃসরঃ।
স্তোত্রং বহুবিধং চক্রে স পুনঃ স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥

অনাদ্যা পরমা বিদ্যা প্রধানা প্রকৃতিঃ পরা।
প্রধানপুরুষারাধ্যা প্রধানপুরুষেশ্বরী ॥
প্রাণাত্মিকা প্রাণশক্তিঃ উত্তমোন্মত্তভৈরবী।
উমা চোন্মুক্তকেশী চ সর্ব্বপ্রাণহিতৈষিণী ॥

* 'শুভদে' (শাস্ত্রা)

+ "শিলাময়ীনামে ছিলা তাঁর ধামে অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া তাহারে অকৃপা করি ॥"
(অন্নদামঙ্গল)।

কারিকার সমস্তাংশ ভাল করিয়া না দেখায় আমরা ভ্রমক্রমে (৯৮) টিপ্পনীতে লিখিয়াছি যে, কুলাচার্য্যগণ তাঁহার পশ্চিমবাহিনী হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই।

জয়া জয়ন্তী জননী জনরক্ষণতৎপরা।
জলরূপা জনস্থা চ জপ্যা জাপকবৎসলা॥
জাজ্বল্যমানা জিজ্ঞাসা জন্মনাশবিবর্জ্জিতা।
জরাতীতা জগন্মাতা জগদ্রূপা জগন্ময়ী॥
জঙ্গমা জ্বালিনী জম্ভা জম্ভিনী দুষ্টতাপিনী।
শান্তিঃ শান্তিকরী সৌম্যা সর্ব্বশান্তিবিধায়িনী॥
মৃত্যার্থং ন হি ভীতোঽহং ভক্তক্ষোভনিবারিণি।
শ্রীপাদপঙ্কজে স্থানং বাঞ্ছামি দেহি শঙ্করি॥
অদ্বৈতাদ্বৈতরহিতে নিষ্কলে ব্রহ্মরূপিণি।
নির্ব্বাণং প্রার্থয়াম্যত্র দেহি দেহি সনাতনি॥
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠজপ্যা ত্বং নীলকণ্ঠমনোরমা।
অর্পয়ামি মম প্রাণান্ চিৎস্বরূপে গৃহাণ তান্॥
মহাকালপ্রিয়ে কালি কল্যাণৈকবিধায়িনি।
অক্ষোভ্যপত্নী সংক্ষোভনাশিন্যৈ তে নমোনমঃ॥
এবঞ্চ বহুধা স্তোত্রং কৃত্বাসৌ নৃপতিস্তদা।
চকার যুদ্ধসজ্জঞ্চ সংগ্রামার্থায় সত্বরম্॥
সেনাধিপতিমাহূয় প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ।
প্রোবাচ সকলং বৃত্তং যৎ চকার জগন্ময়ী॥
শৃণু সূর্য্য * মহাশূর যশোহরপ্রদীপক।
জানাম্যত্র ভবেন্মৃত্যুঃ সংগ্রামে মম নিশ্চিতম্॥
অহঞ্চ বঙ্গভূপালঃ কায়স্থকুলসম্ভবঃ।
ভবিষ্যামি কথং প্রাজ্ঞ বিপক্ষশরণাগতঃ॥

* 'বীর' (শাস্ত্রী)

যত্র তত্র হতঃ শূরঃ শক্রভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥ *
অয়ে † বীরেন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ সত্যং সত্যং বদস্ব মে।
মানেন সহ কাং চেষ্টাং মৃত্যন্তে মে করিষ্যসি॥
সূর্য্যকান্ত স্ততঃ ‡ শ্রুত্বা প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ।
পুররক্ষাং করিষ্যামি হত্বা মানং রণে নৃপ॥ §
নোচেৎ প্রাণান্ পরিত্যজ্য যাস্যামি যমসাদনম্।
প্রতিজ্ঞামিতি মে বিদ্ধি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
প্রতাপাস্যাত্মজো বীর উদয়োঽপি কৃতাঞ্জলিঃ।
সত্যং চক্রে নৃপস্যাগ্রে হন্তুং শত্রুগণান্ রণে॥
উভয়ো র্বচনং শ্রুত্বা প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ।
ভোজয়ামাস বিপ্রাংশ্চ মঙ্গলার্থে প্রহৃষ্টধীঃ॥
ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং শশ্বদ্দীয়তাং দীয়তামিতি।
শব্দো বভূব সর্ব্বত্র বঙ্গাধিপাশ্রমে তদা॥
নানাবিধানি রত্নানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
কোষেষু স্বাধিকারেষু স্থিতং যদযদ্ধনং ততঃ॥
পুণ্যার্থায় নরাধিপো ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা।
জগাম সমরং কর্ত্তুং স্বৈসৈন্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ॥
দদর্শামঙ্গলং রাজা পুরো বর্ত্মনি বর্ত্মনি।
যযৌ তথাপি সমরং কালান্তকযমোপমঃ॥

* শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে 'অহঞ্চ' হইতে 'ভাষতে' পর্য্যন্ত নাই।
† 'ভো ভো' (শাস্ত্রী)
‡ 'প্রতাপস্য বচঃ' শাস্ত্রী)
§ 'রণাজিরে' (শাস্ত্রী)

কুম্ভকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং।
দেবলং বৃষবাহঞ্চ শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজিনং॥
শূদ্রান্নপাচকং শূদ্রযাজকং গ্রামযাজকং।
বৈদ্যঞ্চ শূকরং গৃধ্রং হিংসকং মূষিকং খলং॥
দক্ষিণে চ শৃগালাংশ্চ কুর্ব্বন্তং ভৈরবং রবং।
মনশ্চ কুৎসিতং প্রাণাঃ ক্ষুভিতাশ্চ নিরন্তরং॥ *
বামাঙ্গস্পন্দনং দেহে জাড্যং রাজ্ঞো বভূবহ। †
তথাপি রাজা নিঃশঙ্কো যুদ্ধং মেনে সুমঙ্গলং॥
সমারুহ্য গজং তূর্ণমাযযৌ মানসন্নিধিং।
প্রোবাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং যথাশাস্ত্রবিধানতঃ॥
অয়ে রাজেন্দ্র ধর্ম্মজ্ঞ ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ। ‡
কথং যবনদাসত্বং করোষি নৃপসত্তম॥ §
সৎকীর্ত্তিশ্চাথ দুষ্কীর্ত্তিঃ কথামাত্রাবশেষিতা।
বিড়ম্বনা বা কিং মতা দুষ্কীর্ত্তিশ্চ তথা মতা॥
তস্য বংশে সমুদ্ভূতো রঘুবীরো মহাবলী।
দশরথাত্মজো রামো ভবতো লক্ষ্মণস্তথা॥
শত্রুঘ্নশ্চাপ্যনারণ্যো মান্ধাতাদি মহাবলাঃ।
সৎকীর্ত্তিং স্থাপযিত্বৈতে সমাজগ্মুঃ সুরালয়ং॥
পূর্ণব্রহ্ম সমাখ্যাতঃ সভ্রাতা রঘুসত্তমঃ।
তস্য বংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ প্রসিদ্ধ স্ত্বং মহাশূরঃ॥

* শাস্ত্রীর গ্রন্থে এ চরণ নাই।
† "বামাঙ্গস্পন্দনং তস্য তদা রাজ্ঞো বভূবহ" (শাস্ত্রী)
‡ 'ইক্ষ্বাকুকুলদূষণ' (শাস্ত্রী)
§ 'মূঢ়চেতসঃ' (শাস্ত্রী)

স্বধর্ম্মো বা কথং ত্যক্ত স্ত্বয়া মৃত্যুভয়ান্নৃপ। *
ক্ষত্রিয়াণাং রণং ধর্ম্মো রণে মৃত্যু র্ন গর্হিতঃ॥
যবনানাং বধার্থায় প্রতিজ্ঞা চ ময়া কৃতা।
কথং বিঘ্নপ্রদানার্থমাগতো বঙ্গদেশকে॥
মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো বঙ্গেশং প্রাহ মানকঃ।
কথং দূষয়সে প্রাজ্ঞ কলিং কিং ত্বং ন পশ্যসি॥
আগম্যতাম্ ময়া সার্দ্ধং দিল্লীশস্য চ সন্নিধিং।
সর্ব্বদোষাদ্বিনির্মুক্ত শ্চক্রপালো ভবিষ্যসি॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং বঙ্গঃ † ক্রোধেনারক্তলোচনঃ।
প্রোবাচ দেহি মে যুদ্ধং ক্লীবত্বং ভাষসে কথং॥
রাজধর্ম্মং শৃণু প্রাজ্ঞ যথাশাস্ত্রং বদামি তে।
ন কূটৈরাযুধৈ র্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্॥
ন কর্ণির্ভিন্নাপি দিগ্ধৈনাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ। ‡
দ্বন্দ্বযুদ্ধং বিধেহ্যাশু কলিপ্রিয় মহীপতে॥
তথাস্ত্ব বঙ্গভূপাল যদিচ্ছসি দদামি তে।
ইত্যুক্ত্বা তৎসমীপে চ মানঃ সত্বরমাযযৌ॥
অনুজ্ঞাং দদতু ভূপৌ স্ব স্ব সৈন্যং মহাবলৌ।
যাবদাবাং রতৌ যুদ্ধে ক্ষমদ্ধং তাবদাহবং॥ §
ততো জয়পুরাধীশো নানাসজ্জসমন্বিতঃ।
তূর্ণং প্রববৃতে যুদ্ধং কালান্তকযমোপমঃ॥

* 'সৎকীর্ত্তিশ্চাথ' হইতে 'মৃত্যুভয়ান্নৃপ' পর্য্যন্ত শাস্ত্রীর গ্রন্থে নাই।

† 'প্রাজ্ঞ' (শাস্ত্রী)

‡ 'রাজধর্ম্মং হইতে জ্বলিততেজনৈঃ' পর্য্যন্ত শাস্ত্রীর গ্রন্থে নাই।

§ শাস্ত্রীর গ্রন্থে এ চরণ নাই।

রণোন্মুখঞ্চ তং দৃষ্ট্বা বঙ্গরাজো মহাবলী।
তদা চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং শতসূর্য্যপ্রভাসমং॥
মানোপি শরজালেন বারয়ামাস সত্বরং।
ছিত্বা বঙ্গশরান্ সর্ব্বান্ জহাস স পুনঃপুনঃ॥
তত শ্চিক্ষেপ নানাস্ত্রং মহাসন্ধানপূর্ব্বকং।
ঘাতয়ামাস বঙ্গেন্দ্রং মহাশূরং ধনুর্দ্ধরং॥
বঙ্গাধিপ স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
চিক্ষেপ কোপবিভ্রান্তো ভূষণ্ডিং তোমরাং স্তথা॥
মানস্য শরজালঞ্চ ছিত্বা তু সাবলীলয়া।
তত শ্চাভ্যুত্থিতো বীরো নীহারাদিব ভাস্করঃ॥ *
চিচ্ছেদ কবচং তস্য শরাসনমতঃপরং।
ভীষণং বাহনঞ্চাপি মাতঙ্গং রণদুর্ম্মদং॥
মহামাত্রং তথোষ্ণীষং স্বর্ণমণ্ডপকং তথা। †
মূর্চ্ছিতো মানসিংহস্তু পপাত ধরণীতলে॥
তত শ্চৈতন্যমাস্থায় প্রাগ্রহীদসিচর্ম্মণী।
বঙ্গভূপং জুহাবাসৌ যুদ্ধার্থায় মহীতলে॥
অবরুহ্য গজাত্তূর্ণং খড়্গচর্ম্মসমন্বিতঃ।
তদা প্রববৃতে যুদ্ধং প্রতাপো বীরপুঙ্গবঃ॥
ততঃ খড়্গমুপাদায় পূর্ণচন্দ্রপ্রভাসমং।
অভ্যধাবত্তদা ক্রুদ্ধো জলদগ্নিশিখোপমঃ॥
ছিত্বা চর্ম্মাসিঘাতেন মুষ্টিঘাতেন ভূপতিঃ।
মানং নিপাতয়ামাস মহীপৃষ্ঠে মহাবলঃ॥

* শাস্ত্রীর গ্রন্থে এই চরণ নাই।
† শাস্ত্রীর গ্রন্থে এ চরণ নাই।

আরুহ্য হৃদয়ং তস্য কালান্তকযমোপমঃ।
তত স্তন্নিধনার্থায় বিমলং খড়্গামাদদে॥
অতর্কিতমুপায়াতো দৃষ্ট্বৈবং রাঘবো রুষা।
অচ্ছিদদ্দক্ষিণং হস্তং প্রতাপস্য সখড়্গকং॥
মূর্চ্ছিতো বঙ্গভূপালো নিপপাত মহীতলে।
সর্ব্বং মিথ্যৈবমুক্ত্বাসৌ স্বস্থানমগমদ্ দ্রুতং॥ *
দৃষ্ট্বৈবং সূর্য্যকান্তশ্চ কুমারোপ্যুদয়স্তথা।
জহি মানং দ্রুতং দস্যুমিত্যুবাচমুহুর্মুহুঃ॥
শরজালং ততঃ কৃত্বা মহাঘোরতরং রণে।
বিংশসাহস্রসংখ্যানি শক্রসৈন্যান্যুপাহনৎ॥
আযযৌ সমরং কর্ত্তুং দৃষ্ট্বা তৌ রাঘবঃ পুনঃ।
সূর্য্যকান্তং জঘানাসৌ শূলঘাতেন সত্বরং॥
উদয়ং সর্পিঘাতেন শরজালেন সৈনিকান্।
রুড়াঃ মদনমল্লঞ্চ সুখঞ্চৈবাহনদ্বলী॥
জিত্বাতু সমরং মানঃ হর্ষেণ মহতাবৃতঃ।
দিল্লীশাদেশতো রাজ্যং রাঘবায় দদৌ মুদা॥
লৌহপিঞ্জরমধ্যেতু প্রতাপমবরুধ্য চ।
ত্বরিতং প্রেষয়ামাস দিল্লীশস্য চ সন্নিধিং॥
পথিমধ্যে ২ভবন্মৃত্যুঃ প্রতাপস্য মহীপতেঃ।
স্থাপয়িত্বা মহাকীর্ত্তিং স জগাম সুরালয়ং॥
প্রতাপস্যাপরঃ সুতো মুকুটমণিসংজ্ঞকঃ। †
অভবত্তস্য পুত্রশ্চ রায়রামেশ্বরঃ কৃতী॥

* 'সর্ব্বং তদৈব তদ্দৃষ্ট্বা রণং হিত্বাগমদ্দ্রুতং' (শাস্ত্রী)

† ইদিলপুরের ঘটককারিকায় মুকুটমণিকে প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা ভূপতিরায়ের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভুলুয়াবাসকো গৌরচরণ স্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
পণ্ডিতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥
বসন্তভূপতিঃ প্রাজ্ঞো নবভি গু ণৈর্যুতঃ।
গ্রহণাদ্দানতঃ শ্রেষ্ঠো বভূব স নৃপোত্তমঃ॥
যথা মহারুদ্রতেজো ভাস্বদ্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
কুলং ধ্রুবং তথা তস্য ব্যাপ্তঞ্চৈব মহীতলে॥
নবগুণৈস্তু সংযুক্তঃ কুলীনশ্চ কুলাধীশঃ।
তস্য কুলস্য মাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুং॥
নির্ম্মলঞ্চ কুলং তস্য যথা মন্দাকিনীজলং।
কুলীনস্তৎ সমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥
সন্তানসন্ততিস্তস্য যত্র যত্র বসেৎ ধ্রুবং।
তত্র তত্র কুলং তেষাং গৌরবে চ প্রতিষ্ঠিতং॥
বসন্তশ্চ কুলশ্রেষ্ঠো গুহকুলাত্মজঃ সুধীঃ।
তদ্দ্বীপধরণী ধন্যা যত্র যত্র স্থিতঃ স চ॥
গোবিন্দরায়কশ্চৈব চন্দ্ররায়ো মহাদ্যুতিঃ॥
তথা নারায়ণো বীরো জগদানন্দসংজ্ঞকঃ॥
রমাকান্তস্তথা জ্ঞেয়ঃ পরমানন্দতত্ত্ববিৎ।
শ্রীরামরূপরামৌ চ মধুসূদন এব চ॥
মাণিকো রাঘবশ্চৈব একাদশমিতাঃ স্মৃতাঃ।
বসন্ততনয়া এতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥
বভূবুর্মানিনস্তেষাংমধ্যে ত্রয়ো মহাবলাঃ।
গোবিন্দো রাঘবশ্চৈব তথা চন্দ্রঃ কুলেশ্বরাঃ॥
নিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন মহাত্মনা।
গোবিন্দস্য সুতো নাসীৎ রাঘবস্য তথৈব চ॥

চন্দ্রস্য তনয়ো জাতো রাজারামো মহাতপাঃ।
বসন্তো নিহতো যস্মিন্ স্থিতোঽসৌ মাতুলালয়ে॥
বিধিনা জীবিত স্তস্মাৎ প্রতাপাৎ স মহাকৃতী।
নীলকণ্ঠস্তথা শ্যামসুন্দর স্তৎসুতাবুভৌ॥
মুকুন্দদেবঃ প্রাজ্ঞশ্চ নবনীতশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
বায়ো ব্রজমোহনশ্চ তথা ব্রজকিশোরকঃ।
চত্বার স্তনয়া এতে নীলকণ্ঠাদ্বভূবুর্হ।
বাসো নুন্নগরে তেষাং ভূপালাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
শ্রীকৃষ্ণশ্চ তথা নন্দকিশোরঃ কৃষ্ণকিঙ্করঃ।
মহাবলাশ্চেতে সর্ব্বে শ্যামসুন্দরকাত্মজাঃ॥
নবগুণৈস্তু সংযু॰াঃ কুলীনাস্তে কুলেশ্বরাঃ।
তেষাং কুলস্য মাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুম্॥
যথা চন্দ্রমস স্তেজো ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
কুলং ধ্রুবং তথা তেষাং ব্যাপ্তঞ্চৈব মহীতলে॥

গুণানন্দসুতো জাতো বাসুদেবো গুহস্তথা।
কেশবো মাধবশ্চৈব বাসুদেবান্মহাবলৌ॥
দ্বৌ পুত্রৌ কেশবাজ্জাতৌ কুলশাস্ত্রবিশারদৌ।
দেবকীনন্দনঃ প্রাজ্ঞঃ শিবরামস্তথৈব চ॥
শিবরামসুতো জাতো রামকৃষ্ণো দ্বিজার্চ্চকঃ।
যশোহরে তে সর্ব্বে বৈ মধুদিয়ানিবাসকাঃ॥

দিল্লীশ্বরস্য মন্ত্রী তু শিবানন্দো মহীপতিঃ।
বভূবু স্তৎত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুলীনাঃ কুলপালকাঃ॥
গোপালদাসনামা চ হরিদাসগুহস্তথা।
বিষ্ণুদাসগুহশ্চৈব প্রবরাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বিষ্ণুদাসসুতো জাতো মহাদেবো মহাবলঃ।
রামভদ্রঃ সুতস্তস্য দানে কর্ণসমঃ স চ॥
তস্যৈব তনয়া জ্ঞেয়াঃ হরিগোবিন্দকস্তথা।
রামচন্দ্রোঽভিরামশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥
তে চ সর্ব্বগুণোপেতাঃ কুলীনাঃ কুলদীপকাঃ।
মহামানা মহাপ্রাজ্ঞা যশোহরনিবাসকাঃ॥ *

---

* যশোহরের ঘটককারিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"বেদেন্দুতিথিশকাব্দে ভবানন্দগুহাত্মজঃ।
বিক্রমাদিত্যনামাচ পঞ্চাব্দং যশোরে নৃপঃ॥
গ্রহেন্দুতিথিমানাব্দে শকে রাজ্যং যশোহরে।
বসন্তরায়কঃ প্রাপ্তঃ পঞ্চাব্দং হি বিশেষতঃ॥
ক্ষৌণীভুজশরেন্দ্বব্দে শকে গোষ্ঠীং করতাসৌ।
ততো গোষ্ঠীপতি ভূর্ত্বা বসন্তোরায়ো ভূপতিঃ॥
যুগযুগ্মেষুচন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতি র্মহান্।
ইষুবেদপ্রমাণাব্দং কৃতং রাজ্যং স্ববীর্য্যতঃ।
ধর্ম্মযুগ্মেষুচন্দ্রেচ শাকে কল্পতরু র্ভবেৎ॥
গ্রহাঙ্গেষুবিধৌ শাকে যশোহরজিতঃ সোঽভূৎ।
প্রতাপাদিত্যকং জিত্বা নৃপ দ্বাবিংশতিঃ সমা॥
চাঁদরায়স্তু তদভ্রাতা পঞ্চাব্দং রাজ্যমুত্তমং"।
কৃতমেব প্রযত্নেন গুহবংশপ্রদীপকঃ॥

(বেদেন্দুতিথি = ১৫১৪ ; গ্রহেন্দুতিথি = ১৫১৯, ক্ষৌণীভুজশরেন্দু = ১৫২১, যুগযুগ্মেষুচন্দ্র = ১৫২৪, ইষুবেদ = ৪৫ ; ধর্মযুগ্মেষুচন্দ্র = ১৫২৯, গ্রহাঙ্গেষুবিধু = ১৫৬৯। এই সমস্ত অব্দ ভ্রমাত্মক। আমরা উপক্রমণিকা ও টিপ্পনীতে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইদিলপুরের ঘটককারিকায় এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ছকর্ড়াতনয়ঃ শ্রেষ্ঠো রামচন্দ্রগুহঃ কৃতী।
তস্যৈব তনয়া জাতাঃ সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
ভবানন্দো গুণানন্দঃ শিবানন্দগুহঃ সুধীঃ।
রামচন্দ্রগুহস্যৈব তনয়াঃ কথিতা স্ত্রয়ঃ॥
ভবানন্দসুতো জাতঃ শ্রীহর্ষনামধেয়কঃ।

অনুবাদ।

ছকড়ীর পুত্র রামচন্দ্র, ইনি মহাকীর্ত্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, মহাশূর, মহামানী এবং নবগুণযুক্ত। রামচন্দ্রের তিন পুত্র, ভবানন্দ, গুণানন্দ এবং শিবানন্দ;

বিক্রমাদিত্যনাম্নাতু খ্যাতঃ কর্ম্মবশাদসৌ ॥
বিক্রমাদিত্যতনয়ৌ বিখ্যাতৌ জগতীতলে।
ভূপতিরায়কোপাধিঃ প্রতাপাদিত্যভূমিপঃ ॥
প্রতাপাদিত্যতনয় উদয়াদিত্যসংজ্ঞকঃ ॥
যশোহরাখ্যনগরে বাসোঽস্য পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
ভূপতিস্তনয়ো জাতো মুকুটমণিসংজ্ঞকঃ।
জাতস্তস্যৈব তনয়ো রায়ো রামেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
তৎপুত্রো গৌরচরণো ভুলুয়াগ্রামবাসকঃ ॥
জানকীবল্লভনামা বিদ্যাধররায়স্তথা।
বাসুদেবাখ্য রায়শ্চ গুণানন্দসুতা ইমে ॥
জানকীবল্লভ স্তেষাং কর্ম্মণা শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
বসন্তরায়নাম্নাসৌ খ্যাতো ভূপালতঃ পরে ॥
কৃতী বসন্তরায়োঽসৌ শ্রীমান্ সত্যযশোধনঃ।
গ্রহণাদ্দানতঃ শ্রেষ্ঠো নিজবংশপ্রদীপকঃ ॥
গোবিন্দরায়কশ্চৈব চাঁদরায়স্তথাপরঃ।
নারায়ণাদিদাসান্তো জগদানন্দনামকঃ।
রমাকান্ত স্তথা জ্ঞেয়ঃ পরমানন্দসংজ্ঞকঃ।
শ্রীরামো রূপরামশ্চ মধুসূদন এব চ।
মাণিকো রাঘবশ্চৈব একাদশমিতাঃ স্মৃতাঃ।
বসন্তস্য সুতা এতে ধার্ম্মিকা দ্বিজপালকাঃ ॥
চাঁদরায়সুতো জাতো রাজারামাখ্য রায়কঃ।
নীলকণ্ঠ নৃপঃ খ্যাতঃ শ্যামসুন্দরক স্তথা।
রাজারামাখ্যরায়স্য খ্যাতৌ পুত্রৌ বভূবতুঃ ॥

*　　　*　　　*

গোপালদাসনামাচ হরিদাসগুহ স্তথা।
বিষ্ণুদাসগুহ শ্চৈব শিবানন্দসুতা ইমে ॥”

এই কারিকায় বিক্রমাদিত্যের নাম শ্রীহরির পরিবর্ত্তে শ্রীহর্ষ আছে। মুকুটমণিকে প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা ভূপতিরায়ের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইঁহারা মহাবলযুক্ত। শিবানন্দ, মহাজ্ঞানী ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী, কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ এবং দিল্লীশ্বরের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কর্ণের ন্যায় দাতা ও ইন্দ্রের তুল্য গুণবান্।

গৌড়মন্ত্রী ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি। তিনি বিক্রমাদিত্য নামে বিখ্যাত, তিনি রম্য যশোহর নগর নির্ম্মাণ এবং চন্দ্রদ্বীপ হইতে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণাদি আনয়ন পূর্ব্বক সমাজ স্থাপন করিয়া সমাজপতি হইয়াছিলেন। তৎকর্তৃক জিতমিত্র নাগ মধ্যল্যশ্রেণীভুক্ত হন।

গুণানন্দের পুত্র মহাজ্ঞানী, প্রভূতবলবিক্রমশালী ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জানকীবল্লভ খালসার কর্ত্তা ও গৌড়ের কোষাধ্যক্ষ হইয়া দিল্লীর বাদসাহ কর্ত্তৃক রাজা ও বসন্তরায় উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং তদবধি তিনি রাজা বসন্তরায় নামে অভিহিত। সপুত্রক গুণানন্দ গৌড় নগর হইতে রাজ-বিপ্লবের জন্য ভ্রাতার সহিত একত্রে যশোহরে বাস করিয়া যশোহরের রাজশ্রী সমুজ্জ্বল করেন। উভয় ভ্রাতাই নবগুণযুক্ত কুলীন ও কুলপ্রদীপ। ব্রহ্মাণ্ডে যেমন সূর্য্যতেজ পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ জগতে তাঁহাদের কুলও প্রকাশ-মান। বিক্রমাদিত্যের পুত্রের নাম প্রতাপাদিত্য।

তিনি রাজরাজেশ্বর, মহাবীর ও ধনুর্দ্ধর। প্রতাপাদিত্য যবনের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের ভীতি উৎপাদন করেন তিনি অক্ষৌ-হিণী সৈন্যের অধিপতি, কালিকাভক্ত ও কালিকা কর্ত্তৃক রক্ষিত। তিনি ফিরিঙ্গী ও মগদিগের বীর্য্য হ্রাস এবং রাঢ় ও বঙ্গদেশের সমস্ত রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া আসমুদ্র করগ্রাহী হন। তাঁহার পিতৃব্য রাজা বসন্তরায় মহাতেজস্বী, মহাজ্ঞানী, ভীষ্মসদৃশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইন্দ্রতুল্য যোদ্ধা, বলীতুল্য দাতা, বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান, সরস্বতীতুল্য বাগ্মী, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ইষ্টভক্ত, ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক সপুত্র নিহত হন। তাঁহার একটী পুত্র রাঘব, রাণীকর্ত্তৃক কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া জীবিত

থাকেন, তন্নিমিত্ত তিনি কচুরায় নামে অভিহিত। কচুরায় দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময় দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ঘটনাদি নিবেদন করিলে, জাহাঙ্গীর বাদসাহ সেনাপতি আজিম খাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। বঙ্গাধিপ তাঁহার আগমন শুনিয়া রাত্রিকালে নিঃশব্দে আক্রমণ করিয়া বিশহাজার সৈন্যসহ আজিম খাঁকে বিনষ্ট করিলেন। আজিমখাঁর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বর মহাদুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইলেন।

দিল্লীশ্বর বঙ্গাধিপের বধসাধনার্থে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যসহ বাইশজন আমীরকে প্রেরণ করিলে তাঁহারা সিংহনাদ করিতে করিতে বঙ্গদেশে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বঙ্গেশ্বর মহারাজ! দিল্লীশ্বর আপনাকে মিত্রদ্রোহী ও রাজবিদ্রোহীজ্ঞানে দমনার্থে তাঁহার সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আদেশানুসারে বাইশজন আমীর, সৈন্যসহ শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। এই অসি ও লৌহশৃঙ্খল দর্শন করিয়া যাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন। কেশবভট্ট রাজার ইঙ্গিতানুসারে কহিল, হে দূত! বার্ত্তাবহ অবধ্য এই নিমিত্ত তুমি জীবিত রহিয়াছ, যাও সেনাপতিদিগকে বলিও তাঁহারা সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করুন। অসিই কায়স্থের ধর্ম্ম, ব্রত, ধন ও প্রাণ, আমি অসি গ্রহণ করিলাম। যমুনার এই নীলবর্ণ জল এই অসির দ্বারা শত্রুরক্তে রঞ্জিত হইবে। যবনগণ ক্লীব ও দস্যুবলসম্পন্ন, বিড়ালব্রতী, ছাদ্মিক, লোকদাম্ভিক, ধর্ম্মধ্বজী, ক্রূর, হিংসক ও সর্ব্বাভিসন্ধিক। এই সকল কুচরিত্রের দ্বারাই তাহারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কেশবভট্ট এই কথা বলিয়া অসি গ্রহণপূর্ব্বক চুম্বন করিয়া রাজার নিকট রাখিয়া দিল। দূতও শিবিরে গমনপূর্ব্বক আমীরগণের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। হয়গ্রীবসদৃশ

ও গুহকুলের ভূষণস্বরূপ, মহাবীর ও সেনাপতি সূর্য্যকান্ত রাজাজ্ঞায় সৈন্যসহ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, বঙ্গাধিপ মহামায়াকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক মুরজাদি বাদ্য বাজাইয়া রণভূমিতে প্রবেশ করিলেন। রাজা আগ্নেয় অস্ত্র বর্ষণ করিয়া বিপক্ষের দশ সহস্র সৈন্য নাশ করিলেন। তদ্দর্শনে সম্রাটের সেনানীগণ অদ্ভুত ব্যূহ রচনা করিয়া বঙ্গাধিপের দশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিলে, সূর্য্যকান্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অদ্ধপ্রহরের মধ্যে সমস্তসৈন্যসহ আমীরদিগকে বিনাশ করিলেন।

দিল্লীশ্বর আমীরদিগের নিধনসংবাদ শুনিয়া অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ জয়পুরেশ্বর বীরেন্দ্র মানসিংহকে প্রেরণ করিলেন। তিনি সিংহনাদপূর্ব্বক মেদিনী কম্পিত করিয়া যশোহরে উপনীত হইলেন এবং প্রতাপাদিত্যের নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত রাজার নিকট পত্র, শৃঙ্খল ও অসিসহ উপস্থিত হইয়া পত্র প্রদান করিল। রাজা তাহা পাঠ করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন। তাহার ইঙ্গিতানুসারে কেশবভট্ট বলিল হে দূত! তোমার রাজা মূর্খ এই নিমিত্ত যবনের সহিত সম্বন্ধ করিয়া আপন কুল ও ভারতের গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। অসিজীবি ক্ষত্রিয়গণ বিদ্যাহীন, সুখাভিলাষী, পশুধর্ম্মাবলম্বী ও বিলাসপ্রিয় এবং তাহারা বীর্য্যহীন ও উদ্যোগরহিত হইয়া জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। অসি দ্বারা রাজ্যরক্ষা ও লিখনদ্বারা রাজ্যস্থাপন হয়। এই নিমিত্ত ঐ দুই বৃত্তিই ক্ষত্রিয় বৃত্তি। ক্ষত্রিয় মৃত্যুভয়ে বিপক্ষের শরণাগত হইলে নরকগামী হয়। তুমি শীঘ্র মানসিংহের নিকট গমন করিয়া বলিবে তিনি যথাসাধ্য যুদ্ধ করুন। এই বলিয়া কেশবভট্ট অসি গ্রহণপূর্ব্বক রাজার নিকট দিলেন। দূত প্রত্যাগত হইয়া মানসিংহের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিল। মানসিংহ দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ছিদ্রজ্ঞ কচুরায় বৈরনির্য্যাতনার্থ আপন ভ্রাতার বল বিক্রম

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন হে জয়পুরাধিপ সেনাপতে! বঙ্গেশ্বরকে সামান্য জ্ঞান করিবেন না। আপনি মহাবীর হইলেও তিনি সামান্য নহেন। আপনি বিদ্যাহীন ও পশুবলসম্পন্ন যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, যুদ্ধসময়ে সাবধান হইবেন। ইঁহার সেনাপতি রাজা সূর্য্যকান্ত, মেঘনাদের তুল্য বীরশ্রেষ্ঠ। যশোহরপুরীও লঙ্কাসদৃশ, যোদ্ধৃগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও যমুনাসলিলদ্বারা বেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারা আচ্ছাদিত, দুর্গ সকল কামান দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমদিকে বারুদপূর্ণ সুড়ঙ্গ ও গুপ্তরণাঙ্গন, তাহার উত্তরে একক্রোশ পরিসর ভূমির নিম্নে বারুদ প্রোথিত ও দক্ষিণদিক্ পার্ব্বতীয় সৈন্যদ্বারা রক্ষিত, তাহারা আমমাংসভোজী ও অজেয়। পূর্ব্বদিকে একটী কেল্লা আছে, তাহা ফিরিঙ্গীসৈন্যদ্বারা রক্ষিত। পশ্চিমদ্বারে দশ সহস্র হস্তী, উত্তর দ্বারে অশ্বারোহী ও পদাতিক, পূর্ব্বদ্বারে দশসহস্রসৈন্য ও দক্ষিণদ্বারে বঙ্গদেশীয় বীরগণ আছে। মধ্যস্থলে ঢালী, হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিক আছে। নগরের প্রাচীরের বহির্ভাগে নৈঋতে যে ক্ষেত্র দেখিতেছেন, তথায় সৈন্য সমবেত করিয়া আক্রমণ করুন।

তদনন্তর মানসিংহ ও কচুরায় সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক ব্যূহের দক্ষিণে পদাতিক ও অশ্বারূঢ়, বামে গোলন্দাজ, সন্মুখে গজারূঢ়, পৃষ্ঠে মহারথ, তাহার পশ্চাতে বন্দুকধারী ও খড়্গ, গদা, পাশ, শক্তি ও তোমরধারীদিগকে স্থাপন করিলেন। পৃতনাপতি প্রভৃতি সৈন্য শ্রেণীর নায়ক, দূত, বাদক ও পাত্রমিত্রাদিকে যথা স্থানে স্থাপন করিয়া আপনি ব্যূহের অগ্রে ও কচুরায় মধ্যে এবং বাহিনীপতি আমীরগণ পৃষ্ঠদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ "মানসিংহের জয়," "বাদসাহের জয়" এইরূপ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অতঃপর বঙ্গেশ্বর মহামায়ার পূজা করিয়া এই প্রকারে নানাবিধ স্তব করিলেন। হে

শঙ্করি! সাররূপে, দুর্গতিনাশিনি, মায়ারূপিনি, জগদ্ধাত্রি, জগৎকর্ত্রি, তোমাকে নমস্কার। হে জগন্মাতঃ, সৃষ্টিসংহারকারিণি! আমার প্রতি প্রসন্না হও, আমি তোমার পদে শরণ লইলাম, যশোহর রক্ষা ও যবনদিগকে বিনষ্ট কর। এতচ্ছ্রবণে দেবী "ভয় নাই" এই বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রাজাদেশানুসারে সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যের অধিপতি রঘু, ফিরিঙ্গীপতি রুডা, গুপ্তসৈন্যপতি সুখা, ঢালীপতি মদনমাল ও রথিপতি প্রতাপসিংহ দত্ত, স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে বঙ্গাধিপের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজা তাহা-দিগকে লইয়া রণস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ভীষণ গরুড়ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থে সেনানীদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাজাদেশে রুডা মানসিংহের ব্যূহপার্শ্ব আক্রমণ ও দশজন আমীরকে বধ, বামপার্শ্বে প্রতাপ-সিংহ, ও সৈন্যসহ রাজা সূর্য্যকান্ত, মানসিংহকে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে মানসিংহ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপন সৈন্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষ তুমুল যুদ্ধ করিলে, কামান ও বন্দুক নিঃসৃত গোলাগুলি ও শরাসননিঃসৃত শরাদি সমরাঙ্গন আবৃত করিয়া সৈন্যগণের গাত্রে নিপাতিত হইতে লাগিল।

বাঙ্গালীরা মানসিংহের সৈন্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেনাপতিসদৃশ সূর্য্যকান্ত দশসহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন এবং রুডা পৃষ্ঠদেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক মানসিংহকে আক্রমণ করিয়া বিশ সহস্র সৈন্য বধ করিলেন। ইহা দেখিয়া স্থূলোষ্ঠ, কৃষ্ণবর্ণ, বীর, বিকৃতানন, কুঞ্চিতকেশ ও রাক্ষসসদৃশ-প্রকৃতিসম্পন্ন হাব্‌সী সৈন্যের সহিত আমীরগণ মানসিংহের আদেশানু-সারে রুডার প্রতি ধাবমান হইয়া মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জনপূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া অনেক সৈন্য বধ করিলেন। বসুন্ধরা রুধিরে প্লাবিত হইল। বংশ সহস্র রাজপুত ও আফগান সৈন্য, সেনাপতি গাজী কর্ত্তৃক চালিত

হইয়া সূর্য্যকান্তকে আক্রমণ ও দশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিলে, বাঙ্গালীরা প্রাণাশা ত্যাগ করিয়া যবনের হস্ত হইতে স্বর্গসদৃশ জন্মভূমি রক্ষা কর এই শব্দ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং বহুসংখ্যক রাজপুত, আফগান সৈন্য ও গাজীকে বধ করিল। মামূদ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বিশ সহস্র তুরস্ক সৈন্য প্রতাপসিংহ দত্তকে আক্রমণ ও পাঁচ হাজার রথীকে বিনাশ করিয়া সূর্য্যকান্তকে আক্রমণ ও তাহার চক্র ছেদন করিয়া ফেলিল। সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতীয় সৈন্য ও ঢালীগণ সহ যমের ন্যায় মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। পার্ব্বতীয় সৈন্যগণ অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ঢালের দ্বারা বিপক্ষের সন্ধাননিবারণ, শত্রুদিগকে বধ এবং পুনঃ পুনঃ মার মার শব্দে হুঙ্কারধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে প্রকম্পিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাহারা কখন একত্রে ও কখন স্বতন্ত্রভাবে সমবেত হইয়া বামে, দক্ষিণে ও ব্যূহমধ্যে অবস্থিতি করিয়া কখন বা অদৃশ্যভাবে, কখন নিকটে, কখন দূরে এইরূপ বিচিত্র গতিতে অদ্ভুত যুদ্ধ করিলে মানসিংহ ভীত হইলেন। তাহারা কাহাকে পদাঘাতে, কাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে কাহাকে খড়্গাঘাতে এইরূপে পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্য বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে করিতে রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতে লাগিল। তদনন্তর ঢালীগণ, মদন দ্বারা চালিত হইয়া সিংহ-নাদ করিতে করিতে মানসিংহকে আক্রমণ ও সর্পি প্রভৃতির আঘাতে তাঁহার বাহন ঘোরদর্শন হস্তী ছেদন করিলে, তিনি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূমিতলে নিপতিত হইলেন এবং স্বয়ং অসি ধারণ করিয়া ঢালীদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মামুদাদি সেনানীগণ সূর্য্যকান্তের সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহার নিকট রক্ষার্থ উপস্থিত হইল এবং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত, রুডা ও প্রতাপসিংহ দত্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া

অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। মানসিংহ সর্পের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে গমনপূর্ব্বক সৈন্য স্থাপন করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে আপন শিবিরে গমন করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বঙ্গেশ্বর বিপক্ষের গতি-রোধের জন্য সৈন্য স্থাপন করিয়া জয়বাদ্য বাজাইয়া আপন শিবিরে আগমন-পূর্ব্বক মহানন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, প্রতাপাদিত্য দেবীকে পূজা ও বর লাভ করিয়া সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

উভয় পক্ষ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের অনেক সৈন্য বিনাশ করিল। রথী রথীর প্রতি, পদাতিক পদাতিকের প্রতি, অশ্ব ও গজ অশ্ব ও গজের প্রতি ধাবিত হইয়া জয়াশায় লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তুরস্ক সৈন্য-গণ ক্রোধান্ধ হইয়া বঙ্গসৈন্যকে আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ করিয়া দশ সহস্র সৈন্য ও প্রতাপসিংহ দত্তকে বধ করিল, তদ্দর্শনে বঙ্গসেনা পলায়ন করিতে লাগিল। রুডা তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া তাহা-দিগকে পুনর্ব্বার সমবেত করিলেন। তিনি সেনানী মামুদকে বিনষ্ট করিয়া অবলীলাক্রমে দশ হাজার তুরস্ক সেনা ধ্বংস করিলেন এবং মান-সিংহের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মানসিংহ দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে হাব্‌সী সেনা ও দশ জন আমীরের দ্বারা চালিত রাজপুত ও আফগান সৈন্যসহ রুডাকে আক্রমণ ও অনেক সেনা নাশ করিলেন। মদন, সূর্য্যকান্ত, সুখা, ও রঘু শীঘ্র রুডার নিকট উপস্থিত হইয়া মানসিংহের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল ও অনেক সৈন্য বিনষ্ট করিল। হাব্‌সীরা ব্যূহ হইতে নির্গত হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা পঞ্চ সহস্র বঙ্গ সৈন্য বিনষ্ট করিল। তদ্দর্শনে কতকগুলিকে রুডা, কতককে মদন, কতককে সুখা, কতককে রঘু ও অবশিষ্ট হাব্‌সীকে সূর্য্যকান্ত বিনষ্ট করিল। এইরূপে দশ হাজার হাব্‌সী ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইল।

মানসিংহ দশহাজার রাজপুত, দশ হাজার আফগান ও দশ সহস্র তুরস্ক সৈন্যসহ বঙ্গীয় সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইয়া পূর্ব্ব দেশীয় সৈন্যের অধিপতি রঘুকে দশ হাজার সৈন্যসহ নিহত করিয়া বঙ্গেশ্বরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূর্য্যকান্ত তাহার গতিরোধ করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য পার্ব্বতীয় সৈন্য ও ঢালীগণ সমভিব্যাহারে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন, পার্ব্বতীয় সেনাগণ ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দশ জন আমীর সহ দশ হাজার সেনা বধ করিল। তদ্দর্শনে মানসিংহ ভীত হইয়া সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বঙ্গাধিপ জয়বাদ্য বাজাইয়া আপন মন্দিরে আগমন করিয়া সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পাত্র মিত্র সহ দ্যূতক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎকালে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা রমণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য তাহার কর্কশধ্বনি শুনিয়া ঘাতককে তাহার স্তনদ্বয় ছেদন করিতে আদেশ দেন। ঘাতক তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া তাহার স্তনদ্বয় ছেদন করিয়া দেয়। তৎপরে তিনি অন্তঃপুরে আগমনপূর্ব্বক অঙ্গনে উপবিষ্ট হইলেন। স্ত্রীগণ তাঁহাকে স্বর্ণদণ্ডযুক্ত চামরের দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল, তিনি মহিষীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে এক সুন্দরী যুবতী অলক্ষিতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে বঙ্গেশ্বর মহারাজ! আমি দরিদ্রা ও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতা, আমাকে ভিক্ষা দিন্। রাজা মধুপানে মত্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি বলিলেন;—রে দুষ্টে এই গভীর রাত্রিতে তুই কেলিমন্দিরে আসিয়াছিস কেন? এমন সময়ে ভিক্ষা চাহিতে কেহ যায় না। রে পাপিয়সী! তুই ধর্ম্মচ্যুতা হইয়া ভিক্ষার ছলে রাত্রিযোগে কি নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিস্। পতি পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কামবিহ্বলা হইয়া তুই ভিক্ষাচ্ছলে ভ্রমণ করিয়া থাকিস্। শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে যা, নচেৎ সমুচিত ফল পাইবি। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সহিত

বাক্যালাপও নিষিদ্ধ, শীঘ্র তুই আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যা। ঐ রমণী হাসিয়া বলিলেন, শক্তি ও স্ত্রী ভিন্ন নহে, তুমি অদ্য দরিদ্রা স্ত্রীর স্তন ছেদন করিয়াছ। আমি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি। তোমার সহিত আমার যে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। অতএব তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন।

রাজা এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই ঘটনা মহামায়ার ছলনা মাত্র। তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ও রাজ্যের বিপদ উপস্থিত জানিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তাহার পর চিন্তা করিলেন, জীব নিত্য কিন্তু কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ। তজ্জন্য তাহার বারম্বার দেহান্তর প্রাপ্তি, ও সে ব্যক্তাব্যক্তরূপ ধারণ করে। কর্ম্মই স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ এবং তদ্দ্বারাই স্বর্গ ও নরক সৃষ্ট হইয়াছে। সৎকর্ম্মই স্বর্গ, তাহার ফল সৎকীর্ত্তি। যিনি সৎকীর্ত্তি স্থাপন করেন তিনিই অমর। দুষ্কর্ম্মই নরক, তাহার ফল দুর্গতি এবং যিনি দুষ্কর্ম্ম করেন তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হন। কর্ম্মের জীবন শাস্ত্র, ধর্ম্ম তাহার দেহ, সদ্‌গুণ তাহার ইন্দ্রিয় এবং জীবই তাহার আত্মাস্বরূপ। অনিত্য দেহভোগের জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিব কেন? রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর দাসত্ব করিব কেন? যখন জগৎসমূহ জলবিম্বের ন্যায় তখন যুদ্ধ করিয়াই সমরাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিব। তিনি এইরূপ স্থির করিয়া যোগমন্দিরে গমনপূর্ব্বক সমাহিত হইলেন। সমরে পরাজিত হওয়ায় মানসিংহ বিস্মিত হইয়া পরামর্শ করিবার নিমিত্ত কচুরায়কে আনাইয়া বলিলেন,—হে রাঘব! আমি কাবুল ও মল্লদ্বীপ জয় করিয়াছি। আমার বীরত্বে ভারত সর্ব্বদা কম্পিত, তথাপি কর্ম্মদোষে বঙ্গদেশে পরাজিত হইলাম। আমার অর্দ্ধ অক্ষৌহিণী সেনা বিধ্বস্ত, সুশিক্ষিত সেনা ও সেনানীগণ নিহত হইয়াছে। এক্ষণে বীর নাই, সেনানী নাই, রথী নাই। অতএব বঙ্গে আমার মৃত্যু হইবে ইহা বিধাতা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। বঙ্গাধিপ যুদ্ধবিশারদ,

তাঁহার তুল্য বীর হয় নাই, হইবেও না। তিনি কৃতান্ততুল্যই বটেন। রাঘব এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আপনার কথা সত্য বটে। বঙ্গাধিপ মহাবীর, সমরজ্ঞ এবং তাঁহার তুল্য বীর হয় নাই, হইবেও না। কিন্তু পিতৃদ্রোহী জীবিত থাকিলে পৃথিবী ধর্ম্মশূন্য ও সৃষ্টিনাশ হইবে। যে যশোহরেশ্বরীর প্রসাদে রাজা এতাদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াছেন, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীর স্তন ছেদন করায় তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সেনাপতিস্বরূপা, ও যশোহরের রক্ষয়িত্রী। যখন দেবী কর্ত্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তখন আর ভয় কি? দেবী আমার নিকট আগমন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন, যুদ্ধে বঙ্গাধিপ পতিত হইবেন। ইহা শুনিয়া মানসিংহ বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। হে পদ্মালয়বাসিনি। পদ্মমুখি, পদ্মপুষ্পপ্রিয়া, পদ্মিনী, পদ্মহস্তা, পদ্মমালাবিভূষিতা, সৃষ্টি ও সংহারকারিণি, মহিষাসুরনাশিনি, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গে, শিবে, ক্ষমা, ধাত্রি, স্বাহা ও স্বধারূপিণী, জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী. কপালিনী, মধুকৈটভঘাতিনি, জনার্দ্দনী, আমাকে জয় ও যশ প্রদান করুন। আপনি বিমুখ হইলে আর উপায় কি? আপনাকে নমস্কার। দেবী সন্তুষ্টা হইয়া আকাশবাণী দ্বারা বর প্রদান করিলেন যে, তুমি জয়লাভ করিবে। * তচ্ছ্রবণে রাজা মানসিংহ সমাধি অবলম্বন করিলেন।

প্রাতঃকালে বঙ্গাধিপ হৃষ্টচিত্তে দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া মহামায়ার পূজা করিয়া স্তব করিলেন। হে ত্রিজগৎপূজ্যে, কাত্যায়নি, শিবে, দুর্গে, মহিষমর্দ্দিনি, শরণ্যে, গিরিরাজসুতে, জগন্মাতঃ, আপনার শরণ লইলাম, শত্রু বিনাশ করিয়া জয় প্রদান করুন। অজ্ঞান ও মোহবশতঃ অপরাধ

* কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধেও ঐরূপ প্রবাদ আছে।

করিয়া থাকিলেও হে কালিকে আমাকে ক্ষমা, এবং সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে রক্ষা করুন। শিলাময়ী স্তব শ্রবণ করিয়া বিমুখ হইলেন।

রাজা পুনর্ব্বার স্তব করিলেন। হে অনাদ্যে, পরমাবিদ্যে, প্রধান-পুরুষেশ্বরি, প্রাণাত্মিকে, প্রাণশক্তি, উত্তমা, উন্মত্তভৈরবী, উন্মুক্তকেশী, সর্ব্বহিতৈষিণী, জয়া, জয়ন্তী, জননী, জলরূপা, জন্মনাশরহিতা, কালি, জগন্ময়ি, জগজ্জননি, সৌম্যা, দ্বৈতরহিতা, ব্রহ্মরূপিণি, নীলকণ্ঠের মনোরমা, আপনাকে নমস্কার। আমি মৃত্যুভয়ে ভীত নহি, প্রাণ অর্পণ করিলাম, শ্রীপাদপঙ্কজে স্থান ও নির্ব্বাণ প্রদান করুন।

তদন্তর রাজা সূর্য্যকান্তকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বলিলেন, অদ্য যুদ্ধে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। অতএব আমার মরণান্তে তুমি কি করিবে বল। সূর্য্যকান্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মানসিংহকে বিনষ্ট করিয়া যশোহর রক্ষা করিব,নতুবা সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। কুমার উদয়াদিত্যও প্রতিজ্ঞা করিলেন শত্রু বিনাশ করিব। এতচ্ছ্রবণে বঙ্গাধিপ হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে কুম্ভকার, তৈলকার, ব্যাধ, সাপুড়ে, দেবল, বৃষবাহী, শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী, শূদ্রান্নপাচক, শূদ্রান্নযাজক, গ্রামযাজক, বৈদ্য, শূকর, গৃধ্র, হিংসক, মূষিক, খল এবং দক্ষিণ দিকে শিবাদি নানাপ্রকার অমঙ্গল দৃষ্টি করিলেন। তিনি গজারূঢ় হইয়া মানসিংহের নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিলেন হে রাজেন্দ্র, তুমি ধর্ম্মরত ইক্ষ্বাকুবংশজাত হইয়া কি নিমিত্ত যবনের দাস হইলে? তোমার কুলে রঘু, রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অনারণ্য, মান্ধাতা, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া সৎকীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যে বংশে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি সেই বংশোদ্ভব হইয়াও মৃত্যুভয়ে কি নিমিত্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে? ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে মরাই ধর্ম্ম। আমি যবনের উচ্ছেদসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কি নিমিত্ত আমার

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তুমি বঙ্গদেশে আগমন করিলে? ইহা শুনিয়া মানসিংহ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, ঘোর কলি আগত হইয়াছে, আমার দোষ কি? আমার সমভিব্যাহারে দিল্লীশ্বরের নিকট আসুন, সমস্ত দোষ শান্তি করিয়া আপনাকে চক্রপাল করিব। তাহা শুনিয়া প্রতাপাদিত্য মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, কি নিমিত্ত কাপুরুষোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন, শীঘ্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ দিন।

মানসিংহ তথাস্তু এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই যুদ্ধশেষ হওয়া পর্য্যন্ত আপনাপন সৈন্যকে স্থির থাকিতে আদেশ দিলেন। উভয়পক্ষে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপের পর বঙ্গাধিপ মানসিংহের বাহন হস্তী, কবচ, শরাসন, পরিচ্ছদ, পাগড়ী, প্রভৃতি ছেদন করিলে, তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। তৎপরে চৈতন্যলাভ করিয়া অসিযুদ্ধের নিমিত্ত বঙ্গাধিপকে আহ্বান করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য হস্তী হইতে ভূমিতলে অবতরণ পূর্ব্বক অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মানসিংহের চর্ম্মচ্ছেদন ও মুষ্ট্যাঘাতে তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন।

তদনন্তব যেমন তিনি মানসিংহেব বক্ষে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইয়া কচুরায় অতর্কিতভাবে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক খড়্গাসহ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া পলায়ন করিলেন। বঙ্গাধিপ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সূর্য্যকান্ত ও কুমার উদয়াদিত্য ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বিংশ সহস্র সেনা বধ করিলেন। কচুরায় পুনর্ব্বার তুমুল সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে এবং বঙ্গাধিপের অন্যান্য সেনাপতি রুডা, মদন মাল ও সুখা সহ সমস্ত সেনা বিনষ্ট করিলেন।

মানসিংহ সমরে জয়লাভ করিয়া কচুরায়কে বাদসাহের আদেশানুসারে রাজ্য প্রদান ও প্রতাপাদিত্যকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লী প্রেরণ

বলেন। পথি মধ্যে বঙ্গাধিপের মৃত্যু হইল। তিনি মহাকীর্ত্তি বিস্তার করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

প্রতাপাদিত্যের অপর পুত্রের নাম মুকুটমণি, মুকুটমণির পুত্র রামেশ্বর, তাহার পুত্র গৌরীচরণ। ইনি ভুলুয়ায় বাস করেন। রাজা বসন্তরায় দান ও গ্রহণের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। যেমন মহারুদ্রতেজ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশমান, সেইরূপ তাঁহার কুলও মহীতলে পরিব্যাপ্ত। তিনি নবগুণ-সম্পন্ন কুলীন, ও কুলীনের অধিপতি, তাঁহাব কুলমাহাত্ম্য বর্ণনা করি এরূপ সাধ্য নাই। মন্দাকিনীজলের ন্যায় তাঁহার কুল নির্ম্মল, তত্তুল্য কুলীন হয় নাই, হইবেও না। তাঁহাব সন্তান, সন্ততি যে যে স্থানে বাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহার গৌববই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বসন্তরায়ের কুলই শ্রেষ্ঠ ও তিনি গুহকুলের পদ্মস্বরূপ এবং পণ্ডিত। যে যে দ্বীপে ও পৃথিবীতে তাঁহার বংশধরগণ বসবাস কবিয়াছেন, সেই সেই দ্বীপ ও ধরণী ধন্যা।

গোবিন্দরায়, চন্দ্ররায় নারায়ণ, জগদানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, বমাকান্ত, মধুসূদন, মাণিক, রাঘব এই একাদশ জন রাজা বসন্তবায়ের পুত্র। তাহারা সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। তন্মধ্যে গোবিন্দ, রাঘব ও চন্দ্র এই তিনজনই মহামানী, বলসম্পন্ন ও কুলেশ্বর। গোবিন্দ ও চন্দ্র প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন। চন্দ্রের পুত্র রাজারাম। রাজা বসন্ত রায় সপুত্র নিহত হইবার সময়ে ইনি মাতুলালয়ে ছিলেন, এই নিমিত্ত প্রতাপাদিত্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দর। মুকুন্দদেব, নবনীত, ব্রজমোহন, ও ব্রজকিশোর নীলকণ্ঠের পুত্র, মুন্নগরবাসী ও রাজা।

শ্রীকৃষ্ণ, নন্দকিশোর ও কৃষ্ণকিঙ্কর শ্যামসুন্দরের পুত্র। তাঁহারা কুলীন, যেমন চন্দ্রের তেজ ব্রাহ্মাণ্ডমণ্ডলে প্রকাশমান্ তদ্রূপ তাঁহাদের কুলমাহাত্ম্যও মহীতলে পরিব্যাপ্ত।

গুণানন্দের পুত্র বাসুদেব। তাঁহার পুত্র কেশব ও মাধব। কেশবের পুত্র দেবকীনন্দন ও শিবরাম। শিবরামের পুত্র রামকৃষ্ণ, তাঁহারা সকলেই যশোহরের মধুদিয়ায় বসবাস করিয়াছেন।

শিবানন্দের তিন পুত্র গোপালদাস, হরিদাস ও বিষ্ণুদাস। তাঁহারা কুলীন। মহাদেব বিষ্ণুদাসের পুত্র, তাঁহার পুত্র রামভদ্র, ইনি কর্ণতুল্য দাতা। তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ, রামচন্দ্র ও অভিরাম। তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন কুলীন ও যশোহরবাসী। *

---

* শশিভূষণ নন্দী মহাশয়ের অনুবাদকে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রদত্ত হইল।

মন্তব্য।

ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। এই কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গুরুগম্ভীরস্বরে বলিয়া থাকেন, এবং আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে সেই মতের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভারতের প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, তাম্রফলক ও কাশ্মীর, রাজপুতনার লিখিত বিবরণে এখনও যথেষ্ট ইতিহাসের উপাদান নিহিত আছে। বাঙ্গলা দেশেও তাহাদের অত্যন্তাভাব নাই। বাঙ্গলা দেশেও এক্ষণে তাম্র শাসন ও প্রাচীন পুঁথি অনেক পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা ঘটকগণের লিখিত কুলগ্রন্থ হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইহা সাধারণতঃ সামাজিক ইতিহাস হইলেও রাষ্ট্রনীতির সহিত যে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই এমন নহে। উদাহরণস্বরূপ এই উল্লিখিত ঘটক-কারিকার আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে তাৎ-কালিক রাষ্ট্রনীতির বিশেষরূপই পরিচয় পাওয়া যায়। কুলাচার্য্যগণ জাহাঙ্গীর বাদসাহও জানিতেন, মানসিংহও জানিতেন, খাঞ্জমর্খাও জানিতেন। ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্য কিরূপ ভাবে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন, পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গীদিগের সাহায্যে তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যগণ কিরূপ ভাবে শিক্ষিত ও চালিত হইত, বাঙ্গালী রণক্ষেত্রে কিরূপ ভাবে মোগল, পাঠান ও রাজপুতের অসির সহিত আপনাদিগের অসিক্রীড়া করিয়াছিল, এই সমস্ত ইহাতে বিশদ ভাবে অঙ্কিত আছে। তবে ইহার মধ্যে অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। ইতিহাসের নিকষ পাষাণে ইহার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া আমাদিগকে

ইহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখা যুক্তিযুক্ত নহে। ভারত বা বাঙ্গলার কোন্ ইতিহাস প্রকৃত সত্যে পরিপূর্ণ তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। হিন্দুর কথা ছাড়িয়া দেও, মুসল্‌মান বা ইংরেজের লিখিত ইতিহাসে কি অতিরঞ্জনের তুলিকা ক্রীড়া করে নাই? যখন সেই সমস্ত ইতিহাসকে সত্যের নিকষ পাষাণে পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তখন যাহাতে কিছু বেশী মাত্রায় অতিরঞ্জনের অঙ্কন আছে, তাহাকে দূরে পরিহার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। রাজপুতানার চারণ কবিগণের লিখিত বিবরণ প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত বহুস্থানে অনৈক্য হইলেও যখন তাহা সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে ইতিহাস বলিয়া আদৃত হইতেছে, তখন বাঙ্গলার কুলাচার্য্যগণের কারিকাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? তাই বলিতেছি যে, সত্যের নিকষ পাষাণে পরীক্ষা করিয়া ইহা হইতে যে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাষিত হয় আমাদের তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই কারিকায় প্রতাপাদিত্যের অদ্ভুত পরাক্রম বা তাঁহার সৈন্যগণের অপূর্ব্ব শিক্ষা ও যুদ্ধকৌশল যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিক তথ্য। অনেক প্রমাণের দ্বারা তাহা সমর্থিত হয়। প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতায় যে তাঁহার পতন হয় তাহাও প্রমাণীকৃত হয়। মানসিংহের সহিত তাঁহার যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। তবে আজিমখাঁর মৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলি ভ্রমাত্মক বর্ণনা আছে। বাইশ আমীরের আগমন প্রকৃত। তাঁহাদের সকলের না হউক, অনেকের ধ্বংসের কথাও নানা প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। তবে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক মানসিংহের বারম্বার পরাজয়ের কথা সত্য কি না বলা যায় না। কিন্তু প্রতাপের সহিত মানসিংহের ঘোরতর যুদ্ধের কথা সত্য হইলে মানসিংহের সৈন্য যে কখনও কখনও পরাজিত হয় নাই, এরূপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে। ফলতঃ ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, ইহা হইতে অনেক

তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতাপাদিত্যের বিবরণ সম্বন্ধে ইহা যে অনেক পরিমাণে প্রমাণ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য ব্যতীত তৎকালে কুলাচার্য্যগণ আপনাদের গ্রন্থে অনেক দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় তত্ত্বের অবতারণা করিতেন, অনেক ধর্ম্ম-কথাও লিপিবদ্ধ করিতেন। তদ্দ্বারা সাধারণে অনেক ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিতে পারিত। কঠোর ইতিহাসই যে কেবল লোকশিক্ষার সহায় এরূপ মনে করা প্রকৃত নহে। এই কারিকায় বেদান্তসম্মত অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণের অসংখ্য দোষ বা ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি থাকিলেও তখনকার কুলাচার্য্যগণ যে শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব অবগত ছিলেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, এবং কুল-বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা সাধারণের মধ্যে এই সমস্ত তত্ত্ব প্রচারও করিতেন। সুতরাং এই কারিকার দ্বারা লোকের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ জ্ঞানের সঞ্চার হইত। এই জন্য এই সমস্ত গ্রন্থ যে কতদূর আদরের বস্তু তাহা সকলে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

কোন্ সময়ে এই কারিকা রচিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। কুলাচার্য্যগণ বংশপরম্পরাক্রমে কুলগ্রন্থ লিখিতেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের এই বিবরণ কোন্ সময়ে লিখিত হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সময়ে যে লিখিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কারি-কার মধ্যেই পাওয়া যায়। কারিকায় মানসিংহকে জয়পুরেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, মানসিংহের সময় যে জয়পুরের স্থাপনা হয় নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং জয়পুরস্থাপনের পর যে উহা লিখিত হয় তাহাই সহজে প্রতীত হইয়া থাকে। আবার এই গ্রন্থের সহিত অন্নদামঙ্গলের প্রতাপাদিত্য বিবরণের অনেক ঐক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্ খানি পূর্ব্বে ও কোন্ খানি পরে লিখিত হয় তাহা

নির্ণয় করা কঠিন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের সহিত ইহার কোন কোন স্থানের অনৈক্য আছে। অন্নদামঙ্গল ক্ষিতীশবংশাবলীর পর রচিত হয়, কিন্তু এই কারিকা ক্ষিতীশবংশাবলীর পূর্ব্বে কি পরে লিখিত হয় তাহা বুঝা যায় না। কারিকায় বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণাশুদ্ধি যথেষ্ট আছে। অধিকাংশ কুলগ্রন্থে এই সকল দোষ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও এক দিন এই সমস্ত কুলগ্রন্থ বাঙ্গালীজাতির প্রকৃত ইতিহাসরূপে গৃহে গৃহে বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে তাহারা বল্মীকস্তূপের গর্ভে নিহিত! কাজেই বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্য আমাদিগকে বিজাতীয় ও বিদেশীয়গণের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে।

উদ্ভট-কবিতা ।

উদ্ভট-কবিতা।

অবিলম্বসরস্বতী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত ছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। তিনি একজন পরম সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং সংস্কৃত কবিতা অতি দ্রুত লিখিতে পারিতেন বলিয়া "অবিলম্ব সরস্বতী" তাঁহার উপাধি ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম কি বলিতে পারা যায় না।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে ৩টী প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী "হাত চালায়" উঠিয়াছিল, অবশিষ্ট ২টী শ্লোক অবিলম্বসরস্বতীর রচিত।

কথিত আছে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোনও সময়ে ক্রোধভরে কোনও একটী স্ত্রীলোকের স্তন কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের অপমান করিলে ভগবতীরও অপমান করা হয়, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে। এজন্য ভগবতী যশোরেশ্বরী মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উপর বিষম কুপিত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। + ভগবতীর কোপে

• "উদ্ভট-সমুদ্র" ও "স্তব-সমুদ্র" লেখক মদীয় পরম সুহৃৎ কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ মহাশয় আমাকে এই ৩টী সংস্কৃত শ্লোক মুখবন্ধ ও বঙ্গ-পদ্যানুবাদ সহ প্রদান করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজ বাহাদুর স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই মহোদয়ের মুখে পূর্ণ বাবু প্রথম শ্লোকটীর সম্বন্ধে যেরূপ প্রস্তাব স্বয়ং শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি এই শ্লোকের শিরোভাগে লিখিয়া দিয়াছেন। অন্য দুইটী শ্লোক পূর্ণ বাবু একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছেন।

+ কোন রমণীর স্তনকর্ত্তনে দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্যকে পরিত্যাগ করার কথা (৯৭) (৯৮) টিপ্পনী ও ঘটক-কারিকা দেখ।

পড়িলে মানুষের নিস্তার নাই। যে দিন মহারাজ স্ত্রীলোকটীর স্তন কর্ত্তন করিয়া দেন, সেই দিন রাত্রিতেই তাঁহার পরমারাধ্যা দেবী ভগবতী যশোরেশ্বরী দক্ষিণ দিকে মুখ না রাখিয়া পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া অবস্থিত রহিলেন। তাঁহার আবাস-মন্দিরও দক্ষিণ মুখ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম মুখে অবস্থিত রহিল। মহারাজ প্রাতঃকালে উঠিয়া এই অদ্ভুত ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তাঁহার সাধককবি অবিলম্বসরস্বতীকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। সরস্বতী মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন, ভগবতী বিমুখ হইয়াছেন, সুতরাং মহারাজের আর নিষ্কৃতি নাই। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া মহারাজের আদেশক্রমে চণ্ডী পাঠ করিয়া যশোরেশ্বরীর প্রীতিসম্পাদনে কৃতসংকল্প হইলেন। চণ্ডী পাঠ আরম্ভ হইল। চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম শ্লোক হইতে তিনি ভক্তিভরে ও বিশুদ্ধভাবে পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে যখন তিনি এই শ্লোকে

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ॥

আসিয়া পড়িলেন, তখন তিনি "কৃতং সর্ব্বং" এই পাঠ না করিয়া ভ্রান্তিক্রমে "হৃতং সর্ব্বং" এইরূপ পাঠ করিয়াই ফেলিলেন। চণ্ডীপাঠে কোন স্থানে ছন্দোদোষ, শব্দদোষ বা কোনরূপ দোষ ঘটিলে পুনর্ব্বার প্রথম শ্লোক হইতেই পাঠ করিয়া দোষক্ষালন করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। অনন্যোপায় হইয়া অবিলম্বসরস্বতী চণ্ডীগ্রন্থের প্রথম হইতেই দ্বিতীয়বার পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে যখন তিনি উক্ত শ্লোকে আসিয়া পড়িলেন, তখনও তাঁহার মুখ হইতে "হৃতং সর্ব্বং" এই দুষ্ট পাঠ নির্গত হইল। এইরূপ দুষ্ট পাঠ করায় মনে মনে নিতান্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া তিনি তৃতীয় বার গ্রন্থের প্রথম শ্লোক হইতে পাঠ

আরম্ভ করিলেন। এবারেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। উক্ত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে "হৃতং সর্ব্বং" তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল। তিন বারেই উপর্য্যুপরি তাঁহার এরূপ ভ্রান্তি হওয়ায় তিনি বিষম প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি মনের দুঃখে পুঁথি গুটাইয়া মহারাজকে কহিলেন, "আর আমি চণ্ডী পাঠ করিব না। যশোরেশ্বরী আমাদের প্রতি বড়ই বিরূপ হইয়াছেন।"

চণ্ডী পাঠ করিয়া ভগবতীকে প্রসন্ন করা অসম্ভব হইল। মহারাজ বিষম বিপদে পড়িলেন। তিনি অবিলম্বসরস্বতী ও কয়েক জন পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া হাত-চালা দিবার কথা প্রস্তাব করিলেন। ভগবতী যশোরেশ্বরী বিমুখ হইয়াছেন কেন, তাহা জানিবার জন্যই হাত-চালা দিবার প্রস্তাব হইল। নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে শুভক্ষণে হাত-চালা আরম্ভ হইল। হাত-চালায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী উঠিয়া ছিল :—

(১)

শুম্ভস্ত্রিলোকবিজয়ী নিহতো নিশুম্ভঃ
সংগ্রামমূর্দ্ধনি ময়া মহিষাসুরোঽপি।
সাঽহং সুরাসুরনরার্চ্চিতপাদপদ্মা
কীটোপমেন মনুজেন কৃতাপমানা॥

যে শুম্ভ নিশুম্ভ জিনিয়াছে ত্রিসংসার,
তাহাদেরো করিয়াছি জীবন-সংহার।
যে দুষ্ট মহিষাসুর খ্যাত চরাচরে,
তাহারেও বধিয়াছি সম্মুখ-সমরে।
কিবা দেব দৈত্য, কিবা মানব সকল,
অবিরল পূজে মম চরণ-কমল।

কিন্তু হায় কীট-সম তুচ্ছ এক নর,
করিল আমার অপমান ঘোরতর!

শ্লোক পাঠ করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং অবিলম্বসরস্বতী ও অন্যান্য সভাপণ্ডিতগণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ স্ত্রীলোকের স্তন কর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাই আজ ভগবতী যশোরেশ্বরী তাঁহার প্রতি বিষম বিরূপ হইয়াছেন!

অবিলম্ব সরস্বতী-কৃত ২টী মাত্র সংস্কৃত কবিতা পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দান, যশঃ ও প্রতাপ বর্ণন লইয়াই এই দুইটী শ্লোক রচিত :—

(২)

দানাম্বুসেকশীতার্ত্তা যশোবসনবেষ্টিতা।
ত্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে॥

শুন হে প্রতাপাদিত্য রাজন্ প্রবল,
তব দান-জল-ধারা পরম শীতল।
যে কেহ তাহারে নিজ অঙ্গে পরশিল,
থর্ থর্ করি শীতে কাঁপিতে লাগিল।
তাই তব যশোবস্ত্র দেহে জড়াইয়া
এত শীত কিসে যাবে, দেখিল ভাবিয়া,—
দেখিল উপায় এক সবে অতঃপর,—
তোমার প্রতাপ-সূর্য্য মহা খরতর।
ত্রিলোকের লোক তাই শীত-নাশ তরে.
আশ্রয় ল'য়েছে তায় প্রফুল্ল অন্তরে!

(৩)

প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম নিভালয়।

স্বেদেন প্রোঞ্ছিতাঃ সন্তু বিধেদুর্লেখপঙ্‌ক্তয়ঃ॥

কি কব প্রতাপাদিত্য! প্রতাপ তোমার,
মোর কপালের দিকে চাহ একবার।
দর্‌দর্‌ করি ঘর্ম্ম-বিন্দু দিগ্‌ দেখা,
ঘুচে যাগ্‌ যত পোড়া বিধাতার লেখা।

REPORT

OF THE

24 Pergunnahs District.

Statistical & Geographical Report

OF THE

24 Pergunnahs District.

BY

(MAJOR RALPH SMYTH.)

1857.

PERGUNNAH NOKEEPOOR.

Pergunnah Nokeepoor is a small Pergunnah situated on the left bank of the Juboonah, bounded on the North by Pergunnah Dhooleapoor and on the South and East sides by the Soonderbunds.

Its principal village is "Issureepoor" commonly known as "Jessore". Syamnuggur is also a village of note. Issurepoor is situated about half a mile below the point where the Echamuttee River separates from the Juboonah River, and is there styled the Echamuttee or Kudumtallee River—it winds round four-fifths of the village of Issureepoor, and then finds its way into the Soonderbunds. Jessore is well known to all the boat-men visiting the Soonderbunds, and whence they obtain fresh water, there being several good fresh water tanks in the village.

Jessore and the Soonderbund country in its vicinity exhibit the remains of an old city or town, and the site

still goes by the name of Goomghur * The following legend is attached to Issurepoor and its vicinity. Goomghur was the seat of a very powerful Rajah by name Pertab Audit, who was looked on as the greatest sovereign that had ever reigned in Bengal. He adorned the seat of his Government with noble buildings, made rounds, built mosques, temples, dug tanks, wells, and in fact did every thing that a sovereign desiring the well being of his subjects could do. At Issureepoor he built a temple, dedicating it to the goddess "Kalee" and also a large fort, both of which are still in existence. He appointed the ancestors of the present proprietors, "Udhecaree Baboos," as priests to the temple. The goddess Kalee, pleased with the zealous devotions of the Rajah and his charity to all around, appeared to him, bestowing a blessing on him, and said, that "in consequence of his exalted piety, she would always aid him in every difficulty, and would never leave him until the Rajah himself drove her from his presence." On the strength of this he made war on all his neighbours, and through the goddess' protection came off victorious in every battle, and all around acknowledged his independence. After reigning many years in peace amongst his subjects, he took it into his head, that at his death the throne might be usurped by his uncle and family setting aside the rights of his own sons. To prevent such an occurrence, he had them all assassinated. The uncle's name was Bussunt Roy. An infant, the son

* ধূমঘাটের স্থলে গুমঘর লেখা হইয়াছে।

of Bussunt Roy was however saved from the general massacre, by his mother throwing him out of the window when he was picked up by the Ranee, who carried him to her own appartments, and there brought him up unknown to the Rajah, naming him Kochoo Roy. When this youth was grown up, some attendant in the palace divulged to him the secret of the massacre that had taken place in his infancy, on hearing of which he started off to Delhi, to inform the Emperor Jahangir of what had happened. The Emperor, indignant on hearing of the actions of Pertab Audit, ordered him to be brought to Delhi, deputing his General Maun Sing, with an army to lay siege to him in his palace, who, after many difficulties, which he had to surmount on his way, at length arrived in the vicinity of Issurepoor. The Raja Pertab Audit, in the meanwhile, had become very tyrannical towards his subjects, beheading them everywhere for the least offence. The goddess Kalee seeing all this was anxious to revoke her blessing, and to effect this, she one day assumed the resemblance and disguise of the Rajah's daughter, and appeared before him in Court, when he was dispensing his so-called justice, by ordering a sweeper-woman's head to be cut off, for sweeping the Court of the Palace in his presence. The ministers and courtiers were amazed to see the impropriety of her conduct, in appearing before them. The Rajah also seeing his daughter, (not entertaining an idea that it was the goddess in disguise) ordered her out of Court, and to leave

his palace for ever. The goddess then discovered herself, and reminded him of her former blessing and promised aid, until he drove her from his presence, and to prove to him that her words were true, and that she would no longer assist such a tyrannical monster, she caused the temple he had built towards the West to be changed from its original position on the South, and that he should henceforth be left to himself. It was after this occurrence that Maun Sing made his appearance at Issureepoor, and after a severe battle, in which many thousands on the both sides fell, Pertab Audit was taken prisoner and carried in an iron cage to Delhi. He took the precaution, when in the iron cage, to have a pair of very handsome pigeons in a cage with him, to endeavour therewith to purchase his release from the Emperor; but told his servants before his departure, that in the event of his being condemned to death all his family were to go out on the river in a boat, and there sink it, when all would be exterminated together. When the Rajah was brought before the Emperor at Delhi, prostrated himself before him and sought his mercy, on account of his previous good reign, before he was tempted by the goddess Kalee. The Emperor overlooked the Rajah's offences, set him at liberty, and restored him to his throne. Fortune, however, had turned against him; he had left his two pigeons in the cage with the door open, and whilst before the Emperor, the birds escaped and flew back to Issureepoor, which his family no sooner perceived, than they

went and drowned themselves according to his directions before he left. The Rajah immediately returned to the Emperor, and told him of his misfortune, on which the Emperor gave him a swift horse, that he might ride at once to Issureepoor and so prevent the total extermination of his family. He however arrived too late; all was over; his family were no more; when he shared their fate, and drowned himself also. Thus perished the Rajah, Pertab Audit. A pestilence shortly after broke out at Goomghur. Thousands perished in it; Goomghur became depopulated, and is now the abode of tigers and other wild animals.

A few of the edifices remain to this day, especially Tengah Musjid, 150 feet long, with five domes. The Fort and Black Hole, with some other brick buildings, and an old ruin of a gate leading into the temple facing the South, which is shown as the original entrance, previous to the goddess changing it to the West, which is its present entrance.

The Pergunnah is intersected with khals, and there is a passage for small boats from the Kudumtalle, about 1½ miles East of Jessore market, through Atteah and Noubookee khals communicating with the Culpatooah River to the Eastward. The produce of the Pergunnah is paddy. It contains 10 hulkas and 13 villages, comprising an area of 6.19 square miles, and a population of 122 to the square mile and 4.10 per house. It has two hulkas outlying in Pergunnah Noornuggur, and contains one hulka of Pergunnah Tallah.

অনুবাদ।

নকীপুর পরগণা।

নকীপুর একটি ক্ষুদ্র পরগণা। ইহা যমুনা নদীর বামতীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ধুলিয়াপুর পরগণা এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সুন্দরবন।

ইহার প্রধান গ্রামের নাম ঈশ্বরীপুর; ঈশ্বরীপুরকে সাধারণতঃ যশোর বলিয়া থাকে। শ্যামনগরও একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। যে স্থান হইতে যমুনা ও ইচ্ছামতীর বিচ্ছেদ হইয়াছে, এবং ইচ্ছামতী আপনার পূর্ব্ব নাম বা কদমতলী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে ঈশ্বরীপুর অবস্থিত। ইচ্ছামতী ঈশ্বরীপুরের চারিপঞ্চমাংশ বেষ্টন করিয়া সুন্দরবনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত নৌকাবাহী সুন্দরবনে গমন করে, যশোর তাহাদের নিকট বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। কারণ, তাহাতে অনেকগুলি পানীয় জলের পুষ্করিণী থাকায় তাহারা তথা হইতে পানার্থ জল লইয়া থাকে।

যশোর ও তাহার সমীপস্থ সুন্দরবনের নিকট একটি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সেই স্থান অদ্যাপি গুমঘর (ধূমঘাট) নামে অভিহিত হয়। ঈশ্বরীপুর ও তাহার নিকটে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত আছে। গুমঘর প্রতাপাদিত্য নামে একজন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল। বাঙ্গলার যাবতীয় রাজার মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রতাপাদিত্য বিশাল অট্টালিকা শ্রেণীর দ্বারা আপনার রাজধানীকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন প্রজাহিতৈষী রাজার ন্যায় তাহাতে ভ্রমণ-স্থান, ও মসজীদ, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী ও কূপখনন প্রভৃতিও করিয়াছিলেন। ঈশ্বরীপুরে তিনি কালিকাদেবীর এক মন্দির ও একটি

দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাহাদের অস্তিত্ব অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দেবীর বর্ত্তমান সেবায়েত অধিকারী বাবুদিগের পূর্ব্বপুরুষকে তিনি পূজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। * দেবী কালিকা রাজার প্রগাঢ় ভক্তি ও অপরিসীম বদান্যতায় প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন, ও রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য তিনি তাঁহাকে সমস্ত বিপদে রক্ষা করিবেন, এবং যত দিন রাজা নিজে তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে না বলেন, তত দিন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এই কারণে, প্রতাপাদিত্য তাঁহার প্রতিবাসিগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেবীর কৃপায় প্রত্যেক যুদ্ধে জয়লাভ ও চতুর্দ্দিকে স্বাধীনতা বিস্তার করেন। অনেক বৎসর শান্তভাবে রাজত্ব করিয়া তাঁহার মনে এইরূপ উদয় হইল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহার পিতৃব্য বা তদ্বংশীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতে পারে। এই ঘটনার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি পিতৃব্যকে সবংশে হত্যা করেন। তাঁহার পিতৃব্যের নাম বসন্তরায়। বসন্তরায়ের এক শিশুপুত্র মাতা কর্ত্তৃক গবাক্ষ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া রক্ষা পাইয়াছিল। রাণী তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া আপনার প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দেন, এবং তাহার কচুরায় নামকরণ করিয়া রাজার অজ্ঞাতে তাহাকে লালন পালন করেন। এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জনৈক রাজানুচর তাহার নিকট এই হত্যার রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়। উক্ত হত্যা ব্যাপার শুনিয়া কচুরায় দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে ও বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করে। বাদসাহ প্রতাপাদিত্যের এই সমস্ত কার্য্য শুনিয়া তাঁহার প্রাসাদ অবরোধ

* অধিকারী বাবুদিগের পূর্ব্বপুরুষ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন নাই। ইঁহারা প্রতাপাদিত্যের অনেক পরে প্রাচীন পূজকদিগের নিকট হইতে সেবার ভার গ্রহণ করেন।

করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য সেনাপতি মানসিংহকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে নানাপ্রকার কষ্ট ও বিপদ ভোগ করিয়া মানসিংহ অবশেষে ঈশ্বরীপুরের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সামান্য দোষের জন্য যথায় তথায় তাহাদিগের মস্তক-ছেদনের আদেশ প্রদান করেন। কালিকা দেবী এই সকল দেখিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রত্যাহারের জন্য উৎসুক হন। তজ্জন্য তিনি এক দিন ছদ্মবেশে রাজার কন্যার আকার ধারণ করিয়া দরবারে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন। সেই সময়ে রাজা একটি বিচারের ভাণে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে রাজদরবার-গৃহ পরিষ্কৃত করার অপরাধে তিনি এক চণ্ডালিনীর মস্তকছেদ-নের আদেশ দেন। রাজামাত্য ও সভাষদ্‌গণ রাজকন্যা বোধে তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিতি অত্যন্ত অসঙ্গত বিবেচনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠে। রাজাও তাঁহাকে ছদ্মবেশিনী দেবী জানিতে না পারিয়া নিজ কন্যাজ্ঞানে তাঁহাকে দরবার হইতে বাহির হইয়া ও একেবারে প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন। দেবী তৎপরে আত্ম প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত রাজা তাঁহাকে নিজে তাড়াইয়া না দিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও প্রতিশ্রুত সাহায্য বিদ্যমান থাকিবে। এক্ষণে তিনি তাঁহার সত্য পালন করিলেন, এবং আর তিনি এরূপ নৃশংস রাক্ষসকে কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। পরে তিনি মন্দিরকে দক্ষিণ দিক হইতে পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দিলেন, ও রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পরে মানসিংহ ঈশ্বরীপুরের নিকট উপস্থিত হন। ঘোরতর যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের বহু সহস্র সৈন্য নষ্ট হইলে প্রতাপাদিত্য বন্দী হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় দিল্লীতে নীত হন। তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া পিঞ্জরমধ্যে একটি ক্ষুদ্র

খাঁচায় একযোড়া সুন্দর পারাবত লইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা বাদসাহের নিকট হইতে অনুগ্রহলাভের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার অনুচরদিগকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে তাঁহার পরিবারগণ নৌকারোহণে নদীতে গমন করিয়া তাহার গর্ভে নিমজ্জিত হইবে। রাজা বাদসাহের নিকট আনীত হইলে, তিনি ভূতলে পতিত হইয়া বাদসাহের নিকট দয়া ভিক্ষা ও দেবী কর্ত্তৃক প্রলোভিত হওয়ায় পূর্ব্বে আপনার সুশাসনের কথা নিবেদন করেন। বাদসাহ রাজার দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান ও রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু ভাগ্য এ সময়ে তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছিল। তিনি বাদসাহ দরবারে যাইবার সময় পারাবতের খাঁচার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যান। পক্ষিদ্বয় তথা হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরীপুর উড়িয়া যায়। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র রাজার পরিবারবর্গ তাঁহার উপদেশানুসারে নদীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন দেয়। রাজা বাদসাহের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা জ্ঞাপন করিলে বাদসাহ তাঁহাকে এমন একটি দ্রুতগামী অশ্ব প্রদান করেন, যাহাতে আরোহণ করিয়া তিনি ঈশ্বরীপুর উপস্থিত হইয়া আপন পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রতাপাদিত্য ঈশ্বরীপুর উপস্থিত হন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার পরিবারবর্গ নিমজ্জিত হইয়াছিল। তিনিও তাহাদের পথানুসরণ করিয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। এইরূপে প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস সাধিত হয়। * ইহার অব্যবহিত পরে গুমঘরে এক মহামারী উপস্থিত হয়; সহস্র সহস্র লোক তাহাতে ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছিল। গুমঘর জনশূন্য হইয়া উঠে, এক্ষণে ইহা ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বন্য জন্তুর আবাস ভূমি।

* রাজা চন্দ্রকেতু সম্বন্ধেই এইরূপ প্রবাদ আছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ সচরাচর শুনা যায় না, এবং তাহার কোন মূলই নাই।

বর্ত্তমান সময়ে অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে দুই একটির চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে টেঙ্গা মস্‌জীদ প্রধান, ইহা ১৫০ ফুট দীর্ঘ ও পঞ্চ গম্বুজযুক্ত। তদ্ভিন্ন দুর্গ, অন্ধকূপ ও দুই একটি ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকাও আছে, এবং মন্দিরে যাই-বার একটি তোরণের চিহ্ন আছে। ইহাই দেবী কর্ত্তৃক মন্দির পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল।

নকীপুর পরগণায় অনেকগুলি খাল আছে। যশোর বাজারের সার্দ্ধমাইল পূর্ব্বে কদমতলী হইতে আটিয়া ও নবুকী (নববক্রী) খাল দিয়া পূর্ব্বদিকে খোলপেটুয়া নদী পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াতের একটি পথ আছে। এই পরগণায় ১০টি হলকা ও ১৩টি গ্রাম আছে। ৬·১৯ বর্গ মাইল ইহার পরিমাণ, এবং প্রতি বর্গ মাইলে ১২২ জন ও প্রতি বাটিতে ৪·১০ জন লোক বাস করে। নূরনগর পরগণায় ইহার দুইটী হলকা আছে, এবং ইহাতে ধুলিয়াপুর ও টালা পরগণায় এক একটি হলকা আছে।

PROCEEDINGS

OF THE

Asiatic Society.

Proceedings

OF THE

Asiatic Society

FOR

December 1868.

H. J. RAINEY ON SUNDERBAN.

* * * * * *

In the reign of Akbar, (16th Century) Maharajah Pratapaditya established a magnificent city (founded by his father and uncle, Maharajah Bikramaditya and Rajah Bosontori respectively) in the grant of one Chandkhan, (who dying without heirs, his property was escheated by the paramount power, Nawab Daud, and transferred to the said Maharajah and Rajah,) in what may now be considered the 24 Pergannah portion of the Sundarban, then appertaining to Jessore. This Maharajah Pratapaditya became so powerful as to exercise sway over all the Rajahs of Bengal, Behar and Orissa, including even Assam. His great successes induced him to refuse to pay his tribute, and to throw off his allegiance to the Great Mogul. For many years, he succeeded in defeating the armies sent against him. The first general sent was Abram Khan, whose army was nearly annihilated near the fort of Mutlar (Mutlah, now Port Canning). *

* "The high embankment, or rather the remnant of it left, not far from Canning, is very likely remnant of the road which

Twenty five other generals are stated to have been defeated in succession. Finally the Maharajah Pratapaditya surrendered himself a prisoner, and was sent to Delhi in an iron cage. He died at Benares on the way.*

The author shews that at the time of Pratapaditya though parts of the Sunderban were populated, a great portion was still wild and uncultivated, and thinks, the vast progress in improvement was owing to the great exertions of these princes; and that the impetus given by them, gave way with the imprisonment and death of the Maharajah. Subsequently only the very best and most favourably placed portions of the district were cultivated. In addition, the place was exposed predatory incursions of piratical mugs, and even of Portuguese buccaneers,—quite sufficient to scare away a timid and probably disunited population. †

* * * * *

led to this fortress ; or probably debris of the fortification (or *garh* as termed by the natives), for such appear in Lower Bengal to have been built simply of mud."—The Author.

The general Abram (?) Khan is not mentioned in the histories of **Akbar's** reign. For the facts mentioned in the following sentence the author should have specified his sources:—The General Secretary.

* আবরাম খাঁ সম্বন্ধে (৮৫) টিপ্পনীতে আলোচনা করা হইয়াছে।

রেণী সাহেবের এই বিবরণ রামরাম বসু বা হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের গ্রন্থের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিমাত্র।

† লেখক ইহার পর জলপ্লাবনে সুন্দরবন ধ্বংসের ও তাহার নামোৎপত্তির বিষয় আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ আরম্ভ হইলে রেভারেণ্ড লং সাহেব সুন্দরবন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উত্তর পশ্চিমের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে প্রতাপা-

অনুবাদ।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মহারাজ প্রতাপাদিত্য একটি বিশাল নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগর তাঁহার পিতা মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। চাঁদ খাঁ নামে এক ব্যক্তি নিঃসন্তান পরলোকগত হওয়ায় তাঁহার জায়গীর নবাব দায়ুদ কর্ত্তৃক সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ায়, তাহা পুনর্ব্বার বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়কে প্রদান করা হয়। এই নগর সেই জায়গীর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত জায়গীর তৎকালে যশোরের মধ্যে ছিল, এক্ষণে ২৪ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসামের রাজগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উত্তরোত্তর এইরূপ জয়লাভে তিনি বাদসাহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া করপ্রদানে নিরস্ত হন। বাদসাহ তাঁহার দমনের জন্য যে সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করিতেন তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বাদসাহের প্রেরিত প্রথম সেনানীর নাম আবরাম খাঁ।* তাঁহার সৈন্য মুতলার দুর্গের নিকট (মাতলা, এক্ষণে ক্যানিং টাউন) † বিনষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে পঞ্চ-

দিত্য চরিত্র প্রকাশের কথা বলেন। ব্লকম্যান সাহেব ১০৮৫ পৃঃ অব্দ প্রভৃতির জলপ্লাবন উল্লেখ করিয়া সুন্দরবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সুন্দরবন সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও অন্নদামঙ্গল হইতে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, সায়র মুতাক্ষরীণে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে, এবং রেণীর বিবরণ হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ হইতে গৃহীত বলিয়া প্রকাশ করেন। এই সময়ে বঙ্গাধিপপরাজয় লিখিত হইতেছিল।

* আবরাম খাঁ সম্বন্ধে (৮৫) 'টিপ্পনী ও উপক্রমণিকা' দেখ।

† রেণী সাহেব মৌতলার গড়কে মুতলার গড় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্থানটীর নাম মৌতলা, 'র' ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন। বাঙ্গলা গ্রন্থে মৌতলার এই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দ দেখিয়া তিনি স্থানটীকে 'মুতলার' লিখিয়াছেন। মৌতলা ক্যানিংটাউন বা মাতলা নহে। (৮৭) টিপ্পনী দেখ।

বিংশ জন সেনাপতি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন। * অবশেষে রাজা প্রতাপাদিত্য বন্দী হইতে স্বীকৃত ও পরিশেষে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। পথিমধ্যে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় সুন্দরবনের কতক অংশে লোকজনের বাসস্থান থাকিলেও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলময় ও অনাবাদি। প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির বিশেষ চেষ্টায় ইহার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বন্দী হওয়ার ও মৃত্যুর পর হইতে ইহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে এই প্রদেশের উত্তম স্থান গুলিরই আবাদ হইয়াছে। এই স্থান মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ায় ইহার অধিবাসিগণ ভীত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে।

---

* রামরাম বসু ও তর্কালঙ্কারের গ্রন্থানুযায়ী আবরাম খাঁ ও বাইশ আমীর প্রভৃতি সকলে পঞ্চবিংশ জন হন।

REPORT

OF THE

District of Jessore.

Report

OF THE

District of Jessore.

BY J. WESTLAND ESQ. C. S.

1874.

History of Raja Pratapaditya—

Origin of the name Jessore.—A. D. 1580.

An account of Jessore would not be complete without reference to king Pratapaditya, though as the ruins of his buildings are now within the 24 pergunnahs. * I have not been able to visit them or to collect the traditions which hang about them, I note therefore only that which seems to be historical about Pratapaditya, and my information has been obtained in part by the aid of Babu Pratapchundra Ghosh, who wrote a paper about this raja in the Asiatic Society's Proceedings of December 1868.

2. Rajah Vikramaditya was one of the chief minister of the court of Gaur during the time of King Daud, the last sovereign of Bengal, and also during one or two of the previous reigns. When Daud made rebellion against the emperor of Delhi, about 1573-74, Raja Vikramaditya, a prudent counsellor was utterly opposed to the step, and knowing that ruin would shortly follow,

* এক্ষণে তাহা খুলনা জেলার অন্তর্গত।

determined to provide himself a city to which he might retire. He therefore obtained a raj in the Sunderbans, a place sufficiently remote and difficult of access, and he there established a city, to which he subsequently retired with his family and his dependants. He had probably a very large following, for shortly after we find his family the masters of a large tract of country, and holding it by considerable military force.

3. To this new city Vikramaditya gave the name of "Jasohara," which, *y* being pronounced like *j*, is the vernacular spelling of Jessore. The name means "glory-depriving" and I find it accounted for in the following way in a small book, a popular history of Pratapaditya,* which however is not, in its details at least, of any authority. When things were going against king Daud, and Vikramaditya was just about to proceed to the city which he had prepared for his retirement, Daud thought it well to remove to a place of safety his wealth and his jewels, and asked Vikramaditya to take them with him to the new city. Vikram took with him so much of the wealth and adornments of Gaur that the splendour of the royal city was transferred to Jessore whose name accordingly was called "the depriver of glory." To me this derivation seems somewhat strained, especially as the city must have had some name before it was finished; and I am inclined to suggest another derivation, which, however, I have nowhere seen ascribed to the name. In the only ancient Hindu inscription which, so far as I

* হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের প্রতাপাদিত্যচরিত্র।

know, now exists in the district (that on the temples at Kanhaynagar which will be described in the next chapter) Raja, Sitaram Ray, applies to his city the epithet *ruchira, ruchi, hara,* "depriving of beauty" that which is beautiful, meaning simply that beautiful things compared with it no longer had any beauty. I think it is possible if not likely, that Jasohara has a similar meaning and application, and is intended merely to express the idea "supremely glorious."

4. The city thus founded is not the Jessore of the present day, but will be found on the map not far from Kaligunj police station in the 24-Pergunnahs district.

5. Vikramaditya had a son whose name was Pratapaditya and who was endowed with all the virtues under the sun; and this Pratapditya succeeded him in the possession of the principality of Jessore. It is doubtful if Pratapaditya waited for his father's death, for he appears to have set up a rival city at Dhumghat, close to the old Jessore, and to have taken possession a little time before his father's death. His dominions, either those which he acquired by inheritance, or those which he obtained by enlarging what he inherited, extended over all the deltaic land bordering on the Sundarbans, embracing that part of the 24-Pergunnahs district which lies east of the Ichamati River, and all but northern and north-eastern part of the Jessore district. The Raja of Krishnanagar (Nuddeah) was apparently the owner of the lands which lay on the north-west of Pratapaditya's.

6. It is stated that at that time Bengal, or more likely only the lower part of it, was distributed among twelve

such lords of principalities, who of course all paid rent and owed allegiance to the emperor of Delhi and the governor under him of Bengal. Among these twelve lords Pratapaditya apparently gained the pre-eminence, and in time considered himself strong enough to disclaim allegiance and refuse to pay his revenues to the court of Delhi. During the whole of that time Bengal was in a very disturbed state, full of quarrelling and of rebellion, so that the opportunity afforded to Pratapaditya was no doubt a good one.

7. The emperor several times sent armies to subdue this refractory vassal, but the Sundarbans gave Pratapaditya a strong position. and for a long time he bade defiance to the emperor. The little history referred to above makes him carry war into the open country, and fight to armies of Delhi in a place distant far from his own fortress. But this is not at all likely; the war waged against him had nothing of the character of a general warfare, and the silence of the Mahammadan historians regarding it makes it likely that efforts made to capture Pratapaditya were little more than small expeditions sent to crush a local rebellion.*

* আমরা এ বিষয়ে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের সহিত এক মত নহি। কোন মুসল্‌মান ঐতিহাসিক যে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ লিখেন নাই, একথা প্রকৃত নহে। রামরাম বসুর গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কোন কোন পারস্য গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ আছে। রামগোপাল রায় মহাশয়ও রাজনামার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টতঃ প্রতাপাদিত্যের নাম না করিলেও বাঙ্গলার বিদ্রোহ বা পাঠান বিদ্রোহের কথা লিখিয়াছেন। ভুঁইয়াগণের বিদ্রোহ যে পাঠান বিদ্রোহের অন্তর্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ডুজারিক প্রভৃতির গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের পরাক্রমের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, এবং এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার যুদ্ধসজ্জার যে সমস্ত নিদর্শন

8. From the family records of the rajas of Chanchra, it appears that Azim Khan, who was one of Akbar's great generals, deprived Pratapaditya of some of his pergunnahs, for four of them were bestowed upon the rajas' ancestor. It is possible, therefore, that Pratapaditya though he was victorious over the imperial armies, and though they failed to fulfil their duty of capturing him, lost in the struggles part of his power and substance some time before he was finally reduced.

9. Unsuccessful as yet, the emperor now sent Raja Man Singh, his great general, with a large force, to capture the rebellious Pratapaditya. With great difficulty he succeeded in storming his fortress and taking him prisoner, and he conveyed him in an iron cage towards Delhi. The prisoner, however, died on the way, at Benares.

10. The date of all these events may be gathered from the fact that Azim Khan was in power in 1582-84, and Man Singh was leader of the Delhi armies in Bengal from 1589 till 1606.

11. The name Jessore continued to attach itself to the estates which Pratapaditya had possessed. The faujdar, or military governor, who had charge of them, and who, as we shall see, was located at Mirzanagar, on the Kobadak, was called the faujdar of Jessore; and when the head-quarters of the district, which still differed not

আছে, তদ্ভিন্ন ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, ঘটক-কারিকা, জয়পুরের বংশাবলী প্রভৃতিতে: যেরূপ ভাবে তাঁহার সহিত মানসিংহের যুদ্ধের কথা লিখিত আছে, তাহাতে প্রতাপের. সহিত যুদ্ধকে কেবল স্থানীয় বিদ্রোহ দমন বলা যায় না।

much in its boundaries from what it had been in Pratapaditya's time, were brought to Murali and thence to Kasba (where they now are) the name Jessore was applied to the town where the courts and cutcherries thus were located. The district is now, of course, far from counterminious with Raja Pratapaditya's territories, but that is only because since 1786, the date of its establishment, it has been made to suffer changes of boundary so violent, that only half of what then was Jessore is within the limits of the district as it now stands.

অনুবাদ।

রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবরণ—যশোর নামের উৎপত্তি।

১৫৮০।

রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবরণ উল্লেখ না করিলে যশোরের বিবরণ সম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এক্ষণে তাঁহার প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হইয়াছে। আমি সেই সকল স্থান দেখিতে বা তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ প্রবাদমালাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেই জন্য আমি প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করিতেছি। ইহার কোন কোন অংশের জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ঘোষ মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটি বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন।

২। গৌড়ের রাজা দাউদের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই এক রাজার রাজত্বকালে রাজা বিক্রমাদিত্য তথাকার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৫৭৩-৭৪ খৃঃ অব্দে দাউদ দিল্লীর বাদসাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অবতারণা করিলে তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য তাঁহার পতন অনিবার্য্য জানিয়া একটি নগরস্থাপনে প্রয়াসী হন এবং গৌড় হইতে তথায় পলায়ন করিবার ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য তিনি সুদূর ও দুর্গম সুন্দরবনের মধ্যে একটি জায়গীর গ্রহণ করেন, এবং তথায় একটি নগর স্থাপন করিয়া সপরিবারে ও লোকজন সহ তথায় গমন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লোকজনের সংখ্যা প্রচুর ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইহার অব্যবহিত পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, তদ্বংশীয়গণ এক বিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর হইয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৩। বিক্রমাদিত্য এই নূতন নগরের নাম 'যশোহর' প্রদান করিয়াছিলেন। * বাঙ্গলা ভাষায় 'য' ও 'জ' এর একরূপ উচ্চারণ হওয়ায় দেশীয় ভাষায় জসরের ঐরূপ বর্ণবিন্যাস হইয়া থাকে। ইহার অর্থ 'যশহরণকারী'। আমি সাধারণ পাঠ্য রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহার এইরূপ অর্থই দেখিয়াছি। এই পুস্তকের সমস্ত বিবরণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে সময়ে দাউদের প্রতি ভাগ্য অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন, এবং বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে তাঁহার নূতন নগরে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দাউদ্ সেই স্থানকে নিরাপদ মনে করিয়া আপনার সমস্ত ধনরত্নাদি তথায় পাঠাইয়া দেন। বিক্রমাদিত্য গৌড়ের সমস্ত ধন রত্ন লইয়া স্বীয় নগরে উপস্থিত হওয়ায় তাহার দ্বারা রাজধানীর যশ হৃত হওয়ায় উহার নাম যশোহর হয়। আমার নিকট ইহার এরূপ অর্থ কিছু কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বে এই নগরের অবশ্য কোন নাম ছিল। আমি ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি নূতন অর্থ করিতে ইচ্ছা করি, আমি কোন স্থলে এরূপ অর্থ দেখি নাই। যশোর জেলার কানাইনগর নামক স্থানে রাজা সীতারাম রায়ের নির্ম্মিত মন্দিরের প্রাচীন খোদিত লিপিতে তাঁহার স্থাপিত নগরের 'রুচির, রুচিহর' এই বিশেষণ আছে। ইহার অর্থ সৌন্দর্য্যহরণকারী অর্থাৎ ইহার সহিত সুন্দর বস্তু সকলের তুলনা করিলে ইহার নিকট তাহাদের কোনই সৌন্দর্য্য থাকে না। আমি 'যশোহরের' অর্থ সম্বন্ধে ঐরূপ কিছু মনে করিয়া থাকি, আমার বিবেচনায় ইহার অর্থ 'সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী'।

৪। বিক্রমাদিত্য যে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান

* যশোরের পূর্ব্ব অস্তিত্ব ও বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক তাহার স্থাপনের বিবরণ (১৩) টিপ্পনী দেখ।

\+ ইহার পূর্ব্ব নাম যশোর ছিল (১৩) টিপ্পনী দেখ।

যশোর নহে। উহা ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার নিকট অবস্থিত।

৫। বিক্রমাদিত্যের প্রতাপাদিত্য নামে এক পুত্র ছিল। প্রতাপাদিত্য যাবতীয় পার্থিব সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। প্রতাপ উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সমস্ত যশোররাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কারণ, তাঁহার পিতার জীবিতকালে তিনি যশোরের নিকট একটি নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপাদিত্য উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ও সোপার্জ্জিতরূপে যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন তাহা 'ব' দ্বীপের অন্তর্গত ও সুন্দরবনের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজ্য ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্বভাগস্থ সমস্ত ২৪ পরগণা জেলায় ও উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব অংশ ব্যতীত সমগ্র যশোর জেলায় বিস্তৃত ছিল। প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের উত্তর কৃষ্ণনগর বা নদীয়া রাজার রাজ্য অবস্থিত ছিল। *

৬। কথিত আছে যে, সেই সময়ে বাঙ্গলা বা সম্ভবতঃ নিম্ন বঙ্গই বারজন ভুঁইয়ার অধিকারে ছিল, তাঁহারা বাদসাহকে করপ্রদান ও তাঁহার অধীনস্থ বাঙ্গলার সুবেদারের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। এই কয়জনের মধ্যে প্রতাপাদিত্যই সকলের অপেক্ষা ক্ষমতায় প্রধান হইয়া উঠেন, এবং ক্রমে দিল্লীশ্বরের অধীনতা ছেদন করিয়া দিল্লীতে করপ্রদানে অস্বীকৃত হন। এই সময়ে বাঙ্গলায় অত্যন্ত অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, বিবাদ ও বিদ্রোহে সমস্ত বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের পক্ষে অত্যন্ত সুযোগ ঘটিয়াছিল।

* সে সময়ে নদীয়ার বা কৃষ্ণনগরের রাজার রাজ্য ছিল না। তাঁহারা কয়েকখানি গ্রামের অধিপতি মাত্র ছিলেন।

৭। বাদসাহ এই বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করিবার জন্য অনেকবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুন্দরবনের অবস্থানের জন্য প্রতাপাদিত্য তাহাদের আক্রমণ গ্রাহ্য করেন নাই। আমরা যে ক্ষুদ্র পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজধানী হইতে অনেকদূরে উন্মুক্ত স্থলে বাদসাহের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করা সাধারণ যুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। বিশেষতঃ এই বিষয়ে মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের নীরবতা দেখিয়া বোধ হয় যে, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিতে চেষ্টা করা স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করা ব্যতীত গুরুতর ঘটনা নহে।

৮। চাঁচড়া রাজাদিগের বংশবিবরণে দৃষ্ট হয় যে, আকবর বাদসাহের অন্যতম প্রধান সেনাপতি আজিম খাঁ প্রতাপাদিত্যের হস্ত হইতে কতকগুলি পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তন্মধ্যে চারিটি পরগণা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে প্রদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় যে, যদিও প্রতাপাদিত্য বাদসাহপ্রেরিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিতে পারে নাই, তথাপি তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবার পুর্ব্বে এই সকল যুদ্ধে তাঁহার ক্ষমতার ও সম্পত্তির কিয়ৎ পরিমাণ হ্রাস হইয়াছিল।

৯। প্রতাপকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে না পারায় বাদসাহ বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিবার জন্য তাঁহার প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে অনেক সেনা সহ প্রেরণ করেন। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের দুর্গ অবরোধ করিয়া ও প্রতাপাদিত্যকে বন্দী ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতাপাদিত্য পথিমধ্যে বারাণসীধামে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১০। এই সমস্ত ঘটনার সময় এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, আজিম খাঁ ১৫৮২-৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং মানসিংহ ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বাদসাহী সেনার নেতাস্বরূপ অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

১১। প্রতাপাদিত্যের অধিকারে যে রাজ্য ছিল, পরবর্ত্তীকালে তাহা যশোর নামে অভিহিত হয়। এই সমস্ত প্রদেশ যে ফৌজদারের অধীন ছিল, তিনি কপোতাক্ষনদীতীরে মির্জানগরে অবস্থিতি করিতেন ও যশোরের ফৌজদার নামেই অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমান যশোর জেলার সীমা প্রতাপাদিত্যের সময়ের সীমা অপেক্ষা পরিবর্ত্তিত না হইলেও, ইহার সদর ষ্টেশন মুরলীতে স্থানান্তরিত হয়, পরে সেথা হইতে কশবা বা বর্ত্তমান যশোরে স্থাপিত হইয়াছে। যেখানে আদালত ও কাছারী অবস্থিতি করিত, তাহাকেই যশোর বলিত। বর্ত্তমান যশোর জেলা প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অপেক্ষা দূরে অবস্থিত। ১৭৮৬ খৃঃ হইতে অব্দ অর্থাৎ ইহার স্থাপনাবধি ইহার সীমার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে প্রাচীন যশোর রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল, এক্ষণে তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত।

HISTOIRE

DES

Indes Orientales.

Histoire

DES

Indes Orientales.

(LE P. PEIRRE DU JARRIC)

IV. Partie.

1610.

Les choses de la foy ont des heureux-commence mens en Bengala.

Chapitre XXIX.

Au second liure de ceste histoire, il a esté dit, que ce pais de Bengala, qui comprehend prez de deux cens lieues de la coste de la mer, estoit habité partie de naturels *Bengalois*, qui sont d' ordinaire Payens, partie de Sarrasins, qui sont pour la pluspart Patanes ou Parthes, lesquels estans chaffez du Rauyaume de Mogor, du quel ils s'estoient emparez, se retirerent en ce pais, & s'y establirent soules le gouuernement d'un Roy des leurs, qui en debouta les naturels Bengalois: Combiens que les Mogores vindret tost apres leur donner dessus, & ayant tué leur Roy avec les principaux Seigneurs d' iecux, se saisirent eux mesmes de cet estat: du quel neat moins ils ne jouyrent pas long

temps: parce que les douze seigneurs, qui estoient Gouuerneurs des douze ensemble & ayans depossedé les Mogores s'usurperet chacun d'eux les estats qu'ils gouuernoient: tellement qu'ils sont maintenant Souverains & ne recognoissent aucun superieur. Toutesfois ils ne se nomment pas Roys, ores qu'ils se traietent comme tels, mais Boyons, qui veut, peut estre dire, autant que Princes. A ces Boyons obeissent tous les Patanes & natureles Bengalois, qui sont en ce pais; trois desquels sont Gentils; á scanoir ceux de Chandecan, de Siripur, et de Bacala, Les autres gouuernires sont Sarrasins; combiens que le Roy de Aracan, qu'on appelle Roy des Mogos, en tiet aussi vne partie. Les Portugais avoient encore icy quelques lieux, qu'ils appelloient Bandels, oú plusieurs d'iceux demeuroient avec leurs familles, et d'autres y venoient trafiquer. Quelques vns d'ieux estoient fort riches en biens et possessions, ou en rentes, que les Roys ou Princes de ce pais, qui les tenoient a leur soulte, leur anoient donné, pour les services qu'ils leur anoient fait en guerre: d'autres aussi s'estoient en richis par le trafic et commerce: mais ils estoiet fort pauvres et destituez de biens spirituels, principalement auat la venue de Peresde la compagnie. Car ils n'avoient aucun Prestre, qui leur dit la Messe, on leur administrast la parole de Dieu, ny les Sacremés; horsmis quelquefois qu' il leur en arrivoit quelqu'un passant par lá. Mais comme il dependoit totalement d'eux, il ne faisoit, sinon ce qu'ils vouloiet. Et c'est aussi pour quoy il n'y

a pas en guerre d'infidelles convertis á la foy Chresti-
enne. Il est bien vray qu'on trouue en ces Bandels, oú
demeurent les Portugais, quelques Indiens, qui font
profession du Christianisme; mais ou ils ont esté menez
lá d'ailleurs par les Portugais, on bien estan serviteurs
ou esclaves d'iceux, ou leur a persuadé de recevoir le
baptesme. Mais ils n'avoient guerre autre chose de
chrestien, que cela: et les Portugais mesmes avoient
grand besoing de quelqu'un qui leur donnat la pasture
spirituelle de leurs ames.

A ces fins le P. Nicolas Pimenta Visiteur de la
Compagnie de Iesus en l'Inde l'an 1598. Y enuoya
deux Peres d'icelle àscauvoir le P. Francois Fernan-
dez, & le P. Dominique Sosa, & l'annèe suyuante
autres deux, qui furent le P. Melchior de Fonseca, &
le P. Iean Andrè Boues; aus quels il ordonna qu'ils
taschassent de s'establir premierement en quelque
lieu asseuré, tel qu'ils jugeroient estre le plus demeu-
re, tandis que les autres iroient cá & là semer la
parolle de Dieu or ils trouuerét vne tresbóne disposi-
tion, non seulement és Portugais, qui furent extreme-
ment aises d'entendre leur desseing de s'arrester auec
eux, & leur promirent toute assistance de leur costé;
mais encorez Princes Gentils, lesquels leur offrirent tont
ce qu'il faudroit, à bastir des Eglises & maisons, pour
leur residence; outre ce ils donnerent permission à tous
leurs subjects de receuoir le Christianisme, de facon que
l'année susdicte il y auoit moyen de bastir des Eglises
en diuers lieux, si on eut en des gens, pour y laisser,

ainsi qu'a esté di au. 2. liure là oú a esté raconte ce que les deux premiers Peres y firent au commencement. Il faut donc à cest' heure voir le surplus. Ce qui ne peut estre mieux scen que par deux lettres, qu'en escriuirent les mesmes Peres: lesquelles il sera bon à ceste cause d' inserer en ce lieu. La premiere donc est du P. Francois Fernandez, escrite pe Dianga audit Pere Visiteur du 22 Decembre 1599, en ces termes.

L'an passè au depart des nauires, nous demeurasmes à Dianga, qui est vne ville sise en ce port de Chatigan, on les nefs, qui viennent de l'Inde, nouillent l'anchre: & nous nous y arrestasmes plus long temps pour ouyr les confessions tant de ceux du pais, que des Portugais, qui estoient en grand nombre: & en y auoit qui estoient restez à se confesser dez l'an passé Plusieurs restitutions furent faictes, beaucoup de personnes osterit de leurs maisons les occasios d'offencer Dieu q'uils y tenoiet auec vn grad scandale. D'autres se marierent, qui viuoient en mauuais estat depuis long temps. Et parce que j'auois promis aux habitans de Siripur d'aller la' prescher le caresme, il fallut laisser icy le P. Dominique de Sosa, pour acheuer d'entendre les confessions de beaucoup de gens, qui estoiet sur le point de partir vers le Pegu. Ie preschois à Siripur les Dimanches & Vendredis : ou Faisoit des processions de penitens, qui se disciplinoient : deuat lesqeels marchoient les petits enfans avec des robbes blanches. Ce qui causa beaucoup d'admiration & devotion à plusieurs, pour estre chose nouuelle. I'entendis la con-

fession des principaux de Bandel, & de plusieurs autres, non sans vn grand profit, dont à Dieu soit la louange. Ie baptisay vn petit enfant d' honneste maison, & de grande expectation, l'ayant osté des mains d'vne personne, qui le vouloit esclaver injustement, pour quelques debetes de son pere.

Il apprint si tost la doctrine Chrestienne, qu'ayant commencé sur la my. Caresme, quand se vint a Pasques, desia il l'enseignoit à la maison aux autres garcons, & nous seruoit à la Messe. Vn jour on me vint dire, qu'vn petit enfát estoit à la rue, qui se'n alloit mourir, ie l' enuoyay querir à grand' haste ; and apres l'auoir baptisé, il s'en alla au ciel jourir de son Createur. Au mois de may le P. Dominique de Sosa partit, pour aller a Golin ; il Demeura log lemps par les Chemins, à cause des Pyrates, lesquels courans vn jour apres son batteau, luy tirerent force harquebuzades & coups de fleche : mais nostre Seigneur le garantit de tous. Ic nien allay aussi faire vn tour vers Catabro, qui est és terres de Monsandolin, pour voir s'il y auroit moyen d'y conuertir quelques vns : mais ie trouuay que presque tous estoient Mahometains. Il y a aussı pluseurs marchads estrangers, qui y vot & Viennent d' Agra, de Lahor & autres citez du grand Mogor. Ie traictay avec ceux-cy en vne grande assemblee, sur quelques poincts de leur loy ; car ils y son bien entendus, & se prisent fort de cela. Le principal d'iceux me pensant tenir bien serré & luy mesme se trouuant pris avec ma responce, ils furent tovs si eston-

nes, qu'ils dirent ne pouvoir lus traicter auec moy. Les gens de ce pais sont si hebetez, que quoy qu'ils se voyoient conuaincus, & aduouent que nostre loy est vraye & bonne, si est-ce qu'ils ne veulit point quitter la leur. Au mois d' Octobre le P. Dominique Sosa m'escriuit qu'il estoit necessaire, que j'allasse à Chandecan, pour boncler du tout nos affaires auec le Raju : d'autant qu'il y auoit quelque danger de Changement. Ce que ie fis, & comme le Raja scent, que i'estois arriuè, il m'enuoya bien-veigner par vn Brachmane des Principaux quil eut, me faisant dire, qu'il estoit fort joyeux de ce que j'estois arriuè, & desiroit extremement me voir Le lendemain ie le fus visiter avec le pere, & il me fit beaucoup de caresses, parlat auec nous, mesmes des chosesqui concernoient son salut. Au retur de Chandecan nous endurasmes beaucoup, & encourusmes de grands dangers des larrons ; desquels bien que nostre seigneur nous deliura, ie restay neantmoins si harassè, que ie fus plusieurs jours sans pouuoir dormir. Arriué que ie fus à Siripur, ie trouuay vne lettre du p. Melchior de Fonseca, ou il m'advisoit comme il estoit arriué à Dianga auec le p. Iean Andrè Boue s. Là dessus ie tombay malade sigriefuement, que ie fus quasiabandonnè. sans aucune esperance, de vie.

Là dessus ie tombay malade sigriefuement, que ie fus quasi abandonnè sans aucune esperance de vie. Le peres aduertis decela, vindret tout aussi tost me trouuer, dont ie ruceous Vne telle cosolation, qu'iauec leur veue ie recouuray la sautè, & m'en retournay

quant and eux à Dianga. A nostre arriue'e nous trouuasmes que le Capitaine Emanuel de Matos, estoit surle point de partir, auec d'autres Portugais, pour aller à Arracan saluer le Roy, qui estoit freschement venu de Pegu. ce port de Chatigan est à luy combien qu'il l'à donnè presque tout aux Portugais. Ils vouloient que i'allasse anec eux saluer le Roy, pour donner Vn bon pied à nos affaires : mais à cause de ma foiblesse, it ne fut possible. Toutefois Hierosme montiero, quiest Vn fort honneste homme, & amy de la Compagni, lequel est tres—bien venu aupres du Roy d'Aracan, print charge dè nos affaires, & apporta Vne mienne lettre au Roy: laquelle luy ayant estè rendue il en fut tres-aise comme aussidu rapoprt-que Hierosme Monteiro & les autres portugais by firent de nous, tellement qu'il nous escriuit la lettre suyuante.

Le tres-haut & puissant Roy de Aracan, de Tiparas, de Chacomas, & de Bengala, Seigneur des Royaumes de Pegu, &c à vous peres de la Compagnie de Iesvs. Ie receus beaucoup de contentement de vostre lettre, la voyant pleine de propos acheminez au seruice de Dieu, outre le rapport que Emmanuel de Matos, & Hierosme Mon teiro m'ont faict de vostre vertu, & belles qualitez. Ie serois tres-aise que vous vinssiez pardecà, pour estabair les affaires de Portugais, là on vous pour establir les affaires des Portugois, l'a on vous pour establir les affaires desportuguis, là on vous prourriez bâstir vne Eglise, & paigner à la foy Chrestienne ceux, qui la vondroiet embrasser de leur bon grè.

Et pource faire ie vous douray de reuenu, & les gens de seruice qui vous fairont besoing. Donnèe & faicte en ceste cité de Aracan, & sellèe de mon sean Royal. Dez aussi tost le Roy commanda qu'on desembarassast vne tresbelle place, pour y bastir vne Eglise, & des maisons, afin d'y loger les chrestiens. on dit qu'auec ceste patente il s'est obligè `anous pouruoir de ce qui nous sera necessaire, tant en ce port de Chatigan, comme en la citè de Aracan. De facon que le P. Iean Andre and moy partirons vn de ces iours pour aller là non pas pour nous y arrester tout à fait, mais pour voir comme les choses vont, & resoudre ce qui nous sembbra estre plus à propos pour le diuin seruice. Le P. Melchoir de Fonseca, peu de Jours apres que nous fusmes arriuez á Dianga, partit pour aller à Chadecan, suyuant l'ordinance de V. R. & passant par Bacala, it trouua les Portugais, qui demeurent là, fort desireux d'auoir de nos peres; parce que les annèes entieres se passent sans qi aucu d'eux se confesse, my plusierers autres Chrestiens, qu'il ya tellement quils menerent le pere parler an Roy, qui luy fit beaucoup de caresses, and luy donna des lettres patentes en la forme qui s'ensuit.

Ie Roy de Bacala donne permission aux peres de la compagnie de Iesvs, qui sont à present venus ez Royaumes de Bengala, & à tous ceux, qui y viendront cy apres, de bastir par tout mon Royaume des Eglises, & y prescher la loy du vray Dieu, conuerfissant à icelle tous ceux, quila uondront suyure de leurlibre vo-

lonte sans perdre pour cela leurs biens, offices dignitez, ny autre chose que ce soit. Au contraire ie les hono reray aud fanoriseiay, comme mes vassaux, and commanderay à tous les grands de mon Royaume de faire le mesme enuers ceux, qui se conuertirant de nouveau à la loy des Chrestiens. Et ceux qui fairont le contraire, seront chastiez avec grande rigueur, lors que i'en seray aduerty par lesdits peres. Telle estoit la patente du Roy. Ie desirois aller à Bacala, auant les nauires fissent voile vers l' Inde: afin de pouuoir informer U. R. deces Choses ; mais iln'y eut moyen, à cause qu'il ma fallu attendre jusqu'a present la responce de Aracan l'ayreceu desia lettres, que le p. Malchior de Fonseca est arriue à Chandecan, & qu'il y fut bien uenu des originaires dupais & du Raju ; finalement qu'il trouuer les affaires de ceste residece en fort bon estat.

Desia il a fait bastir vne grande partie on logis, ou l'on peut demeurer, & l'Eglise s'en va presque acheveée. si qu'on y pourra dire Messe le jour de la Circoncision de nostre Seigneur, auquel elle est dedieée; & ce sera la premiere Eglise que nous aurõs en Bengala. Il ne Peres qui sont necessaires pour ces quartiers, & de nous recommander a Dieu, & le faire prier pour nous à celle fin que les affaires de son service, que nous auons entre les mains, reussissent à son honneur & gloire. De Dianga ce 22. Decembre 1599. Voyla le contenu de la lettre du P. Francois Fernandez: à laquelle il nous faut adiouster celle du P. Melchior de Fonseca, escrite de Chandecan au mesme

P. Visiteur, du 20. Januier 1600. dautant que par icelle on entendra beaucoup de choses, qui ont esté obmises en l'autre, ou qui sont arriuées depuis. Voicy donc ce qu'il dit.

Avant que partir de Chatigan, i'es criuisá V. R. & luy donnay aduis qe ce, qui nous estoit arrivé en nostre chemin ; & despuis jusques au jour de mon partement. A cest' heure ic poursuyuary le narré jusqu'à mon arriuée à ceste residence de Chandecan. lá où le p. Dominique de Sosa & moy demeurons fort contens & joyeux de l'heureux sort, qui nous est esperons qu'il plairra à Dieu se seruir de nos trauaux, pour son honeur & gloire dont nous commencons á voir quelque petit eschantillon, qui apportera, comme i'espere de la consolation à V. R. & á toute ceste Province. Estant party de Chatigan au mois de Novembre; il passay par le Royaume de Bacala, à la priere du Capitaine & des autres Portugais, qui n'avoent en despuis deux ans & demy aucun qui leur administrat les Sacremes, ou leur dit misse. Et il semble que Dieu ordonna, que ie n'allasse pas à Aracan, comme i'y deuois aller au lieu du P. Francois Fernandez, qui estoit encor fort debile, si ie ne fusse tombè malade; afin que ie peusse establir en passant vne autre residence en ce Royaume de Bacala ; auquel si tost que ie fus arriuè, le Roy (qui n'a has plus de huict ans, mais pui surpasse son a age en scauoir) me manda venir le trouuer. I'y allay accompagnè de tous les Portugais, qui firent ce voyage de tres bonne volontè & affection. Autant qu'

ariuer au pelais, nous receusmes deux messages, par lesquels le Roy nous attendoit. Nous le trouuasmes en vne grande sale, accompagnè de ses Gentils-hommes & capitaines: lesquels nous voyant entrer, se leueret tous de dessus les tapis où ils s'asseoient, qui estoient aux costez de la sale deuant le Roy. Fort prez duquel y auoit vn autre grand tapis, sur lequel il me fit asseoir, & ceux aussi, qui m'accompagnoient apres les salutations & complimens accoustumez d'vne part & d'autre, il me demanda où i'allois. Ie luy respondis, que i'allois visiter le Roy de Chandecan (qui doibt estre son beau pere) mais puis qu'il auoit pleu à Dieu qu' il passasse par son Royaume, ie desirois luy faire vn service, qui estoit de luy faire venir des Peres, si son Altesse leur donnoit permissis de bastir des Eglises en son Royaume, & y faire des Chrestiens. A quoy il respondit, qu'il la donroit tres-volontiers, & li semble que desia auparauant il le desiroit, pour le rapport qu'on luy auoit fait de nous Bref il dit qu'il comanderoit qu'on dessat les Patanes en telle forme,que il voudrois, & qu'il donroit le revenu suffisant, pour la nourriture de deux. L'ayant donc remercié comm'il estoit couenable, pour vne telle faveur, ie prins congé de luy, & dressav ma route vers : Chandecan. Or le Chemin de Bacala à Chandecan, est le plus plaisant & aggreable, que i'aye jamais veu : parce que vognat par diuers fleuues d'eau donce fort gros, qu'on appelle Ganges en ce païs, dot les riues sont bordées d'vne belle verdure d'arbres ; l'on voit d'vn coste de grades bades decerfs

& plusieurs troupeaux de vaches, qui paissent ; & de l'autre de larges & spacieuses campagnes semées de riz ; & entrant par quelques canaux ou les trouue to conuerts d'arbres, de faco qu'il semble que le soleil n'y-peut donner. Là nous vismes les esseins desabeilles, qui pendoient des arbres les singes, qui santoient des vns aux autres, & en plusieurs endroicts des terres tres-belles & riches, où croissent les cannes, ou rouseaux de succre. Il y a pareillement en ces forests beaucoup de Rhinoceros, & autres bestes sauuages.

J' arrivay a Chandecan le 20. Novembre, là où mon compagnon le P. Dominique Sosa ne se resjoüist pas moins de ma veue, que je fis de la sienne. Ie fus aussi fort bien accueilly des Portugais, qui ne m'attendoient pes si tost : par ce qu'on leur auoit dit, que ie debuois aller ailleurs. Le Lendemain I' allay saluer le Roy, & luy apportay vn present d' orenges de la race de Beringan, fort belles, scachant qu'il n' en y auoit pas en ces quartiers, dont il but très-aise ; & me fort honneste accueil. Il nous porte vn si grand respect, que quand il nous void, il se leue de son siege, s'il est assis, & nous faict vne grande reverence. La cause de cecy est la grande opinion, qu'il a de nous, luy ayant este dict, que nous gardions parfaicte chasteté ; ce qui est fort estimé parmyeux. Nous luy demandasmes vne grande place, qui est aup rez de la nostre, pour y loger ceux, qui se connertiroient á nostre faincte foy ; afin de les pou voir aider, & maintenir en leur debuoir plus aisement. ce qu'il nous octroya tout aussi tost, & commanda qu'-

on en expediast les patentes ; ordonnant, que les Gentils, qui estoient là logez, nous payassent, tandis qu'ils y demeureroient, ce qu'ils auoient accoustumé de luy payer.

Finalement il nous congedia avec beaucoup d'offres, & signes de bienueillance. Tous les Portugais nous sont merveilleusemet affectionnez, & se monstrent fort recognoissans de la grace, que Dieu leur a faict, nous envoyant en ces quartiers. Comme V. R. auoit ordonné, que la premiere Eglise de nostre de Iesus, nous fismes tout ce qui fut possible, afin que ceste cy fut achenée pour ce jour là. Et quoy qu' elle ne soit que pour vn *interim,* toutes-fois elle est tres-bien située, claire, fort capable. Elle fut parée ce jour là fort magnifiquement. car il y eust indulgence pleniere en forme du Jubilé, qu'vn chascun tascha de gaigner. Et par ce que c'estoit la premiere feste, que nous celebrious en Bengala, nous employasmes tout ce qui estoit en nous d'industrie, pour la rendre plus celebre à la confusion de Getils : de facon qu' outre ce que nous fismes pour l'orner, & parer richement, & industrieusement. Le soir precedent, & le matin de la feste il y eut plusieurs inventions, & forte de feux artificiels ; ou laseha pareillement les pieces d'artillerie ; dont les Gentils monstroient estre merveilleusement esbahis.

Le Roy desireux de voir l'Eglise, vint chez nous accompagné d'vne grande suitte de courtisans ; & la trouuant si bien ornée, il monstra d'en receuoir beaucoup de contentment. Il entra dans icelle avec grande

reverence, & auant que s'approcher de la maistresse chappelle, il osta ses souliers, & ne fut iamais possible de la faire asseoir en vne chaire, qu'on luy auoit preparée, ny mesme sur le tapis : seulement il s'assit a vn bont des nates, qui estoient sur les degrez, où il fut tout vn long temps, s'enquerant de plusieurs choses, & des raretez qu'il voyoit sur l'autel. Et lors mesme il nous promit de nous faire bastir vn'Eglise qui seroit la plus belle de Bengala. Le lendemain vint le Prince son fils, pour voir l'Eglise, & l'embellissement d'icelles ayant couru par tout : de sorte que chaque jour il y venoit plusieurs milliers de gens. Ce qui dura l'espace de 15. jours, ou d'avantage. Il y en auoit qui disoient en entrant ; Seigneur vous estes le vray Dieu ; d'autres qui luy demandoient la santé pour leurs malades quelques vns se mettoient à genoux, ou bien la face contre terre, adorans le vray Dieu, qu' ils ne cognoissoient pas : lequel comme nous esperons, les esclairera de sa divine lumiere, afin qu' ils le recognoissent : & desja nous disposons quelques Catechumenes. pour receuoir le sainct Baptesme. Nous esperons aussi bastir en brief vn hospital, auquel il est croyable, que plusieurs viendront à la cognissance de la verité, par le moyen des oeuvres de charité, qu' ou y exercera. Jusques icy est la lettre du Pere Melchior de Fonseca. De laquelle, & ensemble de celle du P. Francois Fernadez, l'on peut aisement entendre l'estat du Christianisme en ces Royaumes de Bengala jusqu' à lan 1601. pour suyuons donce la reste.

Le christianisme va s'etablissant be bien en mielo xz Royaumes de Bengala jusques a' l'an 1602.

Chapitre XXX.

Ez Royaumes de Bengalua il y aoit l'an 1601. quatre Peres de la compagnie, despartis en deux residences, l'vne estait an Royaume de Chandecan, la` ou`, comme nous anons luacy dessus, fut bastie la premiere Eglise, que lesdics Peres ecrent en Bengala, qui fut si bien paurvceue´ d'arvemens, & de rares tableaux par la liberalite´ des Portugais, que c'estait vne tres-belle chose a` voir. Le jour de la circoncision de l'anne e suynante, qui estoit celuy de sa de dicase, & de son patron, elle sert parce si magnifiquement, que le Prince fils du Roy, de qui debuoit luy succedre, y vint accompagne´ d'vn autre fieu frere plus jeune que luy, par le commandement de leur pere, lequel aussi alla, suiay des plus grands de sa cour,de fut auec eux tres-content d' au oit veu vn si bel appareil,si ratifia de nouveau la promesse qu'il auoit ja faicte aux Peres de leur faire bastir vie Eglise de piene,qui surpassast en beaute´ toutes celles de Bengala.Brief il se moastroit si affectionne en leur endroict qu'il sembloit prendre vn singulier plaisir a` leur octroyer tout ce qu'ils luy demadoient, quoy quils ne l'importunassent pas beaucoup : si ce n'estoit intercedant pour les autres, comme ils streut pour vn Portugais ; auquel il auoit faict satsu' ne gvliottee pour quelques debtes ; et bien qu'il eust refuse´ a` plusieurs de ses sauoris de lascher prise · neatmoius si tast que l'vn des Peres l'en

requist, il la luy fit rendre. Les Peres aussile prier nt pour vn Gentil, qui luy debaoit vne grasse samr e d'argent; laquelle il luy quitter a` leur instance.

* * * * * *

Description de l' Isle de Sundiua; de comme les Portugais se'n emparent; d'ov le Roy de Aracan prend accsion de leur faire la guerre, de les traicte inhumainement.

Chapitre XXXII.

L' Ile de Sundiua est fort proche de la terre ferme de Bengala, n'en estant esloigne´e que six lieues, viz a` viz du port de Siripur. Elle est si forte de si bien reueparе´e de la nature,qu'il est presque impossible d'y aborder, sans le consentement des habitans. C'est pourquoy les Portugais jetterent l'oeil dessus pour s'en saisir; faisons estat, si vne fais ils seu estoient rendus les moistres, de qu'ils s'y fussent bien fortifiez, d'avoir la` vne retraicte asseure´e; de en autre moyen d'entreprendre auec leurs flattes, de armees de mer sur les citez, de forteresses, qui sont tout le long de la coste de Bengala, de Pegu, de Martavan, de d'autres, sans que personne les en pent empescher: d'autant qu'ils sont d' ordinaire plus fortes sur mer, que les Roys de Princes de ceste contre´e. Elle a aente lieues de ceieuet, de parte grande quantite de sel, dont se pourvoit tout le Bengala, de partant de grand revenu, voire le principal de ces Royaumes. Que si les magasins, que les

Portugais auoient en Chatigan de en Siripur, fussent esté transferez à icelle, c'eut este l' vne des plus celebres Isles, & de plus grand profit, qui fut esté eu l'Inde ; tant à cause du trafic de sel, a raison duquel plus de deux cens voisseaux y viennent, aborder chasque année, que pour les autres denrèes, que portent ceux qui y vout pour les troquer avec du sel, Finalement elie estoit fort propre houry retirer tous les Portugais, de autres Chrestiens des Royaumes de Bengala, quand quelque persecution s' esteneroit contre ceux de la terre ferme : car ils eussent este soules lu protection des Portugais, autre qu'il y a beaucovp d' Infideles, les quels il evt este aise a convertir, si les Portugais passent demeurez seigneurs d'icelle.

Ceste Isle appartenoit de droict à vn des Roys de Bengala qu' on appelle Codaray: mais il y auoit plusieurs années qu'il n'en jouissoit pas, à cause que les Mogores s'en estoient emparez par force. Or quod il sceut que les Portugais s'en estaient saisis, comme nous dirais bien tort ; il la leur donna de part bonne volunté reioncant en leur saveur à tous les droicts, qu'il y pouvuoit pretendre.

Elle fut prise l'an 1602. par vn vaillant Capitaine Portugais, nomme Dominique Carualho natis de Montargil, qui estoit au service du mesme Cadaray. Il se saisté premierement de la forteresse, assisté de quelques soldats Portugais, qui l' aydoient en ceste enterprise. Mais soudain les naturels du pais l' assiegerent ; tellement que se voyant presse, il donna odvis aux Portugais, qui

estoient en Chatigan, de ce qui se passoit, les priant de le vouloir secouri. Ce qu'ils firent en grande diligence, presant pour Capitaine vn Portugais homme d' honneur de mogens, nomme Emmanuel de Matos; lequel estat alle' an secours avec quatre cens soldats, souta viste-ment eu terre, de donna vne bataille compale aux originaires: lesquels il mit à van de route, de en tua plusieurs. Par le moyen de ceste victoire, de le quelques autres, que les Portugais gaignerent depuis, ils demeu-retent maistres de toute l'Isle: laquelle Dominique Carualho de Emmanuel de Matos se departirent entre eux deux.

Le Roy de Aracan, qui audit receu tant de services des Portugais, de se monstroit si affectionné eu leur eudrit, comme nous auons veu entendant ces nouvelles, s'offeuea fort, de ce que sans son cougé de permission, ils s'estoient saisis de ceste Isle, qui estoit saules sa protection: de craigrant que si d'vne casté ils se rendsient forts eu icelle, de de l'autre qu'ils tiussent le port de Sirian, au Royaume de Pegu, là où desta ils auoient baster vne forteresse. ses terres qui sont entre deux n'en receussent du dammage, il resolut de les desnicher de là. A ceste intention il leve vne armie de çent cinquate Ialeás, qui sont certains vaisseaux fort legers à voile, de à rame, ayans treute auirons eu tout, quinze de chasque casté. Là entroint encous quelques cutús, de autres grands vaisseaux, tous bien equipez; & armez de plusieurs fauconneaux, chamelets, & autre forte d'artillerie.

Il auoit aussi du caste´ de Siripur cent casses, qui soat d'autres vaisseaux de ce pays la`, que le Cadaray luy fournissoit. Car ils s'estoiet tous deux liguez pour cet effect : de mariere qu'en tout il y auoit quelques deux cens cinquante vailes. Les Portugais, de autres Chrestiens, qui estaient en Dianga, de Caranja, ayant seuty le vent de ces preparatiss, comencerent a` s'embarquer das les nauiras avec tous leurs moyens : mais ceux de Chatigan quoy qu'ils se pouuoient bien` doubter du maltalent du Roy d'Aracan : d'autant qu'il avoit facit un Edict, par lequel il deffendoit a` tous les Mogos, ses vassaux.de se rendre Chrestiens; de mesmes avoit facit renier la foy a` tous les Peguans de ses teues, qui s'en estoiet rendaz ; toutefois ils ne pouuoient bonement se persuader, qu'il leur trumut vne telle trupisou : veu qu'il leur faisait tout de caresses á l'exterieur. Et pour ce ils ne se soncieient pas de mettae leurs hardes de moyens dans les navires, combien qu'ilsy mireat les choses, de plus grande importance. Mais ce qui les endormoit le plus estoit, que le Roy de Chatigan, oncle de celay d'Aracan, par vn cry, public fit dire, qu'encore qu'on entendist remuer quelques chose ez autres Badels qu'il ne falloit pas qu'on eut peur que l'on fit le mesme eu Chatigan : de pour mieux disstnuler son facit, il enuoyu on Sarrasin, homme de qualite´, pour mettre des gardes au logis des Peres : afin , ce disoit il, qu'on ne leur sit aucun dammage, de de sa part les sit visiter par son grand caciz' on Prestre. Mais tout ce la n'estoit que feintise pour sur prendre les Partugais. Etde facit

le 8. Novembre ils firent voguer leur armée à val la riviere qui vint foudre sur le port de Dianga, où estait Emmanuel de Matas dans vne faste, avec quelques Ialeas toutes pleiues de gens, qui commencoient de se mettre dans les nauires; lesquelles de peur qu'on n'y mit le feu, auoient esté ce mesme jour retirées du lieu, où elles estaisert à l'anchre, de s'estoieat mises au large. Emmanuel de Matos voyat les Mogo,se jetter sur sa fuste de sur les barques des Portugais requeroit les sundares, c'est à dire, les Capitaines de l'armée ennemie, de ne van oir point les agasser: pais qu'ils n' estoient point rebells au,Roy d'Aracan leur Prince. Mais pour cela les autres ne desistciet point, de ce quils avoiet comences si quils investirat les barques des Partugois, lesquelles estoiet si replies de ges de si mal equipies, que ceux qui estoient dedas les tirerent hars du cobat: tellemet que la seule fuste de meura au milieu de l'armée de Mogos; laquelle ceux de dedans deffendirent si vaillumment, qu'ils tuerent plusieurs des ennemis, do des leurs n'en mourast qu' vn, de en y eust sept de blessez, entre lesquels estoit Emmanuel de Matos, mais tons legerement. Le combat finit lors que la faste se fat despestrée d'vne si grade, multitude d'ennemis, lesquels par ce moyen se rendirent, sous aucune resistance, maistres des quatre vaisseaux de Portugois, qui furent tous pillez, de succagez. ceste victoire paussa tellement le menton aux Mogos qu'ils we tenoiént plus de compte des Portugàis de tout ce jour l'a. de l'ensuguant ils re firent que boire,

manger, de yuroigner de se desportir entr'eux les marchandises des Portugois, qui estoient restées sur tene. Mais deux jours apres, qui fat le 10. Novembre, ils payerent bien l'esiot. car Dominique Carvaillo, qui tenoit l'Jle Sundicca, joignant fon armée avec celle d' Emmanuel de Matos, qui estoit au port de Dianga, assembla en tout quelques cinquante vaisseaux, entre lesquels estoient deux fastes, quatre caturs, trois barques, de le reste juleas. Avec ceste petite platte ils s'en vant tous deux le plus secrettemet qu'il fut passible trouuer l'enenmy; de sur les puict heures du matin. donnerent detas l'armée des Magos, avec vne telle roideur, de courage, qu' ils eurent bien tast le dessus, se rendirent les maistres de tous leus voisseaux, qui estoient cent quarante neuf en nombre, sans qu'il en eschappast aucun, horseuis vne petite barque. Là ils gaignereat grande quantite d'arquebuzes, de mansquets, douze grosses pieces d'artillerie, partie chamelets, partie fanconneaux. Ils tuerent vn grand seigneur des Mogos, qui estoit oncle du Roy d'Aracan, nomme Ginubodi, avec plusieurs autres. Car le reste se getta dans l'eau, de se sonua à la nage, Brief its recounrereat toutes les personnes, de le bagage, qu'ils avoient perdu en la battaille passée.

Ceste victoire, qui fat sans aucune perte, u dammage des Portugois, accreust beaucoup leur pouvoir, de estonna les ennemis de telle forte, que les nouvelles en estant arrivées a Chatigan. chascun chargeoit sur ses espaules ce quil auoit deplus precieux, de la Roy

ne mesme, montée sur vn Elephant, print la suite. Car tans pensoient que les Portugois paursuyaroient leur poincte, de viendioient soudre sur la cité. Ce que s'ils eussent facit, ils se fusset emparez de la forteress, sans espudre vne goutte de leur song : car elle estoit pour lors desnuée de gens de deffence, à cause que tous les soldats estoient en l'armée. En quoy ils firent vne lourde faute. Au este, le Roy d'Aracan ayant ven comme ses desseins contre les Portugois luy avoient mal reussi, s'accammodant av temps, print vn meilleur advis, renouant l'amitié, de l'alliance le General d' iceux, qui estoit Philippe de Briton, de avec Emmanuel de Matas, de Dominique Çaruallo.

* * * * *

Le Roy de Aracan avec vne armée de mille voiles, tasete de gaigner l'Isle de Sundieea sur les Portugais : le squels avec peu de forces le repoussent, de ayant eu le dessus, quittent de leur gre l'Isle, de se retirent a Siripur, pais a Golin, la du Dominique Carvalho chef d'iceux est traistreusement massacre, de toute la chrest iete de Chandecan destratic.

Chapitre XXXIII.

Le Roy de Aracan ayant pris à cœur la conqueste de l'isle de Sundina, tant parce qu'il y alloit de son honneur, à cause que l'armée qu'il y anoit enuoyée fut mise en route, que pour l'importance d'icelle, à raison du profit, qu'il pensoit en retirer, ne cessoit de chercher tous les moyens, qu'il ponnoit, pour l'oster des mains de

Portugais ; jellant anssi l'acil sur la conqueste des autres Royaumes de Bengala. A ces fins il fit de grands preparas tifs. si qu'il assembla vne flotte de mille voiles, dont la pluspart estoient Iale´as, combien qu'il en y anoit encore de plus grandes, come de caturs, & autres qu'on appelle cosses. Avec vne si grosse puissance l'Admiral de ceste flotte tira droit a` l Isle de Sundina, ou estoit Dominique Carvalho, lequel n'anoit en tout que cinquante Ileas, quatre caturs, & un naniflotte de l'ennemy parust, qui sembloit conurır toute la mer, la pluspart des voiles Portugaises se retirent: de facon que Carvalho resta seulemet avec son nauire, & autres quinze vaisseanx : mais comme il estoit homme vaillant & courageux, il resolut d'attendre l'ennemy avec ce pen de forces qu'il anoit. Cequ'ıl fit, & le combatil si valeureusement, que depuis vne heure apres midy, que la mesle´e commenca, jusques a` Soleil couche, il ne tourna jamais le doz, batailant tousiours avec vne telle roideur & impetuosite´, qu'il faisoit esbahir les ennemis. Il anoit quant & soldats, & onyr de confession tous ceux qu'il ponnoit, taul que la bataille dura, laquelle setermina avec le jour: & Dien voulut pour la confusion des Infidelles, & pour la gloire de son sainct nom, que les Chrestiens inuoquoient, &, a` la manifestation de la vortu de sa saincte croix, qui paroissoit en leurs este´dards, qu'encore que le nombre des vaisseaux de Chrestiers fut sans comparaison beaucoup moindre, que Celuy de ennemis, n'estant que seize contre mil-neantmoins la victoire demeurast de leur coste´: si qu'ils rompirent

la flotte du Roy de Aracan, mettant à fonds plus ed cent vaisseaux d'icelle, & brustat quelques trente zoens, qui sont comme des grands Caturs. Quant aux morts ou tient qu'il y eut plus de deux mil barbares, qui y demeurerent ; mais des Chrestiens il n'en mourut que six ou sept. Les ennemis ayat esté si bien leattus, se retirerent à leur courte honte. Dont le Roy de Aracan fut li falsché, qu'il fit vestir en femmes plusieurs de ses Capitaines, les punissant avec vn tel affront, mesmes de ce qu'ils ne luy auoient amené aucun Portugais ou mort ou vif.

Or quoy que la victoire fut demourée aux Portugais : neautmoins il se trouverent si despourueus be meenitions de querre, pour reparer & pourvoir leurs vaisseaux, qui anoiet esté au conflict (car les autres, qui en anoieut suffisamment, ne s'estoiet tronuez en la mestée) qu'ils jugerent ne poxuoir soustenir vn autre Chocsemble, siles ennemis venoient les attaquer de rechef. De facon qu' ils resolurent de quittre l'isle de Sundiua pour vn temps, veu qu' ils n'auoient lors moyen de la deffendre pretendans lu reconurer vne autre fois à quelque meilleure occasion. Donc ceste mesme nuict ils S'embarquerent tous, tant Portugais que autres Chrestiens originaires de ceste Isle, qui estoient desia beaucoup, & le Pere de la Compagnie aussi, avec les ornemens de l' Eglise. (Car desia lesdits Peres auoient commence d'y bastir vne Eglise & maison) meuant quant & luy plusieurs jeunes garcons & petits enfaus Chrestiens, pu'il instruisoit & se retirerent tous en la terre ferme, se dispersans

ez pais de Siripur, Bacala, & Chadecan, là où le Pere Blaise Nugnez se joignit avec les autres trois de la mesme Compagnie, demeuras à leur maison de Chandecan, qui estoit lors restée seule en Bengala, toutes les autres ayant esté ruinées. Et Croyoient lesdits Peres, qu'en ce lieu ils seroient plus en repos, pour estre fort esloig fort esloigué des terres du Roy de Aracan. Mais il en aduint autrement. Car ledit Roy enorgueilly di avoir retiré des manes de Portugais l' Isle de Sundicca & desirant poursuijure son dessein, qui estoit de conquester tous Royaumes de Bengala, il se jetta sondain sur celuy de Bacala, duquel il se saisit sans difficulte, le Roy en estant absent, & encor jeune. Apres cela il voulut aller fondre sur celuy de Chandecan ; mais anant que ce faire, quelques autres choses survindrent, qui accreurent beaucoup la renommée Dominique Carvalho: lequel en ces eutrefaictes estoit au port de Siripur, où il S'estoit retire, aprs avoir quitté l' Isle de Sundiua, & Y fut bien recu du Seigneur de cePais, appelle Cadray. Il anoit lors trente Ialéas, toutes prestes pour faire quelque bel exploit de guerre. Là dessus voicy qu'en vne matinée, qui fut le 28 Auril, vne flotte de cent vaisseaux, qu'on appelle Cosses, commence de paroistre sur mer. C'estoit vne armée qu'envoyoit Manasinga Gouverneur ou Viceroy de ces quartiers, pour le grand Mogor, le quel pretendoit Conquester tout ce pais, & a cet effet y tenoit des grosses armées depuis quelque temps.

On ceste flotte estoit principalement enuoyée contre

le Cadaray, & anoit pour Admiral vn Gentil, nommé Mandaray, tres-vaillant homme, & fort redonte par tout le Bengala. Si tost que Carvalho vit ladicte armée venir contre luy, jugeant que ce lusy seroit vn grand deshonneur de tourner les espanles à vne flotte de cent voiles, quoy qu'l n'ent que trente Jaléas, veu qu'avec seizə vaisseaux, il eu auoit mis en route mille vn pen auparavant, il donna si furieusement sur l'ennemy, qu'en pen de temps il eut rompu toute son armée, mettant à fond force vaisseaux, & tuant beaucoup de gès d'icelle. La mourut l' Admiral Mandaray, lequel tomba de la houppe de son nauire blessé ble à la teste. Il est vray que ceste victoire ne fut pas gaignée sans me Dominique Carvalho fut atteint d'vn coup de fleche au gouzier, dont il fut en danger de perdue la vie.

Quelques jours apres Carvalho estant revenu a convalescence, s'en alla de Siripur à Goli ou Gullo, qui est come vne colonie des Portugais a mont la riviere, où est le petit port, qu'on appelle, de Bengala, esloignée d'iceluy 50, licues, pour se refaire illee, ayat intention d'aller attaquer les gens du Roy d' Aracan: fin reconutur l'Isle de Sundicca. Estant là il eut vu antre heureux rencontre, & non guere moindre en sa facon que les passez. Car les Mogores, qui tiennent ce pais là, pour mastiner dauntage les Portugais, qui dez long temps demeurent en ceste colonie, où il y anoit quelques cing mil personnes, les voulurent contraindre à payer de nouveaux tributs & impositions. A ceste cause ils bastirent en ce temps la prez duáit lieu vne

rètourner avec sa flotte contre les Mogos, & retirer de leurs mains l' Isle de Sundiva le Roy d'Aracan apres s'estre empare' de ladicte Isle, & du Royaume de Bacala, ainsi qu'a este' dit, s'en alloit fondre sur celuy de Chandecan, pour l'envahir aussi. Le Roy de Chandecan voyant qu'il vaudroit nieux user finesse, pour se forteresse le long de la riviere, la ou` ils tenoient en garnison quatre cens soldats Mogores, lesquels aussi fouloient & tyrannisoient estrangement les Chrestiens originaires du pais. Car en passant avec executant leurs vaisseaux par la riviere, ils les destroussoient, & mesmes en tuoient plusieurs, executant sur eux des cruantez si horribles, qu'on ne les peut escrire. Voulant donc faire le mesme a` Dominique Carvalho com'il passoit avec ses trente laleas denant leur forteresse. ceux qui estoient dedaus commencent a luy tirer force arquabuzades. Carvalho ne pouvant endurer vne telle branade, faure promptement a` terre, avec 80 soldats Portugais & du premier abord se saisit de la forteresse, & quelques autres montent parles mu & entrent dedans, ou` ils firent vn tel carnage des ennemis, que de quatre cens soldats qu'ils estoient, il n'en eschappa qu' vn seul, qui estoit Caffre de nation, lequel sortit dehors par vn canal. Ces exploits de querre rendirent le nom de Carvalho si redoutable en tous les Royaumes de Bengala, qu'en songeant seulemel de luy, ils estoient tous saisis de frayeur. ce qui aduint vne vne fois a` un Capitaine, d'vne flotte de cinquante laleas des mogos, subjects du Roy d'Aracan, lequel estoit a` l'embouchéure

d'vne riviere : & ayaut songe de nuict que Carvalho les venoit attaquer, il mit tellement la paur au ventre des autres, que toute l'arquelle arriva au lieu où estoit le Roy : lequel ayant scen la chose, fit trancher la teste au Capitaine, à cause quil anoit pris si legerement l'espounante, & l' anoit donnée aux autres.

Jusques icy l'heur & la prosperité anoit accompagné le Capitaine Carvalho : mais comme les choses de ce monde sont variables, Dieu, pour nous apprendre qu'il ne s'y faat pas trop fier, quand elles nous succedent à souhait, ou bien pour autres causes cachées en ses divins & secrets jugemens, permit que les affaires se change assent, de maniere qu'il vint à estre pris & massacré, par ceux desquels moins il se doubtoit. Car estant à Gullo occupé à reparer ses vaisseaux pour garantir d'vn tel danger : quoy que ce fut avec la perte de ses amis. Scachant donc combien le Roy d' Aracan estoit offence contre Carvalho, & combien il le redoubtoit, delibera de s'en saisir; afin d'appaiser la cholere du Roy avec sa teste, & de ceste sorte conserver son Royaume : comme de fait il arriva. Or afin de venir plus aisément a bout de son dessein, il ennoya de ses gens à Carvalho, luy offrint de tres-teas partys, s'el le vouloit assister de secours contre le Roy d' Aracan. Carvalho estima fort ces offres, croyadt que par ce moyé satisferoit aux obligatio's qu'il avoi't pour d'autres respects audi't Roy de Chandecan, : de qu'apres il obtiendroit facilement secours de luy contre le Roy d'Aracan ; tellement qu'an plustost il s'en alla le touver, mon-

ant quant & luy trois nauires bien armez & equipez, six Caturs, & cinquante lale'as, avec vne bonne troupe de braves soldats. Le Roy luy fit vn fort honorable accueil & luy monotra des signes extraordinaries de un veillance, luy donnat vne rabe de brocat d'or, & un cheval de grand prix. Bref il luy promit qus das trois jours il le pouruoirroit de tout ce qu'il faudorit, pour aller contre le Roy d'Aracan. Mais il en passa quinze, sans qu'il luy parlat de cela : ains au mesme temps il s'accorda secrettement avec le Roy d'Aracan suquel il promit la teste de Carvalho, pournen qu'il desistat de luy faire la guerre.

Or comme ces delaps, & autres signes qu'on voyoit, desconuroient de plus en plus le venin, que le Roy de Chandecan tenoit cache' dans son cœus, les autres Portugais, & principalement lds peres de lo compagnie, qui estoient la', conseilloient a Carvalho de se retirer en quelque lieu de senrete, jusqu'a' ce que l'ou veid plus clairement qu'elle estoit l'intention du Roy, & que de la' il pourroit traicter des affaires avec luy, par tierces perso'nes, se gardant bien de retourner en sa cour, avant qu'on eut sonde' ce qu,il machidoit en son cœur. Car le brinct common parmy les Gelils estoit, que la Roy vouloit tuer Carvalho. Mais jamais il na fut possible de luy persuader cela ; ains pour complaire a' quelques vns de ses Capitaines, il s'en alla trouvar le Roy a' Iasor, ou' il fut trois jours sans ponuoit avoir audience de luy. Et les excuses de ce refus estoient si frodes, qu'elles estolent assez bastantes pour desabusir

Carvalho. Au bont de trois jours le Roy ayant tout prepare pour executer son entreprise, Carvalho vint au Palais, accompagne' de quelques Portugais. Si tost qu'il fut entre par la derniere porle, ou la ferme sur le nez aux autres, qui le suynoiet : lesquels furent incontinent saisis & desponiltes, tant de leurs armes, que des accoustremens qu'ils portoient, avec vne grande cruante' & indignite', leur donnant avec ce force coups de poing ; & finalement ou leur mit les fers aux pieds. Apres cela le Roy ayant mande' qu'on montral Carvalho sur vn Elephant, il le fit conduire ailleurs par vn sien Capitaine, accompague' de quatre ces soldats, qui le menoie't avec des gra'des huees & mocqueries? comme se glorifians de la proye, qui estoit tombe'e entre leurs mains, avec luy estoient aussi menez quelques autres Portugais', Ou ne scait point pour l' asseure' ce qu'on fit endurer audit Carvalho, & a' ses compagnous avant leur mort, ny combiende tempts its surues quirent aprds leur apres teur prise : seulement il est asseure' qu'ils furent pris, la houvelle en vint aux Portugais, & autres Chrestiens, de Chandecan, laquelle arrivant a minuict. causa vn tel trouble parmy eux, qu'ils ne scauoient quel conscil prendre. Les uns estoient d'aduis que tous s'embarquassent, avec ce quils anoient de plus precieuv, dan les nauires & vaisseaux de la flotte de Carvalho, qui estoint la' & qu'ils descendissent an plustost a' val la riviere, & c'estoit le plus asseure'. D'avtres au co'traire disoient, qu'encore que le Roy voulut se ve'ger de Carvalno, pour quelxues desplaisirs qu'il anoit receus de luy

toutes fois que son cocroux ne passeroit pas plus ontre, pour se descherger sur des innoce's, qui qui ne luy anoient fail aucun fort ny desplaisir : ains beaucoup de services, & qui luy apportorent vn grand profit, ceste opinion fut trouve'e la meilleure : de facon que tous la suyiurent, & s'arresterent la', sans prenoir les afflictions & traverses, qui leur ariendret bien tost apres. Car soudian que les Patanes sarrasins, que se tenoient auprez du Bandel de Portugais, & leurs plus grands ennemis, eurent le vent de ceste nouvelle, ils commencerent ceste mesine meict a' brusler. & piller tout ce qui appartenoit anx Portugais ; & s'ils en trounoient quelqu'vn a' l'eseart, ils lesgorgeoient. Apres cela ils vindrent a' la maison de Peres, qui estoient lors quatre, pensans y faire quelque grand butin : mais les Portugais qui s'assemblement a' la yorte, leur empescherent l'entre'e avec les armes.

Le lendemain le Roy manda, qu' on se saisit de vaisseaux de la flotte de Carvalho, & des Portugais encor, avec leurs armes, & bagage, les faisant despouiller, & mettre en vne prison tres-estroicte, ou ils endurerelent beaucoup de də panuretez, & miseres, n' attendant de jour a autre, que l' heure de leur mort, laquelle ils anoient a chasque moment denant yeux. Car incoutinent apres qu'ils furent pris, le Roy fit trancher la teste a deux d' iceux, & en fit tuer autres deux a coups de janelot fort cruellement.

Les peres de la compagnie ne furent pas faicts prisonniers: mais ils endurerent beaucoup, voyans les

autres en si grande desstresse : & ne ponuans les seconrir quant au corps, ils faisoient tout ce qui leur estoit possible pouy le salut de leurs ames, onyat de confesslon tant ceux, qui estoient en prison que les autres qui ne l'estoient pas. Et par ceque les Gentils voyant les peres parlar en secret aux Portugais, lors qu'ils se confessoient, prenoient cela en manuaise part, & croyoient que les Peres leur conseillassant de ne payer pas au Roy certaine somme d'argent qu'il leur demandoit, ils leur firent beaucoup d'affronts, & les rudoyerent fort de paroles : voire ils allerent a leur logis, & renuerserent toui ce qu'il y anoit sans dessus dessoubs, ne ponuans se persuader qu'ils n'y tronuerent ny l'vn l' autre. Nonobstant cela le Roy leur enuoya dire par plusievrs fois, qu,ils sortissent tons de ses terres, & qu'il ne vouloit point qu,il y eust des peres desormais. Caey dnra l'espace d'vn mois entire, jusqu'a ce pue les prisonniers payerent leur rancon, qui fut de trois mil pardaos. Les Peres de la Compagnie voyant toutes les Englises, & les croix par terre, & que le Roy ne vouloit point permettre, qu'ils demeurassent la d'avantage, deliberent de s'em relourner en l' Inde Mais la dessus arriva vn mandement de leut Provincial, par lequel il ordonoit, que deux d'iceux s'en allassent an Royaume de pegu, & que les autres deux s'en revinssent a Cochin ; puis qu'en Bengala les affaires du Chrestianisme estoient si deplorz, & en si pauvre estat. Ce qui fut execute, comme nous dirons an chapitre Suynant.

অনুবাদ

বাঙ্গলায় সুসময়ের আরম্ভ।

২৯তম অধ্যায়।

এই ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, এই বাঙ্গলা-দেশ দুই শত লীগ বা তিন শত ক্রোশ ব্যাপিয়া সমুদ্রতীরে অবস্থিত, এবং ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে কতকাংশ পৌত্তলিক বাঙ্গালী ও কতকাংশ পাঠান মুসল্মান। এই পাঠানেরা মোগলগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ এবং তাহাদের এক রাজার অধীনে রাজ্য সংস্থাপন করে। (১) তাহারা বাঙ্গালীদিগকে কোনরূপ অধিকার প্রদান করিত না। মোগলেরা পরিশেষে প্রধান প্রধান ব্যক্তিসহ তাহাদের রাজাকে নিহত করে। কিন্তু তাহারাও অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে পারে নাই। মোগলেরা দ্বাদশ জনের অধীন দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত দেশ জয় করিলে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে আবার আপনাপন রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, এবং তাহারাই এক্ষণে প্রকৃত রাজ্যাধিপতি। তাহারা কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। যদিও তাহারা আপনাদিগকে রাজার ন্যায় পরিচিত করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা রাজা নামে অভি-হিত হয় না। তাহারা ভুঁইয়া (boyons) নামে কথিত হয়, ও রাজ-

(১) দুজারিকের এই উক্তি প্রকৃত নহে। পাঠানেরা বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল। দাউদ তাহাদের শেষ স্বাধীন রাজা।

তুল্য পরিচিত। (২) সমস্ত পাঠান ও বাঙ্গালীরা ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে তিন জন হিন্দু, তাহারা চ্যাণ্ডিকান, শ্রীপুর ও বাকলার অধীশ্বর। অবশিষ্ট ভু ইয়ারা মুসল্মান। (৩) আরাকানাধিপ মগরাজার অধীনও ইহার কতকাংশ আছে। এতদ্ভিন্ন পর্টুগীজদিগের অধীনে কোন কোন স্থান আছে। তাহারা ব্যাণ্ডেল নামে কথিত হয়। (৪) পর্টুগীজদিগের মধ্যে কেহ কেহ সপরিবারে বাস করে, ও কেহ কেহ কেবল ব্যবসায়ের জন্য আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে দেশীয় রাজগণের অধীনে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সাহায্য করিয়া অনেক ধনসম্পত্তি ও সম্মান লাভ করিয়াছে, এবং কেহ কেহ বাণিজ্যের দ্বারাও ধনোপার্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা দরিদ্র ও ধর্ম্মহীন। বিশেষতঃ পেরেস্‌ডি কোম্পানীর আগমনে তাহাদের আরও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাহাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মযাজকাদি ছিল না, ও রীতিমত উপাসনাদিও হইত না, বিরুদ্ধবাদীদের সহিত কোনরূপ তর্ক বিতর্কও হইত না। ব্যাণ্ডেলে পর্টুগীজেরা ও কোন কোন ভারতবাসী খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করিত। তদ্ভিন্ন পর্টুগীজগণের দাসাদিও তাহাদের কর্ত্তৃক খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্থানে স্থানে থাকিত। এইরূপ অবস্থায় পর্টুগীজদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। (৫)

এই সময়ে ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে নিকলাস পাইমেণ্টা ভারতবর্ষে জেস্যুইট-

(২) ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভুঁইয়াগণের ক্ষমতা যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহা ডুজারিকের বিবরণ হইতে সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে।

(৩) তৎকালে বার ভুঁইয়ার মধ্যে তিন জন হিন্দু ও নয় জন মুসল্মান ছিলেন।

(৪) ব্যাণ্ডেল বন্দরের অপভ্রংশ।

(৫) পর্টুগীজগণ বঙ্গদেশে আসিয়া যে ক্রমে ক্রমে যে ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ে, ডুজারিকের গ্রন্থ হইতে উত্তমরূপে বুঝা যাইতেছে।

গণের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ফ্রান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ ও ডমিনিক সোসা নামক দুইজন পাদরীকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পর বৎসর মেলসিওর ফনসেকা ও এণ্ড্রু বাউয়েস নামে আর দুইজন পাদরীও প্রেরিত হন। পাইমেণ্টা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া প্রেরণ করেন যে, তাঁহারা প্রথমতঃ কোন নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত বিষয় ধীর ভাবে বিচার করিবেন ও স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দানে রত হইবেন। পাদরীগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারের সুব্যবস্থা দেখিতে পান। কেবল যে পর্টুগীজগণ তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু কোন কোন হিন্দু রাজাও তাঁহাদিগকে গির্জা ও তাঁহাদের বাসস্থান স্থাপনের জন্য ও তাঁহাদিগের প্রজাগণকে খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রহণের অনুমতি দেন। দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে, প্রথম পাদরীদ্বয় প্রথম হইতেই তথায় ছিলেন। তাঁহারা অধ্যক্ষ পাইমেণ্টাকে যে পত্র লেখেন তাহা হইতে এ স্থানে কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম পত্রখানি ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ২২ এ ডিসেম্বর ফ্রান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ লেখেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল। জাহাজ হইতে যাত্রা করার পূর্ব্ব বৎসরে আমরা ডায়াঙ্গা নামক নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ডায়াঙ্গা চট্টগ্রাম বন্দের অবস্থিত। এই স্থানে ভারতে আগত সমস্ত জাহাজ নঙ্গর করিয়া অবস্থিতি করে। তথায় আমি এতদ্দেশীয় ও পর্টুগীজদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ ও ব্যবস্থা দিয়াছি। আমি শ্রীপুরের অধিবাসীদিগের নিকটও ধর্ম্মোপদেশদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। যে সমস্ত ভদ্রলোক পেগু অভিমুখে যাত্রা করিবেন, ডমিনিক সোসা তাঁহাদের পাপ স্বীকার শুনিয়া ব্যবস্থা দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। আমি গুডফ্রাইডে ও রবিবারে শ্রীপুরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি। ব্যাণ্ডেলের

(৬) প্রধান লোক ও অন্যান্য অনেকের পাপস্বীকার আমি শুনিয়াছি। আমি একটি গৃহস্থের পুত্রকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি। একজন তাহার পিতার নিকটে কিছু পাইত বলিয়া তাহাকে ক্রীতদাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার দ্বারা পর্ব্বোৎসবে অন্যান্য বালক ও জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়ান হইত।

যে মাসে সোসা গোলিন (৭) অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহাকে পথিমধ্যে বাধ্য হইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কারণ দস্যুগণ তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিয়া তীরাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে তাহারা পলাইতে বাধ্য হয়। আমি মসনদ আলির (৮) রাজধানী কত্রাভু অভিমুখে যাত্রা করি। সেখানকার লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান। সেখানে কতকগুলি বৈদেশিক বণিক্ ছিল, তাহারা সর্ব্বদা আগরা, লাহোর প্রভৃতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান্ প্রধান স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে। আমি তাহাদের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম। তাহারা মনোযোগ সহকারে সে সকল শুনিত। তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতেন, তাঁহারা আমার সহিত তর্কে পারিয়া উঠিতেন না বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। ঐ স্থানের নির্ব্বোধ অধিবাসিগণ আপনাদের ধর্ম্ম ও আচারব্যবহারকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে চাহিত না। অক্টোবর মাসে সোসা আমাকে লিখিয়া পাঠান যে, আমাকেও চ্যাণ্ডি-কান যাইতে হইবে। কারণ, রাজার সহিত আমাদের বিষয়ে অনেক পরামর্শের প্রয়োজন। আমি তৎপরে চ্যাণ্ডিকান অভিমুখে যাত্রা করি

(৬) ইহা চট্টগ্রামের ব্যাণ্ডেল, হুগলীর নহে।
(৭) গোলিন সম্ভবতঃ হুগলী।
(৮) ইশা খাঁ মসনদ আলি।

রাজাকে আমার আগমন-সংবাদ জানাইলে তিনি একজন প্রধান ব্রাহ্মণ দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া পাঠান। সোমবারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা স্থির হয়। আমাদের সহিত সাক্ষাতে তিনি প্রীত হইয়া অনেক আলাপাদি করিয়াছিলেন। (১) চ্যাণ্ডিকানে যাইতে আমরা পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর আমি শ্রীপুরে উপস্থিত হই, তথায় আমি ফনসেকার পত্র পাই, তিনি আমাকে বাউসের সহিত ডায়েঙ্গায় যাইতে লেখেন। আমি তাহার পর অত্যন্ত পীড়িত হই, এমন কি আমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত ছিল না।

আরোগ্যলাভ করিয়া আমরা ডায়েঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করি। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, ইমানুয়েল ডি মাটুস্ অন্যান্য পর্টু গীজ-গণের সহিত আরকানাভিমুখে যাইতেছেন, আরকানরাজকে সম্মান প্রদর্শন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা আমাকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু আমার দৌর্ব্বল্যের জন্য আমরা যাইতে অস্বীকৃত হই। হিয়ারোসস্ মনটাইরো আমাদের পক্ষ হইতে একখানি পত্র লইয়া আরাকানরাজের নিকট উপস্থিত হন। আরাকান-রাজ আমাদের পত্রের এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। 'আপনাদের পত্র পাইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। মাটুস্ ও মণ্টায়ায় আপনাদের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। আপনারা পর্টু গীজদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে চান, ও আপনাদিগের একটি গির্জ্জাস্থাপন করারও ইচ্ছা। আপনারা আরাকানে আসিয়া তাহা অনায়াসে করিতে পারেন। ও লোকদিগের নিকট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন।' ইহার পর আমি ও বাউয়েস আরাকানাভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করি। আমরা ডায়েঙ্গায়

(১) চ্যাণ্ডিকানরাজের সহিত পাদরীদিগের আলাপের বিবরণ উপক্রমণিকায় দেখ।

উপস্থিত হইলে ফনসেকা চ্যাণ্ডিকান অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন বাকলা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন সেই সময়ে তথায় তিনি পর্টুগীজগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তিনি বাকলার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া এইরূপ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

'বাকলারাজ জেসুইটগণকে এইরূপ অনুমতি দিতেছেন যে, যাঁহারা এক্ষণে বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত আছেন, ও যাঁহারা আগমন করিবেন, তাঁহারা আমার রাজ্যমধ্যে গির্জা নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, ও যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন, তজ্জন্য তাহারা আপনাদিগের স্বজাতি, সম্মান ও পদ হইতে বঞ্চিত হইবে না। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাহারা আমার সরকার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। যাহারা ইহার অন্যথাচরণ করিবে তাহাদিগকে তিরস্কৃত হইতে হইবে।' রাজার এইরূপ ক্ষমতাই ছিল। আমি বাকলায় যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আরাকান হইতে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ফনসেকা চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম। তিনি সে দেশ ও তথাকার রাজার সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তথায় সমস্ত বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেখানে বাসোপযোগী কয়েকটি বাটী নির্ম্মাণের প্রয়োজন ছিল। একটি গির্জার নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছিল, উহাই বাঙ্গলার সর্ব্ব প্রথম গির্জা। (১০) (১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ২২এ ডিসেম্বর তারিখ ডায়েঙ্গা হইতে ফার্ণাণ্ডেজের লিখিত।)

১৬০০খৃঃ অব্দের ২০এ জুন চ্যাণ্ডিকান হইতে মেলসিওর ডি ফনসেকা

(১০) চ্যাণ্ডিকানের গির্জা প্রথম ও হুগলী ব্যাণ্ডেলের গির্জা দ্বিতীয়।

এইরূপ লিখিয়াছিলেন চাটিগাঁ হইতে আমি চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হই। এখানে আমি ও ডমিনিক সোসা সন্তুষ্টচিত্তে ও সুখে অবস্থিতি করিতেছি। আমরা আশা করি, আমাদের প্রব্রজ্যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবে, কারণ, তাঁহারই গৌরব প্রকাশের জন্য আমরা পরিভ্রমণ করিতেছি। নবেম্বর মাসে চাটিগাঁ হইতে যাইবার সময় বাকলার কাপ্তেন ও অন্যান্য পর্টুগীজগণের অনুরোধে তথায় অবস্থিতি করি। তাহারা প্রায় আড়াই বৎসর কোনরূপ ধর্ম্মোপদেশ পায় নাই। আমি মনে করিলাম যে ভগবানের ইচ্ছায় আমি আরাকানে না গিয়া এখানে আসিয়া ভাল করিয়াছি। তথায় কেবল ফার্ণাণ্ডেজকে দেখিবার জন্য যাইবার প্রয়োজন ছিল। তিনি তখনও পর্য্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। বাকলারাজ (১১) আমাদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠান। আমি আমাদের সঙ্গী পর্টুগীজগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। রাজপ্রাসাদে পৌছিলে রাজা আমাদের নিকট দুইবার সংবাদ প্রেরণ করেন। আমরা গিয়া দেখি রাজা তাঁহার সম্ভ্রান্ত লোক ও সেনাপতিগণসহ আসনে উপবিষ্ট আছেন। সুন্দর গালিচার উপরে সকলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে আর একটি গালিচায় রাজা আমাকে ও আমার সঙ্গীদিগকে বসিবার অনুমতি প্রদান করেন। পরস্পরের অভ্যর্থনার পর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা কোথায় যাইবেন? আমি উত্তর করিলাম যে, আমরা আপনার ভাবী শ্বশুর চ্যাণ্ডিকানরাজের নিকট যাইব। পরে আমি বলিলাম, আমরা যখন আপনার রাজ্যমধ্য দিয়া যাইতেছি, তখন আপনি আমাদিগকে আপনার রাজ্যে গির্জানির্ম্মাণ ও লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার আদেশ প্রদান করুন। তিনি উত্তর করিলেন যে, যাহারা ইচ্ছুক আমি তাহাদিগকে অনুমতি দিব। পরে তিনি

(১১) এই সময়ে বাকলারাজের বয়স ৮ বৎসর ছিল উপক্রমণিকা দেখ।

দুই জনের উপযোগী বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বাকলা হইতে চ্যাণ্ডিকানের পথে অগ্রসর হই, বাকলা হইতে চ্যাণ্ডি-কানের পথ এরূপ রম্য ও মনোজ্ঞ যে আমরা কখনও সেরূপ দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। স্বচ্ছসলিলপরিপূর্ণ বহুসংখ্যক নদনদী বাহিয়া আমরা গমন করি, এই সকল নদীকে সে দেশে গাং বলিয়া থাকে। তাহাদের তীর সকল শ্যামল বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত। প্রান্তরে ধান্য রোপিত হইয়াছে ও গাভীর দল বিচরণ করিতেছে। খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় সুন্দর বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে. এবং অনুকরণকারী বানরগণ লম্ফ প্রদান করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছে। এই সকল সুন্দর ও উর্ব্বর স্থানে অনেক ইক্ষু জন্মিয়াছে। এই অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করা অত্যন্ত বিপদজনক, কারণ তাহার মধ্যে অনেক গণ্ডার ও হিংস্র বন্য জন্তু বিচরণ করিয়া থাকে। (১২)

২০এ নবেম্বর আমি চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হই, তথায় ডমিনিক সোসার সহিত সাক্ষাতে আমরা উভয়েই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তথায় পর্টুগীজগণ কর্তৃকও আমি অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম। সোমবারে আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমি তাঁহাকে বেরিণগাঁয়ের কমলা-লেবু উপহার দিয়াছিলাম। এই লেবু অত্যন্ত সুস্বাদু, ও সে প্রদেশে তাহার মত লেবু পাওয়া যায় না। রাজা আমাদের উপহারে প্রীত হইয়া-ছিলেন, এবং আমাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনাকালে তিনি আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজা আপনার আসনে উপবেশন করিলে আমরা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করি। আমাদের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন

(১২) ইহাই সুন্দরবনের প্রকৃত বর্ণনা।

যে, আপনারা আপনাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের জন্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত লোকদিগের অবস্থানের জন্য তাহার নিকট একটি স্থানের প্রার্থনা করি। তাহাদিগকে সচ্ছন্দভাবে থাকিবার জন্য তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। রাজা আমাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য ও দানে উপকৃত করিয়াছিলেন। পর্টুগীজেরাও আমাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল। প্রধান পাদরী মহাশয়ের আদেশানুসারে আমরা এই প্রথম গির্জা স্থাপনে যথেষ্ট যত্ন লইয়াছিলাম। তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিলাম। আমরা তথায় আনন্দোৎসব করিয়াছিলাম, এবং তাহাই বাঙ্গলার প্রথম পর্ব্ব। হিন্দুদিগের নিকট তাহাকে বিখ্যাত করিবার জন্য আমরা অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলাম। পর্ব্বের পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে ও পর্ব্বদিবস প্রাতঃকালে অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। কামানশ্রেণীর প্রদর্শনে হিন্দুরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। (১৩)

রাজা আমাদের গির্জা দেখিবার জন্য স্বীয় অমাত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার সাজসজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাসহকারে শূন্যপদে গির্জার মধ্যে প্রবেশ করেন, ও তাঁহার জন্য গালিচার উপর যে চেয়ার রক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে না বসিয়া সোপানের উপর তিনি উপবিষ্ট হন। বেদীর উপর যে সমস্ত দ্রব্য ছিল তিনি তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলার মধ্যে ইহাকে প্রধান গির্জা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সোমবার রাজপুত্র (১৪) গির্জা ও তাহার সাজসজ্জা দেখিতে আসিয়া-

(১৩) পর্টুগীজগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগে কামান বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

(১৪) এখানে উদয়াদিত্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছিলেন। এই সমস্ত দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইত। পঞ্চদশ দিবস এই প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছিল। অনেকে ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্য ও অনেকে তাহাদের পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবার জন্য আসিত। আমরা পবিত্র দীক্ষার জন্য অনেক ক্ষুদ্র পুস্তক বিতরণ করিতাম। আমরা এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কারণ তাহাতে আগত অনেকে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সত্যধর্ম্ম অবগত হইতে পারিত। ফনসেকার পত্র হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। তাঁহার ও ফার্ণাণ্ডেজের পত্র হইতে বাঙ্গলা দেশে ১৬০১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের অবস্থা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

১৬০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল।

৩০তম অধ্যায়।

বঙ্গদেশে চারিজন পাদরী অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের জন্য দুইটী আবাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১৫) তন্মধ্যে একটি চ্যাণ্ডিকান রাজ্যে, এবং তাহাই বাঙ্গলার প্রথম গির্জা। পর্টুগীজগণের বদান্যতায় তাহা অনেক স্মৃতি-ফলকের দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। পর বৎসর পর্ব্বদিবসে যুবরাজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজার আদেশে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ংও অমাত্যবর্গসহ গির্জা দেখিতে আসেন। তিনি ইহাকে বাঙ্গলার সমস্ত গির্জা অপেক্ষা সুন্দর করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ফলতঃ রাজা উক্ত গির্জা দেখিয়া এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহারা যাহা প্রার্থনা করিত তাহাই প্রদান করিতেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার

(১৫) তাহার মধ্যে একটি চ্যাণ্ডিকানে ও একটি হুগলী ব্যাণ্ডেলে।

নিকট অধিক কিছু প্রার্থনা করে নাই। এক জন হিন্দু পাদরীদিগের প্রার্থনানুসারে অনেক অর্থদান করিয়াছিলেন।

*   *   *   *   *

সনদ্বীপের বিবরণ, পর্টুগীজগণ কর্তৃক তাহার অধিকার, আরাকান-রাজের সহিত তাহাদের যুদ্ধ, ও তাহাদের প্রতি তাঁহার অমানুষিক অত্যাচার।

৩২তম অধ্যায়

বাঙ্গলার শস্যপরিপূর্ণ ভূখণ্ডের নিকটই সনদ্বীপ অবস্থিত। শ্রীপুর বন্দর হইতে কেবল ৬ লীগ বা ৯ ক্রোশ অন্তরে ইহার অবস্থান। প্রাকৃতিক সুদৃঢ় প্রাচীরে ইহা এরূপ পরিবেষ্টিত যে ইহার অধিবাসিগণের অজ্ঞাতে কেহ ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র পর্টুগীজগণ ইহাতে অধিকারস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত। অনেকানেক জাহাজ ও নৌযুদ্ধবিশারদ সৈন্যদ্বারা বলীয়ান্ হইয়া তাহারা বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ বন্দরসমূহে ও পেগু প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়া দেশীয় রাজগণ অপেক্ষা সমগ্র সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। * কেহই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সাহস করিত না। সনদ্বীপের বহুস্থান ব্যাপিয়া অনেক পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সমস্ত বঙ্গদেশে তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা রাজ্যের অনেক আয় হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে পর্টুগীজগণের যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য আছে, তাহা ইহাতে আনীত হইলে, ইহা একটি সুবিখ্যাত দ্বীপে পরিণত হইত। লবণের ব্যবসায়ের জন্য ইহা ভারতের মধ্যে প্রধান ছিল। প্রতি বৎসর দুই শতেরও অধিক জাহাজ লবণ বোঝাই করিবার জন্য এখানে উপস্থিত-

* সামুদ্রিক আধিপত্যের জন্য পর্টুগীজগণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া বঙ্গদেশে নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিল

হইয়া থাকে। * এই সময়ে বঙ্গদেশে খৃষ্টানগণের প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ হওয়ায় তাহাদিগকে এই স্থলে আনয়ন করার জন্য পর্টুগীজগণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ একমাত্র তাহারাই খৃষ্টানগণের রক্ষক ছিল, এবং পর্টুগীজেরা পাদরীদিগকে বাস করিতে দিলে তাঁহারা অনেককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেও পারিতেন।

এই সনদ্বীপ বাঙ্গলার রাজা কেদাররায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু মোগলেরা কয়েক বৎসর হইতে তথায় তাঁহার অধিকারস্থাপনে বাধা দেয়। † তিনি জানিতেন যে, পর্টুগীজেরাই উহা অধিকার করিবে, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে স্বীয় স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬০২ খৃঃ অব্দে মনট্যাগ্রিলজাত ও কেদাররায়ের অধীনস্থ কর্ম্মচারী জনৈক নির্ভীক পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো ইহা পুরস্কাররূপে অধিকার করে। সে প্রথমে কতিপয় পর্টুগীজ সৈনিকের সাহায্যে ইহার দুর্গ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু দ্বীপের অধিবাসিগণ তাহাকে অবরোধ করিলে সে চাটিগাঁর পর্টুগীজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। পর্টুগীজগণের অনুরোধে তাহাদের সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুস ৪০০ সৈন্যের সহিত সনদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাহার অধিবাসিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া জয়লাভ ও অবরুদ্ধ সেনাপতির উদ্ধার সাধন করেন। এই জয়লাভ হইতে পর্টুগীজেরা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। তাহারা সেই দ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করে; এবং উক্ত দ্বীপ কার্ভালো ও মাটুসের মধ্যে বিভক্ত হয়।

আরাকানরাজ ‡ কতকগুলি পর্টুগীজকে স্বীয় অধীনে নিযুক্ত

* সনদ্বীপের লবণের ব্যবসায় চিরপ্রসিদ্ধ।

† উপক্রমণিকা দেখ।

‡ এই সময়ে মেংরাজগী খাঁ সেলিম সাঁ আরকানের রাজা ছিলেন। উপক্রমণিকা দেখ।

করিয়াছিলেন ; তিনি আপনাকে সনদ্বীপের রক্ষকস্বরূপ মনে করিতেন। এই জন্য পর্টুগীজগণ তাঁহার বিনানুমতিতে সনদ্বীপ অধিকার করায় তিনি তাহাদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন, এবং তাহারা পাছে প্রবল হইয়া উঠে এরূপ আশঙ্কাও করিয়াছিলেন। তাহারা পেগুরাজ্যের সাইরাম বন্দরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টাও করিয়াছিল। রাজা তথা হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি ১৫০ খানি জেলিয়া বা যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ও কতকগুলি বৃহৎ ছিল, তাহাদিগকে কার্ত্তুস বলিত, এই কার্ত্তুসগুলি কামানাদির দ্বারা সজ্জিত। পর্টুগীজগণ শ্রীপুর হইতে ১০০খানি কোষ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেদাররায় ঐ সমস্ত নৌকা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, আরাকানরাজের বিরুদ্ধে ইহারা উভয়েই মিলিত হইয়াছিল। ডায়েঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত পর্টুগীজ ছিল তাহারা তথা হইতে আপনাদের দ্রব্যাদিসহ জাহাজারোহণে স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের পর্টুগীজগণ আরাকানরাজের অসদ্ব্যবহারের ভয়ে উক্ত স্থান হইতে দ্রব্যাদি পাঠাইতে সাহস করে নাই। আরাকানরাজ এক আদেশপত্র দ্বারা মগদিগকে খৃষ্টান হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহারা আপনাদের ধনসম্পত্তি স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা চাটিগাঁর রাজা (আরাকানরাজের পিতৃব্য) তাহাদিগকে অক্ষম করিয়া ফেলেন, তিনি এইরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, ব্যাণ্ডেলে সমস্ত দ্রব্য গৃহীত হইবে। যদিও সে সময়ে চট্টগ্রামে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইত না। ৮ই নবেম্বর ইমানুয়েল ডি মাটুস নদীচুম্বিত ডারেঙ্গাবন্দরে সসৈন্যে মগদিগের সহিত সাক্ষাৎলাভ করেন, এবং বহুসংখ্যক মগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। কিন্তু ১০ই নবেম্বর আবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। উক্ত দিবসে সনদ্বীপের অধিকারী কার্ভালো মাটুসের সহিত মিলিত হইয়া ৫০ খানি যুদ্ধজাহাজের

সহিত মগদিগকে বাধা প্রদান করে। উক্ত ৫০ খানি জাহাজের মধ্যে ২ খানি কাস্তেজ, ৪খানি কাস্তুস ও খানি বার্কেস ও অবশিষ্ট গুলি জেলিয়া ছিল। এই অল্পসংখ্যক জাহাজের দ্বারা তাহারা সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়াছিল। প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে তাহারা মগদিগের সমস্ত জাহাজ অধিকার করে, কেবল একখানি মাত্র ক্ষুদ্র বার্কেস পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহারা অনেক তীর, বন্দুক, ১২টি কামান ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরাকানরাজের পিতৃব্য লিনাবদী ও অন্যান্য অনেকে ইহাতে নিহত হয়। অবশিষ্ট সকলে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এই যুদ্ধে আরাকানরাজের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। * ইহাতে পর্টুগীজদিগের সেরূপ ক্ষতি হয় নাই। এই সংবাদ চট্টগ্রামে পৌছিলে আরাকানরাজ ১০০০ যুদ্ধজাহাজসহ সনদ্বীপ অধিকারে কৃতসংকল্প হন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। পর্টুগীজেরা সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুর, গলিন প্রভৃতি স্থানে গমন করে, এবং তাহাদের নেতা ডমিনিক কার্ভালো অবশেষে চাণ্ডিকানরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন।

আরাকানরাজ ১০০০ জাহাজসহ পর্টুগীজদিগের নিকট হইতে সন্দীপ অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হন। তাহারা সামান্য সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে হটাইয়া দেয়। পরে তাহারা সন্দীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুর ও গলিনে গমন করে। পর্টুগীজগণের নেতা ডমিনিক কার্ভালো চ্যাণ্ডিকানের রাজা কর্ত্তৃক নিহত হয়।

৩৩ তম অধ্যায়।

আরাকানরাজ সন্দীপ অধিকারের জন্য মনে মনে সংকল্প করেন, কারণ ইহাতে, তাঁহার গৌরব রক্ষিত হইবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। তিনি পর্টুগীজদিগের দমনের জন্য নানা প্রকার উপায় অব-

* এই যুদ্ধের বিবরণ উপক্রমণিকা দেখ।

লক্ষ্যে প্রবৃত্ত হন, এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশেও দৃষ্টিপাত করিতে বিরত হন নাই। এই সময়ে তিনি বহুল পরিমাণে সমরসজ্জা করিয়াছিলেন। তিনি ১০০০ খানি যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ জাওয়ার ছিল, কতকগুলি বৃহৎ কার্ত্তুস ও কতকগুলি কোষ-নৌকাও ছিল। এই বিপুল শক্তিসহ মগ নৌ-সেনাপতি সনদ্বীপ অভি-মুখে অগ্রসর হন। কার্ভালো ৫০ খানি জেলিয়া, ৪ খানি কার্ত্তুস ও বিপক্ষের একখানি জাহাজসহ তাহার বাধা প্রদানে সচেষ্ট হন। অধি-কাংশ পর্টুগীজ জাহাজ চলিয়া যায়, কার্ভালো তাঁহার নৌ-শ্রেণী ও অপর ১৫ খানি জাহাজের সহিত অবস্থিতি করেন। সেই সাহসী বীরপুরুষ আপনার ক্ষুদ্রশক্তিসহ বিপক্ষের অনুসরণে প্রবৃত্ত হন! তিনি বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাহসসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কখন পশ্চাৎপদ হন নাই। শত্রুগণকে অতর্কিতরূপে আক্রমণ করায় তাহাদের জাহাজ-শ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ঈশ্বর বিধর্ম্মিগণের মধ্যে গোলযোগ ও খৃষ্টানদিগের গৌরব ইচ্ছা করায় খৃষ্টান জাহাজের সংখ্যা অল্প ও মগ-দিগের জাহাজের সংখ্যা অধিক করিয়াছিলেন। পর্টুগীজগণের ৬০ খানি ও মগদিগের ১০০০ জাহাজ ছিল; কিন্তু পর্টুগীজেরাই জয়লাভ করে; তাহারা পর্টুগীজদিগের জাহাজ সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহাদেরও অনেক বড় বড় জাহাজ নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় ২০০০ মগ জীবন বিসর্জ্জন দেয়, পর্টুগীজদিগের ৬৭ জন মাত্র নিহত হইয়াছিল। মগেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া চাটিগাঁর অভিমুখে যাত্রা করে। এই পরাজয়ে আরাকানরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কোন কোন সেনাপতিকে স্ত্রীলো-কের বেশ পরিধান করাইয়া যারপরনাই অপমানিত করেন। ও পর্টু-গীজদিগকে জীবিত বা মৃত আনয়ন করিতে আদেশ দেন। *

* উপক্রমণিকায় ও ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

পর্টুগীজেরা জয়লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের যুদ্ধোপকরণ না থাকায় ও জাহাজসকল যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং বিপক্ষের পুনরাক্রমণের আশঙ্কায় তাহারা সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। তাহারা কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাদের অন্য কোনরূপ সুযোগ ঘটিত না। এই কারণে রাত্রিযোগে পর্টুগীজগণ দেশীয় খৃষ্টানগণের সহিত সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া জাহাজারোহণে প্রস্থান করে। পাদরীগণ গির্জ্জায় জিনিষপত্র সহ খৃষ্টান বালক বালিকাগণকে লইয়া শ্রীপুর বাকলা ও চ্যাণ্ডিকান অভিমুখে যাত্রা করেন। চ্যাণ্ডিকানে পাদরীদের আবাসস্থানে পাদরী ব্লেসী নগনজ পাদরী ত্রয়ের সহিত মিলিত হন। আরাকানরাজের রাজ্য হইতে অনেক দূরে থাকায় তাহারা শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার অন্যরূপ ঘটিল। আরাকানরাজ সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি সহসা বাকলা অধিকার করিয়া বসেন। তথাকার রাজা অল্পবয়স্ক হওয়ায় ও রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার পক্ষে সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার পর তিনি চ্যাণ্ডিকান অধিকারের ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই সময়ে একটী বিশেষ কার্য্যে কার্ভালোকে আরও বিখ্যাত করিয়া তুলে। কার্ভালো সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথাকার রাজা কেদার রায় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ৩০ খানি জেলিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল, ২৮ এ এপ্রেল ১০০ খানি কোষ নৌকা সমুদ্র যাত্রা করে। এই সমস্ত নৌকার সৈন্য মোগল শাসনকর্ত্তা মানসিংহ কর্ত্তৃক উক্ত প্রদেশ অধিকারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এই সমস্ত জাহাজ প্রধানতঃ কেদার রায়ের বিরুদ্ধেই প্রেরিত হয়। মন্দারায় নামে একজন হিন্দু তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। মন্দারায়

অত্যন্ত সাহসী বলিয়া সমস্ত বাঙ্গলায় বিখ্যাত ছিলেন। কার্ভালো বুঝিতে পারিলেন যে এই সমস্ত জাহাজ তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে আগমন করিয়াছে। তিনি ৩০ খানি জেলিয়ার দ্বারা ১০০ খানি কোষ নৌকাকে পরাজিত করিতে না পারা আপনার পক্ষে অগৌরব বলিয়া মনে করিলেন, কারণ কিছুপূর্ব্বে তিনি ৬০ খানি মাত্র নৌকার দ্বারা ১০০০ খানি জাহাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কার্ভালো প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের জাহাজশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন ও বহুসংখ্যক সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মন্দারায়ও নিহত হন, তিনি গোলা দ্বারা আহত হইয়া জাহাজ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। কার্ভালোও একটি তীরবিদ্ধ হইয়া আহত হন। *

কয়েক দিবস পরে আরোগ্যলাভ করিয়া কার্ভালো শ্রীপুর হইতে গোলি বা গুলু † নামক পর্টুগীজদিগের উপনিবেশে গমন করেন। তাহাকে ক্ষুদ্র বন্দর বলিত। নদীর মুখ হইতে তাহা ৫০ লীগ বা ৭৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কার্ভালো পুনর্ব্বার মগদিগকে আক্রমণ করিয়া সনদ্বীপ অধিকারের ইচ্ছা করেন। গুলোবন্দরে মোগলেরা পর্টুগীজদিগের প্রতি নূতন কর স্থাপনে ইচ্ছুক হয়, তথায় ৫০০০ পর্টুগীজ অবস্থিতি করিত। মোগলেরা তথায় নদীতীরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, উক্ত দুর্গে ৪০০ সেনা অবস্থিতি করিত, ইহারা দেশীয় খৃষ্টানদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত, তাহাদিগকে হত্যা ও নানাপ্রকার বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতায় উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কার্ভালো তাঁহার ৩০ খানি জেলিয়ার সহিত তাহাদের দুর্গের নিকট দিয়া গমনকালে তাহারা তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হয়।

* উপক্রমণিকা দেখ।

† সম্ভবতঃ হুগলী, উপক্রমণিকা দেখ।

কার্ভালো তাহাদের দাম্ভিকতা অসহ্য বোধ করিয়া ৮০ জন পর্টুগীজ সেনার সহিত তাহাদের দুর্গের সম্মুখ ভাগ অবরোধ করেন। আর কতকগুলি সৈন্য দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রতি অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করে। উক্ত ৪০০ সৈন্যের মধ্যে কেবল একজন মাত্র খাল পার হইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশিষ্ট সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এই সমস্ত সাহসিক কার্য্যে কার্ভালোকে বঙ্গরাজ্যে এরূপ বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল, যে কার্ভালোর ভয়ের জন্য পর্টুগীজেরা অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল। আরাকানরাজের ৫০ জেলিয়ার অধ্যক্ষ জনৈক সেনাপতি রাত্রিতে স্বপ্নে কার্ভালোকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অন্যান্য সকলের এরূপ ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল যে সমস্ত তীরন্দাজ সৈন্য রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা উক্ত সেনাপতির মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দেন।

কার্ভালোর এইরূপ গৌরব ও সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জগতের সমস্ত পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় ও ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিচার অজ্ঞাত থাকায় তাহার অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটে। গুলোবন্দর অধিকার করিয়া কার্ভালো তাহার জাহাজ সকলের সংস্কার করিতেছিলেন, তিনি পুনর্ব্বার সন্দ্বীপ অধিকার করিবেন এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আরকানরাজ তাঁহাকে সন্দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিয়া বাক্‌লা অধিকার করেন ও চ্যাণ্ডিকান অধিকারের জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। চ্যাণ্ডিকানের রাজা কোনরূপ কৌশলে এই বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আরাকানরাজ কার্ভালোর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। চ্যাণ্ডিকানের রাজা আরাকানরাজকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা হইতে বিরত করার জন্য কার্ভালোকে ধৃত করিবার অভি-প্রায় করেন। তদনুসারে তিনি কার্ভালোকে আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করেন। তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, আরাকানরাজ হইতে

তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবেন। কার্ভালো এই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে আরাকানরাজ হইতে নিরাপদ হইতে পারিলে তিনি চ্যাণ্ডিকানাধিপের উপকারের প্রতিশোধ দিবেন। এই প্রকারে তিনি চ্যাণ্ডিকানরাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হন। তিনি তিন খানি সুসজ্জিত রণতরী ৫০ খানি জেলিয়া ও একজন সাহসী সৈন্যের সহিত উপস্থিত হন। রাজা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন, এবং তাঁহার প্রতি অসামান্য সদ্ব্যবহারের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে একটি স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অস্ত্র প্রদান করেন। রাজা তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, ৩ দিনের মধ্যে তিনি সমস্ত গোলযোগের শান্তির জন্য আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন। কিন্তু কার্ভালো তথায় ১৫ দিন অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে চ্যাণ্ডিকানাধিপ আরাকানরাজের সহিত গোপনে মিলন করিয়া কার্ভালোর প্রতিদৃষ্টি রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে তাহার রাজ্য আক্রমণ হইতে নিরস্ত করেন।

এই প্রকার বিলম্বে এবং অন্যান্য লক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, চ্যাণ্ডিকানাধিপের দরবারে গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছে। অন্যান্য পর্টুগীজগণ এবং বিশেষতঃ পাদরীরা কার্ভালোকে এইরূপ পরামর্শ দিলেন যে, যতদিন রাজার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে না পারা যায়, ততদিন তিনি স্থানান্তরে অবস্থান করেন। কার্ভালো তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা রাজার নিকট কথা চলাচল করিতে লাগিলেন। তিনি সুরক্ষিত ভাবে রাজার দরবারে যাতায়াত করিতেন। তৎকালে দেশীয় লোকদিগের মধ্যে এরূপ কথা প্রচারিত হইয়াছিল যে, রাজা কার্ভালোর হত্যা সম্পাদন করিবেন! কিন্তু কার্ভালো তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। রাজার কোন কোন সেনাপতিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি যশোরে রাজদরবারে উপস্থিত হন। তথায় ৩ দিন রাজার সহিত তিনি সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন নাই।

সাক্ষাৎকারের প্রত্যাখ্যানের ছল সুস্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে তাহারা কার্ভালোর অনিষ্ট করিতেই ব্যস্ত ছিল। তৃতীয় দিবসে কার্ভালোকে ধৃত করার সমস্ত পরামর্শ স্থির হইলে, কার্ভালোকে অহ্বান করা হয়। কার্ভালো কয়েকজন পর্টুগীজের সহিত প্রাসাদে উপস্থিত হয়। তাহারা পশ্চাদ্দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহারা প্রবেশ করিলে তাহাকে রুদ্ধ করা হয়। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কতকগুলি লোক তাহাদিগকে ধৃত এবং অস্ত্র ও পরিচ্ছদ চ্যুত করে। এই সময়ে তাহারা তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার ও অবমাননা করিয়াছিল। তাঁহাদের পদে শৃঙ্খল প্রদান করা হয়। তাহার পর রাজা কার্ভালোকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করার জন্য আদেশ দেন। তাহার পর তাঁহার সেনাপতি ৪০০ সৈন্যসহ তাঁহাকে লইয়া গমন করেন, কার্ভালোর পরিণাম কি হইবে, তাহা কেহই জানিত না। তাহার পর সকলে জানিত পারিল যে তাঁহারা হত হইয়াছেন।*

পর্টুগীজ ও অন্যান্য খৃষ্টানদিগের নিকট এই সংবাদ পঁহুছিলে তাহারা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। কতকগুলি কার্ভালোর জাহাজে প্রস্থান করিতে উপদিষ্ট হয়, কতকগুলি কার্ভালোর প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হয়।

পাঠান মুসলমানগণ পর্টুগীজদিগের বাণ্ডেল অবরোধ করিয়াছিল, তাহারা এই সংবাদ শুনিয়া পর্টুগীজদিগের সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লয়, ও বিক্রয় করে।

সোমবারে রাজা কার্ভালোর লোকদিগকে ও পর্টুগীজদিগকে পরিচ্ছদচ্যুত করিয়া কারাগারে প্রেরণের জন্য আদেশ দেন। তাহারা তথায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করে।

* কার্ভালোর হত্যা সম্বন্ধে উপক্রমণিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

পাদরীগণ যদিও বন্দী হন নাই, তথাপি তাঁহারাও অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বন্দী ও অন্যান্য পর্টুগীজগণের নিকট দোষ স্বীকার শুনিতে যাইতেন, ইহাতে রাজার লোকেরা মনে করিল যে পাদ-রীরা রাজাকে অর্থপ্রদানে নিষেধ করিতেছে। ইহাতে পাদরীদিগকে তাহাদের সহিত কথোপকথন হ্রাস করিতে হইয়াছিল। তাহার পর রাজা তাঁহাদিগকে তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার জন্য আদেশ দেন। এই প্রকারে এক মাস গত হয়। তাহার পর বন্দিগণ তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করে। পাদরীদিগের গির্জাদির জন্য রাজা স্থান না দেওয়ায় তাহার উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কতক পেগুতে ও কতক কোচিন যাইবার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু বাঙ্গলায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়।

HISTORICA RELATIO

DE

India Orientali.

Relatio Historica

DE REBUS IN

India Orientali

A PATRIBUS SOCIETATIS IESV, ANNO 1598 & 99 GESTIS.

A. R. P. NICALAO PIMENTA. ANNOMDCI.

EXEMPLVM LITTERARVM P.

Francisci Fernandi Syripure oppido Bengalæ

16. Cal. Febr. 1599.

Ovæ diuina freti misericordia in hac missione Bengalica egerimus quæ V. R. auere scire non dubito, his litteris exponam. In portu cocinensi ad V. nonas Maias nauem conscendimus Bengalensem, qvæ Portum (sic enim vocant) in ora Bengalica petebat. In altura deductis, in ipso conspectu perstantium in Cocinensi statione nauium, biremis occurrit Malaurorum piratarum, quæ directo in nos cursu mox congressura videbatur- magnam ea res nobis attulit molestiam & trepidationem, & cœpto cursu pergere potius, quam cum hoste congredi cupientibus. Nostri nihilominus arma expediunt, & pugnæ se accingunt. hostes, simulatque nos bellum non detrectare cognoere, demissis velis, lento cursu

ferri, & paulatim se relinqui sinunt. Ceilanti insula a fergo relicta, eregione Negapatami intempesta nocte vehemens, & repentinus ventus irruens, aduerse flatu velum percussit, nauemque ita obuertit, vt parum ab fuerit, quin fiuctibus absorberetur. Media hora in magna fluctuatione consumpta, naui in alterum latus impulsa, atque inimicum salum bibente, vix tandem potuimus vela contrahere. Hoc animaduerso periculo, raptim omnes ad confessionis, & orationis perfugium, ta'quam ad fidissimam anchoram confugerunt. Ventis interea ita bacchantibus, aquisque concitatis, vt non iom mare nauigare, sed per conuexa montium, & vallium curuos anfractus iter facere videremur. Toto triduo in his angustiis exacto, tandem Deo fauente sedata tempestate, ad dies aliquot prospere nauigauimus. In illo periculo præter vota priuata publicum illud fuit, quod velum anterius, a quo salutem suam pendere omnes animadverterant, B. Virgini vouerunt, at'qs in templo Gullano, quæ prope Bengalam magna religione colitur, eiusdem veli pretium obtulerunt.

Post hæc in aliud discrimen, mea quidem sententia maius, in ipso portu incidimus. Sunt enim in ostio Gangis syrtes quædum arenosæ, quæ Brachia a nautis dicuntur; præter has cum magna vigilantia nauigaremus, ab alueo paululu per errorem deuiantes, in breuia & loca vadosa incidimus. Sed ex omnibus liberauit nos Dominus. Portum tandem ingressi, decimo octauo die postquam Cocino discessimus, a faucibus fluminis vsq; ad Gullum alios insuper octo dies cosumpsimus. Est

autem Gullum statio Fusitanorum, quæ ab ostia Gangis ad ducenta & decem milliaria, aduerso flumine distat.

In hac statione ab omnibus Lusitanis, & Christianis incolis maxima gratulatione, & amore excepti sumus. Domos duas instructas, in quibus honeste diuersaremur, ipsi dederunt, & affatim omnia necessaria ipsi nobis suppeditarunt Puerorum effusa turba in ipso portu nobis obuiam processit, qui enixe rogarunt, vt ipsos doceremus, carebant enim præceptore, & huc illuc ociose, & perdite vagabantur; nobis renuentibus, illi magis, magisque instare, & a nostro latere nunquam discedere. Horum precibas victi, vnum ex comitibus, qui medioicriter scribere sciebut, scholæ præfecimus, existimantes non esse id alienum a V. R. voluntate, cum nostrum neuter hanc prouinciam in se susceperit, quo minus cœpto itinere progredi possemus.

P. Dominicus Sosa e vestigio linguæ, ediscendæ operam dedit, idqe tam serio, accanta animi contentione, vt breui multum profecturus videretur, si boni interpretis, & magistri copia fuisset, at vero qui lingua Bengalica vtuntur, Lusitanicam fere ignorant, & contra, qui Lusitanice loquuntur, Bengalice plerumq; loqui nesciunt; & neqe hi, neque illi Christianæ doctrinæ vocabula tenent: quare mature satisfieri eius votis non potuit. At ego hac difficultate minime fractus, tractatum breuem vteumc; edidi, quo Christianæ fidei capita explanaui, indubitatam veritatem defendi, Gentilicæ atq; Mahometicæ superstitionis dogmata confutaui. Hunc Sosa in linguam Bengalicam traducendum curauit, & eo vtitur

percommode, quoties cum gentibus sermo habendus est. Huic catechismus breuem addidi, ad modum dialogi, quem idem P. Bengalicam fecit ; quem pueri, qui scholam frequentant, memoriæ mandant. seruis & ancillis tradunt domesticis, signum crucis, & reliqua ad doctrinam Christianam spectantia, simul & discunt, & docent. Hæc quæ pro tempore potuimus, illic præstitimus, in posterum speramus Deo annuente perfectiora futura Ego Dominicis diebus in summo Templo concionabar mane ; ductrinam Christianam vesperi pleno auditorio explicabat Sosa. In statione multi in morbum incideaunt, vt in tanta ægrotantium multitudine nullus otio locus esse potuerit. Multi generuliter confessi : multi milites, qui furtis & latrociniis assuefabti ; in flumine transeuntes spoliabant, ad meliorem vitæ rationem reducti sunt : alii peccandi occasionibus liberati, alii coniugio capulati denique in omnibus æternæ salutis amor, de frugi melioris studium elucebat.

Cum primrm ad hanc stationem venimus, nihil prius faciendum nobis patanimus, quam vt nosocomium in subsidium ægrotorum ædificaremus. Vidimus enim passim tam Christianos, quam ethnicos in plateis sub dio animam agentes ; alios in compis defunctos, a' feris, sparsis per agros ossibus, concisos, & dilaniatos. faciebat nobis stomachum ea res. Sed incolæ quorum opera indigebamus, ad tempus restiterunt. Concio habita est in laudem elecmosynæ, & nosucomij, condendi necessitas luce clarius ostensa Vicit sententia : nec mora, pecunia corrogata, ædes coemptæ in optimo situ ; supel

lex, vtensilia, annona comparata. Domui præpositi sunt duo, alter Lusitanus, alter Indus : quibus exacto mense alij bini eodem ordine succedebant, Nhbis ibidem comorantibus mortem obiere ad triginta, quorum plerique en Gentilibus & Mahometanis Christiani sunt facit, præter aliquos promiscui sexus, qui decimum ætatis annum vix dum attigerant, Nobis profectis nuntiatum est, domum hac optime administrati, ægrotos esse plus minus triginta, & vnius mensis spatio obiisse viginti.

Parochas nostri amantissimus, diuini obsequig, atqu animarum zelator,nobis abeuntibus huius nosocomij curam suscepit, vt magis nobis sparandum sit, has genune perennem, ac propriam futuram, maxime si Episdopus Cocinensis eam Gullen sibus parochis multum, & serio commendauerit.

Diuersati sumus in hac statione vsque ad Cal. Octobris, qno tempore extrema iam hyeme iter adronauimus ad hunc locum, quem Portum magnum vocant. Dici non potist, quibes lachrymis incolx nostrum discessum sint prosecuti. Primu abeuntes retinere, & quasi vim inferre conati, doinde subatis manibus obtestati funt, salte vt qnadragesima reuerteremur se nauem, & alia omina oportune missuros : nos cumrelom, qux hie generentur ignari esseMus de reditu nihil certi promutere ausi, bene tame sperare oussimus. Apud Mongolas (quos vulgo Mogores dicunt) in more poftitum est, abeutium nauigiis inspectis notam imprimndi, & vectigalia exigendi proætextu, sarcinas excutere, & miseros nauigantes spoliare. Nos vt huius molestiæ immunes esse-

mus omnes incolas, qui aliqua gratia, & auctoritate valebant, deprecatores habuimus; qui telonium concitato cursu petentes, a publicano, quem ipsi Monsifum appellant, obtinuerunt, vt has iniurias a peregrinis, pauperibus, amicis depelleret, quo factum est vt nobis & iis, qui nobiscum conscederant parceretur. Quara læti vela dedimus, & tandem ad Portum magnum, qui sexcentis milliaribns a Portu paruo distat, salui peruenimus; non tamen sine magno vitæ discrimine, quod cum a tigribus, tam latronibus imminebut, qui per totum Gangem infesti, mortem nauigantibers sæpe inferunt.

Antequam ad Portum magnum veniremus in medio itinere occurrit statio Lusitanorum, in regno Chandecani cuius Rex missis ad Gullum litteris iam antea nos inuitauerat; & Lusitani qui in illo regno agebant, per litteras, & nuntios orabant, vt ad se veniremus, eo quod toto biennio sacerdote, caredant. Quare illis nauigia, & cibaria præbentibus ad eos diueitimus, & maxima omnium gratulatione sumus excepti. Vno mense, quo illic substitimus, omnes de confessione audiuimus. Et eum ferme omnes intestinis inter se odiis decertarent, Dei summa clementia fatum est vt omnium animi pacati, & ad cordiam redacti sint. Multi concubinas, & pellices abegerunt; multi quas legitime poterant, vxores duxerunt. In concionibus publicis, & priuatis colloquiis hortati sumus, vt pacem colerent, pietatem amarent, omnibus bonum exemplum præberent. Ducentos, partim liberos, partim seruos sacro-

fonte abluimus. Illud Prætereundum non est, obstupuisse omnes, cum videbant hæc, & huiusmodi præstari gratis, & neque cercos, & munuscula quædam, quæ in baptismate offerri solent, in nostram vsum cedere. Hae fama permoti malti ludi, qui post lusceptum baptisma aliquot annos in terris infidelium delituerant, relictis latebris in lucem prodicrunt. hos ingenti cum gaudio susceptos, & salutari pœnitentiæ sacramento expiatos Ecclesiæ matris gremio restituimus. Concubinas si quas adduxerant, legitimo matrimonio coniunximus, & liceros in paganismo susceptos sacro fonte abluimus.

Audito Rex nostro adventu, missit illico nuntium qui nos suo nomine salutaret, & ad ipsius conspectum deduceret : perhonorifice ad illo sumus excepti & promissis magnificis ad magnam spem erecti. Munera ad hospitium mittit de more gentis, oryzam, butyrum, saccharum, & hædos, hœdum vnum, ne inurbani videremur, remissis ceteris, accepimus, Orauit Rex suis terris ne disdederemus diplomate regio pecunias assignabit, quibus aream, & teinas Ecclesiæ, atque ædibus construendis idonevs, emeremus. Salis præterea magnam copiam adiecit, & ceræ modios quinquaginta, quæ omnia sexcentorum aureorum pretium exsuperant. Nos in ripa Gangis agrum optimn loco delegimus, quo Ecclesiam & domu ædificaremus, & Christiancs vediq ; confluentes hospitio exciperemus : quem capum Rex, amotis Mongods, & Pataneis quibusdam, qui eum occupauerant, nobis liberum reddidiat ; promisitque se

suis sumptibus Ecclesiam structurum, quæ reliquas in Bengalæ regno ædificandas, pulchritudine anfeiret Aliud diploma concessit, quo dedit liberam facultatem Euangelij promnlgandi & baptizandi preter alia multa, quæ ad rem Christianam promouenda maxime conducunt Hanc amplissuni Regis propensam voluntatem ne tergiuersando læderemus, diligeter curauimus; gratissimum etiam V. R. fore non dubitauimus, si tam patens ustium, vltro nobis apertum non præteriremus. Quare vt Regis animum aliqua spe delinitum teneremus, respondimus nobis esse imperatum a superioribus, vt quam primum Portum magnum peteremus, quo certiorem faceremus V. R. de rebus, quæ Syripure, & Chatigani gererentur his cofectis & a' V. R. responso accepto, Deo annuente nos regie voluntati non defuturos, imo quam maturrime ad ipsius regnu reuersuros. Magnum profecto messem hæc Chandicani regio nobis promittit, quæ tam ampla esr, vt plerumque quindecim dies, ne dicam viginti, nauigando insumantur, antequam eius regni limites præteriri passint in nemoribus, & locis syluestribus maxima ceræ copia conflanti solet, quam inde mercatores per totam Bengalam & per Indiam vniuersam distranunt, & cum næc Chandicani statio sit media inter Portum magnum, & Paruu, sit vt indidem ad omnes lotius Bengalæ regiones sit facilis & comoda nauigatio.

Hæc de Chandicano dicta sint satis, nunc ad Syripurem veniamus. Syripur statio est pertinens ad Portum magnum, húc mense Decembri appuiimus, non alio vultu atque ammo cum ab incolis, tu a' Lusitanis

aduems excepti, qunm si Angeli a cœlo delapsi, eis auxilio venissemus tnta erat illorum calamitas, tot illos circunstabant per cos dies curæ & angustie. Nam paulo ante ad eam stationem appulerat Prætectus nouus, quem cum participantibus Concinensis Episcopus sacramentis Ecclesiæ & cummunione fidelium prohibuerat quæ res maximas ibi turbas excitauerat. nos vt eam temeestatem declinaremus, data opera in Chandicano moram fecimus, sperantes fore vt interim omnia ad cocordiam redigerentur sed fefillit ea spes, nam in eiusmodi tempus aduentus noster incidit quo omnia erant quam maxime unbulenta. Et quamuis certum esset nobis quoad fieri posset, quam minime nos immiscere, tumen ad eas angustras redacti sumus, vt nobis non esset integrum no respondere interrogantibus cum Præfecti offensa, qui sibi persurserat, eximi se per nos a' censuris posse.

Syripurem vbi apulimus, accersit nos Regulus qui toti terræ præest, quem vocant Cadarai : accessimus multis comitati Lusitanis : accepit nos Regulus humanissima,multa dictitans ad gratiam,& amicitiam pertenentia : & in signum amoris, folia aliquot herbæ in tota India notissimæ, quam Betele vocant singulis gustanda distri buit quid multa ? hortatus est, vt maneremus, terram penes nos esse, se nobis omnino non defuturum. Denique facultatem dedit Euangelium prædicandi sexcentos aureos in annuos reditus diplomate ote obsignato concessit. Ecclesiæ condeudæ aream optimo situ dispicere iussit, & quæ cumq, opus essent, dixit se suppedi-

taturum. Nostro rogatu priuilegia condidit in rem, & gratiam Christianorum.

In concionibus sumus ossidui, auditores adsunt magna frequentia, aures asserunt sitientes, fructum pollicentur vberrimum. Affirmant multi, qui non ita pridem ad has terras venerunt, sibi tamquam pueris opus esse Christianæ doctrinæ capita de integro perdiscere. Concionum fama excitatip accedunt nonnunquam Principes gentiles, qui licet non conuertantur, tamen Christianu decreta cum audiunt, admirantur, laudibus extollunt, nihil sibi videri affirmant perinde honorificum, ac religionis Christianæ præcepta. Mitto V. R. duos ingenuos pueros Bengalenses instituendos in Collegio Sanctæ fidei: vertente anno alios duos mittam ficut V. R. nobis discedentibus præcepit. Quod reliquum est, oramus R. V. vt nos suis, & nostrorum omnium sacrificiis, & orationibus comendatos habeat, quo hec missio eum, quem V. R. maxime cupit, effectum, & finem sortiatur. Datæ Syripure 14. Ianuarii anno Domini 1599.

* * * * * * *

অনুবাদ।

ঐশ্বরিক দয়ায় নির্ভর করিয়া আমাদের প্রধানের আদেশে আমরা বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি বিশদ করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছি। আমরা বাঙ্গলার ক্ষুদ্র বন্দরে (১) অবতরণ করিয়াছিলাম। আমরা মালাবার দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। আমরা সিলিয়ানিস্ (২) দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অনেক কষ্টে গুলোতে (৩) উপস্থিত হই। ইহার পর আমরা গঙ্গার মোহানার নিকট একটি স্থানে গমন করি। নাবিকগণ তাহাকে ব্রাকিয়া (৪) কহে। এতদ্ব্যতীত আমরা অত্যন্ত সতর্কতাসহকারে জলাভূমিতে গিয়াছিলাম। ঈশ্বর আমাদিগকে সকল আপদ্ বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

আমরা কোচিন্ হইতে যাত্রা করিয়া আঠার দিবসে ক্ষুদ্রবন্দরে (৫) উপনীত হই, তথা হইতে নদীর উজানে আট দিনে গুলোতে (৬) পঁহুছিয়াছিলাম। গুলো গঙ্গার মোহানা হইতে ২১০ মাইল হইবে। আমরা পর্টুগীজ ও অন্যান্য খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম।

ডমিনিক সোসা ভাষা ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি এরূপ আগ্রহসহকারে তাহা করিয়াছিলেন যেন বোধ হইয়াছিল, তিনি অনেক দিন ধরিয়া তাহা শিক্ষা করিয়াছেন। যদিও

(১) ক্ষুদ্র বন্দর সম্ভবতঃ পিপলী, উপক্রমণিকা দেখ।
(২) সিলানিস দ্বীপ কোন্ স্থানে নির্ণয় করা কঠিন।
(৩) গুলো—হুগলী উপক্রমণিকা দেখ।
(৪) কোন্ স্থানকে ব্রাকিয়া কহিত তাহা জানিবার উপায় নাই।
(৫) কোচিন হইতে ১৮ দিনে পিপলীতে পঁহুছানই সম্ভব।
(৬) তথা হইতে নদীর উজানে ৮ দিনে হুগলীতে যাওয়াই সম্ভব, এবং সাগর সঙ্গম হইতে হুগলীর দূরত্ব তৎকালে জলপথে ২১০ মাইল হইতে পারিত। উপক্রমণিকা দেখ।

অনেক ভাল দ্বিভাষী ছিল, তথাপি যাহারা বাঙ্গলা জানিত, তাহারা পর্টুগীজ ভাষা বুঝিত না, এবং যাহারা পর্টুগীজ জানিত, তাহারা বাঙ্গলা বুঝিত না। ইহারা খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু আমি সে সমস্ত অসুবিধা দূর করিয়া ক্ষুদ্র ধর্ম্ম পুস্তকগুলি আয়ত্ত করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশগুলিকে সত্য ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু ও অন্যান্য লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিতাম ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতাম।

যে কর্ম্মচারীর প্রতি ঐ প্রদেশের ভার ন্যস্ত ছিল, তিনি আমাদের যাত্রাকালে আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আমরা অধিবাসিগণের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইয়াছিলাম, এবং মোগল রাজ্যে উপস্থিত হই। আমরা চ্যাণ্ডিকানে (৭) গমন করি। তথাকার রাজা আমাদের আগমনের সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আমরা অনেক বেশ্যা ও দুষ্ট লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। এই সংবাদ শুনিয়া অনেক ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা বেশ্যাদিগকে বিধিমত বিবাহ দেওয়াইয়াছিলাম। রাজা আমাদিগের কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা আমাদের আগমন সংবাদ শুনিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন ও নিজেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের আতিথ্যের জন্য চাউল, ঘৃত, চিনি, ছাগশিশু পাঠাইয়াছিলেন। আমরা একটি মাত্র ছাগশিশু রাখিয়া আর সমস্ত ফেরত পাঠাইয়াছিলাম।

চ্যাণ্ডিকান রাজ্য একটি বৃহৎ প্রদেশ। ইহাতে ভ্রমণ করিতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। (৮) উহা বৃহৎবন্দর (৯) ও পারুর (১০) মধ্যে

(৭) চ্যাণ্ডিকান সাগর দ্বীপ ও তাহার রাজা প্রতাপাদিত্য।

(৮) ইহা হইতে যশোর রাজ্যের বিস্তৃতির কথা বিশেষ রূপে জানা যাইতেছে। উপক্রমণিকা দেখ।

(৯) বৃহৎ-বন্দর=পোর্টো গ্রাণ্ডি=চট্টগ্রাম। (১০) পারু সম্ভবতঃ পুরী হইবে।

অবস্থিত, এবং বাঙ্গলার এই প্রদেশে সর্ব্বদা জাহাজের গতি বিধি হইয়া থাকে।

আমরা আবার গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা শ্রীপুর ও চাটিগাঁয় যাই। যে ক্ষুদ্র রাজা (১১) কেদার রায়ের (১২) লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল, আমাদের নিকট আসিয়াছিল। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতাম ও প্রত্যহ ধর্ম্মপ্রচার করিতাম। লোকে মনোযোগ সহকারে আমাদের কথা শুনিত ও অনেক বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীপুর, ১৪ই জানুয়ারি, ১৫৯৯।

(১১) ক্ষুদ্র রাজা সম্ভবতঃ পর্টুগীজ হইবে।
(১২) সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায় শ্রীপুরের অধীশ্বর।

পরিশিষ্ট।

(ক)

প্রতাপাদিত্যের বংশপত্র।

৪৮০ পৃ

তপন

শ্রীকণ্ঠ ভীত কেশব শঙ্কর কোক বিশ

আস বিদ বিন পদ্মনাভ চণ্ড কমল কৌ শারঙ্গ পীতাম্বর

গজপতি দিগম্বর কামবান্ সদাশিব বাণেশ্বর

ছকড়ী ৪৮১ পৃ চতুর্ভুজ জগন্নাথ

* কায়স্থ কারিকার মতে মুকুটমণি প্রতাপাদিত্যের পুত্র।

রাজারাম
নীলকণ্ঠ
শ্যামসুন্দর
মুকুন্দদেব
নবনীত
ব্রজকিশোর
ব্রজমোহন
৪৮৩ পৃ
কৃষ্ণদেব
গোবিন্দদেব

গোবিন্দদেব
নৃসিংহদেব (দত্তক)
রঘুদেব (দত্তক)
বৈকুণ্ঠনাথ (দত্তক)
শ্রীকণ্ঠ (দত্তক)
রাজেন্দ্রনাথ (দত্তক)
বরদাকণ্ঠ
গিরীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ
যতীন্দ্রমোহন
শৈলেন্দ্রমোহন
ব্রজমোহন
হরিদেব
যুগলকিশোর
আনন্দচন্দ্র
গৌরচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র
গিরীশচন্দ্র
চন্দ্রকুমার
দক্ষিণাপ্রসাদ
ললিতকুমার
যজ্ঞেশ্বর
ক্ষীরোদ
সুচারুচন্দ্র
অনন্তকুমার
অশ্বিনীকুমার
নলিনীরঞ্জন
পুলিনরঞ্জন
প্রভাতচন্দ্র
ফণিভূষণ

শ্যামসুন্দর
শ্রীকৃষ্ণ
শুকদেব
গুরুপ্রসাদ (দত্তক)
প্রাণকালী
ভূজঙ্গভূষণ
কৃষ্ণ কিঙ্কর
হরেকৃষ্ণ
বৈদ্যনাথ
ক্ষিতীনাথ
নগেন্দ্রনাথ
নৃপেন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ
প্রাণকৃষ্ণ
দেবনাথ
স্মরণনাথ
কালীকুমার
যোগীন্দ্রনাথ
প্রতাপনাথ
নৃপেন্দ্রনাথ
প্রসন্ননাথ
মণীন্দ্রনাথ
ফণীন্দ্রনাথ
নন্দ কিশোর
রাধানাথ
রামনারায়ণ
জগদীশনারায়ণ
সিতাংশুভূষণ
জয়নারায়ণ
অন্নদাতনয়
যতীন্দ্র
সতীন্দ্র
শৈলেন্দ্র
ব্রজেন্দ্রনারায়ণ
রমেশচন্দ্র

রমাকান্ত
গোপীনাথ
রামশঙ্কর
কীর্ত্তিচন্দ্র
গৌরাঙ্গচন্দ্র
বৈদ্যনাথ
রামসুন্দর
শিবনাথ
রামকুমার
হরচন্দ্র
দ্বারকানাথ
রামগোপাল
রামচন্দ্র
বৈকুণ্ঠনাথ
প্রতাপ
বিপিন
প্রিয়
চন্দ্রনাথ
শ্রীনাথ
নবকৃষ্ণ
যাদবকৃষ্ণ
জগদীশ
অখিল
নৃসিংহ
নন্দ
মনোমোহন
রমণীমোহন
অশ্বিনীকুমার
রাজকুমার
কিশোরীমোহন
রাইমোহন
কৃষ্ণকিঙ্কর
চন্দ্রনাথ
কেদারনাথ
সতীনাথ
নলিনী
কালিদাস
হরিদাস
গৌরদাস

শিবানন্দ
হরিদাস
গোপালদাস
বিষ্ণুদাস
৪৯২ পৃ
রঘুনাথ
রামকৃষ্ণ
৪৯১ পৃ
গোপীকান্ত
রমাকান্ত
৪৮৯ পৃ
রতিবল্লভ
৪৯০ পৃ
আত্মারাম
অভিরাম
রাজারাম
৪৮৮ পৃ
শিবরাম
৪৮৯ পৃ
ষষ্ঠিরাম
বলরাম
হৃদয়রাম
নন্দরাম
আনন্দরাম
পৃঃ ৪৮৭
কল্যাণরাম
মৃত্যুঞ্জয়

- আনন্দরাম
  - ভৃগুরাম
    - রমানাথ
      - কেবলনাথ
      - শ্রীকৃষ্ণনাথ
        - দুর্গানাথ
        - কৈলাসনাথ
        - ভবানীনাথ
      - সাতানাথ
      - বিশ্বনাথ
    - শ্যামনাথ
    - ভীমনাথ
    - জগন্নাথ
      - শিবনাথ
        - দীননাথ
          - গুরুদয়াল
          - প্যারীমোহন
  - গঙ্গারাম
    - ব্রজনাথ
      - জানকী
        - পার্ব্বতী
      - কমল
    - জয়নাথ
      - গোলক
        - ত্রৈলোক্য
        - প্রসন্ন
      - গোকুল
        - গোবিন্দ
  - পঞ্চানন
    - নিত্যানন্দ
      - দাশুচন্দ্র
    - চৈতন্যকৃষ্ণ
    - রাজনারায়ণ
      - ভৈরবনাথ

রাজারাম
রূপরাম
রণরাম
রামশঙ্কর
ভোলানাথ
জীবনকৃষ্ণ
কার্ত্তিকচন্দ্র
ফকিরচন্দ্র
রামমোহন
রাধামোহন
শ্রীনাথ
বৈদ্যনাথ
কাশীকান্ত
স্বরূপচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র
রাম নিধি
রামগতি
গুরুদাস
হরনাথ
করুণাকান্ত
হরচন্দ্র
রামচন্দ্র
কৃষ্ণমোহন
আনন্দমোহন
ঈশ্বরনাথ
তারিণীনাথ
কামিনী
নলিনী
চন্দ্রমোহন
মনোমোহন
শশি
অক্ষয়
বিরাজ
নীল

শিবরাম
শোভারাম
দেবীচরণ
গৌরীচরণ
গোবিন্দচরণ
শ্যামাচরণ
গঙ্গাচরণ
শ্রীচরণ
উদয়চন্দ্র
ভৈরবচন্দ্র
তারিণীচরণ
উমেশচন্দ্র
শ্রীপূর্ণচন্দ্র
দীনেশচন্দ্র
বামাচরণ
রমাকান্ত
জয়কৃষ্ণ
হরিনারায়ণ
হরেকৃষ্ণ
জগমোহন
কালীমোহন
কৃষ্ণমোহন
রাধামোহন
মদনমোহন
ভুবনমোহন
দুর্গামোহন
সুরেন্দ্রমোহন

রতিবল্লভ
মনিরাম
শুকদেব
বীরেশ্বর
টীকারাম
মহাদেব
কামদেব
বামদেব
বানেশ্বর
রামশঙ্কর
নীলকণ্ঠ
বাসুদেব
মণিরাম
রামধন
রামজয়
কৃষ্ণজয়
গোবিন্দজয়
শ্রীকণ্ঠ
কৃষ্ণধন
শ্যামধন
গোবিন্দধন
গোপীনাথ
রাধানাথ
শম্ভু
চন্দ্র
লোক
রাজচন্দ্র
আনন্দধন
জগবন্ধু
কালাধন
কালীনাথ
ঈশ্বরচন্দ্র
অনাথবন্ধু
প্রাণবন্ধু
চণ্ডীপ্রসাদ
শীতল
বাণীনাথ
হৃদয়নাথ
আদিনাথ
দেবনাথ
বৈকুণ্ঠনাথ
কালীকুমার
প্রসন্নকুমার
ভগবানচন্দ্র
কমলাকান্ত
নকড়ি
ইন্দ্রনাথ
হরিনাথ
রঙ্কবিহারা

রামকৃষ্ণ
রমানাথ
যাদবেন্দ্র
রঘুরাম
রামদেব
হরিশরণ
দুর্গাচরণ
কৃষ্ণকান্ত
ভবানীচরণ
শিব
শ্যাম
রাজগোবিন্দ
জয়গোবিন্দ
কালীকান্ত
উমাকান্ত
লক্ষ্মীকান্ত
চন্দ্রকান্ত
সতীশচন্দ্র
নলিনীকান্ত

- বিষ্ণুদাস
  - মহাদেব
    - রামভদ্র
      - রামচন্দ্র রায়
        - কৃষ্ণরাম
          - চন্দ্রনারায়ণ
            - রূপচন্দ্র
          - জগন্নাথ
          - রামধন
      - অভিরাম
        - গোবিন্দ
        - শিবরাম
          - রামনারায়ণ
          - লক্ষ্মীনারায়ণ
      - হরগোবিন্দ
        - রামকৃষ্ণ
          - কালীচরণ
          - দুর্গাচরণ
        - প্রেমনারায়ণ
          - ভাগ্যবন্ত

(খ)

অম্বরের শিলাদেবী।

জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে যে শিলাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে লইয়া যান। সাধারণতঃ এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে, তিনি বাঙ্গলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত দেবী ছিলেন। এ বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য আমরা জয়পুরে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে জয়পুরমহারাজের কলেজের অধ্যাপক ও রাজা বসন্ত রায়ের বংশজাত আমার পরমাত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তৎসমুদায় প্রকাশ করিলাম। সাধারণে ইহা হইতে সমস্তই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম পত্র।

জয়পুর, ৭ই জুন, ১৯০৫।

প্রিয় নিখিলনাথ,

প্রথমতঃ তোমার পত্রখানির অবিকল অনুলিপি লিখিয়া দিলাম, কেন না তুমি যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহার নকল অবশ্যই রাখ নাই। এ রকম ধরণের সাহিত্য বা ইতিহাস সংক্রান্ত পত্র সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইলে, তোমাদিগের ন্যায় সাহিত্যসেবীদিগের কৃত সমস্ত ব্যাপারই সাহিত্যেতিহাসের অঙ্গীভূত উপাদান হইবে। তাই এস্থলে পত্রখানির অবিকল নকল করিয়া দিলাম। ইহা দ্বারা উত্থাপিত প্রত্যেক কথার যথাযথ উত্তর লিখিবার ও বুঝিবার সুবিধা হইবে।

Dewanbati
91 Durga Charan Mitter's Street, Calcutta.
11th April 1905.

প্রিয় নবকৃষ্ণ,

অনেক দিন হইল, তোমার কোনই সংবাদাদি পাই নাই। শারীরিক অসুস্থতা ও নানাপ্রকার সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে "তৈলেন্ধনচিন্তয়া" বন্ধু বান্ধবের খবর লওয়াও ঘটিয়া উঠে না। এখন এমনই হইয়াছে যে কোন উপলক্ষ ব্যতীত আর পত্রাদি লিখিতে যেন অবকাশ ঘটে না। অথচ সমস্ত সময়ই যে কাজে কাটে তাহাও নহে। যাহা হউক একটা বিষয়ের জন্য তোমাকে পত্রখানি লিখিতেছি। উহা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তোমাদের কলেজের মেঘনাদ বাবু 'বিদ্যাধর' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাধরের বংশাবলীর একখানি মাড়ওয়ারী দলিলের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, অম্বরের শিলাদেবী কেদার রায়ের ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে কেদার রায় বলিতে চাহেন। তাহা হইলে শিলাদেবী যে যশোরেশ্বরী হন তাহাই মিলিয়া যায়! কিন্তু কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য এক নহেন সুতরাং তাঁহার সে চেষ্টা বৃথা। এক্ষণে, তোমাদের ওখানে শিলাদেবী সম্বন্ধে প্রবাদ কি? বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না। একখানি দলিল হইতে এতদিনের প্রবাদটি যে উড়িয়া যাইবে ইহাই বা কেমন? আর যদি সেখানে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে শিলাদেবীর কোন সম্বন্ধ থাকার কথা না থাকে, তাহা হইলে সে দলিলখানিই বা অগ্রাহ্য করা যায় কিরূপে? এখানে এ বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিতেছে। তুমি উহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবে, এবং উক্ত দলিলের একখানি অবিকল নকল (মাড়োয়ারী ভাষা অথবা যে ভাষায় থাকে) যাহাতে শীঘ্র পাই তাহার চেষ্টা করিবে। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন :—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥"

এখানে শিলাময়ী প্রতাপাদিত্যের দেবী বলিয়া জানা যাইতেছে। প্রবাদও তাহাই। তবে একটী কথা বলি, ঘটককারিকা, অন্নদামঙ্গল, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য প্রভৃতিতে যশোরেশ্বরীকে লইয়া যাওয়ার কোনই কথা নাই। তাহা হইলে অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যেরই এ প্রবাদেরই বা মূল কি? আবার যে যশোরেশ্বরী এখানে আছেন তাঁহারই বা স্থাপয়িতা কে তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এ সমস্ত গোলযোগে উক্ত দলিলখানিকে একেবারে অমূলক বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার আর এক কথা। ঘটককারিকায় লেখা আছে যে, যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পরে কচুরায়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কচুরায় রাজ্য পাইলে সেই যশোরেশ্বরীকে কি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? যাহা হউক তুমি ওখানকার প্রবাদ সংগ্রহ করিবে। অন্যান্য অনুসন্ধান করিবে ও উক্ত দলিলখানির মূলের অবিকল অনুবাদ একখানি সত্বর পাঠাইবে। তোমরা সপরিবারে কেমন আছ? আমরা একরূপ আছি। ইতি

পত্রের উত্তর।

আমি অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি। অম্বরের শিলাদেবী রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক যে আনীত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে এখানে একটী হিন্দী কথা বা প্রবাদ বাক্য আজ পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যেও প্রচলিত আছে :—

"সাঙ্গানের কা সাঙ্গাবাবা জয়পুরকা হনুমান্
আমের কা সল্লাদেবী লিয়া রাজা মান্॥"

সাঙ্গানের নামক জয়পুর রাজ্যের একটী নগরেস্থিত সাঙ্গাবাবার মূর্ত্তি, জয়পুর নগরের হনুমান মূর্ত্তি (চাঁদপোল গেটের সমীপে স্থিত) এবং আমের বা অম্বর নগরের সল্লাদেবী বা শিলাদেবী রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত।

আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা যে অম্বর নগরের শিলাদেবী রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী, এবং প্রতাপাদিত্যবিজয়ের পর মানসিংহ ভক্তি সহকারে প্রতাপাদিত্যের অভীষ্টদেবী যশোরেশ্বরীর শিলাময়ী মূর্ত্তি নিজ রাজধানী অম্বর নগরে আনাইয়া তথায় স্থাপিত করেন। কিম্বদন্তী এই যে মানসিংহ স্বয়ং প্রতাপাদিত্য-বিজয় অতীব দুরূহ ব্যাপার জ্ঞানে উক্ত যশোরেশ্বরীর আরাধনা করেন এবং দেবী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বাম হইয়া মানসিংহের প্রতি প্রসন্ন হন। এই হেতু প্রতাপাদিত্যের মানসিংহের হস্তে পরাজয় ঘটে।

এখন বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীই আমেরের "সল্লাদেবী" বা শিলাদেবী কি না? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে ইহার অনুকূলে যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে এবং তৎসমুদয় খণ্ডন করা যাইতে পারে কি না তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে দিতে চেষ্টা করিতেছি :—

(১) অনুকূল যুক্তি :—

(ক) নামের কতকটা সাদৃশ্য।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥"

জয়পুরে প্রচলিত নাম "সল্লাদেবী" বা "শিলাদেবী" ভারতচন্দ্রবর্ণিত "শিলাময়ী" নামের সহিত কতকটা মিল আছে।

(খ) বর্ণনার সহিত মূর্ত্তির কতকটা মিল।

কথিত আছে, দেবী অকৃপা করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতি বাম হইয়াছিলেন। দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তিতেও এই ভাব প্রকটিত হইয়াছিল—অর্থাৎ মূর্ত্তির শিরোদেশ কিঞ্চিৎ বক্র হইয়াছিল। জয়পুরের আমের নগরস্থ শিলাদেবী মূর্ত্তির মস্তক বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ বক্র।

(গ) দেবীমূর্ত্তি রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত, এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পূজা চলিয়া আসিতেছে, এবং পূজারী বাঙ্গালী।

(২) এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আমেরের শিলাদেবী যশোরেশ্বরী ভিন্ন আর কেহই নহেন। এখন দেখা যাউক, এই সকলের কতদূর খণ্ডন সম্ভবপর।

(ক) নামের কতকটা সাদৃশ্য। 'শিলাময়ী' নামে দেবীমূর্ত্তি যশোর নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতচন্দ্র হইতে উদ্ধৃত কবিতা হইতে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে যে, যশোরেশ্বরীর নাম "শিলাময়ী"। আমেরের দেবীর নামের সহিত কতকটা মিল আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। 'শিলাময়ী' 'সল্লাদেবী' বা 'শিলাদেবী' নামের কতকটা মিল আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা "কতকটা" মিলমাত্র এবং সেই নামের দেবী মূর্ত্তি যে অন্য কোন স্থানে থাকিতে পারে না, ইহাইবা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়?

(খ) বর্ণনার সহিত মূর্ত্তির কতকটা মিল। কি প্রকারের সাদৃশ্য, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্যের বিপক্ষে বলিবার কয়েকটি কথা আছে।

যেখানে যেখানে এই দেবীর বর্ণনা দেখা গিয়াছে, সকল স্থলেই দেবীর "কালী" মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য আছে। কোন কোন স্থলে স্পষ্টই 'কালী' বা "কালিকা" এই নাম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

আমার স্বর্গীয় পিতামহের গ্রন্থে :—

"দেবী বরপুত্র রাজা কেবা আঁটে তাহাকে।
যুদ্ধে যার সেনাপতি আপনি কালিকে ॥

অপিচ ভারতচন্দ্রে "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

কিন্তু আমেরের শিলাদেবীর কালী মূর্ত্তি নহে—দুর্গামূর্ত্তি। ইনি অষ্ট-ভুজা। যাঁহারা দেবী দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ধারণা, আমেরের শিলাদেবী কালীরূপিণী। কিন্তু এটি ভ্রম।

প্রতাপাদিত্যের ইষ্টদেবতা কালী মূর্ত্তি। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সমাজ নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"প্রতাপের জ্ঞান, নিষ্ঠাবত্তা, এবং ক্রিয়াশীলতা যথেষ্ট ছিল। তিনি কালীর সেবক ছিলেন। কালীসাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপের কালীসাধনা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। কথিত আছে যশোহরের (ধূমঘাট নিকট বন মধ্যে রাজপ্রাসাদ হইতে দৃশ্যমান স্থানে রক্তবর্ণ শিখা গগনাভিমুখে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া প্রতাপ প্রত্যাদেশসূত্রে সেই স্থলে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যশোহরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখেন। প্রতাপ-প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, এবং দেবীর নিত্য সেবা ও পর্ব্বাহে বহুতর জনসমাগম হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরে প্রতাপ দিন দিন উন্নতি লাভ করায় সাধারণের স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রতাপ দেবীর বরপুত্র, এবং প্রবাদ আছে যে, যুদ্ধকালে কালী প্রতাপের

সেনাপতির কার্য্য করিতেন। কবিবর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে উক্ত আছে।

'বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী'।

* * * * * প্রতাপ ধুমঘাটে যে গৃহে রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য করিতেন, তাহার সম্মুখ হইতে যশোহরেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত উত্তরমুখী একটি সরল প্রশস্ত রাজপথ ছিল। এবং সভাগৃহ হইতে রাজা সর্ব্বক্ষণ দেবীর দর্শন পাইতেন। অতএব দেবীমূর্ত্তি ও মন্দির নিশ্চয়ই দক্ষিণাস্য ছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণের নির্ম্মাণকৌশলেও তাহাই প্রতীয়মান হয়। প্রবাদ আছে যে, বসন্তরায়ের হত্যায় দেবী রাজার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া মন্দির সহ পশ্চিমাস্য হইয়া যান এবং দেবীর অকৃপাহেতু

'বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া,
প্রতাপাদিত্য যাবে।'

* * * * * নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাত দিবস পরে দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য দেবী রাজাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। রাজা সাত দিবস কাল ইষ্টদেবী সাক্ষাতে বঞ্চিত থাকিতে অসমর্থ হইয়া চতুর্থ দিবসে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, কেবলমাত্র দেবীর মুখমণ্ডল প্রকাশিত হইয়াছে, রাজার ব্যস্ততা-বশতঃ দেবীর মূর্ত্তি পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি লোলবদনা মুখমণ্ডল মাত্র। দেবী জ্বালা-ময়ী। এজন্য তাঁহার উপরিস্থ ছাদে বর্ত্তমানকালে পাকা রন্ধনশালার উপরিস্থিত "আকাশালোক" (skylight) সদৃশ জ্বালানির্গম পথ নির্ম্মিত আছে। প্রবাদ এই যে, প্রতাপ পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ম্মাণের পর রাত্রিতেই সে সমস্ত জ্বালাবেগে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রতাপ পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া যে জ্বালানির্গমন পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সযত্নে পরিরক্ষিত হইতেছে। দেবী প্রতিষ্ঠান্তে প্রতাপ দেবীর অধিষ্ঠানস্থানের নাম রাখেন ঈশ্বরীপুরী এবং সেই গ্রামের উপস্বত্ব দেবীর সেবার্থ অর্পণ করেন। যশো-হরেশ্বরীর সেবাইতগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত দেবত্র উপভোগ করিতেছেন।"

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে কয়েকটি মূল কথা পাওয়া যায়ঃ—

প্রথম—প্রতাপাদিত্যের অভীষ্ট শক্তিমূর্ত্তি "কালী"-রূপিণী—"দুর্গা" রূপিণী নহেন। কিন্তু আমেরের অষ্টভুজা শিলাদেবী "দুর্গা"-মূর্ত্তি, "কালী"মূর্ত্তি নহেন। পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন জয়পুরে আসিয়া আমেরের দেবী দর্শন করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি মূর্ত্তি দেখিয়াই বলিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল যে, দেবীর কালীমূর্ত্তি—কিন্তু অষ্টভুজা মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন যে, উহা দুর্গামূর্ত্তি—কালীমূর্ত্তি নহে। পূজারীরাও তাঁহার সমর্থন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—দেবীর অর্দ্ধপ্রকটিত জ্বালাময়ী মূর্ত্তি। ছাদযুক্ত রুদ্ধ গৃহে অবস্থিতি সম্ভবপর নয় বলিয়া ছাদে জ্বালানির্গমনপথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই সকল বন্দোবস্ত আমেরে কিছুই নাই, এবং আমেরের মূর্ত্তি সুন্দরভাবে গঠিত অর্দ্ধ প্রকটিত লোলবদনা নহে।

তৃতীয়—আমাদের যশোহর সমাজের বৃদ্ধ প্রবীন ব্যক্তিরা কেহই জানেন না মানসিংহ বাঙ্গলা হইতে প্রত্যাগমন কালে যশোহরেশ্বরীর শিলাময়ী মূর্ত্তি উঠাইয়া আনিয়া তাঁহার রাজধানী অম্বর নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরন্তু, আজ পর্য্যন্ত যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি ঈশ্বরীপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন,—তথায় সেবাইতগণ প্রাচীন কালের দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, ইত্যাদি সমাচারই সকলেই জানেন।

চতুর্থ—দেবীর 'বাম' বা 'বিমুখ' হওয়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, দেবীর প্রতাপাদিত্যের প্রতি অপ্রসন্নতা হেতু কেবল যে মুখ ও মস্তক বক্র হইয়াছিল তাহা নয়, পরন্তু প্রবাদ এই যে, দক্ষিণাস্য দেবী মন্দির সহ পশ্চিমাস্য হইয়াছিলেন।

'ঘটক কারিকা', অন্নদামঙ্গল', রামরামবসু :—'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে, যে প্রসঙ্গ আদৌ নাই, অদ্যাবধি আমাদের যশোহর বঙ্গজ সমাজে যে প্রসঙ্গের বিষয় প্রাচীন লোকেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, সেই প্রসঙ্গের বা অনুমানের মূল কোথায়। যশোহর সমাজের অন্তভূক্ত এক স্থানে আজিও যশোহরেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার পুরাতন কালের সেবাইতগণ আজিও পুরাতন দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তবে এ কথা কোথা হইতে আসিল যে অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী? অধুনাতন বাঙ্গালী ভদ্রলোক পর্য্যাটকগণের এটী অনুমান মাত্র। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিও (আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে) এই ভ্রমের প্রচারপক্ষে সহায়তা করিয়াছেন।

এই ধারণা যে সহজেই জন্মিতে পারে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে (গ) সংখ্যক যুক্তির অবতারণা করিতে হয়। দেবী মূর্ত্তি অম্বর নগরে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক আনীত; পূজাপদ্ধতি বঙ্গীয় রীতি অনুযায়িক; এবং পূজারী বাঙ্গালী। এই তিনটী বিষয় হইতে একেবারে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, 'শিলাদেবী' প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী। "বিদ্যাধর" প্রবন্ধে মেঘনাথ বাবু উক্ত তিনটী বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তিনটী বিষয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও এই সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা কিরূপে মানা যায়? বরং সিদ্ধান্ত যে সত্য নয়, তাহার অনুকূলে এখানকার দলীলাদিই প্রামাণ্য। আমার বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু মেঘনাথ

ভট্টাচার্য্য যে "বংশাবলীর" উল্লেখ করিতেছেন, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত "বংশাবলী" খানি প্রথমতঃ আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ও জয়পুর শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ বাবু সঞ্জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রাপ্ত হয়েন, এবং তৎসঙ্গে আমেরের পূজারীদিগের নিকট হইতে পুরাতন পাট্টা প্রভৃতির দলীলও পান। পরে সেই কাগজগুলি মেঘনাথ বাবু পান এবং তাহার উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া মেঘনাথ বাবু সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং উক্ত "বিদ্যাধর" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রথমতঃ "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মন প্রবন্ধ লিখিবার সময়েও সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইয়াছে। তিনি এখনও ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। নতুবা—

"কেদারকায়ত = পরতাদীপ = প্রতাপাদিত্য।

এইরূপ বুঝিলে সকল গোল মিটিয়া যায়" এরূপ লিখিবেন কেন? সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সুবিজ্ঞ সম্পাদক বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এক টিপ্পনী লিখিয়া উক্ত গোলযোগ ঐ ভাবে মিটাইবার পক্ষে বাধা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কেদার কায়েতকে আমরা প্রতাপাদিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি বার ভুঁইয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়।"

নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তই সমীচীন। অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় দুইজন পৃথক ব্যক্তি। মেঘনাথ বাবু "প্রতাপাদিত্যবিজয় ও শিলাদেবী আনয়ন ব্যাপার" ঘটিত আখ্যানের কথিত "বংশাবলী" হইতে যে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া এই পত্রের কলেবর পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। উক্ত "বংশাবলীর" বিবরণ যে স্থূলতঃ প্রমাণ্য, তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়া এই পত্রের উপসংহার করিব।

রাজস্থানের ইতিহাস ভট্টগ্রন্থ ও চারণদিগের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত। মহাত্মা টড চারণদিগের যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া গিয়াছেন। টডের পুস্তক অনুসরণ করিয়া এবং চারণদিগের মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চারণবংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত রামনাথ বারেট "ইতিহাস-রাজস্থান" নামক একখানি পুস্তক হিন্দী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি জয়পুর রাজপুত স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার। তাঁহার পুস্তক হইতে এক অংশ উদ্ধার করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহার হিন্দী ভাষা সহজেই বোধগম্য হইবে। দুই এক স্থলে বন্ধনীর মধ্যে অর্থও লিখিয়া দিলাম ঃ—

তখ্‌ত পর বৈঠ্‌ কর সলীমনে আপনা নাম জাহাঙ্গীর রখ্‌খা। উস্‌নে মানসিংজী কো বঙ্গালে কে পূর্ব্বীপ্রান্ত মেঁ জো হিন্দুয়োঁকে স্বতন্ত্র (স্বাধীন) রাজ্য থেঁ, উন্‌কো দবানে কে লিয়ে ভেজা। মানসিংহ জীনে পূর্ব্বী বঙ্গালমে পঁহুচ্‌ কব্‌ পহিলে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রাজ্য পর চড়াই কী জিস্‌কী সেনামে হাথী বহুৎ থে; প্রতাপাদিত্যকে সাথ জো লড়াই হুই, উস্‌মেঁ মানসিংহজীকে ছোটে কঁবর (কুমার) দুর্জ্জনসিংজী কাম আয়ে (মারা পড়েন) ঔর প্রতাপাদিত্যজী জীতা পকড়াগয়া। মানসিংহজী নে উসকো ধীর্জ বন্ধয়া (আশ্বাস দিলেন, ধীর্জ ধৈর্য্য)। ঔর কহা কি আগরে চলকর তুম্‌হারা রাজ্য তুম্‌ কো হী দিলা দূংগা। পরন্তু দীন প্রতাপাদিত্য কাশী পঁহুচ্‌ কর মার্গমেঁ হী (মার্গ-পথ) কালবশ হুয়া (কাল প্রাপ্ত হইলেন)। মানসিংহজী নে উস্‌কে ভতীজে (ভ্রাতুষ্পুত্র) হরিরায় কো উস্‌কা রাজ্য দিলায়া।

প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্যপর চড়াই কী। বহ (ইনি) জাতি কা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী কা উস্‌কে ইষ্ট থা; মানসিংহজী কী লড়াইকে সমাচার সুনকর কেদার নৌকামে বৈঠ কর সমুদ্র কা ঔর (অভিমুখে, দিকে) ভগ্‌ গয়া। ঔর মন্ত্রীসে

কহ গয়া কি যদি হোসকে (যদি সম্ভবপর হয়) তো মেরী পুত্রী মানসিংহজীকো দে কর সান্ধ করলেনা ; মন্ত্রীনে ঐসা হী কিয়া মানসিংহজীনে প্রসন্ন হো কর কেদার কো বাদশাহ কা পাদসেবী বনা কর উস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবীকো আম্বের লে আয়ে ॥

* * * সল্লাদেবী কো মানসিংহজী বঙ্গালেমে সে লায়েথে। বংশাবলিয়োমে (চায়ণ দিগ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী) লিখা মই কি দেবী নে মানসিংহজী সে কহা থা "মৈ তুম্হারে যাঁহা (তোমার স্থানে বা নিকটে) তব তক্ হী রহূংগী জবতক্ তুম ঔর তুম্হারী সন্তান মুঝে নিত্য এক ছাগ কা বলি দেতে রহোগে, জব তক মৈ তুম্হারে যহা রহূংগী তব্ তক্ তুম্হারে বা তুম্হারী সন্তানকে রাজ্য কো কিসী প্রকার কা ভয় নহী হৈ।" ইস্ দেবী কা মন্দির আম্বেরকে গড়মে বনা হুয়া হৈ ; পূজারী বঙ্গালী হৈ। ঔর অদ্যাবধি নিত্য মূর্ত্তিকে সামনে এক ছাগ কা বলি হোতা হৈ।" (ইতিহাস রাজস্থান, ১০৩। ৪ পৃষ্ঠা)।

জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ মানসিংহের রাজত্বকাল বর্ণনা করিবার কালে নিম্নলিখিত ভাবে মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন—

"Oosman, Oomar, Meroo, Hakim Khan, Kutloo Khan, Isa Khan and other Pathans had raised a rebellion in the Eastean part of the Empire, such as Jagannath Puri &c. Mansingh quelled all these. Now he advanced by sea to the country of Brahmaputra where he defeated the Raja of the land and took the country.

After this he defeated the Kayastha Raja Kaidar Nath (a Shaktik by religion and a favorite of Silla Devi) of Oodey. He then restored his *Raj* to him and

brought with him the idol of Silla Devi with promises that he would offer the usual sacrifices to it."

আমেরের পূজারীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত 'বংশাবলীর' উল্লেখ চারণ রামনাথ কৃত পুস্তকে আছে। এবং ঠাকুর ফতেসিংহও "বংশাবলী" অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা শুনা যায়।

এই দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লিখিত আখ্যান অবশ্যই প্রামাণ্য। তবে সকল কথাই যে ভ্রমপ্রমাদশূন্য তাহা বলা যায় না। অন্যান্য কথার আলোচনা এস্থানে না করিয়া মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে, প্রতাপাদিত্য বিজয়কালে মানসিংহ কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ও তাঁহার ইষ্টদেবতা শিলাদেবীকে লইয়া সন্ধি করেন, এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন।

দ্বাদশ ভৌমিকের বৃত্তান্ত সুবিস্তর ভাবে লিখিত হইলে কালে কেদার রায়ের বৃত্তান্তও লিখিত হইবে আশা করা যায়।

আজ এই বিষয়ে আর অধিক লেখার প্রয়োজন নাই।

প্রতাপাদিত্য গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন করিতেছি, এই বিরাট সংবাদ ত তোমার "ঐতিহাসিক চিত্রের" সংবাদ স্তম্ভে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত করিয়া দিয়াছ। ঈশ্বরেচ্ছায় সে ইচ্ছা ফলবতী হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হইবে। কিন্তু হইবে কি না, "প্রশ্ন ইহাই এখন।"

ভাল কথা, ঠাকুর ফতেসিংহ প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ না করিয়াই তাঁহার রাজ্যকে the country of the Brahmaputra বলিয়াছেন। এই বর্ণনা অতিসংক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে।

"Raja Kaidar Nath of Oodey." এই "উদয়" তাহা হইলে কেদারনাথের রাজধানী। এই স্থান কোথায় কোন সন্ধান লইতে পার কি ?

চারণ রামনাথ বারটে লিখিয়াছেন—প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র হরি-রায়কে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য প্রত্যর্পণ করা হয়। একথা কতদূর সঙ্গত? কচুরায় "যশোরজিৎ" উপাধির সহিত রাজ্য পাইয়াছিলেন। এই ত জানি। এই "হরিরায়ের" কথা তাহা হইলে কি ভুল?

ভরসা করি সমস্ত বিষয়ে আলোচনা তোমার দ্বারা অতি পরিপাটিরূপে সম্পন্ন হইবে।

এপ্রেল মাসের পত্রের প্রত্যুত্তর জুন মাসে লিখিতেছি। অপরাধ লইবে না। আমি এই সময়ের মধ্যে নিশ্চিন্ত ছিলাম না, চিন্তা ও অনুসন্ধানে সময় ক্ষেপণ করিয়াছি, এবং "তৈলেন্ধন চিন্তার" ও পীড়ার যন্ত্রণাও ভোগ করিয়াছি। এখানে প্লেগের নূতন আবির্ভাব হওয়াতে খুব হৈ চৈ হইয়া গেল। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি তোমার—শ্রীনবকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় — জয়পুর ১০ই জুন।

প্রিয় নিখিলনাথ—

প্রথম পত্র পাঠাইবার পর, বংশাবলীর মূল পাইয়াছি, তাহা জয়পুর ভাষায় লিখিত। উক্ত বংশাবলী নামক হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মান-সিংহের পূর্ব্বাঞ্চল-বিজয়-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল। ইতি

নবকৃষ্ণ

"পাছে কোই দিন পাছে পূরব মাহুঁ চঢ্যা। গজনীপুর নীলোদ মেঁ বা বণারস কাশীমেঁ জার অমল কীন্থু। কাশীমেঁ মানমন্দির বনায়ো।

পাছে পটনামে জা অমল কানূ ঔর উঠে বৈকুণ্ঠপুর বণায়ো। পাছে গয়াজীমে পৈংতালীস (৪৫) সরাধ কীনা। ফের উসমান্ পাঠান জগন্নাথজী মাঁহু ছো। জীকাঁ সারা পূরব মেঁ অমল ছো জীসূঁ জার জগড়ো করি ফতে পাই। উঁকা সারা রাজ মে অমল কীনূ। পাছে জগন্নাথজী মে ফেরি বিধিবিধান সূ পূজন করায়ো। ঔর স্থাপন কর্য়া ঔর পাছে উমর ছা জীঠে গয়া। সো বানে মারি ফতে পাই। পাছে মীদ্ধ গয়া। ঔর মীদ্ধসূঁ জগড়ো করি। মীদ্ধ মে অনল কীনূ। হকীমেঁ ছা কুতল মেঁ জানে মারি ফতে পাই, ঔর কুতল মেঁ অমল কীনূ সারী পূরব মেঁ অমল কীনূ। অর পূরব মাহু ঈশন খাঁ পঠান ছো। জীসূঁ জগড়োঁ কীনূ, সো ভাজি গয়ো। জাজমে বৈঠ সমুদ্র পাব গয়ো। পাছে উটা সূঁ চঢ্যা সো কোম সাৰ্টি কা চাল্যা, ব্রহ্নপুত্র গয়া, আর রাজা পরতাপদীপ সূ জগড়ো কীনূ, অর ফতে পাই। অর পরতাপদীপকো গড় ছো জীনেঁ খোস্ লীনো। অর বেটো দুরজন সিংঘজী মানসিংহজী কা কাম আয়া। পর জগৎসিংঘজী ঘায়ল হুয়া। অর রাব পরতাপদীপ কা লবাজমা কী সংখ্যা—হাথী তো তেরাসৌ অর ফৌজ সরঞ্জাম ভৌৎ ছো। জীসূঁ ফতে পাই। পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজ ছো। সো রাজা বাৰৈজ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতা কা প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী। সো মানসিংহজী পুছী—ইসো কাঁইকো বল ছৈ। সো অরজ করী সো সীলামাতা কো বল ছে। জদি আপ মাতা নৈ প্রসন্ন হোবা বাস্তে হোম উগৈরেছ করায়ো জদি মাতা প্রসন্ন হুই; অর কেদার রাজা সূঁ মাতাকো যো বচন ছো—সো তূ রাজী হোয় কহসী সো তূজা—জদি জাস্যূ। বেটী কো স্বরূপ করি দেবী পূজন মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপকী বেটী জানী। অর কহী তূজা—মুনে পূজন করবা দে। তুজা ঈয়াঁ তীন বার কহী। জদি মাতা বোলী—থারী মহা কো বচন পূরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী

মুনৈ ছল লীয়ো আপকী মরজী হোয় সো কীজে। যদি মাতা নৈ সমুদ্র মেঁ নাষি দীনী। জদি রাজা মানসিংঘজী কো দেবী আবাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাষি দীনা ছে। সো উঁঠা স্যুঁ কাট লীজ্যো মেহ তোস্যুঁ প্রসন্ন হুবা। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নেঁ মানসিংঘজী কোঠৈ ভেজ্যো সো দীবাণ আপ মিল্যো। যদি রাজা মানসিংহজী উঁকী বেটী মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী। যদি আপ ফুরমাই সো থারো রাজ ছৈ সো তোনে দীনূ। যদি সলাম করি পাছে সমুদ্র মেঁ মাতা ছী জীঠাব স্যুঁ কাটি লীনী। অর অরজ করী—মাতা অপ ফুরমাবো জী মাঁফক পূজন করুঁ। জদি মাতা কহী—মাহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী জীতেঁ থারো রাজবণ্যো রহসী। অর মেঁভী রহস্যোঁ। জী দিন বলদান রোজীনা হোতো রহজাসী জীঁ দিন থারো মহারো বচন পূরো হোসী। জদি আপ কবুল করী। অর মাতা নেঁলে আয়া। অর বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো অর উঠা স্যুঁ কুঁচ করি আয়া”।

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্ব্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনীপুর, নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে পাটনায় গিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিলেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠপুর স্থাপন করিলেন। পরে গয়ায় গিয়া তথায় ৪৫টী শ্রাদ্ধ করিলেন। জগন্নাথ (পুরী) অঞ্চলের দিকের সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল উস্‌মান পাঠানের অধিকারে ছিল। তথায় গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও তাহার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। পরে পুরী (জগন্নাথ) আসিয়া জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও স্থাপন করাইলেন। অনন্তর উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ

করিয়া জয়লাভ করিলেন। পরে মীরূ গিয়া তথায় যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও মীরূ অধিকার করিলেন। অনন্তর কুতল নামক স্থানে হাকীম ছিল, তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার (মানসিংহের) অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্ব্বদেশে ঈশন খাঁ নামক পাঠান ছিল, তাহার সহিত যুদ্ধ হইল এবং সে পলাইয়া গেল।

পরে (মানসিংহ) জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইলেন, এবং তথা হইতে ষাট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে গেলেন। তথায় রাজা পরতাপদীপের সহিত যুদ্ধ হইল ও বিজয় লাভ করিলেন এবং পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎসিংহ (জ্যেষ্ঠ পুত্র) আহত হয়েন। আর রায় পরতাপদীপের অধীনে তের শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; ইহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অনন্তর ঐ দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাঁহাকে (কেদারকে) কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার এত প্রতাপের কারণ কি?" নিবেদন করা হইল, "ইহার প্রতাপের হেতু শিলামাতা।" ইহা শুনিয়া মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ হোম প্রভৃতি করাইলেন, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইলেন, কেদার রাজার সহিত মাতার এই অঙ্গীকার ছিল যে, তুমি যখন নিজ হইতে বলিবে "তুই যা" তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে বলিলেন, "তুই যা, আমাকে পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপ তিনবার বলিলে মাতা

বলিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা পূর্ণ হইল।" তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা অভিরুচি করুন," পরে মাতাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবী মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখান হইতে আমাকে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।"* ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়াছিলেন। রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন, দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন। মানসিংহ কহিলেন তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, "মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।" তখন মাতা কহিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হইতে থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্য অটল থাকিবে। আর আমিও থাকিব। যে দিন হইতে নিত্য বলিদান বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমার সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে।" রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং মাতাকে লইয়া আসিলেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।

"বংশাবলী" পুঁথির কিঞ্চিৎ পরিচয়"

এই হস্ত লিখিত পুঁথির সঙ্কলয়িতা কে, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থের

সূচনায় এইরূপ আছে:—"শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীমাতাজী সদা সহায়। অথ কচ্ছবাহা কী বংশাবলী লিখ্যতে॥ দোহা॥

গুরুগণপতি অরু সারদা ইন্‌কো করি প্রণাম
কচ্ছবংসা রাজা ভয়ে কহোস তিনকে নাম"

এইরূপ একটু সংক্ষিপ্ত মঙ্গলাচরণের পর রাজপুতদিগের "কচ্ছাবহ" শাখার রাজগণের ধারাবাহিক বিবরণ আরব্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বা উপসংহারে—কোন স্থানেই সঙ্কলয়িতার নাম, বা গ্রন্থসঙ্কলনের সময় উল্লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের একখানি অবিকল নকল এবং মাড়ওয়ারী ভাষা (জয়পুরী) সহজে বোধগম্য হয় না বলিয়া ইহার একটী আধুনিক হিন্দী অনুবাদ, আমি দুই এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুগ্রহে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

ফল কথা, এই গ্রন্থের জয়পুরী ভাষা এখনকার লোকের নিকট আদৌ দুর্বোধ্য নহে। এমন কি, আমি এখানে ৯ বৎসর থাকিয়া স্থানীয় চলিত জয়পুরী ভাষা যতটুকু শিখিয়াছি, তাহাতেই ইহা মোটামুটি এক প্রকার সমস্তই বুঝিতে পারি। এবং গ্রন্থের উপসংহারে সম্বৎ ১৮৯১ সালে মহা-রাজা রামসিংহ রাজা হইলেন, এই সমাচারও ইহাতে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ সময়ে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হই-য়াছে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, বহুকাল হইতে এইরূপ 'বংশাবলী' লেখা চলিয়া আসিতেছে, এবং যাঁহার যাহার নিকট এইরূপ 'বংশাবলী' আছে, তাঁহারা সকলেই ঐ সকল "বংশাবলীতে" অধুনাতন ঘটনাবলি পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ যে "বংশাবলী" খানি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহার ভাষা ও লিখন প্রণালী আধুনিক জয়পুরী ভাষা হইতে কিছু ভিন্ন নহে।

এ বিষয়ে চারণবংশোদ্ভূত রামনাথ বারেট—যিনি হিন্দীভাষার

"ইতিহাসরাজস্থান" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় জয়পুরের ঐতিহাসিক উপাদান সমূহ সংগ্রহ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন—এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"অচরোলকে ঠাকুর রঘুনাথসিংহজী সাহেব সে জয়পুর কা ইতিহাস লিখনে কে লিয়ে এক বহুৎ অচ্ছী বংশাবলী মিলী। দুসরী বংশাবলী জয়পুর কী রাজাজী নরসিংহদাসজী সাহেব নে দী; তীস্‌রী হণুতিয়া গ্রাম নিবাসী পালাবৎ চারণ বালাবখ্‌সজী নে, চৌথী, বীরদাকে ঠাকুর সাহব কিশোর সিংহজী নে, ঔর, পাঁচব, আম্বেরকে জগৎশিরোমণিজীকে মন্দিরকে পূজারী বসন্তলালজী ব্রাহ্মণ নে দী; ইনমেঁসে প্রথম তীন তো একহী পুস্তক কী পৃথক্ পৃথক্ প্রতি, অর্থাৎ উন্ তীনোমেঁ একসা বৃত্তান্ত্ থা, কিসী মেঁ কুছ ন্যূনাধিকতা নহী থা। বীরদে ঠাকুর সাহব নোজো বংশাবলী দী, বহ সবসে বিলক্ষণ থী; উসী মেঁ কচ্ছবাহোঁকে ইধর আনে কা সম্বৎ ৯৩৩ দিয়া হৈ। ইস্ বংশাবলীসে ঠিক্ ঠিক্ মিলতী দুস্‌রী বংশাবলী পাঠোদাকে ঠাকুর সাহব জুহারসিংহজীকে পাস থী, উস্‌মেঁ ভী কচ্ছবাহোঁকে ইধর আনেকা সং ৯৩৩ দিয়া হৈ। যেহী দোনো বংশাবলী সত্য প্রতীত হোতী হৈঁ। ইস্ বিষয়কা এক নোট ভী জয়পুরকে ইতিহাসকে প্রারম্ভ মেঁ দিয়া হৈ। সো ধ্যান দেনে যোগ্য হৈ। পূজারী বসন্তলালজী কী বংশাবলী মেঁ বহুৎ স্পষ্ট বৃত্তান্ত লিখা হৈ বহ বহুৎ প্রামাণীক প্রতীত হোতী হৈ। ইন সব বংশাবলিয়োঁ কো পরতাল পরতাল কর জয়পুর কা ইতিহাস লিয়া হৈ; ইন্ সব সাহিবোঁ কা মৈঁ বহুৎ উপকার মানতা হুঁ। শোক হৈ কি গত গ্রীষ্ম ঋতুমে ঠাকুর রঘুনাথসিংহজী কা শরীর বর্ত্ত গয়া"।

এই গ্রন্থ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। এবং মুদ্রাঙ্কণের সময়ের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখন সমাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, এই প্রকারের কয়েক খান ভিন্ন ভিন্ন 'বংশাবলী' ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে।

১। আচরোনের ঠাকুর সাহেব রঘুনাথ সিংহের নিকট একখানি। ইনি এখন পরলোকগত।

২। জয়পুরের রাজা নরসিংহ দাস সাহেবের নিকট একখানি। ইনি এখন পরলোকগত।

৩। হুগুতিয়া গ্রাম নিবাসী পালাবৎ চারণ বালাবক্সের নিকট একখানি।

৪। বীরদার ঠাকুর সাহেব কিশোর সিংহের নিকট একখানি।

৫। আমেরের জগৎশিরোমণিজীর মন্দিরের পূজারী বসন্তলালজী ব্রাহ্মণের নিকট একখানি।

৬। পাঠৌদার ঠাকুর সাহেব জুহার সিংহজীর নিকট এক খানি।

ইহার মধ্যে প্রথম তিন খানি একই জিনিস—ভিন্ন ভিন্ন নকল মাত্র। ৪র্থ এবং পঞ্চম খানিতে স্পষ্ট স্পষ্ট বৃত্তান্ত লিখিত আছে। গ্রন্থকর্ত্তা এই দুই খানির বিশেষ আদর করিয়াছেন। এবং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

যে 'বংশাবলী' গ্রন্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—উহা সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত তিন খানির অন্যতম। জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহও খুব সম্ভবতঃ এই খানিরই অনুসরণ করিয়াছেন

সব গোল চুকিয়া যায় যদি জয়পুর রাজকীয় ইতিহাস লিখন বিভাগ হইতে কিছু উপাদান পাওয়া যায়। এই বিভাগে পুরাকাল হইতে জয়-পুরের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে ইতিহাসস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

ভৌগলিক নির্ঘণ্ট। *

* নির্ঘণ্টে ‘উ’ অর্থে উপক্রমণিকা ও ‘মূ’ অর্থে মূলগ্রন্থ বুঝিতে হইবে।

সাধারণ নির্ঘণ্ট।